স্পেনীয় আরবী কবিতা ও ইব্‌ন যায়দূন

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত থিসিস

গবেষক
মোহাম্মদ দাউদ আহমদ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382352
Dhaka University Library
382352
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড: মো: আবু বকর সিদ্দীক
বি.এ. অনার্স, এম. এ. (ঢাকা), পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ ইং

ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
এম. এম., বি. এ. অনার্স, এম. এ. (ঢাকা)
পিএইচ. ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

৩১/এফ, ঈসা খান রোড আবাসিক এলাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: অফিস : ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪২৯৩
বাসা : ৯৬৬১১০৪

সূত্র..................................

তারিখ ৬/৯/ ১৯৯৯

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মোহাম্মদ দাউদ আহমদ কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "স্পেনীয় আরবী কবিতা ও ইব্ন যায়দূন" শীর্ষক গবেষণা থিসিসটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা থিসিসটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করেছি।

৬/৯/৯৯

(ড : মো : আবু বকর সিদ্দীক)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

382352

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "স্পেনীয় আরবী কবিতা ও ইব্‌ন যায়দূন" শীর্ষক আমার বর্তমান পিএইচ.ডি. গবেষণা থিসিসের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি। এটা আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

তাং ৬/৯/৯৯ ইং

(মোহাম্মদ দাউদ আহমদ)
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

382353

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পত্রে 'আরবী বর্ণমালা ও হ·ারাকাহ (স্বর চিহ্ন) সমূহের বাংলা প্রতি বর্ণায়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি ঃ

أ = আ	ذ = য	غ = ঘ/ গ
إ = ই	ر = র	ف = ফ
أُ = উ	ز = য·	ق = ক·
ب = ব	س = স	ك = ক
ت = ত	ش = শ	ل = ল
ث = ছ	ص = স·	م = ম
ج = জ	ض = দ·	ن = ন
ح = হ·	ط = ত·	و = ভ/ ওয়া
خ = খ	ظ = জ·	ء = -'
د = দ	ع = '-	ى = য়

হ·ারাকাত

َ = আ, া	ى + ِ = ী
ِ = ই, ি	و + ُ = -ূ
ُ = উ, ু	ّ = ্/ দ্বিত বর্ণ
ا + َ = আ, া	ْ = -্

দ্র. বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত 'আরবী শব্দগুচ্ছের প্রচলিত উচ্চারণ ও বানান বহাল রেখে অনেক ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'স্পেনীয় 'আরবী কবিতা ও ইব্ন য·ায়দূন' শীর্ষক এ গবেষণা কর্মটি পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের অভিসন্দর্ভ হিসেবে রচিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের একাডেমিক কমিটির সুপারিশ ক্রমে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে আমি এটা রচনা করার অনুমতি প্রাপ্ত হই। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও রুচি সম্মত। কারণ স্পেনীয়দের মাতৃভাষা 'আরবী ছিল না। তথাপি হিজরী প্রথম শতাব্দির শেষ দশক থেকে সুদীর্ঘ সাড়ে আট শতক কাল পর্যন্ত 'আরব মুসলমানগণ স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে সেখানে 'আরবী সাহিত্যের এক বিশাল ও উচ্চাঙ্গিন কাব্য ভান্ডার গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্যানুরাগীদের নিকট তা আজও আবছা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালী কাব্যরসিকদের মানস-তুষ্টির জন্য পরিমিত তেমন গবেষণা কর্মের সন্ধান এ পর্যন্ত আমি পাই নি। আমি আমার অভিসন্দর্ভে স্পেনীয় 'আরবী কাব্য-সাহিত্যের খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক এবং স্পেনের স্বনামধন্য 'আরবী কাব্য-তারকা ইব্ন য·ায়দূনের জীবন ও সাহিত্যকীর্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। সে জন্য সর্বান্তকরণে আল্লাহ্ তা'আলার শুকর আদায় করছি।

আমি বিষয়টির উপর প্রচুর তথ্যাবলীর প্রতিফলন ঘটিয়ে পর্যালোচনার আসরকে পর্যাপ্ত অলংকারে সজ্জিত করে তা এক মোহিনী-অবয়বে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি প্রাচীন ও আধুনিক বহু 'আরবী গবেষকের গ্রন্থাবলী, প্রবন্ধ ও তথ্যবহুল লিখনী থেকে সাহায্য নিয়েছি, আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুণ। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড: মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, এম.এ. (ঢাকা), পিএইচ.ডি.(আলীগড়) এর প্রতি, যিনি আমার গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় উপাত্ত, বই-পুস্তক, সাহিত্য-সাময়িকী, পান্ডুলিপি ইত্যাদি সংগ্রহ ক্রমে অভিসন্দর্ভটিকে অর্থবহ করে তুলতে আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন । পরীক্ষক ও নিরীক্ষকদের দৃষ্টিতে এই গবেষণাকর্মটি শিল্পমান সমৃদ্ধ বলে সমাদৃত হলে এর সকল কৃতিত্ব হবে আমার মান্যবর তত্ত্বাবধায়কেরই। কারণ, তাঁর মহামূল্যবান পরামর্শ, রচনাপদ্ধতি ও দিকনির্দেশনার সার্বিক প্রতিবিম্বায়নে তা কাগজ-পৃষ্ঠে সুশোভিত হয়েছে। তাঁর শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করে তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে গবেষণাপত্রটিকে গ্রহণযোগ্য মানে উন্নীত করার প্রেরণা যুগিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। অতঃপর আমি আমার সকল মুহ·তারাম শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি- বিশেষ করে যাদের কাছ থেকে এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় প্রচুর সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করেছি, তাঁদের প্রতি আমি চিরকৃতার্থ। এঁদের মধ্যে জনাব আ.ত.ম. মুসলেহুদ্দীন এম.এ.ট্রিপল (ঢাকা), অধ্যাপক 'আরব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব ড: আ.ফ.ম. আবু বাকর এম.এ. পিএইচ.ডি. (ঢাকা), অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, 'আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব আবূ সা'ঈদ মোঃ আব্দুল্লাহ এম.এ. (ঢাকা), লিসানস (মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয়), সহকারী-অধ্যাপক 'আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনাব হ·াফিয· মাওলানা জিল্লুর রাহ·মান, ভূতপূর্ব মুহ·াদ্দিছ সরকারী ·আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

যথাক্রমে জনাব এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, এম. এ. (ঢাকা), সহকারী অধ্যাপক 'আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জনাব মুহম্মদ শফিকুর রহমান, এম.এ. (ঢাকা), প্রভাষক, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করছি। তাঁরা উভয়ই আমাকে এ ব্যাপারে নানা পরামর্শ দিয়ে প্রচুর উৎসাহ যুগিয়েছেন। খণ স্বীকার করে তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অমর্যাদা করতে চাই না।

এ প্রসঙ্গে আমি আরো দু'জন আদর্শ ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ না করলে সারা জীবন কৃতঘ্নতার অভিশাপ বহন করতে হবে। তাদের মধ্যে একজন হলেন আমার পিএইচ.ডি. থিসিস তত্ত্বাবধায়কের সহ ধর্মীনী ও আমার শ্রদ্ধেয় বড় বোন ডঃ সুলতানা রাজিয়া খানম পিএইচ.ডি. (আলীগড়) আমার গবেষণা কর্মের প্রয়োজনে আমি সময়ে অসময়ে তাঁর বাসায় এসে তাঁকে বিভিন্ন ভাবে বিরক্ত করেছি। কিন্তু এতে তিনি সামান্যতম বিরক্তিবোধ প্রকাশ করা তো দূরের কথা, বরং তাঁর উষ্ণ আতিথ্য ও স্বভাব সুলভ উদার আচরণের দ্বারা আমাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো অধিকহারে অনুপ্রাণিত করেছেন, যা শুভ্র পৃষ্টার ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব। অপর জন হলেন, সিলেটের এক স্বনামধন্য 'আলিম-ই-দ্বীন ও আমার মান্যবর জনাব আল-হাজ্জ মাওলানা শামসুদ্দোহা এম.এ (ঢাকা), প্রিন্সিপাল, জামি'আহ রাহমানিয়া তায়ীদুল ইসলাম ফতেহপুর, সিলেট। তিনি কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থ সা'উদী 'আরব থেকে সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাছাড়া সিলেট ফতেহপুর কামিল মাদ্রাসার অন্যতম সুপরিচিত শিক্ষক জনাব মনোহর আলী সহ অন্যান্য যে সকল শুভাকাংখীদের উৎসাহ উদ্দীপনা আমার কর্ম স্পৃহাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শানিত করে তুলেছে, তাদের সকলের শ্রম, উদ্যোগ ও নেক অভিপ্রায় গুলো আল্লাহ্ মানযূ'র করুণ - আমিন।

মোহাম্মদ দাউদ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১-৮

প্রথম অধ্যায় ঃ মুসলিম শাসনামলে ইসলাম ৯-৪৮

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

স্পেনের ভৌগলিক অবস্থান ৯, প্রাক-ইসলামী স্পেন ১০, মুসলমানদের স্পেন বিজয় ১১, স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাহ ১৫, তৃতীয় 'আবদ আল-রাহ•মান এর রাজত্বকাল ১৭, আল-হিকাম ইব্ন'আব্দ আল-রাহ•মান আল-নাসি•র ১৯, আল-হা•জিব আল-মানসূর-আল-'আমিরীদের স্বৈরতন্ত্র ২০, আল-মুরাবিতু•ন শাসক বর্গ ২২, আল-মুওয়াহ•হি•দূন শাসকবর্গ ২৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

স্পেনের সামাজিক অবস্থান ২৭, আল 'আরব ২৭, বার্বার জাতি ২৮, স্পেনীয় অনারব ২৯, শ্লাভ জাতি ২৯, আল-মুওয়াল্লাদ ৩০, খৃষ্টান ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় ৩১, সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান - বিজ্ঞান ৩৩,'আরবী ভাষা, সাহিত্য ও কাব্য চর্চা ৪২।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সনাতন ধর্মী 'আরবী কবিতা চর্চা ৪৯-১২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৪৯, সনাতন ধর্মী কবিতার বিষয়বস্তু: প্রশংসা ও স্তুতি ৬৬, হিজা বা ব্যঙ্গ ৭০, দর্শন ৭৩, কৃচ্ছতা ও বৈরাগ্য ৭৬, সূ•ফীবাদ ৭৮, গৌরব ও বীরত্বগাঁথা ৮২, শোকগাঁথা ৮৪, চিত্র ধর্মী কবিতা ৮৭, প্রেম ও প্রণয় ৯০, শরাব ও রম্য কৌতুক ৯৮, দেশাত্ববোধক শোকগাঁথা ১০২, সনাতনধর্মী স্পেনীয় কবি ও কবিতার মূল্যায়ন ১০৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ প্রকৃতি কাব্য

প্রকৃতি কাব্যের পরিচিতি ও উৎপত্তি ১১৪, প্রাচ্যের 'আরবী সাহিত্যে প্রকৃতি কাব্য ১১৫, স্পেণীয় প্রকৃতি কাব্য ও তার শিল্পরূপ ১১৯

তৃতীয় অধ্যায় ঃ স্পেনে মুওয়াশ্শাহ্ গীতিকাব্য ১২৯-২০০

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

প্রাসঙ্গিক কথা ১২৯, মুওয়াশ্শাহ•ার সজ্ঞা ও তার মৌলিক কাঠামো ১৩২, আল-ক•াফল ১৩৫, আল-দাওর ১৩৫, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

মুওয়াশ্শাহ•া কবিতার শ্রেণী বিভাগ ১৫০, প্রণয় মূলক মুওয়াশ্শাহ•া ১৫০, পুরুষের প্রতি প্রণয়াবেদন মূলক মুওয়াশ্শাহ•া ১৫৯ প্রকৃতি বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ•া ১৬৪ মদ ও শূরা বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ•া ১৬৬, রম্য, কৌতুক ও ব্যাঙ্গাত্মক মুওয়াশ্শাহ•া ১৬৯, প্রশংসা সূচক মুওয়াশ্শাহ•া ১৭২, শোকগাথা জাতীয় মুওয়াশ্শাহ•া ১৭৭ ধর্ম বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ•া ১৭৯, মওয়াশ্শাহ•া কবিতার শিল্পরূপ ঃ ছন্দ মাত্রা ১৮৩, আল-খারজাহ ১৮৯, শিল্প বৈশিষ্ট্য ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ স্পেনে যজাল গীতি কাব্য ২০১-২২

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ - ২০১, যজাল গীতির বিষয়বস্তুঃ প্রণয় ২০৬, প্রকৃতি ২০৭ শরাব ২০৯, প্রশংসা ২১০, হিজা বা নিন্দা ২১১, সূফীবাদ ২১৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

যজাল গীতির শিল্পরূপ ঃ ছন্দ ও মাত্রা ২১৬, আল-খারজাহ ২১৭, আঙ্গিক, ভাষা ও শিল্প বৈশিষ্ট্য ২১৮।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইব্ন যায়দূনের জীবনী ২২৩-৪৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

ইব্ন যায়দূনের সমসাময়িক স্পেন-২২৩, কবির জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা জীবন ২২৭, কবির যৌবন ও কর্ম জীবন ২৩০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

আবু আল-হাযমের রাজদরবারে ইব্ন যায়দূন ও তাঁর কারা জীবন ২৩৮, আবু আল-ওয়ালীদের রাজদরবার ও ইব্ন যায়দূন ২৪৩, 'আব্বাদ এর রাজদরবারে ইব্ন যায়দূন ২৪৬।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইব্ন যায়দূন এর সাহিত্য কর্ম ২৫০-৭৯

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

ইব্ন যায়দূনের সাহিত্যিক অবদান ঃ কাব্য সংকলন ২৫০, আল-হাযলিয়্যাহ ও আল-জিদ্দিয়্যাহ নামক পত্রদ্বয় ২৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ইব্ন যায়দূনের কাব্যপ্রতিভা ও তাঁর মূল্যায়ন ২৬৭, সমালোচকদের দৃষ্টিতে ইব্ন যায়দূন ও তার কবিতা ২৭৩।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ২৮০-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মহানবী (স.) এর মাদীনা হিজরাতের শতাব্দি পূর্তির পূর্বেই মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। উমায়্যাহ খিলাফাতের যুগে (৯২হি./৭১০খৃ.) বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি ত;ারিক· ইব্ন যি·য়াদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ স্পেন দখলের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় পতাকা ইউরোপীয় ভূখন্ডে উড্ডয়ন করেছিলেন। এই সময় থেকে স্পেনের সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রাচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যের ন্যায় কুরআন ও জান্নাতীদের ভাষা 'আরবীকে[১] ঘিরে গড়ে উঠেছিল এবং 'আরবী ভাষাকে কেন্দ্র করে তথাকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার অভূত পূর্ব উন্মেষ সাধিত হয়েছিল। বিশেষ করে 'আরবী কাব্যজগতে মুসলিম অধ্যুষিত স্পেনে যে সাহিত্য-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তা যুগ যুগ ধরে 'আরবী গবেষক ও পন্ডিতদের নিকট সীমাহীন গুরুত্ব পেয়ে আসছে।

'আরবী সাহিত্য প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন সাহিত্য। কিন্তু কালের আবহ আবর্তে তা অনেকটা হারিয়ে গেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির পূর্বের কোন 'আরবী সাহিত্য-ভান্ডার আমাদের হাতে সংরক্ষিত নেই। কবিতা হচ্ছে সাহিত্যের মূল ভিত্তি। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় কাব্যচর্চার মাধ্যমে সাহিত্যের সূচনা হয়। 'আরবী ভাষার বেলায়ও এর বত্যয় ঘটেনি। এর সাহিত্যচর্চাও কবিতার দ্বারা সূচিত হয়েছিল।

তবে 'আরবী কবিতার উদ্ভব কখন হয়েছিল তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক গণ যা বলেছেন তা সবই অনুমান নির্ভর। উমায়্যাহ কবি ফারায·দাক· (মৃ. ১১০/৭২৮) বনূ তাঘলিব গোত্রের কবি মুহালহিল ইব্ন রাবী'আহ (মৃ. প্রায় ৫৩১খৃ.) কে[২] প্রথম 'আরব কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩] তাঁর ভ্রাতা কুলায়ব বাসুস[৪] যুদ্ধে নিহত হলে তাকে উপলক্ষ করে তিনি যে শোকগাঁথাটি রচনা করেছিলেন, তা ইতিহাসে প্রথম 'আরবী শিল্পমান সমৃদ্ধ কবিতা বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। মুহালহিল ইব্ন রাবী'আহ'র পরে 'আরবী কবিতার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। 'আরবী সাহিত্য জগতে ইমরু আল-ক·ায়স (মৃ. ৫৪০ খৃ.), যু·হায়র ইব্ন আবী সুলমা (মৃ. ৬০৯ খৃ.),'আমর ইব্ন কুলছুম (মৃ. ৬০০খৃ.), নাবিঘাহ যুবয়ানী (মৃ. ৬০৪ খৃ.), ত·ারাফাহ ইব্ন 'আব্দ আল-বিকরী (মৃ. ৫৬৪ খৃ.), হ·ারিছ ইব্ন হি·ল্লিয·াহ (মৃ. ৫৬০ খৃ.), 'আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ (মৃ. ৬১৫ খৃ.), লবীদ ইব্ন রাবী'আহ (রা.) (মৃ. ৬৬১ খৃ.), আল-আ'শা (মৃ. ৬২৯ খৃ.) প্রমূখ প্রথিতযশা কবিদের আবির্ভাব ঘটে। এদের রচিত কবিতা ইতিহাসে মু'আল্লাক·াহ কাব্যগুচ্ছ (ঝুলন্ত গীতিকা) নামে পরিচিত।[৫] জাহিলী

---

১ 'আরবী সামী ভাষাগোষ্ঠীর একটি প্রধান ভাষা। হায·রাত নূহ· (আ.) এর ছেলে সাম এর বংশধর গণ 'আরব, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি এলাকায় প্রাচীনকাল থেকেই বসবাস করে আসছিল।তাওরাতের বংশ পরিচয় অনুযায়ী তাদেরকে বনূ সাম বলা হয়। তারা যে যে ভাষায় কথা বলতো, সেই ভাষাগুলোকে সেমেটিক বা সামী ভাষাগোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে।(সায়্যিদ সুলায়মান নাদাভী, তারীখ-ই আরদ· আল-ক·ুরআন,খ ১,পৃ.১০৬)

২ কবি মুহালহিল এর প্রকৃত নাম 'আদী ইব্ন রাবী'আহ আল-তাঘলিবী। তিনি আল-মুহালহিল নামেই সুপরিচিত। তিনি ছিলেন তাগলিব গোত্রের প্রধান ও বিখ্যাত কুলায়বের ভ্রাতা এবং কবি সম্রাট ইমরু আল-ক·ায়সের মামা। মহালহিল যৌবনে নারীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকতেন। এজন্য কুলায়ব তাঁর নাম দিয়েছিলেন যীরুন নিসা (নারীদের সাথী)। (আ.ত.ম. মুসলেহুদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,পৃ. ৯০)

৩ শিবলী নু'মানী, মাকা·লাত শিবলী,খ ২, পৃ. ৩১।

৪ তাঘলিব গোত্রের প্রধান কুলায়বের শ্যালক জাসসাসের বাসূস নামে এক খালা ছিল। বাসূস পরিবারে আশ্রিত এক ব্যক্তির একটি উঠনী কুলায়বের বাগানের এক পাখীর বাসা নষ্ট করায় তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠনীটিকে হত্যা করেন। এতে বাসূসের প্ররোচনায় জাসসাস কুলায়বকে হত্যা করেন । বাসূস ছিল বনূ বাকর গোত্র ভূক্ত। ফলে বনূ তাঘলিব ও বনূ বাকর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ঐ মহিলাটির নামানুসারে এটা ইতিহাসে বাসূস যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যুদ্ধটি (খৃ.৪৯--৫৩৪) চল্লিশ বৎসর স্থায়ী ছিল। (নিকলসন, পৃ.৫৫-৫৮; আহমাদ ইস্কান্দারী, পৃ. ২০)।

৫ কথিত আছে যে, তৎকালীন 'আরবের 'উকাজ· নামক মেলায় রীতিমত কাব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এই মেলায় যে সকল কবিতা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে, তা মূল্যবান মিসরীয় বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কা'বাহ শরীফের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যুগে কবিতাই ছিল 'আরবদের সাহিত্য। এ সব কাব্যমালায় তদানীন্তন 'আরব সামাজের পূর্ণচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ যুগের কবিতায় প্রেম-বিরহ, অসীম-সাহসিকতা, শৌর্য-বীর্য, লুটতরাজ-ডাকাতি, আতিথেয়তা, প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য প্রভৃতি বিষয় যেমন কাব্যের সুনিপুণ তুলিতে অংকিত হয়েছে, তদ্রুপ কুৎসা ও নিন্দাবাদের শাণিত ব্যঞ্জনাও জাহিলী কবিতাকে দিয়েছিল এক ভিন্ন আমেজ।

ইসলামের আবির্ভাবের পর কু·রআনের অপূর্ব রচনাশৈলীর প্রভাবে 'আরবী কাব্য এক নব-সাজে সজ্জিত হয়। ইসলাম 'আরব কবিদেরকে শালীন ও মার্জিত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের উপর ঈমানী মূল্যবোধ ও তাওহীদ বিরোধী কবিতা রচনায় বিধি-নিষেধ আরোপ করে। যেমন কাফির ও নীতি জ্ঞানহীন কবিদের সম্পর্কে কু·রআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ[১]

"الشعراء يتبعهم الغاوون– الم تر انهم فى كل واد يهيمون– وانهم يقولون مالايفعلون–"

"আর কবিরা, বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদেরকে অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে পাও না, তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়, তদুপরি তারা মুখে যা বলে, কাজে তা করে না।"

অন্যত্র আল্লাহর রাসূল (স.) ইরশাদ করেন,[২]

"لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من ان يمتلئ شعرا" (متفق عليه)

"কোন ব্যক্তির পেটে (এমনি মন্দ) কবিতা থাকার চেয়ে সেই পেটে পুঁজ জন্মে তা পচে যাওয়া অনেক উত্তম।"

ভাল ও উত্তম কবিতার প্রশংসা করে তিনি আরো বলেন,[৩]

"إن من الشعر حكمة"

"কোন কোন কবিতায় প্রকৃত জ্ঞানের কথা রয়েছে।"

উপরোক্ত কু·রআনের আয়াত ও হ·াদীছদ্বয়ের মর্ম অনুযায়ী দেখা যায় যে, ইসলামের আগমন নৈতিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে 'আরবদের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি বরং তাদেরকে এক সার্বজনীন নীতি নির্ধারণ ক্রমে নৈতিকতা বিরুধী কাব্যচর্চা বর্জনে অনুপ্রাণিত করেছে।

ইবন খালদূন সহ কতিপয় ঐতিহাসিকের ধারণা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'আরবী কাব্যচর্চা অনেকটা স্তিমিত হয়েপড়েছিল। কু·রআনের উচ্চাঙ্গিন ভাবধারা ও সাবলিল বর্ণনার অলংকারিত্বে 'আরবগণ অভিভূত হয়ে তাদের সূর ও কাব্যশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।[৪] সুতরাং এই অভিমতের সাথে একমত হয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, রাসূল (স.) এর যুগে 'আরবী কাব্যচর্চা বন্ধ হয়ে পড়েছিল। কারণ, এ সময় কিছু কাফির কবি ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তাদের কবিত্বের শাণিত খড়গ-হস্তে যেমন ঝাপিয়ে পড়েছিল, তদ্রুপ মাদীনার তিনজন স·াহ·াবী কবি— হাস্সান ইবন ছাবিত (মৃ.৫৪ হি.), কা'ব ইবন মালিক (মৃ.৫০ হি.) এবং 'আবদ আল্লাহ ইবন রাওয়াহা·হ (মৃ. ০৮ হি.) সর্বদা রাসূল (স.) এর পাশে থেকে মক্কার কাফির কবিদের প্রতি-উত্তরে কবিতা রচনা করেছেন। তাছাড়া মক্কা বিজয়ের পর বিভিন্ন 'আরব গোত্র তাদের বাগ্মি ও কবিদেরকে রাসূল (স.) এর খিদমাতে পাঠিয়ে দিত। বাগ্মিগণ যেমন নির্ঝর বর্ণনার মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করতেন, তেমনি

রাখা হতো। এজন্য এই কবিতাগুচ্ছকে একত্রে মু'আল্লাক·াত নামে চিহ্নিত করা হয়। (ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইক·দ আল-ফারীদ, খ৩,পৃ. ১১৬)।

১ আল কু·রআন, সূরা শু'আরা, আয়াত নং- ২২৪

২ ওয়ালী আল-দ্বীন, মিশকাহ আল-মাস·াবিহ· (দিল্লী : নূর মুহা·ম্মাদ , ১৯৩২খৃ.), পৃ. ৪০৯ ।

৩ প্রাগুক্ত ।

৪ ইবন খালদূন, মুক·াদ্দিমাহ আল-'ইবার (ক·ায়রো, ১৯৩০খৃ.), পৃ. ৪২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

কবিগণও উন্নতমানের কবিতা রচনা করে তা রাসূল (স.) এর দরবারে আবৃত্তি করতেন। এ সময় মুসলমানদের পক্ষ থেকে উপস্থিত বক্তা ও কবিগণ তাদের প্রতিউত্তরে নিজেদের বক্তব্য ও কবিতা অতি চমৎকার ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করতেন।[১]

চার খুলাফার যুগে 'আরবী কাব্যচর্চার এ গতিধারায় আরো তীব্র স্রোত সঞ্চারিত হয়। স·হ·াবা-ই-কিরামদের মধ্যে অনেকে স্বরচিত কবিতা মুসাল্লীদেরকে মাসজিদের মধ্যে পাঠ করে শুনাতেন। দ্বিতীয় খালীফাহ 'উমার (রা.) স্বয়ং একজন কবি ছিলেন। এ যুগে কাফিরদের সাথে মুসলমানদের জিহাদের ঘটনাবলী, 'ইরাকের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কবিদের এক বিরাট বাহিনী গড়ে উঠেছিল। তাঁদের রচিত কাব্যপুষ্পের বিশাল ভান্ডার 'আরবী সাহিত্যকুঞ্জকে সমৃদ্ধশালী করার ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রেখেছে।

উমায়্যাহ যুগে 'আরবী কাব্যশরীরে দেখা গেল ইষৎ ভিন্ন পোষাক। জারীর (মৃ. ১১০ হি.) ও ফারাযদাক· (মৃ.১১০ হি.) এর নাক·াইদ কাব্য, 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আহ'র (মৃ. ৮৩ হি.) অশ্লিল প্রেম, আখতাল (মৃ. ৯৫ হি.) এর শাণিত কুৎসা এ যুগের কবিতাকে দিয়েছে ভিন্ন আমেজ। বনূ হাশিম ও উমায়্যাহদের ক্ষমতার লড়াই জাহিলী গোত্রপ্রীতিকে 'আরব কবিদের মধ্যে পুনরায় উজ্জীবিত করে। যেমন- খৃষ্টান কবি আখতাল এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ[২]

وقد نبتت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هى

"সারযুক্ত ভিজে মাটিতে সবুজ ঘাস জন্মেছে বটে, অন্তরের মলিনতা যেমন ছিল তেমনই বাকী রয়েছে।"

প্রাচ্যে উমায়্যাহদের শাসনামলে 'আরবগণ কু·রআন ও হ·াদীছ থেকে প্রাপ্ত অমূল্য রত্ন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের উপর ভিনদেশী প্রভাব তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় নি। এতদসত্তেও খৃষ্ট ৭ম শতাব্দিতে 'আরবরা বিভিন্ন দেশ জয় করার কারণে তারা এমন কিছু অনারবী সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল, যার প্রভাবে 'আরবী ভাষা কিছুটা পরিবর্তন গ্রহণ করে নিয়েছিল।

'আব্বাসীয় যুগে 'আরবী কবিতার পালাবদলের এ হাওয়া আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এখানে আরব জাতীয়তা ও জীবনবোধের কবিতায় বেশী স্থান দখল করে নিল আন্তর্জাতিক অনুভব ও বিলাস-বৈভবের প্রাধান্য। আবূ আল-'আতাহিয়্যার (মৃ. ২১১ হি.) ইসলামী জীবনবোধ, আল-মুতানাব্বীর (মৃ. ৩৫৪ হি.) স্তুতি ও রোমান্টিকতায় এবং আল- মা'আররীর (মৃ. ৪৪৯ হি.) দর্শনে এ যুগের 'আরবী কবিতা যেন একেবারে মোহিনী অলংকার পরিহিতা তন্বী-তরুণীর সৌন্দর্য ছড়ানো বিচ্ছুরীত আলোর বন্যায় রূপায়িত হয়ে আছে। 'আরবী অনারব সকলের সমবেত সাধনার ফলে বহুমূখী সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাবধারা 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হয়েছিল। এ মিলনের কাজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে 'আব্বাসী যুগে। রুক্ষ ও সাদামাটা বেদুঈন জীবন থেকে কোমল ও স্নিগ্ধ নাগরিক জীবনে প্রবেশের পর 'আরবরা যে জীবন-উপকরণ ও পরিবেশের মূখোমূখি হলো, সে গুলোর ভাষারূপ দেয়ার মত শব্দভান্ডার তাদের ছিল না। আহার, পোষাক, প্রসাধন-সামগ্রী, সংগীত, ক্রীড়া-উপকরণ, প্রশাসনিক রীতিনীতি ইত্যাদি তথা সর্বক্ষেত্রেই তাদেরকে এক জটিল প্রতিকূলতার মুকাবেলা করতে হলো। তারা প্রচলিত 'আরবী শব্দের প্রয়োজনীয় অর্থ সম্প্রসারণ করে কিংবা বিদেশী শব্দকে 'আরবী ছাচে পরিমার্জন করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ গুলোকে হু-বহু ও অবিকল নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যে প্রয়োগ করার কৌশল অবলম্বন করেছেন। বলাবাহুল্য যে, এ যুগে 'আরবী সাহিত্য ও কাব্য পারসিক ও ভারতীয় গল্প-কাহিনী ও নীতিবাক্য দ্বারা যথেষ্ট পরিমানে প্রভাবিত হয়েছিল।[৩]

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৩ খৃ.), খ২, পৃ.৪৩ ।

২ হ·াসান য·ায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী (উর্দু), অনু. 'আবদ আল-রাহ·মান ত·াহির স·ূরাতী (লাহোর, ১৯৬১খৃ.), পৃ.১৯২ ।

৩ ড: আহ·মাদ আমীন, দু·হ·া আল-ইসলাম, অনু. মুহাম্মাদ আবূ তাহের মেছবাহ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খৃ.), খ ১, পৃ. ২২৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে তা·রিক· ইব্ন যি·য়াদ কর্তৃক স্পেন বিজয়ের পর তথাকার বিজিত অঞ্চলগুলো দামেস্কের উমায়্যাহ খিলাফাতের প্রাদেশিক মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে 'আব্বাসীদের হাতে দামেস্কের পতন হলেও স্পেনে উমায়্যাহদের পূর্ণ কর্তৃত্ব বহাল ছিল। অধিকন্তু তারা 'আব্বাসীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে অতি দাপটের সহিত সমান্তরালভাবে স্পেনের শাসনযন্ত্র পরিচালিত করেন। তাদের এ প্রতিযোগিতা কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা সমাজ জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ছিল।

তৎকালীন স্পেনীয় জনগণের মাতৃভাষা ছিল অনারবী। তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় ল্যাটিন, রোমান, বারবারী, প্রচলিত স্থানীয় মিশ্রভাষা ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। স্পেন বিজয়ের পর মুসলমানগণ সেখানে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার সাথে সাথে 'আরবীভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলিম কৃষ্টি-কালচারকে প্রতিষ্ঠিত করতে আত্মনিয়োগ করলেন। বস্তুতঃ 'আরবরা পৃথিবীর যেখানেই অনুপ্রবেশ করেছে, সেখানে তাদের ধর্ম,ভাষা ও সাহিত্যের বীজ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় প্রাচ্য হতে বহু কবি-সাহিত্যিক ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ স্পেনে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন। একদিকে এ সকল কবিরা সেখানে খাঁটি 'আরবীয় কাব্যিক ভাবধারা বজায় রেখে কিছুটা কাব্যচর্চা করেছেন। অপর দিকে 'আরবী ভাষা মুসলিম স্পেনের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করায় তথাকার সরকারী সকল কর্মকান্ড 'আরবী ভাষায় পরিচালিত হতে থাকে এবং 'আরবী জানা লোকদেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, 'আরবী সাহিত্যিক ও পন্ডিতদেরকেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বড় বড় মোসাহেবা দানের ঘোষণা দিয়ে স্পেনের অনারবী প্রতিভা গুলোকে 'আরবীচর্চার প্রতি অধিক হারে প্রলোভিত করা হয়।[১]

স্পেনীয় অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল খৃষ্টান ও ইয়াহুদী। এদের মধ্যে বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল। ফলে ধর্মীয় প্রয়োজনে তাদের মধ্যে 'আরবীচর্চা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সময় বহু 'আরব পুরুষ ও আদি স্পেনীয় রমনীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠে। তাদের ঔরসে আল-মুওয়াল্লাদ নামক এক নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। এরাও 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিল। তাছাড়া 'আরবী ছিল তথাকার বিজয়ী জাতির ভাষা। ফলে জাত, পদ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট 'আরবীচর্চা আভিজাত্যের প্রতিক বলে বিবেচিত হয়। এমন কি স্পেনের খৃষ্টান পাদ্রীরাও তাদের ধর্মীয় শিক্ষা হতে ল্যাটিন ভাষা পরিহার করে 'আরবীকে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়।[২] এ ভাবে 'আরবী ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল। বিশেষ করে স্পেনীয়দের মধ্যে তা সাহিত্যচর্চার প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলো। ফলে তারা 'আরবী ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করেন। অধিকন্তু প্রাচ্যের তুলনায় স্পেনের প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিত্বের জন্য অধিকতর অনুকূল ছিল। কারণ 'আরবদের কবি-মানস ছিল রুক্ষতা, হিংস্রতা, উগ্রতা ও যুদ্ধাংদেহীতায় পরিপূর্ণ ও কলুষিত। পক্ষান্তরে স্পেনের উর্বর-শ্যামলী প্রকৃতি এবং হীম-শীতল ও আর্দ্র-জলবায়ুর প্রভাবে তথাকার কবি-মানস ছিল অধিকতর কোমল, পরিশীলিত, নীরিহ, সহানুভূতিশীল,তীক্ষ্ণ ও আবেগ প্রবন — যা তাদের কাব্যচর্চায় বিলাসী খোরাক যোগিয়েছে।

তৎকালীন স্পেনে 'আরবী কবিতার উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধি তথাকার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ সময় 'আরব শাসকবর্গ শৌর্য-বীর্য, মান-মর্যাদা,কৃতিত্ব ও মহত্ব তথা স্পেনীয় সমাজ জীবনের সার্বিক প্রান্তরে আদর্শ প্রতিমা ছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেভিল-কর্ডোভা সহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ শহর-বন্দর গুলো জ্ঞানীগুণী, শিক্ষাবিদ,দার্শনিক, সাধক-দরবেশ,কবিসাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞদের আকর্ষণীয় মিলন ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিল। 'আরবের শাসকশ্রেণী এ সব প্রতিভাধর ব্যক্তিদের রাজকীয় আতিথ্যে সংবর্ধিত

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-'আরবী আল- আন্দালুসী (ক·য়রো : দার আল-মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ.৬৪।

২ অধ্যাপক ড: হ·াসান জাদ হ·াসান, ইবন য·ায়দুন (ক·য়রো : আল-মুনীরিয়াহ্,১৯৫৫খৃ.), পৃ. ৪০-৪১ ।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। তাদের দ্বারা রাজদরবারের বড় বড় পদ অলংকৃত হতো। স্পেনের পাঠাগার গুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ বইপুস্তকে ছিল সমৃদ্ধ। ফলে সেখানে চিন্তা-গবেষণা, সাহিত্য ও ললিতকলার জগতে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। স্পেনে আগত 'আরব কবিরা তাদের অতীত ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত বনেদী কাব্যধারায় সুক্ষ্ম ও সাবলিল রচনাশৈলী এবং সরস ও অভিনব বর্ণনাপদ্ধতি সংযোজন ক্রমে অনুপম কবিতা রচনা করে 'আরবী কাব্যচর্চাকে সাধারণ মানুষের কাছে অতি আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে তুলেন। ফলে স্পেনীয় জনগণ 'আরবী কবিতাচর্চার প্রতি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[১] মুসলমানদের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার ফলে স্পেনের সমাজ-সভ্যতায় এক অভূতপূর্ব উন্মেষ ঘটেছিল। তথাকার জনগণ এর প্রাচুর্য ও বিলাস-বিনোদে সমৃদ্ধ জীবন ধারার স্নিগ্ধশীতল ছায়ায় মহা 'আয়শে দিনানিপাত করছিল। এতে জাতি, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অধিবাসীদের মনের কোমল বৃত্তিগুলো অতিমাত্রায় চাঙ্গা হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে পূর্বের সাংস্কৃতিক আবেগানুভূতি অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে এক সুপ্ত কাব্যিক প্রতিভা জাগ্রত হয়ে উঠে। আর এ জাগরণ থেকেই স্পেনদেশে কাব্যিক রেঁনেসার সূত্রপাত হয়।

এ ভাবে ধীরে ধীরে স্পেনীয় 'আরবী কবিতা সজীব, প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়ে উঠলো। শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিদের মধ্যে কাব্যচর্চার প্রতিযোগিতা পূর্ণ-উদ্দমে আরম্ভ হলো। জনাকীর্ণ কাব্যমোদীদের পদচারণায় কবিতার আসরগুলো সরগরম হতে লাগলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেশের সর্বত্র কবিত্বের সূর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আমার মূল অভিসন্দর্ভে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

পরবর্তীতে কতিপয় ব্যতিক্রম-ধর্মী স্বভাব কবিদের বিচিত্র প্রতিভার কোমল পরশে স্পেনের কাব্যজগতে উন্নয়নের বিশাল জোয়ার প্রবাহিত হয়। মদ-নারী ও নৃত্যগীতির সাথে সমকালীন স্পেনীয় জনগোষ্ঠীর অতি নিবিড় সম্পৃক্তি গড়ে উঠার কারণে তারা সূর ও সঙ্গীতের অনুকূলে 'আরবী কাব্যাঙ্গে ব্যাপক সংস্কার সাধন করে। ফলে স্পেনের সাহিত্যাঙ্গনে মুওয়াশ্শাহ·া ও য·াজাল নামে দুটো অভিনব 'আরবী গীতিকাব্যের আবির্ভাব ঘটে। এ দুটো কাব্যধারা বিষয়বস্তুর দিকদিয়ে পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু ছন্দ, মাত্রা, ভাষা, সূর ও সমাপনী কাব্যাঙ্গের বৈচিত্রে এ গুলো পরস্পর দুটি স্বতন্ত্র কাব্যকলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমার গবেষণাকর্ম এ জাতীয় কাব্যগুচ্ছের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, শৈল্পিক রূপচিত্র, ভাষা ও সূরের লালিত্য এবং ছন্দ ও মাত্রার অদ্ভুত কারুকার্যতার আলোচনায় টই-টুম্বুর।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দির সূচনা লগ্নে স্পেনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এক ব্যতিক্রমধর্মী অস্থিতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। একদিকে ছিল শাসকদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন, প্রবল ধর্মীয় অনুরাগ, স্বাধীনতা লাভের উদগ্র বাসনা আর বিলাস-বৈভবের ব্যাপক ছড়াছড়ি। অপরদিকে বিচারপতি ও ধর্মতত্ত্ববিদ সহ স্পেনের সর্বস্তরের জনগণ মদ-নারী ও আমোদ-প্রমোদ নিয়ে অতিশয় উদ্দমী ও চরম অমিতাচারী হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও এ সময় স্পেনের মনস্তাত্বিক জীবন প্রচুর সাফল্য লাভ করেছিল। এ যুগে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি গোটা পাশ্চাত্য জগতে বিস্তৃতি লাভ করে। দেশের সর্বত্র অসংখ্য অগণিত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম ও খৃষ্টান প্রত্যেকে শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ ভোগ করতেন। এতে প্রাচ্যের ন্যায় সমকালীন স্পেনেও 'আরবী ভাষার পন্ডিত, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক, গবেষক ইত্যাদি প্রভূত মেধার সমাবেশ ঘটেছিল— যার প্রভাব কেবল ইসলামী মননশীল জীবনের উপরই প্রতিফলিত হয় নি বরং মানব জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর পরশ লেগেছিল। এমনকি আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার রেঁনেসায়ও এর বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময় প্রতিটি শহরেই সাহিত্যসভা ও কাব্যমেলার ব্যবস্থা ছিল। এ সকল সভা ও মেলায় বিভিন্ন লিখক, কবি ও সাহিত্যসেবীদের সাহিত্যকর্মের প্রদর্শনী হতো। এ যুগে স্পেনের সাহিত্যাকাশে বহু বড় বড় কীর্তিমান কবিদের

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলুম,১৯৮২খৃ.), পৃ.১১০-১২

Dhaka University Institutional Repository

আবির্ভাব ঘটেছিল। তন্মধ্যে ইব্ন যায়দূন ছিলেন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কবি। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সত্যিকার প্রেমিক, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, রাজকীয় আমলা ইত্যাদি বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী। আমার গবেষণা পত্রে একদিকে তাঁর বিচিত্র জীবনালেখ্য, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, জেল-জ্লুম,মর্মান্তিক প্রেমকাহিনী ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। অপরদিকে তাঁর সাহিত্যকীর্তি, কাব্যপ্রতিভা, সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর মূল্যায়ন ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনার আসর অলংকৃত হয়েছে। কবি ইব্ন য·ায়দূন স্পেনীয় পরিবেশ ও প্রকৃতির অপরূপ বেশভূষার আভরণে সনাতনধর্মী কাব্য রচনা করে 'আরবী সাহিত্যের বিশাল কাব্যভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধরূপে গড়ে তুলতে একজন নিপুণ চিত্রকর ও বিচক্ষণ পরিকল্পকের ভূমিকা পালন করেছেন।

মূলতঃ স্পেনীয়দের কাছে 'আরবী ছিল এক ভীনদেশীয় ভাষা। আবার তথাকার প্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশ ছিল মরু আরব প্রকৃতি ও বেদুঈন যাযাবর জীবনের পরিমন্ডল হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আমেজ ও স্বতন্ত্র ভূষণ বৈচিত্রে অনুপমা। এতদ্সত্ত্বেও স্পেনীয় কবিগণ প্রাচ্যের 'আরব ভাষাভাষী প্রতিথযশা কবিদের সাথে পাল্লা দিয়ে খাঁটি স্পেনীয় কাব্যিক উপাদান এবং ধার করা ভিনদেশীয় ভাষার সমন্বয়ে এক বিরাট কালোত্তীর্ণ 'আরবী কাব্যভান্ডার গড়ে তুলে 'আরবী সাহিত্যে নিজেদের কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণেও সক্ষম হয়েছিলেন— তাতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না।

আমার এ গবেষণা কর্মটি কাল ও যুগের সীমাবদ্ধতা ডিঙ্গিয়ে গোটা স্পেনীয় কাব্য সাহিত্য নিয়ে ব্যাপ্ত। গবেষণা পত্রের চাহিদা অনুপাতে আমি এটাকে নিম্নের ছয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে প্রতিটি অধ্যায়কে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় 'মুসলিম শাসনামলে স্পেন ' শিরোনামে রচিত। উক্ত অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের সুচনায় ইসলাম পূর্ব স্পেনের সামগ্রিক অবস্থার এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা সংযোজন করার পর হিজরী ৯২ সাল থেকে হিজরী ৬৬৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীন স্পেনের ইতিহাস তথা মুসলমানদের স্পেন বিজয়, আল-ওয়ালাহ (..) এর যুগ, স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাত প্রতিষ্ঠা, তাদের শাসকবর্গ ও শাসন কাল, আল- তাওয়া'ইফ রাজন্যবর্গ, উত্তর আফ্রিকার আল-মুরাবিতূ·ন ও আল-মুওয়াহ·হি·দূন গোষ্ঠীদ্বয়ের স্পেন শাসন, তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড ইত্যাদি ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সময় মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে যে সকল বিদ্রহ ও প্রতিবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল এবং তা প্রতিহত ও দমন করার যেসব কৌশল মুসলিম শাসকবর্গ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, তারও এক সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি, উপস্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমি প্রথমতঃ স্পেনীয় সমাজ কাঠামোর মৌলিক উপদান এবং মুসলমানদের স্পেন বিজয়ে তথাকার চিন্তা-চেতনা, ভাব ও কল্পনার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হলে তথাকার সমাজ সভ্যতায় যে অভূতপূর্ব উন্মেষ ঘটেছিল- তার প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়তঃ সমকালীন স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, 'আরবীভাষা, সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঘটেছিল, আমি তা বিশদভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি 'স্পেনে সনাতনধর্মী কবিতাচর্চা' শিরোনামে অলংকৃত হয়েছে। এখানে প্রথম পরিচ্ছেদটি স্পেনে কবিতাচর্চার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও গতিধারা নিয়ে পর্যালোচনার আসর আবর্তিত করেছে। অতঃপর এ পর্যালোচনার যবনিকাপাত ঘটিয়ে কাব্যের বিষয়বস্তু, মৌলিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য এবং কবিতার উপর সমকালীন সভ্যতা ও পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনার পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে। এখানে স্পেনীয় কবিতার বিষয়বস্তু তথা স্তুতি, কুৎসা, দর্শন, গৌরব, হ·ামাসা শোক, সূ·ফিবাদ, প্রণয় সূরা, রম্য, চিত্রধর্মী, দেশাত্ববোধক রোদন ইত্যাদি কাব্যমালার বিশদ চিত্র কাব্যিক উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন কোন বিষয়বস্তুতে স্পেনীয় কবিগণ তেমন কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করতে পারেননি বরং কাব্যের সনাতনধর্মী ধারা ও পদ্ধতির সার্বিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলন ঘটিয়ে কেবল পূর্বতন সতীর্থদের অনুকরণ করেছেন মাত্র। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর পরিসর বর্ধিত করে কিংবা ছন্দ ও মাত্রারীতি পরিবর্তন করে কিংবা কাব্যিক শিল্প-কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্গঠন করে সমকালীন উন্নত অভিরুচি ও মেজাজের উপযোগী ও মানানসই কবিতা রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। ফলে তথাকার 'আরবী কাব্যগুচ্ছে ব্যাপক নব্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং আমি উক্ত পরিচ্ছেদে সনাতনধর্মী কবিতার শিল্পরূপ তথা বাক্য-বিন্যাস ও রচনাশৈলীর পরিপক্ষতা, অদ্ভূত কারুকার্যতা, কাবিদের কোমল ও সরস অনুভূতি ইত্যাদি বিষয় অতি পরিচ্ছন্ন ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি স্পেনীয় কবিদের প্রকৃতিকাব্য নিয়ে রচিত। প্রকৃতিকাব্য ছিল স্পেনীয় কবিদের এক অভিনব সাহিত্য-কীর্তি। এটা গতানুগতিক কোন সাধারণ কবিতা ছিল না। এ জন্য আমি একে এক স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছি। আমাদের 'আরবী সাহিত্যে প্রকৃতি বিষয়ক কাব্য কি? কিরূপ অবয়বে কবিগণ এ জাতীয় কবিতা রচনা করেছেন? স্পেনীয় সাহিত্যাংগনে তা কতটুকু স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করেছিল? ইত্যাদি বিষয় উক্ত পরিচ্ছেদে বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

আমার অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টি স্পেনের মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকাব্য নিয়ে রচিত। এ অধ্যায়টিও দুটো পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে 'প্রাসঙ্গিক কথা' শিরোনামে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। এখানে মুওয়াশ্শাহ·া গীতির পরিচিতি ও জনপ্রিয়তার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং এর উপর দক্ষিণ ফ্রান্সের ট্রুবাডুরী কাব্য তথা অনারবী কবিতা ও সমকালীন প্রাচ্যীয় 'আরবী কাব্যের প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। অতঃপর 'আরবী দাওরী কাব্যের সাথে সনাতনধর্মী কাব্যের পার্থক্য এবং দাওরী কাব্যের কাঠামোগত প্রকার-ভেদ ও শ্রেণী-বিন্যাসের বিভিন্ন চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

উক্ত পরিচ্ছেদে প্রথমতঃ মুওয়াশ্শাহ·া শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, ব্যবহারিক অর্থ, পারিভাষিক সংজ্ঞা এবং বিশেষ ধরণের 'আরবী কাব্যমালাকে মুওয়াশ্শাহ·া নামে নামকরণের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। দ্বিতীয়তঃ এ জাতীয় কবিতার রচনা-পদ্ধতি, ছত্র ও বদন-বিন্যাস তথা কাঠামোগত সার্বিক চিত্র কাব্যিক ভাষ্যের অভিযোজন সহ উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি কাব্যাঙ্গের পারিভাষিক নামও সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয়তঃ উক্ত পরিচ্ছেদে হিজরী তৃতীয় শতাব্দির পড়ন্ত লগ্নে তথা মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের উদ্ভাবন কালে স্পেনের সামাজিক প্রেক্ষাপট, এ জাতীয় কাব্যকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ কি ভাবে ঘটেছিল-এর বীজ কোথা থেকে আহরণ করা হয়েছিল? এ নিয়ে গবেষকদের পরস্পর বিরোধী অভিমত নিয়ে পর্যালোচনা ক্রমে এক সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীতি হবার চেষ্টা করা হয়েছে। মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের মূল উদ্ভাবক কবি ও আদি নির্মাতা নিয়ে ঐতিহাসিকগণ যে মতবিরোধ করেছেন, এ বিষয়ে এক সন্ধানী প্রতিবেদনও সন্নিবেশিত হয়েছে।

উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি মুওয়াশ্শাহ·ার বিষয়বস্তুগত শ্রেণী বিভাগ এবং এর শৈল্পিক রূপচিত্রের রমরমা আলোচনায় মুখরিত। মুওয়াশ্শাহ·া ছিল স্পেনীয় কবিদের এক বিস্ময়কর কীর্তি। সনাতনধর্মী কাব্যের প্রতিযোগিতায় কবিরা নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে গতানুগতিক 'আরবী কাব্যের সকল বিষয়বস্তু মুওয়াশ্শাহ·ার আঁচল গীটে বেঁধে নিয়ে নিজেদের কাব্যধারাকে প্রাণবন্ত করে তুলে ছিলেন। প্রথমতঃ আমি এ সকল বিষয়বস্তুর বিশাল পরিসর ও অভিনব চিত্র কাব্যিক উদাহরণ সহ এখানে উপস্থাপন করেছি।

'আরবী কাব্য সাহিত্যে সনাতনধর্মী কাব্য-কাঠামোর বিরুদ্ধে তৎকালীন মুসলিম স্পেনে যে সংস্কার মুখী সাহিত্য-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তারই সূত্রধরে স্পেনীয় কবিরা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে 'আরবী কবিতাকে সেকেলে কাব্যিক পরিবেষ্টন ভেঙ্গে ছন্দ ও আঙ্গিকের এক নব আভরণ পরিয়ে সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে মুক্ত করে এনেছিলেন। ক·াফল ও দাওয়ের সমন্বয়ে কখনো চলন-রহিত উপভাষা কখনো অনারবী ভাষায় কবিতার যবনিকাপাত ঘটিয়ে তারা এর ছন্দ-স্পন্দ ও কাব্যমাত্রায় ব্যাপক সংস্কার ও বিপুল বৈচিত্র সাধন করেছেন। উক্ত পরিচ্ছেদে এ জাতীয় কাব্যের ছন্দ, মাত্রারীতি খারজাহ নামক সমাপনি ক·াফলের অভিনবত্ব, কাব্যের ভাষা ও বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর বাস্তব চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের আমি স্পেনে 'আরবী য·াজাল গীতির পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। য·াজাল গীতি মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলা হতে সৃষ্ট 'আরবী কবিতার এক নব-সংস্করণ। উভয় কাব্যের বিষয়বস্তু পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ পরিলক্ষিত হয়নি। সুতরাং মুওয়াশ্শাহ·ার ন্যায় য·াজাল গীতিও প্রণয়, প্রকৃতি মদ, স্তুতি, সূ·ফীবাদ ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। তবে নিন্দা সূচক য·াজাল গীতি ছিল এর ব্যতিক্রম। মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যে তা ছিল অনুপস্থিত। য·াজাল কবি আবূ 'আলী আল-দাব্বাগ অশ্লিল নিন্দা-জ্ঞাপক কবিতায় প্রচুর প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। উক্ত অধ্যায়ে য·াজাল গীতির বিষয়বস্তু ও কবিতার ভাষ্যসহ উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে য·াজাল গীতির আঙ্গিক ও কাঠামো মুওয়াশ্শাহ·ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তথাপি এটা তার ছন্দ, মাত্রা, ভাষা, সূর ও খারজাহ কাব্যাঙ্গের বৈচিত্রে এক স্বতন্ত্র কাব্যধারা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং এর বুনুন-শিল্প, ভাষা ও সূরের লাস্যতা-- লালিত্ব এবং ছন্দ ও মাত্রায় অদ্ভূত কারুকার্যের এক বাস্তব চিত্র স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে।

উক্ত অভিসন্দর্ভে পঞ্চম অধ্যায়টি মুসলিম স্পেনের কাব্য তারকা 'ইব্ন য·ায়দূন এর জীবনী' শিরোনামে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এখানে প্রথমতঃ ইব্ন য·ায়দূনের সমসাময়িক স্পেনে বিরাজমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর কবির বিচিত্র জীবন কাহিনী, উত্থান-পতন, জেল-জু·লুম, ওয়াল্লাদাহর প্রেমানলে তার হৃদয়-দাহ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমি কবির সাহিত্য-কর্ম নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। উক্ত অধ্যায়ে কবির সাহিত্যিক অবদান, তাঁর কাব্য সংকলন, আল-হায·ালিয়্যাহ ও আল-জিদ্দিয়্যাহ নামক তাঁর প্রসিদ্ধ পত্র দু'টির সাহিত্যিক মূল্যায়ন, কবির কাব্য প্রতিভা, সমকালীন কবিদের মধ্যে তার স্থান ও মর্যাদা নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত আঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি ।

পরিশেষে এ অভিসন্দর্ভ রচনায় যে সকল বই-পুস্তক, সাহিত্য সাময়িকী ও পাণ্ডুলিপি থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করা হয়েছে, এসব গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা সংযোজিত ক্রমে আমি আমার গবেষণা পত্রের পরিসমাপ্তি টেনেছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ মুসলিম শাসনামলে স্পেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্পেনের ভৌগলিক অবস্থান ঃ

মুসলমান কর্তৃক বিজিত স্পেনকে 'আরবের লোকেরা 'জাযীরাহ আল-আন্দালুস' নামে অভিহিত করেন।[১] অতি প্রাচীন কালে এটা 'আইবেরীয় উপদ্বীপ' নামে পরিচিত ছিল। স্পেনের তিনদিক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত এবং একদিক পর্বতাকীর্ণ স্থল ভাগের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় ভূগোল সাহিত্যে এটাকে উপদ্বীপ আকারে চিহ্নিত করা হয়। স্পেন হলো ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি দেশ। পূর্বে ভূমধ্য মহাসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর-পূর্বে পীরেনীজ পর্বতমালা- যা ফ্রান্সের সাথে স্পেনীয় ভূখণ্ডের সংযোগ রক্ষা করে এবং দক্ষিণে জাবালু ত-ারিক ও জিব্রাল্টার প্রণালীর উপকূল পর্যন্ত এর সীমানা বিস্তৃত। আর এই প্রণালী দ্বারাই দেশটি উত্তর আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিতক্ত হয়ে আছে। তখনকার যুগে এই প্রণালী অতিক্রম করে উত্তর আফ্রিকার সাথে স্পেনের যোগাযোগ রক্ষা হতো । পর্তুগাল সহ স্পেনের আয়তন প্রায় দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার বর্গমাইল।[২]

ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে দেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে এটা উত্তর-আফ্রিকার সাথে ইউরোপের এবং অপর দিকে ইউরোপের সাথে ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়ে সমগ্র এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে। ভৌগলিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেও দেশটি অতি আকর্ষণীয় ও বিচিত্র। তথাকার আবহাওয়া খুবই স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মে উত্তাপ ও উষ্ণতা থাকলেও শীতের মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দেশের দক্ষিণ ও পূর্বে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজমান। সেখানে গম, চাল, আখ, জলপাই ইত্যাদি ফল-ফসল এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপাদিত হয়। স্পেনের আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে তথাকার পার্বত্য এলাকায় বেশ বনভূমি গড়ে উঠেছে। এ উপদ্বীপটি প্রাকৃতিক সম্পদেও ভরপুর। এখানে সোনা, রূপা, লোহা, তামা, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকেট প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ও দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।[৩] সুতরাং পাহাড়-পবর্ত, নদ-নদী, উর্বর সমতল ভূমি, জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সবকিছু মিলে তৎকালীন স্পেন উত্তর-আফ্রিকার মুসলিম শাসকবর্গের জন্য অতি আকর্ষণীয় লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। মুসলমানগণ দেশটি জয় করে এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাকে অতি মাত্রায় গতিশীল করে তুলে ছিলেন। তাদের প্রগতি ও উন্নতির স্পর্শে সেখানে গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মান-মন্দির। আর তদানীন্তন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অর্ধসভ্য ইউরোপে প্রবাহিত হয়েছিল মুসলিম সভ্যতার সলিল ধারা। ফলে সমকালীন মুসলিম স্পেনের কার্ডোভা, গ্রানাডা, টলেডো, সেভিল ইত্যাদি শহর-বন্দর গুলো ইউরোপের সুসমৃদ্ধ নগরী হিসেবে বিশ্বের বুকে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

---

১ 'আন্দালুস' নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা গবেষকদের জন্য বেশ জটিল বিষয়। কথিত আছে যে, খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দির শুরুতে উত্তর ইউরোপের ওয়ান্দাল (ভ্যানডালস) জাতি রোমানদেরকে পরাজিত করে স্পেন দখল করে নেয় এবং তারা দীর্ঘ দিন যাবৎ সেখানে বসবাস করতে থাকে। তাদের নামানুসারে 'আরবরা এই উপদ্বীপকে 'আল-আন্দালুস' নামে অভিহিত করেন (ড: আহ·মাদ হায়কাল, আল-আদাব আল-আন্দালুসী, পৃ. ১৯-২০)।

২ এ.এইচ.এম শামছুর রহমান, স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা ঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১২।

৩ S.M. Imamuddin, A Polotical History Of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C.), P – 4

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-ইসলামী স্পেন ঃ

মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে এ দেশকে শাসন করে আসছিল। খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতাব্দিতে গ্রীকরা এদেশ শাসন করেছিল। তখনকার সময়ে স্পেন আইবেরীয় উপদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। খৃষ্ট তৃতীয় শতাব্দির শুরুতে রোমানগণ স্পেনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তারা একে স্পেন নামে নামকরণ করে। অতঃপর উত্তর-ইউরোপের ভ্যান্ডালস নামক জার্মান জাতি স্পেন আক্রমণ করে তথাকার ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ব করে। সর্বশেষে আসে ফ্রান্সের গথজাতি।[১] তারা তিন শতাব্দি কাল (৪০৯ -৭১২ খৃ.) স্পেনের মসনদ দখল করে রেখেছিল। মুসলমানদের বিজয় প্রাক্কালে স্পেনদেশ গথিক রাজাদের শাসনাধীন ছিল। তাদের শাসনামলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অবকাঠামো ও অবক্ষয়ের ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত হয়েছিল।

গথিক রাজাদের শাসনামলে স্পেনের সামাজিক অবস্থা বড় করুন ও হৃদয় বিদারক ছিল। এখানে জনগণ শাসক ও শাসিত নামে দুটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। রাজা, অমাত্যবর্গ, জমিদার ও সামন্ত-রাজদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে স্পেনের শাসকশ্রেণী। অন্যদিকে শাসিতের সারিতে ছিল সার্ফ, ক্রীতদাস ও ইয়াহুদীগণ। এরা সমাজে নিম্নশ্রেণী ভূক্ত ছিল। তাদের প্রতি শাসকদের আচরণ ছিল অতি উদ্ধত ও অমানবিক। শাসকদের নির্মম-অত্যাচার, অকথ্য জু·লুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতায় তাদের জীবনে নেমে আসে এক ত্রাহি অবস্থা। এ সময় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রও ছিল অব্যবস্থায় পরিপূর্ণ এবং চরম সংকটাপন্ন। বৈষম্য মূলক ধন-বন্টন, অযৌক্তিক করারোপ দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।[২]

গথজাতি ধর্মে খৃষ্টান ছিল। তারা দেশের ক্ষমতা দখল করে খৃষ্টান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্মীয়-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান দুটি দল ছিল- খৃষ্টান ও ইয়াহুদী। তবে শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর সবাই ছিল খৃষ্টান। তাদের মধে ধর্মীয় গোড়ামী ছিল প্রকট। ফলে পরধর্ম উচ্ছেদে তারা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। গথদের শাসনামলে স্পেনে বিপুল সংখ্যক ইয়াহুদীর বসবাস ছিল। তাদেরকে বলপূর্বক খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হতো। এ সম্পর্কে ড: ইমামুদ্দীন বলেন।[৩]

"From time to time Councils were held at Toledo, the then Capital of the country and laws were passed for the persecution of the Jews and thair forced Conversion."

"দেশের তৎকালীন রাজধানী টলেডোতে বিভিন্ন সময় রাজ্যসভার অধিবেশন বসে তথাকার ইয়াহুদীদের উপর নিপীড়ন এবং তাদেরকে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করার নীতি গ্রহণ করা হতো।"

রাজা ও ধর্মযাজকদের অত্যাচারে দেশর ইয়াহুদী সম্প্রদায় ছিল অতিষ্ঠ। অবিরত নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তাদের মধ্যে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠে। আর এ বিদ্রোহ মুসলমানদের স্পেন বিজয়ে বেশ সহায়ক হয়েছিল।

প্রাক ইসলামী যুগে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ত্রুটির কারণে প্রদেশগুলো ছিল প্রায় স্বাধীন। সমগ্র দেশে এক নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজ করছিল। রাজ পরিবারগুলোর মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্ধ এবং গোত্রীয় কলহে পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়েছিল।[৪] সমসাময়িক কালে উত্তর-আফ্রিকা ছিল মুসলিম শাসনের অধীনে। তথাকার গভর্ণর ছিলেন 'মূসা ইবন নুস·য়র'। তাঁর দক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকান্ডে উত্তর-আফ্রিকা দিন দিন উন্নতি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। অন্যদিকে তারই প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্পেন

---

১ ড: 'আবদ-আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ), পৃ. ২৩-২৪

২ Ameer Ali, A short History of the saracens (London, 1951 A.C.), P-107

৩ S.M. Imamuddin, A political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C), P-11

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

ছিল গথরাজা 'ডিউক রডারিক' এর কর্তৃত্বাধীন। তিনি বলপূর্বক সিংহাস দখল করেন।[১] তাঁর অত্যাচার, উৎপীড়ন আর দূর্নীতির কারণে তথাকার জন-জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। ফলে দেশের অমাত্যবর্গ সহ সকল নিপীড়িত জনসাধারণ স্বৈরাচারী রডারিকের এক নায়কত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। বিশেষ করে নিমর্মভাবে নিগৃহীত ও দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় ক্রীতদাস ও ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যাচার ও শোষণ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দুষ্ঠ রডারিকের পতন কায়মনো বাক্যে কামনা করছিল। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে সেনাপতি তা·রিক· ইব্ন যি·য়াদের[২] নেতৃত্বে মুসলমানদের স্পেন অভিযানকে তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বাগত জানিয়েছে।

মুসলমানদের স্পেন বিজয় ঃ

উমায়্যাহ খালীফাহ আল-ওয়ালীদের রাজত্বকালে উত্তর-আফ্রিকার শাসনকর্তা ছিলেন 'মূসা ইব্ন নুস·য়র'। দুর্ধর্ষ বার্বার জাতিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে তিনি আটলান্টিক উপকূল পর্যন্ত মুসলমানদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করেছিলেন। এ সময় মরক্কোর উত্তর পূর্বাঞ্চলে 'সিউটা' নগরীর অধিপতি ছিলেন 'কাউন্ট জুলিয়ান'। তিনি ছিলেন মুসলমানদের জন্য স্পেন বিজয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক। তিনি বহুবার মুসলিম অভিযানকে প্রতিহত করেন। স্পেনের রাজা ডিউক রডারিকের সাথে জুলিয়ানের পূর্ব শত্রুতা ছিল। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে তা চরম আকার ধারণ করে। এর কারণ যা-ই থাকুক আমরা তা পর্যালোচনায় অবতীর্ণ হচ্ছি না। তবে কাউন্ট জুলিয়ানের এই শত্রুতাই স্পেনে রডারিকের পতনকে তরান্বিত করেছিল।[৩]

জুলিয়ান উত্তর-আফ্রিকার মুসলিম শাসনকর্তা মূসা ইব্ন নুস·য়রকে স্পেন আক্রমনের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লিখলেন। পত্রে তিনি স্পেনের শষ্য-শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আক্রমণের অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রডারিকের বিরুদ্ধে গণঅসন্তুষ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মূসাকে আক্রমণে প্রলোভিত করেন। তিনি নিজে উত্তর-আফ্রিকা সফর করে মূসাকে পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করারও আশ্বাস দেন। এইবার মূসা ইব্ন নুস·য়র দামেস্কের খালীফাহ আল-ওয়ালীদ এর নিকট স্পেন আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। খালীফাহ আল-ওয়ালীদ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পূর্ণাঙ্গ অভিযানের পরিবর্তে প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র সেনাদল পাঠানোর অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে মূসা ৭১০খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে বার্বার সেনাপতি 'ত·রীফ ইব্ন মালিক আল-নাখ'ঈ'র[৪] নেতৃত্বে চারশত পদাতিক ও একশত অশ্বারোহীর এক ক্ষুদ্র বাহিনী স্পেনে প্রেরণ করেন।[৫] জুলিয়ানের দেয়া জলযানে করে ত·রীফ বাহিনী স্পেনের দক্ষিণ উপকূলবর্তী ভ্যান্ডালস উপদ্বীপ অঞ্চলে অবতরণ করেন। ত·রীফ যেখানে পদার্পন করেছিলেন, তা বর্তমানে ত·রীফ উপদ্বীপ নামে পরিচিত। ত·রীফ

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·য়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১০

২ ত·রিক· ইব্ন যি·য়াদ ইব্ন 'আবদ আল্লাহ আল-লায়ছী একজন বার্বার বংশীয় নও মুসলিম ছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকগণ দ্বিধান্বিত রয়েছেন। তবে অধিকাংশের মতে, তিনি উত্তর-আফ্রিকার নাফয·াহ কিংবা জানাতাহ গোত্রভূক্ত ছিলেন। তিনি মূসা ইব্ন নুস·য়রের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর বীরত্ব, সাহসিকতা, সামরিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতা মূসার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ত·রিক·কে তাঁর বাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন। মুসলমানদের স্পেন বিজয় তাঁর হাতেই সূচিত হয়েছিল। অবশেষে ৭১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দামেস্কের কেন্দ্রীয় সরকার মূসার সাথে তা·রিক·কেও স্পেন হতে প্রত্যাহার করে দামেস্কে ফিরিয়ে আনেন। তিনি অত্যন্ত নিগৃহীত অবস্থায় শেষ জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যু বরণ করেন। (রিয়াসাত 'আলী, তারীখ-ই- আন্দালুস, খ ১, পৃ.- ৪৪৪)।

৩ প্রাগুক্ত।

৪ ত·রীফ ইব্ন মালিক নাখ'ঈ মুসলমানদের স্পেন অভিযানের প্রথম সেনাপতি হলেও ইতিহাসে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। কেউ কেউ তাঁকে 'আরব বংশোদ্ভূত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার অনেকে তাঁকে বার্বারী বংশের বলে অভিহিত করেছেন। (রিয়াসাত 'আলী, তারীখ-ই-আন্দালুস, খ ১, পৃ. ৬৮-৬৯)।

৫ ড: শাওকী দ·য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·য়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃঃ ১৭

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনী সেখানে কিছু দিন অবস্থান করার পর বিপুল পরিমান ধন-সম্পদ নিয়ে উত্তর-আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এদিকে কাউন্ট জুলিয়ান মুসলিম সেনাপতি মূসা ইব্ন নুসায়রকে পুনরায় স্পেন আক্রমণে উৎসাহিত করেন। কিন্তু সেনাপতি মূসা কোন বড় ধরনের অভিযান পরিচালনার ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি ধীর মস্তিষ্কে খালীফাহ'র উপদেশ অনুযায়ী অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাঁর মুক্তদাস ও বার্বারী বংশের মুসলিম সেনাপতি তারিক. ইব্ন যিয়াদকে উক্ত অভিযান পরিচালনার জন্য আহবান করেন। তিনি তাঁর অধিনায়কত্বে সাত হাজার সৈন্যের এক বাহিনী স্পেনে প্রেরণ করেন (৯২/৭১১)। এদের মধ্যে মাত্র তিন শত ছিল 'আরব আর বাকী সকল ছিল বার্বারী সৈন্য। পরবর্তীতে তাঁর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দশ হাজার তিনশত থেকে বার হাজারে উন্নীত হয়। রজব মাসের পাঁচ তারীখ সেনাপতি তারিক. তাঁর বাহিনী সহ স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হন। কথিত আছে যে, তিনি কাউন্ট জুলিয়ানের সরবরাহকৃত চারখানা বাণিজ্যতরীতে চড়ে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের পার্বত্য উপকূলে অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণ স্থল আজও 'জাবালু তারিক.' নামে পরিচিতি।[১] তিনি এ স্থানটি ঘাটি হিসেবে সুরক্ষিত রেখে অগ্রগামী সৈন্যবাহিনী নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে কারতেয়া নামক নদীর উপকূলবর্তী এলাকা দখল করেন। অতঃপর সেনাবাহিনী নিয়ে জিব্রাল্টার উপকূলের পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। এ দিকে রডারিকের রাজধানী টলেডোতে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে রাজা রডারিক নিজে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় অগ্রসর হন এবং রাজা উইটিজারের পুত্র অচিলাকে 'আরব বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখেন। উইটিজার-পরিবার বাহ্যিকভাবে রডারিকের বাহিনীতে যোগ দিলেও মনে প্রাণে তার পতন কামনা করছিলেন। কারণ এই রডাকিরই তাদের পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে স্পেনের মসনদে আরোহণ করেছিল।

'ওয়াদী বাক্কাহ' নামক প্রান্তরে (১৯ শে জুলাই, ৭১১খৃ.) উভয় বাহিনী পরস্পর শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলো। ইব্ন খালদূন এর বর্ণনা অনুযায়ী রডারিকের সৈন্য সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছিল। আবার 'আল্লামা মাক্কারীর বর্ণনা মতে তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ।[২] সে যাই হোক, মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় নিতান্ত কম হলেও তাঁরা আদর্শের দিক দিয়ে ছিল তুলনাহীন, ঈমানের বলে উদ্দীপ্ত, বিজয়ে আত্ম-প্রত্যয়ী, নির্ভীক এবং শাহাদাতের পিপাসায় অস্থির। উপরোন্তু তাঁদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন এক বীরশ্রেষ্ঠ তরুণ সেনাপতি। আক্রমণের প্রাক্কালে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষণ মুসলিম সৈন্য শিবিরে যেন জিহাদের এক বৈদ্যুতিক প্রেরণা সৃষ্টি করে। তিনি সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ[৩]

"ايها الناس! اين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم فليس لكم والله الا الصدق والصبر"

"হে জন মন্ডলী ! কোথায় পালাবে? তোমাদের পিছনে সমুদ্র, সামনে শত্রু। আল্লাহর শপথ—সততা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া তোমাদের কোন উপায় নেই।"

এভাবে সেনাপতি তারিক. এক দীর্ঘ ভাষণে মুসলিম সেনাবাহিনীকে বীরোচিত আক্রমণে উজ্জীবিত করে তোলেন। এই অসম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আট দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। মুসলিম বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে গথবাহিনী অধিক কাল টিকে থাকতে পারেনি। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করতে শুরু করে। রাজা রডারিকও নৌকা যোগে পালিয়ে যাবার সময় নদী বক্ষে নিমজ্জিত হয়ে মারা যায়। মুসলমানগণ বীর-দর্পে ইসলামের বিজয়

---

১ বুত.রুস আল-বুস্তানী, উদাবা আল-'আরব ফী আল-আন্দালুস ওয়া 'আস.র আল-ইনবি'আছ (বৈরুত, ১৯৩৭খৃ.), পৃ. ৩-৪

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১২

৩ ড: শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস.র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (কায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

পতাকা উত্তোলন করলেন। ফলে স্পেনে মুসলিম আধিপত্যের এক শক্ত সোপান গ্রথিত হয়ে ইউরোপের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হলো।

সিউটা অধিপতি কাউন্ট জুলিয়ান এবং উইটিজারের সন্তানদের ধারণা ছিল যে, 'আরব মুসলমানগণ এক যুদ্ধ প্রিয় জাতি। তারা বিজয়ী হলে কিছু ধন-সম্পদ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। তখন আমরা রডারিকের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বাচ্ছন্দে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য শাসন করতে পারবো। আর এই আশা নিয়েই তারা মুসলমানদেরকে স্পেন আক্রমণে সমর্থন করেছিল। মূলতঃ 'আরবগণও স্পেন আক্রমণের সময় এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। 'আল্লামা মাক্কারীর একটি বর্ণনায় আমরা এর প্রমাণ পাই। তিনি স্পেনে অনুপ্রবেশকারী 'মায়মূন আল-'আবিদ' নামে একজন সিরিয়ান লোকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন যে, লোকটি উইটিজারের জনৈক সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ[১]

"انا قدمنا الى هذا البلد غزاة نحسب ان مقامنا فيه لايطول – فلم نستعد للمقام ولا اكثرنا من العدة"

"আমরা এই দেশে যোদ্ধা হিসেবে আগমন করেছি। আমাদের ধারণা,এখানে আমাদের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আর স্থায়ী বসতি স্থাপনে আমরা প্রস্তুতও নই। সংখ্যায়ও আমরা বেশী নয়।"

স্পেন বিজয়ের এই সংবাদ মূসা ইব্ন নুসায়রের নিকট পৌছলে তিনি বিজয়ের এই মহান গৌরব অর্জনে অংশগ্রহণ করার অভিপ্রায়ে আঠারো হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে স্পেনের উদ্দেশ্যে দ্রুত যাত্রা করেন। সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ ছিল জাতিতে 'আরব। তিনি স্পেনে পৌছেই তারিক বাহিনীর সাথে মিলিত হবার পূর্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খৃষ্টান অধ্যুষিত শহরগুলো দখল করে নেন। তারপর পথ রাজাদের রাজধানী টলেডোতে তারিক বাহিনীর সাথে মিলিত হন (হি..৯৩)।[২]

কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনাটি ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন। তারিক ইব্ন যিয়াদের স্পেন বিজয়ে মূসা নাকি তারিকের উপর কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি টেলেডোতে উপস্থিত হয়ে স্পেন বিজয়ের জন্য তারিককে অভিনন্দিত করার পরিবর্তে তাকে নির্দেশ অমান্য করার অজুহাতে কঠোর ভাবে তিরস্কৃত করেন। এ সকল বর্ণনা ঐতিহাসিক ভুল বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। এ সম্পর্কে ড: শাওকী দায়ফ বলেনঃ[৩]

"وكل ذالك يخالف الاحداث ولم يكن موسى من الطيش والحمق بان يصنع ذالك بطارق الجدير بكل شكر وثناء– ويدل اقوى الدلالة على صحة ما نقول ان طارقا ظل الساعد الأيمن فى استكمال الفتح"

"এ সকল বিষয় ঘটনা প্রবাহের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বৈপরীত্য পোষণ করছে। আর মূসা এমন অপরিণামদর্শী ও বোকা ছিলেন না যে, তারিকের সাথে এরূপ আচরণ করবেন। অথচ তারিক ছিলেন সার্বিক অভিনন্দন ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আর আমরা যা বলছি- এর বাস্তবতার উপর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো যে, তারিক বিজয়ের পূর্ণতা বিধান পর্যন্ত তাঁর দক্ষিণহস্ত হিসেবে ছিলেন।"

অতঃপর এ দুই বিখ্যাত অপরাজেয় সেনাপতি তাঁদের যৌথবাহিনী নিয়ে দুর্গম পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সের দিকে ধাবিত হন। ইত্যবসরে দামেস্কের উমায়্যাহ খালীফাহ আল-ওয়ালীদ ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক অভিযান থেকে বিরত থাকার জন্য মূসাকে নির্দেশ দেন। অধিকন্তু তাঁর কাছে খালীফাহ'র গুরুতর অসুস্থতার

---

১ বুত-রুস আল-বুস্তানী, উদাবা আল-'আরব ফী আল-আন্দালুস ওয়া 'আস-র আল-ইনবি'আছ (বৈরুত, ১৯৩৭খৃ.), পৃ. ৫

২ ড: 'আবদ-আল-'আযীয ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ ঃ মাতাবি' বাহ-র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ), পৃ. ৩০

৩ ড: শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস-র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (কায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ এসে পৌছে। তিনি স্বীয় পুত্র 'আবদ আল-'আযীয-কে সদ্য বিজিত স্পেন রাজ্যের শাসনকর্তা মনোনীত করে (হি. ৯৩) সেনাপতি ত-ারিক-কে নিয়ে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

আল-ওয়ালাহ (الولاة) বা অধিনস্ত গভর্ণরদের যুগ (৯২-১৩৮ হি.) ঃ

স্পেনে 'আল-ওয়ালাহ'[২] এর যুগ মূলতঃ ত-ারিক- ইব্ন যি-য়াদ, মূসা ইব্ন নুস-ায়র এবং তাঁর পুত্র 'আবদ আল-'আযীয- থেকে সূচিত হয় এবং প্রায় ৪০/৪৫ বছর স্থায়ী ছিল। এই স্বল্প সময়ে প্রায় বিশ জন 'ওয়ালাহ' স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 'আবদ আল-'আযীযে-র মৃত্যুর পর (হি. ৯৫) প্রায় ছয় মাস উমায়্যাহ খিলাফাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি ছাড়াই স্পেন পরিচালিত হয়েছে। এ সময় বার্বারী নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে মূসা ইব্ন নুস-ায়রের ভগ্নি পুত্র আয়্যুব ইব্ন হ-াবীবকে তাঁদের শাসনকর্তা নির্বাচিত করেন। তিনি কিছুদিন কর্ডোভার শাসন কার্য পরিচালনা করার পর খালীফাহ কিংবা উত্তর-আফ্রিকার গভর্ণর জেনারেলের কোন অনুমোদন না থাকায় তাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে আল-হু-র ইব্ন 'আবদ আল-রাহ-মান (৭১৬ -১৮ খৃ.) কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। তারই শাসনামলে খৃষ্টান রাজা পেলায়ো মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে একটি খৃষ্টান রাজত্ব কায়েম করেন।[৩] অযোগ্যতার কারণে আল-হু-রকে অপসারিত করে তার স্থলে আল-সামহ- ইব্ন মালিক (১০০-০২ হি.) কে গভর্ণর নিয়োগ করা হয়।[৪] এভাবে স্পেনের ওয়ালাহ্ গণ একের পর এক দেশ পরিচালনা করেন। এদের মধ্যে কতিপয় দামেস্কের খালীফাহ কর্তৃক নিযুক্ত, আবার কতিপয় আফ্রিকার কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্বাচিত ছিলেন। তাদের আমলে মুসলমান কর্তৃক বার্সিলোনা, ক্যাষ্টল ইত্যাদি সহ কিছু নতুন শহর ও বন্দর বিজিত হয়। 'আরবরা 'রাওন' নদীর উপকূলে আক্রমণ করে 'লায়ন' অধিকার করে নেয়। অপরদিকে তারা মধ্য- ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হয়ে ট্যুরস পর্যন্ত পৌছে 'লিওয়ার' সাগর অতিক্রম করতে উপক্রম হয়েছিল। এ সময় 'চার্লস মার্টেল' এক শক্তিশালী ফরাসী বাহিনী নিয়ে 'বাটিক' নামক স্থানে 'আরবদের মোকাবেলা করেন। ফলে 'আরব বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং 'আরব সেনাপতি 'আবদ আল-রাহ-মান আল-ঘাফিকী নিহত হন (১১৪ হি.)। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক হিট্টি মন্তব্য করেন বলেন,[৫]

"The defeat of the Muslims in this battle did not so much deter Muslim expansion in Europe as did the disunity, rivalry and the bickerings among the Muslim chiefs themselves."

"এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ইউরোপে মুসলিম বিস্তৃতিকে এত বেশী বাধাগ্রস্থ করেনি, যতটুকু করেছিল মুসলিম নেতৃবৃন্দের পরস্পর অনৈক্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আত্ম-কলহ।"

---

১ ড: 'আবদ-আল-'আযীয- ইব্ন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ- ঃ মাত-াবি' বাহ-র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ), পৃ.৩১

২ দামেস্কের কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা উত্তর-আফ্রিকার প্রধান গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত স্পেনের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে আল-ওয়ালাহ বলা হয়। এরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধিনস্ত ছিলেন।

৩ প্রথম দিকে এই খৃষ্টান রাষ্ট্রের আয়তন ছিল ৫×৩ মাইল। (Scott. History of the Moorish Empire in Europe, vol. I, P. 350- 51).

৪ S.M. Imamuddin, A political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C), P. 33-34

৫ P.K. Hitti, History Of the Arabs (London, 1951 A.c), P.501 & n3

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে স্পেনে কেবল মুসলমান ও ইউরোপীয় খৃষ্টনদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল না বরং মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যেও পরস্পর মারাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। ফলে স্পেনে এক রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করছিল। একদিকে ছিল 'আরবদের বিরুদ্ধে বার্বারীদের আন্দোলন, অন্যদিকে ছিল প্রাচ্য হতে আগত বিভিন্ন 'আরব দলের মধ্যে পারস্পরিক গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও হিংসা-বিদ্বেষ। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই। তবে স্পেনীয় বার্বারীদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, স্পেনের বিজয় তাদের হাতেই সূচিত হয়েছে । তাই স্পেনের কর্তৃত্ব তাদেরই প্রাপ্য । বার্বারীদের আন্দোলন দমানোর জন্য খালীফাহ হিশাম ইব্ন 'আব্দ আল-মালিক বেশ কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সকল অভিযানের মধ্যে বাল্জ ইব্ন বিশ্র এর নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনী উল্লেখযোগ্য। ইব্ন বিশ্র স্পেনীয় বার্বারীদের সকল বিদ্রোহ নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বাহিনী ছিল সিরিয়ান সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত। ফলে সিরিয়ান সৈন্যবাহিনী তাদের চিন্তা-চেতনা ও কৃষ্টি- কালচার অনুযায়ী স্পেনের সকল কাজ-কর্ম পরিচালনা ক্রমে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। ফলে ধীরে ধীরে সেখানে 'আরবীয় সংস্কৃতির চারা গজিয়ে উঠতে থাকলো এবং বার্বারীদের আধিপত্য ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগলো।[১] অবশেষে 'আররগণ তথায় এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। আর এ গুরু দায়িত্ব অর্পিত হলো উমায়্যাহ যুবরাজ 'আব্দ আল-রাহ্মান আল-দাখিল এর স্কন্ধে।

স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাহ (১৩৮/৭৫৬- ৪২২/১০৩৬) ঃ

প্রাচ্যে 'আব্বাসীয় খিলাফাতের প্রতিষ্ঠা লগ্নে উমায়্যাহ রাজ পরিবারের উপর বিপর্যয়ের ঘোর অমানিষা নেমে এসেছিল। 'আব্বাসীয় তরবারীগুলো অতি নির্মম ভাবে তাদরকে কচুকাটা করছিল। এ সময় উমায়্যাহদের দশম খালীফাহ হিশাম ইব্ন 'আব্দ আল-মালিক এর পৌত্র যুবরাজ 'আব্দ আল-রাহ্মান ইবন মু'আভিয়া 'আব্বাসীয়দের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার অভিপ্রায়ে ফোরাত নদীল কূলে 'রাহ' নামক স্থানে স্বপরিবারে আত্ম-গোপন করেন । এ সময় তিনি ছিলেন উনবিংশতি বৎসরের এক যুবক। এ দিকে 'আব্বাসীয় গোয়েন্দারা তাঁদের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে সেদিকে ধাবিত হয়। উপায়ান্তর না দেখে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহ্য়াকে নিয়ে ফুরাত নদীতে ঝাঁপ দেন এবং প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার কাটতে কাটতে অপর কূলে আশ্রয় নিতে সক্ষম হন।[২] কিন্তু ইয়াহ্য়াকে রক্ত পিপাসু সৈন্যরা ধরে নিয়ে তরবারীর আঘাতে নিষ্ঠুর ভাবে দ্বিখন্ডিত করে দেয়।

এভাবে যুবরাজ 'আব্দ আল-রাহ্মান 'আব্বাসীয়দের দৃষ্টি এড়িয়ে দামেস্ক হতে পলায়ন ক্রমে মরক্কো অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রায় চার বৎসর পর্যন্ত তিনি উত্তর-আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করেন। অবশেষে সিউটার নিকটবর্তী তাঁর মাতুল গোত্র বনু নাফয্য়ায় এসে আশ্রয় নেন। উত্তর-আফ্রিকায় তখনো বনূ'আব্বাসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রথমে তিনি আফ্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। অতি স্বল্প সময়ে তিনি আপন দলে বহু লোক সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। কিন্তু স্পেনের রাজনৈতিক পরিবেশ তাঁর জন্য অধিক অনুকূল হওয়ায় সেখানে তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে পড়েন। অধিকন্তু তাঁর স্নেহময়ী মাতা ছিলেন বার্বার বংশীয়া। ফলে স্পেনের বার্বারগণও তাঁর সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। আর এই সুযোগে 'আব্দ আল-রাহ্মান স্পেনে বিরাজমান গোত্রীয় কোন্দলকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তথাকার আমীর সুমায়ল ও ইউসুফ আল-ফিহরীকে হত্যা করে স্পেনের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন।[৩] তিনি হিজরী ১৩৮ সালে কর্ডোভা নগরীকে রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নিজে আবূ জা'ফার

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৪-১৫

২ ড: ইব্রাহীম আল-শারীকী·, আল-তারীখ আল-ইসলামী (জিদ্দাহ ঃ শিরকাহ আল-মাদীনা, ১৯৬৯ খৃ.), পৃ.১৬৩

৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৫- ১৬

Dhaka University Institutional Repository

আল-মানসূর উপাধি ধারন করেন। তিনি ছিলেন স্পেনে অনুপ্রবেশকারী প্রথম উমায়্যাহ যুবরাজ, যিনি সেখানে স্বাধীন ভাবে উমাইয়া খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করলেন। এ জন্য তাকে আল-দাখিল নামে অভিহিত করা হয়।[১] খালীফাহ 'আব্দ আল-রাহ·মান আল-দাখিল সিংহাসনে আরোহণ করে সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন, বিবাদমান 'আরব গোত্রগুলির মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি স্থাপন এবং দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্বীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতার পরিচয় দেন। তাঁর সাফল্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেন-পুল বলেনঃ[২]

"তিনি যৌবনে যে আকাংখা সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা এখন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং একক শক্তি বলে তিনি একটি রাজ্য অধিকার করতে সক্ষম হয়েছেন।"

খালীফাহ 'আব্দ আল-রাহ·মান আল-দাখিল তাঁর রাজত্ব কালের মাঝামাঝিতে একটি মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হন। ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা শার্লিম্যান পীরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম কালে সারাগোসা নগরী অবরোধ করেন (১৬২/৭৭৮)। কিন্তু শার্লিম্যান সেখানে প্রচন্ড বাঁধার সম্মূখীন হন। এদিকে স্যাকসন নেতা ফ্রান্সে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শার্লিম্যান হঠাৎ করে তাঁর অবরোধ গুটিয়ে স্পেন ত্যাগে বাধ্য হন। পথিমধ্যে 'আল বাসক' নামক দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম কালে তথাকার পার্বত্যবাসীদের আক্রমণের মূখে প্রায় অর্ধেক সৈন্য হারিয়ে নিতান্ত ভগ্ন হৃদয়ে তাকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। এ সময় উত্তর স্পেনের খৃষ্টান ও 'আরব গোত্রগুলোও শার্লিম্যানের সঙ্গে আতাঁত করে 'আব্দ আল-রাহ·মানকে স্পেন হতে বিতাড়িত করার ফন্দি-ফিকিরে লিপ্ত ছিল।[৩] কিন্তু খালীফাহ আল-দাখিল অত্যন্ত ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে স্বীয় ক্ষমতাকে কন্টক মুক্ত করেছিলেন।

এভাবে খালীফাহ 'আব্দ আল-রাহ·মান আল-দাখিল তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও বহুমুখী প্রতিভার বলে সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর (১৩৮/৭৫৬- ১৭২/৭৮৮) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে স্পেনের উমায়্যাহ খিলাফাতকে রাজনৈতিক, সামাজিক তথা সার্বিক দিক দিয়ে এক শক্তিশালী সুশৃঙ্খল রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। খালীফাহর শৌর্য-বীর্য ও রণনৈপূণ্যে বিস্মিত হয়ে তাঁর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী 'আব্বাসীয় খালীফাহ আল-মানসূ·র তাঁকে 'কু·রায়শদের বাজপাখি' নামে অভিহিত করেন।[৪] এই স্বনামধন্য খালীফাহ ১৭২ হিজরীতে পরলোক গমন করেন এবং তাঁকে রাজধানী কর্ডোভাতে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় উনষাট বছর।

পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ পর্যায়ক্রমে দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্পেনের শাসনদন্ড নিজেদের করায়ত্ব করে রেখেছিলেন। তাঁরা তাঁদের এই নতুন সাম্রাজ্যকে সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বীয় পূর্ব-পুরুষদের প্রাচ্যে হারানো প্রাচীন খিলাফাতের ন্যায় সুসজ্জিত ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম হিশাম, প্রথম হি·কাম এবং 'আব্দ আল-রাহ·মানের রাজত্বকাল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১ আল-দাখিল 'আরবী শব্দ। এর অর্থ অনুপ্রবেশকারী

২ Lane- poole, The Moors in Spain (London, 1972 A.C), P. 67

৩ S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C), P. 62-64

৪ Dozy, Spanish Islam: A History of the Muslims in Spain (London, 1913 A.C.), P. 207

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের রাজত্ব কালে (২০৬/৮২২ — ২৩৮/৮৫২) প্রাচ্যের প্রখ্যাত সূর-সম্রাট যি·রয়াব বাগদাদ হতে স্পেনে আগমণ করেন।[১] প্রাচ্যের বনূ 'আব্বাসের বহু রাজকীয় বেশ ভূষা ও চাল-চলন স্পেন দেশে আমদানী করার ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদান ছিল। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"وقد أخذت تلك العادات الحضرية تنتشر في كثير من التأنق والذوق الناعم، وتبدو على الأخص في المأكل وفي قوانين المآدب والحفلات، وقد كان لقدوم زرياب تأثير كبير في الحياة الاجتماعية والأدبية والفنية"

"এ সকল সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ প্রচুর কমনীয়তা নিয়ে সুচারু রূপে বিস্তৃত হতে লাগলো। বিশেষ করে উপাদেয় আহার সামগ্রী এবং ভোজনালয় ও আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত হয়। আর সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারার উপর যি·রয়াবের আগমণের গভীর প্রভাব ছিল লক্ষনীয়।"

স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কু·রায়শ যুবরাজের এই সাফল্যকে 'আরবদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ যুগেই স্পেনের কর্ডোভায় উমায়্যাহ খিলাফাতের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তৃতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের শাসনামলে এটা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধি লাভ করে।

তৃতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের রাজত্ব কাল (৩০০-৫০/ ৯১২-৬১) ঃ

তৃতীয় 'আবদ আল-রাহ·মান যখন স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বাইশ বছর। তাঁর পিতামহ 'আবদ আল্লাহ স্বীয় পৌত্র 'আবদ আল-রাহ·মানের মধ্যে আমীর সূলভ সুপ্ত প্রতিভা উপলব্ধি করতে পেরে অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন।[৩] তাঁর রাজত্ব কাল প্রায় পঞ্চাশ বছর স্থায়ী ছিল। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর শাসনামলের চেয়ে অধিক উৎকর্ষ ও উন্নত যুগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সুদীর্ঘ শাসনামলে দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, শান্তি ও সমৃদ্ধি যতটুকু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন স্পেনীয় শাসকের আমলে ততটুকু হয়নি। তিনি ক্ষমতাগ্রহণ করে দেশের ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও নৈরাজ্যের মূলোৎপাঠন ক্রমে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে স্পেনের তিমিরাচ্ছন্ন রাজনৈতিক গগণ উদ্ভাসিত করে আবির্ভূত হন। অসীম সাহসিকতা, অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ব তেজস্বিতা, অনন্য প্রজ্ঞা, দূর্লভ ন্যায়-পরায়ণতা ও অনড় আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে তিনি সকল দুর্যোগ ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেন। তাঁর বৈদেশিক নীতি ও কূটনৈতিক দুরদর্শিতার দ্বারা বর্হিবিশ্বের সাথেও তিনি বন্ধুত্বসুলভ ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইউরোপের প্রখ্যাত রাষ্ট্রপতিগণ তাঁর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেন। এদের মধ্যে

---

১ যি·রয়ারের পূর্ণ নাম আবূ আল-হ·াসান ইবন নাফি'। তিনি জাতিতে ছিলেন পারসিক। তিনি বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ইসহ·াক· আল-মাওসি·লীর শিষ্য ছিলেন। ক্রমশঃ যি·রয়ার স্বীয় পারদর্শিতা ও শৈল্পিক গুণাবলীতে তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসহ·াক·কে অতিক্রম করার উপক্রম হয়। ফলে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে বিরাট মনোমালিন্য ও বিরোধ বাঁধে। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য যি·রয়াব বাগদাদ ত্যাগ করে ভাগ্যান্বষণে উত্তর-আফ্রিকা হয়ে হিজরী ২০৬ সালে স্পেন আগমণ করেন। কথিত আছে যে, খালীফাহ দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ·মান তাঁর আগমণের বার্তা পেয়ে কর্ডোভার নগর প্রান্তে তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানান। এই প্রথিতযশা সূর-সাধক অতি অল্প সময়ে 'আবদ আল-রাহ·মানের দরবারের একজন প্রভাবশালী অমাত্য হয়ে পড়েন। স্পেনে সঙ্গীত ও কাব্যকলায় তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। স্পেনীয় মুওয়াশশাহ·া কাব্য কলা আবিষ্কারে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম (আল-মাক্কা·রী নাফহ· আল-ত·ীব, খ ২, পৃ. ৭৪৯-৫৫)।

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৭।

৩ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

কনষ্টান্টিনোপল-সম্রাট, জার্মান নৃপতি, ফ্রান্স ও ইটালীর রাজন্যবর্গ উল্লেখযোগ্য।[১] সৈন্যবাহিনী গঠনেও তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর সেনা-বাহিনীতে বার্বার, শ্লাভ, খৃষ্টান, 'আরব প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভূক্ত করে এক অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তি অর্জন করেছিলেন। এই বিশাল উন্নতমানের সেনাবাহিনী ইউরোপের অন্য কোথাও ছিল কি-না সন্দেহ। তিনি ফাতেমীয়দের নৌবহরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শক্তিশালী রণপোত বহরও গঠন করেন। সামরিক খাতে তাঁর ব্যয় বরাদ্দ ছিল প্রচুর। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"وقد زخرت بيوت الأموال فى زمنه فبلغ دخل الخزينة نحو ستة ملايين دينار فى العام– و كان الناصر يقسم الجباية أثلاثا : ثلث للجند و ثلث للبناء و ثلث مدخر "

"তাঁর সময়ে বায়তুল মালের বাৎসরিক সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ছয় মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রায় পৌছেছিল। আল-নাসি·র জাতীয় আয়ের অর্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করে এক তৃতীয়াংশ সামরিক খাতে, এক তৃতীয়াংশ পূর্ত ও জনকল্যাণ খাতে এবং অপর তৃতীয়াংশ রাজকোষে জমা করতেন।"

স্পেনের উমায়্যাহ শাসকগণ তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রাচ্যে হারানো 'আমীর আল-মু'মিনীন' এর খেতাব ও মর্যাদা ফিরে পেতে প্রচন্ড আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাঁরা এ উপাধী গ্রহণ করতে সাহস পাননি। তাঁদের মনে এই ভয় ছিল যে, সাধারণ মুসলমানগণ তাদের 'আমীর আল-মু'মিনীন' উপাধী ধারণ সহজ ভাবে মেনে নেবে না। কারণ এ সময় 'আব্বাসীয় খিলাফাত পূর্ণ জৌলুস ও জাঁক-জমকের সহিত প্রাচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনা করছিল। সুতরাং মুসলমানদের জন্য দ্বিতীয় কোন খিলাফাত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দশম শতাব্দীতে 'আব্বাসীয় খিলাফাত দুর্বল হয়ে পড়লে শিয়া-বুয়াইদদের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তারা ফাতি·মীয়দের হাতের ক্রীড়নক হয়ে যান। আল-মু'ইযের নামে মক্কা ও মাদীনায় খুৎবা পঠিত হয়। স্পেনের উমায়্যাহ শাসকগণ এই সুযোগের প্রতিক্ষায় ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তৃতীয় 'আবদ আল-রাহ·মান দীর্ঘ সতের বছর আমীর হিসেবে স্পেনের শাসনকার্য পরিচালনা করার পর এ সময় নিজেকে খালীফাহ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে 'আমীর আল-মু'মিনীন' আল-নাসি·র লি-দ্বীন আল্লাহ উপাধী ধারণ করেন (৩১৬/ ৯২৮)।[৩] সমকালীন সময়ে মিস·র ও বাগদাদে আরো দু'জন খালীফাহ রাজত্ব করছিলেন। মিসরে ছিলেন ফাতিমী খালীফাহ 'উবায়দ আল্লাহ আল-মাহদী (৯০৯-৩৪ খৃ.) এবং বাগদাদে ছিলেন 'আব্বাসীয় খালীফাহ আল-মুক·তাদির (৯০৮-৩২ খৃ.)।

স্পেনের উমায়্যাহ শাসকদের মধ্যে 'আবদ আল-রাহ·মান আল-নাসি·র নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ও প্রথম খালীফাহ ছিলেন। তাঁর শাসনাধীন স্পেন উন্নতি ও প্রগতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। তাঁর সময় সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা অভাবনীয় প্রসারতা লাভ করে। তিনি জনকল্যাণ মূলক কার্যকলাপে অফুরন্ত অর্থ ব্যয় করতেন। যার ফলে স্পেনের কর্ডোভা সমকালীন বিশ্বে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হয়। সেখানে পাঁচলক্ষ লোকের বসবাস ছিল। এই নয়নাভিরাম নগরীতে আটাশটি উপশহর, তিনশত হ·াম্মাম খানা ও অসংখ্য প্রাসাদ-অট্টালিকা, ঘর-বাড়ী, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল।[৪] এগুলোর মধ্যে আল-য·াহরা প্রাসাদ ছিল অতুলনীয়।

কর্ডোবার তিন মাইল পশ্চিমে 'জাবাল আল-'আরূস' এর পাদদেশে ৯৩৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আল-য·াহরা প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। খালীফাহ তাঁর অপরূপ সুন্দরী প্রিয়তমা উপপত্নীর নামানুসারে এটাকে আল-য·াহরা নামকরণ করেন। বিপুল অর্থ ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। খালীফাহ 'আবদ আল-রাহ·মান সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে বার্ষিক আয়ের এক তৃতীয়াংশ প্রতিবছর ব্যয় করেও প্রাসাদের চূড়ান্ত সামাপ্তি দেখে

---

১ S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C.), P. 154 - 55

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২০

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পারেননি। তবে তাঁর পুত্র আরো পনেরো বৎসর ব্যাপী নির্মাণ কাজ চালিয়ে তা সুসম্পন্ন করেন। এটার নির্মাণ কার্যে বাগদাদ ও কনষ্টান্টিনোপল থেকে দক্ষ কারিগর ও শ্রমিক আনা হয় এবং বিভিন্ন দেশ হতে এর নির্মাণ সামগ্রী আমদানী করা হয়।[১] আল-য·াহরা প্রাসাদের কারুকার্যতা ও নির্মাণ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রসাদের মধ্যভাগে কৃত্রিম ও স্বাভাবিক ঝর্ণাধারা প্রবাহমান ছিল এবং এর বাহিরে চতুর্পার্শ্বে স্থাপন করা হয় ফল-ফুল সম্ভারে পরিপূর্ন মনোরম উদ্যান। আর সবকিছু মিলে তৎকালীন কর্ডোভা নগরী এক রূপময় যাদুর স্বপ্নপুরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, যা দর্শনে পর্যটকদের তনুমন জুড়িয়ে যেত। ড্রেপার বলেনঃ [২]

"সুর্যাস্তের পর একজন লোক রাস্তার বাতির সাহায্যে সরলরেখা ক্রমে দশ মাইল পথ পদ-ব্রজে যেতে পারতো। সাত শত বৎসর পরেও লন্ডনে কোন বাতি ছিল না।"

এ সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা হয়। খালীফাহ 'আবদ আল-রাহ·মান শিক্ষা ও শিক্ষিতদেরকে উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজ্যের সর্বত্র প্রচুর বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন করেন। রাজধানী কর্ডোভাতেই ছিল সর্বোচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র 'কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়'। তাঁর সময় সাহিত্য ও ললিত কলার প্রচুর উন্মেষ ঘটেছিল এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[৩]

"وأسس المدارس وشجع العلماء ونهضت الاداب والفنون في زمنه نهضة مباركة"

"তিনি স্কুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'আলিম-'উলামাদেরকে উৎসাহিত করেন। তাঁর যুগে সাহিত্য ও কলায় এক হিতকর রেঁনেসার সূত্রপাত হয়েছিল।"

তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল জ্ঞানী ও পন্ডিতদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করতেন। গ্রীক পন্ডিত 'নিকোলাস' ও ইয়াহুদী চিকিৎসক 'হামদাই' তাঁর দরবারকে অলংকৃত করেছিলেন। জ্ঞানের ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায়ে তিনি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী 'আরবী ভাষায় অনুদিত করার ব্যবস্থা করিয়ে ছিলেন।

এই মহান শাসক 'আল-নাসি·র লি-দ্বীন আল্লাহ' ৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ৭০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই নরপতি তাঁর দীর্ঘ জীবনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি মাত্র চৌদ্দ দিন অবিমিশ্র সুখানুভূতির কথা স্মরণ করতে পারেন।[৪] প্রাণ প্রিয় খালীফাহ'র মৃত্যুতে স্পেনের শোকাতুর জনগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে বলেন- "আমাদের পিতা লোকান্তরে, তাঁর তরবারী চূর্ণ, যা ছিল ইসলামের তলোয়ার, দুর্বল ও দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল এবং দাম্ভিকদের ত্রাস ও আতংক।" [৫]

আল-হি·কাম ইবন 'আবদ আল-রাহ·মান আল-নাসি·র (৩৫০/৯৬১— ৩৬৬/৯৭৬) ঃ

খালীফাহ 'আবদ আল-রাহ·মান আল-নাসি·র' এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র 'আল-হি·কাম' ৪৬ বৎসর বয়সে খিলাফাতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় খৃষ্টান রাজাদের উৎপাত কঠোর হস্তে দমন করেন এবং দীর্ঘ পনেরো বছর কর্ডোভার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে অতি সাফল্যের সাথে দেশ পরিচালনা করেন। খালীফাহ আল-হি·কাম সমরাঙ্গন অপেক্ষা শিক্ষাঙ্গনে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর দেহমন শিক্ষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ছিল একান্ত ভাবে নিবেদিত। তাঁর যুগে সমগ্র স্পেনে এমন কোন শহর ছিল না, যেখানে কোন বিদ্যালয় নেই। তিনি অত্যন্ত উদার মনোভাব

---

১ S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C.). P. 163 - 65

২ ড: এম. আব্দুল কাদের ; ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা ঃ জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১০১

৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২০

৪ সৈয়দ আমির আলী, আরব জাতির ইতিহাস, অনু. রেয়াজুদ্দীন (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী), পৃ. ৪৪৩ ।

৫ A.J. Conde, History of the Domination of the Arabs in Spain, P. 458

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে সমকালীন কবি সাহিত্যিক ও পন্ডিত ব্যাক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর সময়ে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী বৃদ্ধি হয় অতুলনীয় ভাবে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্টি বলেনঃ[১]

"It was rivalled later only by Al-Azhar of Cairo and the Nizamiyah of Bagdad. It attracted students, Christians, Jews and Muslims alike, not only from Spain but also from other parts of Eupore, Africa and Asia."

"ক·ায়রোর আল-আয·হার ও বাগদাদের নিয·ামিয়াহ তাঁর খ্যাতির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এটা কেবল স্পেনের খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও মুসলিম ছাত্রদেরকে আকৃষ্ট করেনি বরং ইউরোপের অন্যান্য এলাকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হতেও জ্ঞান পিপাসু বিদ্যার্থীগণ তথায় সমবেত হতেন।"

পুস্তক সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় খালীফাহ আল-হি·কাম এর নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। সুদূর দামেস্ক, বাগদাদ, ক·ায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি দেশ হতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্যবান দুস্প্রাপ্য পুস্তকাদি ও পান্ডুলিপি সংগ্রহ করার জন্য তিনি বেতনভূক্ত সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। 'আল্লামা মাক্ক·ারী বর্ণনা করেন যে, আবূ আল-ফারাজ আল-ইস্পাহানীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব আল-আগানী' এর একটি সংখ্যা এই বিদ্যুৎসাহী নরপতি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করেছিলেন।[২] তাঁর গ্রন্থাগারে যতখানি পুস্তকের সমাবেশ ছিল, ততখানি আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। কর্ডোভার রাজকীয় গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে জনাব ড: ইমামুদ্দীন আল-মাক্ক·ারী ও ইবন্ খালদূনের উদ্ধৃতি টেনে বলেন,[৩]

"According to Maqqari and Ibn Khaldun the unfinished catalogue of the imperial Library exntended to foruty four volums, each of which comprised twenty to fifty sheets, which contained only the names of authors and the titles of books."

"আল-মাক্ক·ারী ও ইবন্ খালদূনের বর্ণনা অনুযায়ী (কার্ডোভার) রাজকীয় গ্রন্থাগারের অসমাপ্ত সূচীপত্র চৌয়াল্লিশ খানা গ্রন্থে বিস্তৃত ছিল। আর প্রতিটি গ্রন্থে বিশ থেকে পঞ্চাশটি পৃষ্ঠা অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে কেবল লিখক ও গ্রন্থের নাম লিপিবদ্ধ ছিল।"

খালীফাহ আল-হি·কামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও জ্ঞানানুরাগ এর সুবাদে মুসলিম স্পেনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা তথা দেশের সার্বিক ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়, তাতে তাঁর রাজত্বকালকে মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এই জ্ঞানতাপস ও প্রজারঞ্জক খালীফাহ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বৎসর।

আল-হ·াজিব আল-মানসূ·র—আল-'আমিরীদের স্বৈরতন্ত্র ঃ

ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে বিভিন্ন বংশের রাজত্ব কালে কতিপয় অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও বিরল ব্যক্তিত্বের আবির্ভার ঘটে। তন্মধ্যে আল-হ·াজিব[৪] আল-মানসূ·রের নাম উল্লেখযোগ্য। স্পেনের উমায়্যাহ শাসনের শেষ অধ্যায়ে তাঁর আবির্ভাব ইসলামের ইতিহাসে এক চমক সৃষ্টি করেছে। তাঁর পূর্ণ নাম 'আবূ 'আমির মুহ·াম্মাদ ইবন্ 'আবদ আল্লাহ ইবন্ মুহ·াম্মাদ ইবন্ আবূ 'আমির'। একজন সামান্য কর্মচারীর পদ থেকে তিনি

---

১ P.K. Hitti, History Of the Arabs (London, 1951 A.C.), P. 530

২ ড: জাওদাত আল-রিকারী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২১

৩ S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C.), P. 179

৪ তৎকালীন সময়ে মন্ত্রী পরিষদের সভাপতিকে হা·াজিব বলা হতো। হ·াজিব শব্দের অর্থ গোপন ব্যবধান সৃষ্টি কারী। আধুনিককালে হ·াজিবকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তিনি খালীফাহর প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী খালীফাহর নামে পরিচালনা করতেন। সামরিক অভিযানেও তিনি খালীফাহর প্রতিনিধিরূপে সেনাপতিত্ব করতেন। খালীফাহর অনুমোদন সাপেক্ষে মন্ত্রী, প্রাদেশিক গভর্নর ও বিচারপতিদের নিয়োগ-বরখাস্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ·াজিবের ছিল। রাষ্ট্রের সকল কাজে তিনি খালীফাহ ও জনগণের মাঝখানে থাকতেন। আর খালীফাহকে জনগণ হতে আড়াল করে রাখতেন বলে তাকে হ·াজিব বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অসাধারণ মেধা, বহুমুখী প্রতিভা, দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায়ের বলে খিলাফাতের সর্বময় ক্ষমতা হস্তগত করে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আল-মানসূ·র উপাধী গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক লেন-পুলের মতেঃ[১]

"আল-মানসূ·র প্রাচীন 'আরব বংশোদ্ভূত। তাঁর পূর্ব পুরুষ সেনাপতি 'মূসা ইবন নুস·ায়র এর সেনাদলের সাথে উত্তর-আফ্রিকায় এসেছিলেন। সৈনিক বেশে ত·ারিক· ইবন যি·য়াদের বার্বার-'আরব বাহিনীর সাথে স্পেন বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত 'আরব পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।"

তিনি একজন সুলেখক মিষ্ঠভাষী ও সদালাপী ছিলেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রী নিয়ে তিনি বিচারপতি মুহ·াম্মাদ আল-সালীমের অধীনে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর দফতর ছিল খালীফাহ আল-হি·কাম এর প্রাসাদ তোরণের অতি সন্নিকটে। অচিরেই তিনি আপন গুণমাধুর্যের কারণে সুলতানা 'সুবহ·' এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে আবূ 'আমিরের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে খালীফাহ আল-হি·কাম তাঁকে যুবরাজ দ্বিতীয় হিশাম এর প্রতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিয়োগ করেন। খালীফাহ আল-হি·কামের মৃত্যুর পর যুবরাজ হিশামের বাল্যবয়সের সুযোগে সুচতুর অমাত্যবর্গ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এক এক করে সকল চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন হবার পর আবূ 'আমির অতি সুকৌশলে সুলতানা 'সুবহ·' এর সম্মতি নিয়ে সামরিক ও বেসামরিক সকল বিষয়ে তাঁর স্বীকৃত আধিপত্য ও প্রভূত্ব কায়েম করেন এবং নিজেকে আল-হ·াজিব আল-মানসূ·র উপাধীতে ভূষিত করেন।[২] ইবন খালদূনের মতে তিনি বায়ান্নটি সমরাভিযান পরিচালনা করে প্রত্যেকটিতে সফলতা অর্জন করেন। কখনো তাঁর সৈন্যদল পরাজিত কিংবা জাতীয় পতাকা অবনমিত হয়নি।[৩]

তাঁর শাসনামলে কবি-সাহিত্যিক ও গায়ক-গায়িকাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা স্পেনের খ্যাঁতিকে বহুদূরে বিস্তৃত করেছিল। তিনি কবিদিগকে অত্যধিক ভালবাসতেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তাঁর সঙ্গে কবিগণ থাকতেন। এ সকল কবিদের মধ্যে 'উবাদাহ ইবন 'আবদ আল্লাহ, আবূ বাকরী, 'আবদ আল-ওয়ারিছ ইবন সুফিয়ান প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কর্ডোভা নগরীতে একটি ভাষা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের কবি-সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা মূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। এই প্রথিতযশা কীর্তিমান হ·াজিব সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভোজী বলেন,[৪]

"ভাগ্য যদি তাঁকে রাজ সিংহাসনে জন্ম দিত, তবে জগত তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতি নিতান্ত নগন্য বলে গণ্য করতো।, এ অবস্থায় তিনি সত্যিই ইতিহাস প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মধ্যে অন্যতম রূপে চির-ভাস্কর হতেন।"

অধ্যাপক লেন-পুল মন্তব্য করেন বলেন,[৫] "তাঁর যাবতীয় কঠোরতা ও অসততা সত্ত্বেও তিনি স্পেনকে গৌরবের এমন শিখরে উপস্থিত করেন, যা মহানুভব খালীফাহ তৃতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের দ্বারাও হয়তো সম্ভব হয়নি।"

এই প্রখ্যাত হ·াজিব ১০০২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগস্ট ক্যাস্টাইলের এক সমরাভিযান শেষে যুদ্ধের প্রান্তরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬১ বৎসর। 'মাদীনা আল-সালিম' নামক স্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।[৬]

---

১ ড: এম. আব্দুল কাদির; ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা ঃ জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৮৩

২ ড: জাওদাত আল-রিকারী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২১

৩ ড: এম, আব্দুল কাদির; ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা ঃ জানাহারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.) পৃ. ৮৫

৪ Dozy, Spanish Islam : A History of the Muslims in Spain (London, 1913 A.C.), P. 533

৫ Lane-Poole, The Moors in Spain (London, 1912 A.C.), P. 164

৬ S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C.), P. 196

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা। উচ্চ বিলাসী ব্যক্তিবর্গ জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে স্পেনের কেন্দ্রীয় একক শক্তিকে ভেঙ্গে খন্ড বিখন্ড করতে শুরু করে। তাঁর উত্তরাধিকারী ও পুত্র 'আবদ আল-মালিক আল-মুয·াফফার' কিছুকাল শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে সক্ষম হলেও ভ্রাতৃ-কোন্দলের ফলে রাজ সিংহাসনের অবস্থা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে। মুয·াফফার তাঁর ভ্রাতা 'স·ানজুলী' কর্তৃক বিষ সেবনে নিহত হন। অতঃপর 'সা·নজুলী' নিজেকে উমাইয়া খিলাফাতের দাবীদার হিসেবে ঘোষণা করলে তাকেও হত্যা করা হয়। মূলতঃ আল-মানসূ·রের মৃত্যুর পর প্রভাবশালী বার্বার ও শ্লাভগণ সৈনিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পরবর্তী দূর্বল উমায়্যাহ খালীফাহগণ ছিলেন তাদের হাতের ক্রীড়নক। তারা তাদের ইচ্ছা মাফিক খালীফাহদের নিয়োগ ও অপসারণ নিয়ন্ত্রণ করতো। অবশেষে দেশের এক অরাজকতাপূর্ণ অচলাবস্থা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে উমায়্যাহ খিলাফাতের শেষ সূর্য তৃতীয় হিশাম সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিছু দিন যেতে না যেতেই কর্ডোভার গণ্যমান্য ও অভিজাত শ্রেণীর নগরিকগণ তাকে পদচ্যুত ও স্বপরিবারে কারারুদ্ধ করে উমায়্যাহ খিলাফাতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন (৪২২/১০৩১)[১] এবং অভিজাত ব্যাক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কাউন্সিল এর প্রধান ইবন জাহওয়ারের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়।

অতঃপর স্পেনে উমায়্যাহদের একক খিলাফাত ভেঙ্গে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ ভাবে এগুলোকে 'মুলুক আল-ত·াওয়া'ইফ' নামে অভিহিত করা হয়। এদের সময় কর্ডোভার কাব্য তারকা 'ইবন য·ায়দূন' এর সাহিত্য চর্চা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। এ যুগে সাহিত্য, সঙ্গীত ও ললিত কলা উৎকর্ষতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করে। সুতরাং 'মুলুক আল-ত·াওয়া'ইফ' যুগের আলোচনা আমাদের গবেষণা পত্রে 'ইবন য·ায়দূন এর সমসাময়িক যুগ' শিরোনামে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য আমরা এখানে আর অতিরিক্ত আলোচনার সূত্রপাত করিনি।

আল-মুরাবিতূ·ন শাসকবর্গ (১০৯০-১১৪৬ খৃ.) ঃ

একাদশ শতাব্দিতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তর-আফ্রিকায় মুরাবিত· নামে এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। তাদের বংশধারা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মত বিরোধ রয়েছে।[২] কেহ কেহ বলেন যে, তারা হি·ময়ারী বংশের লোক ছিল। তারা হ·ায·রাত আবূ বাকর (রা.) এর খিলাফাত কালে ইয়ামান হতে সিরিয়ায় চলে আসে এবং তথা হতে উত্তর-আফ্রিকায় হিজরাত করে। আবার অনেক ঐতিহাসিকের ধারনা, এরা মরক্কোর সি·নহাজাহ নামক বার্বার গোত্রের লোক ছিল। এই গোত্রের ইয়াহ·য়া ইবন ইব্রাহীম নামক একজন নেতা ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কাহ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বগোত্রে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য 'আবদ আল্লাহ ইবন ইয়াসীন' নামক একজন 'আলেমকে সাথে করে নিয়ে আসেন। উক্ত 'আলেম এখানে এসে একটি রাবাত· নির্মাণ করে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ফলে তাঁর বহু ভক্ত ও অনুসারী জুটে যায়। তারা উক্ত রাবাতে· একত্রিত হয়ে তাদের আধ্যাত্মিক নেতার উপদেশ শ্রবণ করতো। এদেরকে ইতিহাসে আল-মুরাবিতূ·ন নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৩] এদেরকে আল-মূলাচ্ছামূনও (মুখোশধারী) বলা হয়। কারণ তাঁরা সাহারা মরুভূমির উত্তপ্ত হওয়া হতে দেহ রক্ষার জন্য মুখাবরণ পরিধান করতো।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৩ মুরাবিতূ·ন শব্দটি মুরাবিত· শব্দের বহু বচন। এটা 'আরবী রাবাত· শব্দ হতে উদ্ভূত। রাবাত· শব্দের অর্থ উপাসনালয় বা সরাই খানা। সুতরাং রাবাতে· অবস্থানকারী উপাসক বা সন্ন্যাসীদেরকে আল-মুরাবিতূ·ন বলা হয় (ড: রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী, পৃ. ২৬)।

Dhaka University Institutional Repository

'আবদ আল্লাহ ইব্‌ন ইয়াসীন' এর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি ধীরে ধীরে বার্বার গোত্রের মধ্যে ক্ষমতাশালী হয়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতার গৌরব অর্জন করেন। তিনি যুদ্ধ বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। সমস্ত বিচ্ছিন্ন বার্বার গোত্রগুলোকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী ইউনিট গঠন করেন এবং তাদেরকে সত্যের পথে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান প্রেরণ করে বহু অঞ্চল দখল করে নেন। ইব্‌ন ইয়াসীন তাঁর প্রধান শিষ্য 'ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'উমার' এর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে তাঁর উপর সকল গোত্রীয় দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এখান থেকে আল-মুরাবিতূন শাসক গোষ্ঠীর উৎপত্তি ঘটে।[১] ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'উমার 'বারাগাতাহ' নামক বার্বার গোত্রের সাথে এক সংঘর্ষ কালে খৃস্টীয় ১০৫৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর ভ্রাতা আবূ বাকর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এই নতুন সেনাপতি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে 'বারাগাতাহ' গোত্রের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। অতঃপর দেশের শাসনভার সুষ্ঠু রূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'ইউসুফ ইব্‌ন তাশফীন' কে দায়িত্ব অর্পন করে মরু-অঞ্চলের মুরাবিতগণের বিদ্রোহ দমনে গমন করেন।

ইব্‌ন তাশফীন (৪৫৩/১০৬১- ৫০০/১১০৬) মুরাবিত বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও সংগঠক ছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে মুরাবিতূনগণের কীর্তি-কলাপ ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তাঁর সম্পর্কে ড: ইমামুদ্দীন বলেনঃ[২]

"The Murabitun ruler Yusuf b. Tashfin, who had previously received the title of Amir Al-Muslimin from the Abbasid Khalifah, and who had become so famous for his religious ideas that Imam Ghazali had contemplated paying a visit to him"

"ইউসুফ ইব্‌ন তাশ্‌ফীন পূর্ব হতে 'আব্বাসীয় খালীফাহ'র দরবার থেকে 'আমীর আল-মুসলিমীন' উপাধী লাভ করেছিলেন এবং তাঁর ধর্মানুরাগ ও ধর্মীয় চিন্তাধারার কারণে তিনি এত ব্যাপক খ্যাঁতি অর্জন করেছিলেন যে, ইসলামী জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ইমাম গায্‌যালীও তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন।"

'ইউসুফ ইব্‌ন তাশফীন' অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সমর কুশলী ছিলেন। তিনি মরক্কো নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফাস, তানজাহ, সিউটা প্রভৃতি এলাকা দখল করে তথায় তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। এ সময় স্পেনের অবস্থা ছিল অতি সংকটাপন্ন। স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে সমূলে উৎখাতের জন্য তথাকার বনেদী খৃষ্টান নৃপতিগণ অতি তৎপর হয়ে উঠলো। ক্যাস্টাইলের খৃস্টান রাজা ৬ষ্ঠ আল-ফানসো মুসলিম স্পেনের উপর বারবার আঘাত হানতে শুরু করলো। এ দিকে আল-তাওয়া'ইফ রাজন্যবর্গ দূর্বল হয়ে ৬ষ্ঠ আল-ফানসোকে কর দিতে বাধ্য হন।[৩] মুসলমানদের এমন কোন ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছিল না, যা খৃষ্টানদেরকে দমন করতে পারে। তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। নিরুপায় হয়ে সেভিল, কর্ডোভা, গ্রানাডা ও অন্যান্য এলাকার গণ্যমান্য মুসলিম ব্যাক্তিবর্গের এক প্রতিনিধি দল উত্তর-আফ্রিকার মুরাবিত শাসক 'ইউসুফ ইব্‌ন তাশফীন' এর দরবারে গমন করেন এবং সেভিলের গভর্ণর 'আল-মু'তামিদ ইব্‌ন 'আববাদ' এর একটি পত্র তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। পত্রে আল-মু'তামিদ স্পেনের সামগ্রীক অবস্থার সবিশেষ বিবরণ পেশ করে স্পেনীয় মুসলমানদের জাতীয় দূর্দিনে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ইউসুফের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন। স্পেনীয় প্রতিনিধি দল তাদের জনগণের পক্ষ হতেও ইউসুফকে খৃষ্টান শত্রুদের মোকাবেলা করতে আকূল আবেদন জানান। 'ইউসুফ ইবন তাশফীন' স্পেনের এই দূর্দিনে বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে স্পেনে উপস্থিত হন। খৃষ্টান সম্রাট ৬ষ্ঠ আল-ফানসোও প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে ইউসুফের মোকাবেলায় এগিয়ে আসেন। 'আল-যাল্লাকাহ' নামক প্রান্তরে ইউসুফ এবং আল-মু'তামিদ এর সম্মিলিত বাহিনীর সাথে খৃষ্টান বাহিনীর এক

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৬।

২ S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A. C.), P. 260

৩ ড: শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আসর আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (কায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় (৪৯৭/১০৮৬)। যুদ্ধে খৃষ্টানগণ শোচনীয় রূপে পরাজয় বরণ করে। এই যুদ্ধের পর স্পেনের মুসলমানদের নিকট 'ইউসুফ ইবন তাশফীন' এর গ্রহণ যোগ্যতা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। তাঁকে তারা স্পেনের ত্রাণকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন। যুদ্ধ শেষে তিনি তথায় তিন হাজার সৈন্যের এক ক্ষুদ্র বাহিনী রেখে মরক্কো প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

য·াল্লাক·াহ যুদ্ধের তিন বৎসর যেতে না যেতেই খৃষ্টানগণ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং মুসলিম বিরোধী অভিযান শুরু করে। আল-মু'তামিদ আবার ইউসুফের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। ইউসুফ দ্বিতীয়বার স্পেনে পদার্পণ করে মুসলমান শাসকদের মধ্যে এক শক্তিশালী ঐক্যজোট গঠন করেন। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ঐক্যজোটে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা পরস্পর গোত্র কলহে জড়িয়ে পড়েন। এদিকে ইউসুফ স্পেনের প্রাকৃতিক রূপলাবণ্য, নগর-সভ্যতা, রাস্তাঘাট ও শিল্প-সৌকর্যে অতি মাত্রায় অনুরক্ত হয়ে কৌশলে স্পেনের কর্তৃত্ব নিজের করায়ত্ব করেন।[২]

স্পেন দখলের পর তিনি তথাকার দুর্বল শাসন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তা পুনর্গঠন করেন। ফলে দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইউসুফের মৃত্যুর পর (৫০০/১১০৬) তাঁর পুত্র 'আলী মরক্কোর সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর অনুগত, অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে স্পেনের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তায় স্পেনের খৃষ্টানদেরকে পরাভূত করে সেখানে মুরাবিতূ·নদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। কিন্তু তিনি ধর্ম ও মাযহাবের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ও অসহিষ্ণু হওয়ায় শাসন কার্যে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং চতুর্দিকে অসন্তুষ বিরাজ করতে থাকে। এ দিকে ইঙ্গিত করে ড: রিকাবী বলেনঃ[৩]

"ولم تنعم الأندلس في دولة على فإن تعصبه الشديد للدين، واستمساكه بمذهب مالك وكرهة غيره من المذاهب جعله آلة بيد الفقهاء فساد التعصب والإرهاب، وكثرت الوشايات، وخنقت حرية الفكر –

"আলীর রাজত্বকালে স্পেন তেমন সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি। কারণ ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর উম্মত্ততা, মালেকী মাযহাবের কট্টর অনুসরণ এবং অন্যান্য মাযহাবের প্রতি অনিহা তাঁকে ফকি·হদের হাতের কল-কাঠিতে পরিণত করেছিল। ফলে হিংসা-বিদ্বেষ ও সংঘাত ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে । পরস্পর নিন্দা ও অপবাদের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং চিন্তার স্বাধীনতা অনেকটা রুদ্ধ হয়ে পড়ে ।"

সে যাই হোক, প্রায় অর্ধশতাব্দি যাবৎ উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেনে মুরাবিতূ·নদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল। তবে 'আলীর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে তাদের কর্তৃত্ব প্রচন্ড হুমকীর সম্মূখীন হয়। সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠে। অবশেষে ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে তারা তাদের অপর এক গোষ্ঠী আল-মুওয়াহ·হি·দূনদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন।

'আল-মুওয়াহ·হি·দূন' শাসকবর্গ (৫২৪/১১২৯—৬৬৭/১২৬৮)[৪]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির চতুর্থ দশকে উত্তর-আফ্রিকার 'মুহ·াম্মাদ ইবন তুমার্ত' এর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক শাসক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা আল-মুওয়াহ·হি·দূন নামে পরিচিত।[৫] 'মুহ·াম্মাদ ইবন তুমার্ত' মুরাবিতূ·নদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিলে বহুলোক তাঁর দলে এসে যোগ

---

১ S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A. C.), P. 260

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃদার আল-মা'রিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৭

৩ প্রাগুক্ত ।

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৫ মুওয়াহ·হি·দূন শব্দটি মুওয়াহ·হি·দ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ একেশ্বরবাদী। আল-মুওয়াহ·হি·দূনগণ আল্লাহর একত্ববাদে এমন কট্টর বিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁরা আল্লাহর কোন সিফাতই মানতেন না এবং নিজেদেরকে প্রকৃত মুওয়াহ·হি·দ বলে দাবী করতেন। এড়ন্য তাদেরকে আল-মুওয়াহ·হি·দূন নামে আখ্যায়িত করা হয়। (ড: এম, আব্দুল কাদির ; ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ৯১)

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। প্রথমে তারা আফ্রিকায় মুরাবিতূ·নদের পতন ঘটায়। অতঃপর স্পেনের দিকে যুদ্ধ পরিচালনা করে সেখান থেকেও ধীরে ধীরে মুরাবিতূ·নদেরকে বিতাড়িত করে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

'মুহ·াম্মাদ ইবন তুমার্ত' মরক্কোর 'সূস' পর্বতের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর গোত্র 'বনূ মাস·মূদাহ' জন-সংখ্যায় প্রচুর ও যুদ্ধবাজ জাতি ছিল। ইবন তুমার্ত ছিলেন মূলতঃ 'আরব বংশোদ্ভূত। কিন্তু তিনি বার্বার গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে বড় হন। ছোট বয়সেই তাঁর মধ্যে ধর্মীয় অনুরাগ ও তাক·ওয়ার মাত্রা প্রবল ছিল। তিনি আওলিয়া দরবেশদের মায·ার যি·য়ারাতে ছিলেন অনুরক্ত। প্রথমতঃ তিনি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানান্বষণে লিপ্ত ছিলেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদে গমন করেন। সেখানে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে ধর্ম, আইন, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। এমন কি আল-নিয·ামিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ইসলামিক দার্শনিক ইমাম গায·য·ালীর[১] ছাত্রত্ব গ্রহণ করে তাঁর জ্ঞানের ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ রূপে গড়ে তোলেন।[২]

তিনি মরক্কো ফিরে এসে লোকজনকে হিদায়াত ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রতি উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং ধর্মীয় সংস্কারমূখী প্রচার অভিযান শুরু করেন। এ সম্পর্কে ড: রিকাবী বলেনঃ[৩]

"ويبين لهم فساد الملوك والأمراء وظلمهم ويدعوهم إلى عصيانهم، وأطلق على طريقته اسم التوحيد فتبعه خلق من بنى قومه عرفوا بالموحدين"

"তিনি রাজা বাদশাহ ও অমাত্যবর্গের দোষত্রুটি এবং তাদের অন্যায়-অবিচার জন সমক্ষে তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাঁর মতাদর্শকে আল-তাওহীদ নামে অভিহিত করেন। তাঁর গোত্রের এক দল লোক তাঁকে অনুসরণ করে। আর এরাই আল-মুওয়াহ·হি·দূন নামে পরিচিতি।"

আল-মুওয়াহ·হি·দূনদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) মাহদী আগমণের সু-সংবাদ দিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর বুকে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন আর তাঁর আবির্ভাব মরক্কোতে ঘটবে। সুতরাং 'মুহ·াম্মাদ ইবন তুমার্ত'ই সেই আকাংখিত মাহদী। তাই তাঁর দশজন অনুরক্ত শিষ্য দাড়িয়ে বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষনা করলেন- আপনিই আল-মাহদী। তারা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে তাঁর মতাদর্শকে ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে লাগলেন। অচিরেই অসংখ্য লোকজন চতুর্দিক হতে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে শুরু করলো।[৪]

---

১ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ ইমাম আল-গায·য·ালীর প্রকৃত নাম আবূ হ·ামিদ মুহ·াম্মাদ ইবন আল- গায·য·াল। আল-গায·য·ালী তাঁর উপাধী। আর এই উপাধীতেই তিনি সমধিক পরিচিত । জনৈক পন্ডিতের মতে তাঁর নাম গায·লা নামক জন্মস্থানের সাথে যুক্ত হয়ে গায·ালী হয়েছে। অপর একদল চিন্তাবিদ মনে করেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষগণ গায·য·াল (পশমের বস্ত্র বয়ন ও বিক্রয়) ব্যবসা করতেন বিধায় তাঁকে গায·য·ালী উপাধীতে ভূষিত করা হয়। বিশ্বের এই প্রতিথযশা মুসলিম চিন্তাবিদ ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তগত তুস নগরীর নিকটবর্তী গায·াল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানচর্চা করে তিনি তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন। খৃষ্ট একাদশ শতাব্দিতে যখন মুসলমানদের মানসলোক বিভিন্ন মাযহাব , ত·ারীক·াহ ও অভিনব মতবাদের টানাপোড়নে বহুধা বিদির্ণ , তখন ইমাম গায·য·ালী মুসলমান দিগকে বিশুদ্ধ ইসলামের শান্তিচ্ছায়ায় আহবান জানিয়ে নির্ঘাত ধবংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ জন্য গোটা উম্মাহ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধীতে স্বরণ করেন । এই বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানতাপস ও চিন্তাবিদ ১১১১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় জন্মভূমি তুস নগরীতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেপ্পান্ন বৎসর । ইরানের অমর কবি ফিরদৌসীর সমাধির পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয় । তাঁর রচিত ছোট বড় প্রায় সত্তরখানা গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে ইহ·য়া আল-'উলূম আল-দ্বীন (ধর্ম জ্ঞানের নব-রূপায়ন) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটা 'আরবী ভাষায় রচিত। এই অমূল্য গ্রন্থ খানি চারি খন্ডে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক খন্ড দশটি অংশে বিস্তৃত। (অধ্যাপক রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা,পৃ.৪৭৫-৭৮)।

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৮

৩ প্রাগুক্ত।

৪ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

'মুহাম্মাদ ইবন তুমার্ত' এর জিহাদের আহবানে তাঁর সকল শিষ্য ও অনুসারী আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে যাবার শপথ নিয়ে মুরাবিতূনদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। তাঁরা পর পর তিনটি যুদ্ধে মুরাবিতূনদেরকে পরাজিত করে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রাজধানী মরক্কো অবরোধ করে। কিন্তু তাঁদের এ অবরোধ ফলপ্রসূ হয়নি। ইতিমধ্যে আল-মাহদী ইন্তেকাল করেন (৫২৪ হি.)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'আবদ আল মু'মিন (মৃ. ৫৫৮ হি.) নামে তাঁর এক শিষ্যকে দলের প্রধান হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি আল-মাহদীর অতি প্রিয় ভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন। ক্ষমতার একক অধিকারী হয়ে তিনি আমীর আল-মু'মিনীন উপাধী ধারণ করেন এবং এক সুশিক্ষিত শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে মুরাবিতূনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। তিনি দীর্ঘকাল অভিযান চালিয়ে সমগ্র স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা হতে মুরাবিতূনদেরকে উৎখাত করে মুওয়াহহিদূনদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[১] তিনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে (৫৫৮-৮০হি.) আল-মুওয়াহহিদূন সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে 'আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব' (৫৮০-৯০হি.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি ক্ষমতায় আরোহন করে 'আল-মানসূর বিল্লাহ' উপাধী গ্রহণ করেন। 'আবদ আল-মু'মিন' এর ন্যায় তিনিও সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনের জন্য খ্যাতির পৃষ্ঠায় চির অম্লান হয়ে আছেন।

আল-মুওয়াহহিদূনগণ ধর্মীয় ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁরা মুরাবিতূন অপেক্ষা অধিক আগ্রহী ছিলেন। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বিধানে তারা ছিলেন গভীর কৌতুহলী। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী, মনীষী ও দার্শনিকগণ তাঁদের দরবার অলংকৃত করেন। যেমন মুওয়াহহিদূন খালীফাহ 'আবূ ইউসূফ ইয়া 'কূব' সম্পর্কে জনাব ইমামুদ্দীন বলেনঃ[২]

"Ya'qub was a munificent patron of Arts and letters and had in his court some of the greatest men of his time , the famous physicians Avenzoar and Avenpace and the philosopher Averroes , who held the post of qadi at Cordova."

"খালীফাহ ইয়া'কূব শিল্পকলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দরবার সমকালীন কতিপয় মহান ব্যক্তিত্বের দ্বারা অলংকৃত ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ইবন যুহর, ইবন বাজাহ এবং দার্শনিক ইবন রুশদ, যিনি কর্ডোভার কাযী ছিলেন।"

খালীফাহ 'আবূ ইউসূফ ইয়া'কূব' রাজ্যময় মসজিদ, মিনার, প্রাসাদ, দূর্গ ইত্যাদি নির্মাণ করে পূর্ত কার্যে জনসাধারণের আকুণ্ঠ আস্থা ও সমর্থন লাভ করে ছিলেন। বিশেষ করে সেভিলের জামি' মাসজিদ ও জিরাল্ডা মিনার স্থাপত্য শিল্পে তাঁর অনন্য কীর্তি।[৩]

আল-মুওয়াহহিদূনদের রাজত্ব কাল প্রায় একশত ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তারপর মুসলমানদের অনৈক্যের সুযোগে সামন্তবর্গ ক্রুসেডের উম্মাদনায় স্পেন থেকে মুসলিম উচ্ছেদের পরিকল্পনা হাতে নেয়। তারা একের পর এক মুসলিম জনপদগুলি কবযাহ করতে শুরু করে। অতঃপর সেখানে খৃষ্টান জনগোষ্ঠী অবাধে চালিয়ে যায় তাদের মুসলিম নিধন, উচ্ছেদ আর অত্যাচারের তান্ডব লীলা। জান-মাল ও 'ইযযাত নিয়ে মুসলমানগণ সেখানে চরম অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিনানিপাত করতে থাকেন। অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হন।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮ ও ২৯

২ S.M. Imamuddin, A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A. C.), P. 275

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্পেনের সামাজিক অবস্থান ঃ

স্পেন বিজয়ের পর মুসলমানগণ সেখানে বিভিন্ন জাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করলো। তথাকার সমাজ কোন একক জনগোষ্ঠী দ্বারা গঠিত নয় বরং আদি অধিবাসীদের মধ্যে যেমন রয়েছে গথ, রোমান, স্পেনীশ, ইয়াহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক, তদ্রুপ অভিবাসিত মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্ন গোত্রীয় বিভক্তি ছিল। মুসলিম 'আরবদের সাথে উত্তর আফ্রিকার বার্বারী বংশের প্রচুর লোকও স্পেনে অনুপ্রবেশ করে। তাছাড়া মুসলমানদের বিজয়ের পর স্পেনের আদি বাসিন্দারা আরো কিছু নতুন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের প্রাচীন ধর্ম ও ভাষার উপর অবিচল ছিল, তাদেরকে 'স্পেনীয় অনারব' হিসেবে গণ্য করা হয়। আল-মুওয়াল্লাদূন নামে তৎকালীন স্পেনে আরো একটি নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তারা পিতৃ পরিচয়ে ছিল 'আরব আর মাতৃ পরিচয়ে ছিল আদি স্পেনীয়। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এদেরকে 'আল-মুসালামাহ' নামে অভিহিত করা হয়। আবার কিছু কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি, কিন্তু 'আরব অধিবাসীদের সাথে মিলে মিশে পরস্পর হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং 'আরবী ভাষা ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে এটাকে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি রূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এদেরকে আল-মুসতা'রাব বলা হয়।[১] সুতরাং স্পেনীয় সমাজ ব্যবস্থায় খাঁটি 'আরবদের সাথে উত্তর আফ্রিকার বার্বার, স্পেনের মুসালামাহ, মুওয়াল্লাদ এবং মুসতা'রাবদের এক সুদূর প্রসারী প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তথাকার সমাজ গঠনে 'আরবদের সাথে তারাও সমভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। নিম্নে এদের কর্মকীর্তি নিয়ে এক নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা সন্নিবেশন করা হলো।

আল-'আরব ঃ

মুসলিম বিজয়ের পর স্পেনে যখন স্থিতিশীল পরিবেশ ও পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করছিল, তখন প্রাচ্যীয় মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে 'আরবরা স্পেনে আগমন করে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। মহান মুসলিম সেনাপতি মূসা ইবন নুস·য়ারের স্পেন অভিযানে মতান্তরে আঠারো হাজার সেনাবাহিনীর প্রায় সকলই ছিল 'আরব। 'আল-ওয়ালাহ' এর যুগ হতে উমায়্যাহ যুগ পর্যন্ত 'আরব উপনিবেশ গড়ে তোলার হিড়িক মুসলিম স্পেনে অব্যাহত ছিল। উত্তর আফ্রিকা ও সিরিয়া হতে প্রচুর 'আরব লোক স্পেনে অনুপ্রবেশ করে। মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে এদের সংখ্যা তিন লক্ষ পরিমাণ দাড়িয়ে ছিল[২] এবং তাদের বসতি সমগ্র স্পেনে ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে স্পেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি, স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, উর্বর পরিবেশ ইত্যাদি 'আরবদেরকে বহু গুণে প্রলুব্ধ করেছে।

'আরবরা স্পেনে অনুপ্রবেশ করে তথাকার আদি বাসিন্দাদের সাথে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং সম্মিলিত ভাবে তাঁরা সামাজিক কাজকর্মে আত্ম নিয়োগ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত্র-কৃষি, শিল্প-কারখানা, স্থাপত্য কলা ইত্যাদি নানা পেশায় 'আরবরা ব্যাপক হারে জড়িয়ে পড়েন। এই নতুন বিজিত দেশে তাঁদের মহান দায়িত্ব সম্পর্কে তারা খুবই সচেতন ছিলেন। উদার মানসিকতা নিয়ে স্থানীয় জনগণের সাথে এক জাতি- এক দেশ নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বে তাঁদের মধ্যে বংশীয় কৌলিন ও আভিজাত্যের অহমিকাও বিদ্যমান ছিল। তারা ছিলেন বিভিন্ন 'আরব গোত্র থেকে আগত। এ সম্পর্কে ডঃ শাওকী দ·য়ফ বলেনঃ[৩]

---

১ ড: 'আব্দ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·বি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৪৯

২ ড: 'আলী হ·াবীবাহ, মা'আ আল-মুসলিমীন ফী আল-আন্দালুস (জিদ্দাহ ঃ দার আল-শুরূক·), পৃ.১৩৮

৩ ড: শাওকী দ·য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল- 'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·য়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

"وهم ينقسمون بدورهم الى عدنانية اومضرية ويمنية اوقحطانية و كانت بينهما خصومات قديمة .... واستعادت القبائل العربية فى الأندلس هذه الخصومات سريعا "

"তাদের (ওয়ালাহের) যুগে 'আরবরা 'আদনানী বা মুদ.ারী এবং ইয়ামানী বা ক.াহ.তানী সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আর তাদের মধ্যে প্রাচীন বিরোধও বিদ্যমান ছিল। স্পেনে 'আরব গোত্রগুলোর মধ্যে এই বিরোধ পূনরায় দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে।"

ফলে মুদ.ারী ও ইয়ামানীদের মধ্যে গোত্রীয় সংঘাত সর্বদা লেগেই থাকতো। তারা গোত্রীয় স্বজাত্য বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে পরস্পর আত্ম-কলহে লিপ্ত থাকার কারণে মুসলিম স্পেনের গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে বহুলাংশে কুলষিত করেছে। অপর দিকে 'আরবরা ইসলাম প্রচারের মহান দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পেনের বিধর্মী জনগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে তাদের সঙ্গে গভীর সখ্যতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলে এবং নিজেদের ক্ষমতা দীর্ঘ স্থায়ী করার অভিপ্রায়ে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করে।

বার্বার জাতি ঃ

বার্বারগণ মূলতঃ উত্তর আফ্রিকার পার্বত্য অধিবাসী ছিল। গোত্র ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় তাদের জীবন পরিচালিত হতো। 'আরবদের ন্যায় এদের মধ্যেও প্রবল গোত্রীয় টান লক্ষণীয়। বার্বারগণ অতি দুর্ধর্ষ ও যোদ্ধা জাতি ছিল। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আকৃষ্ট হয়ে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম সেনাপতি মূসা ইবন্ নুস.ায়র তাদের সাহস, সামরিক দক্ষতা ও রণকৌশলে প্রীত হয়ে তাদেরকে মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। স্পেনের সমাজ জীবনে 'আরবদের পরেই ছিল তাদের স্থান। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। আমরা দেখতে পাই, স্পেনে প্রথম মুসলিম অভিযানের নেতৃত্ব দেন ত.ারীফ ইবন্ মালিক আল-নাখ'ঈ। তিনি ছিলেন জাতিতে বার্বার। স্পেন বিজয়ী বীর সেনাপতি ত.ারিক. ইবন্ যি.য়াদ তিনিও ছিলেন বার্বার। তাছাড়া হাজার হাজার বার্বার সৈনিক 'আরবদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্পেন বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল।

এই নব বিজিত অঞ্চলে ইসলামের ইনসাফ ভিত্তিক শাসনাধীন উন্নত ও ন্যায় নিষ্ঠ জীবন যাপনের প্রতি উৎসাহী হয়ে বার্বারগণও স্পেনে আগমন করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এদের সম্পর্কে ইবন্ হ.ায.ম বলেন,[১]

"বার্বারগণ 'আরবদের সাথে এমন এভাবে মিশে যায় যে, তাদের মাতৃভাষার পরিববর্তে 'আরবী ভাষা ব্যবহার করতে থাকে এবং পুরোপুরি 'আরবী ভাবাপন্ন হয়ে যায়। স্পেনে চিরস্থায়ী বসতি স্থাপন করে তারা আর জন্মভূমি বার্বারী এলাকা উত্তর আফ্রিকায় ফিরে যাবার তাগিদ অনুভব করেনি।"

স্পেনের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় বার্বারদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। স্থানীয় ও আদি জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে 'আরবদের ন্যায় তারাও নতুন ও উন্নত সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: 'আবদ আল-'আযী.য. আল-'আওয়াদ বলেনঃ[২]

"و كان هؤلاء وجود ظاهر فى المجتمع الأندلسى، واقتفوا سنة أسيادهم واخوانهم العرب، فاختلطوا بالسكان وصاهروهم أيضا، فكان لهم بذلك دورهم فى التكوين الاجتماعى فى الأندلس-"

---

১ এ.এইচ.এম শামসুর রহমান, স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, মাঘ ১৪০২ সাল), পৃ. ২২৪

২ ড: 'আবদ আল-'আযী.য. ইবন্ 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ. ঃ মাত.াবি' বাহ.র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

"স্পেনীয় সমাজ ব্যবস্থায় তাদের ছিল বিকাশমান উপস্থিতি। তারা তাদের নেতৃবৃন্দ— 'আরব ভাইদের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে। আর তথাকার অধিবাসীদের সাথে আত্ম-সংমিশ্রিত হয়ে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করে। ফলে স্পেনের সামাজিক বিন্যাসে তাদেরও নন্দিত ভূমিকা ছিল।"

স্পেনীয় অনারব ঃ

এরা ছিল স্পেনের আদি বাসিন্দা। 'আরবদের নিকট তারা স্পেনের অনারব জনগণ হিসেবে পরিচিত ছিল। স্পেনে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারের পর তারা বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যারা ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং 'আরবী ভাষা ও মুসলিম সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিল, তারা মুসলামাহ নামে পরিচিত। 'আরবদের সাথে তাদের ছিল এক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ইসলামের উদার নীতি ও ন্যায়পরতায় বিমুগ্ধ হয়ে স্পেনের অনারব জনগণ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ফলে মুসালামাহদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

স্পেনীয় অনারবদের অপর একদল যারা ইসলামকে নিজেদের ধর্ম হিসেবে মেনে নেয়নি। কিন্তু তারা মুসালামাহদের ন্যায় 'আরবদের ন্যায়-নীতি ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিল। 'আরবী ভাষা ও কালচারের প্রতি ছিল অতি অনুরাগী। ফলে তারা নিজেদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে 'আরবী ভাষা শিক্ষা করে তা তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রয়োগ করতে লাগলো। এমন কি সাহিত্য ও কাব্যচর্চার মাধ্যমে 'আরবী ভাষাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে বেশ তৎপর হয়ে উঠলো। স্পেনের মুসলিম ইতিহাসে এদেরকে আল-মুসতা'রাব বলা হয়।[১] এদের সম্পর্ক ড: 'আবদ আল-'আযীয· আল-'আওয়াদ বলেনঃ[২]

"وقد كان لكل من المسالمة والمستعربين أثر في انتشار اللغة العربية وآدابها وعلومها، فقد كانوا حلقة اتصال بين الثقافة العربية في الأندلس وأوروبا، بحكم إجادتهم اللغة العربية واللغة اللاتينية–"

"মুসালামাহ এবং মুসতা'রাব উভয় গোষ্ঠীই স্পেনে 'আরবী ভাষা, সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে বিশেষ অবদান রেখেছে। 'আরবী ও ল্যাটিন ভাষার উন্নয়নের বিচারে তারা স্পেন ও ইউরোপে 'আরবী সভ্যতা-সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনকারী ছিল।"

শ্লাভ জাতি ঃ

শ্লাভ জাতি মুলতঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হতে আগত ক্রীতদাস ছিল। স্পেনের ইয়াহুদী ব্যবসায়ীগণ শ্লাভদেরকে ফ্রান্স, জার্মান, ইতালী, রুশ ইত্যাদি এলাকা থেকে ক্রয় করে স্পেনে এনে খোজা বানিয়ে মুসলমানদের কাছে বিক্রী করতেন। তাদের অধিকাংশ কিশোর ও তরুণ বয়সের ছিল। তারা মুসলমান হয়ে 'আরবী ও রোমান ভাষা সহজে আয়ত্ব করে নিত। কালক্রমে এরাও স্পেনের সমাজ জীবনে অন্তর্ভূক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: শাওকী দ·ায়ফ বলেনঃ[৩]

"وكان حكام الدولة الاموية يشترون هؤلاء الصقالبة شبانا ويدخلونهم في الاسلام وتعلمونهم العربية وآداب المجتمع الاندلسي ويدربونهم على الفروسية واتخذوهم حرسا وخدما في قصورهم واحقوا نفرا منهم بجيوشهم"

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৪৬

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাতা·বি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৫৬

৩ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল- 'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.১৫

Dhaka University Institutional Repository

"উমায়্যাহ সাম্রাজের শাসকবর্গ ঐ সকল শ্লাভদিগকে যুবক অবস্থায় ক্রয় করে এবং মুসলিম ধর্ম- বিশ্বাসে দীক্ষিত করে 'আরবী ভাষা ও স্পেনীয় সমাজের আচার-ব্যবহার— রীতিনীতি শিক্ষা দিতেন। আর অশ্ব চালনায়ও তাদেরকে পারদর্শী করে গড়ে তুলতেন। এদেরকে তাঁরা রাজপ্রাসাদে দেহরক্ষী ও ভৃত্য হিসেবে নিয়োগ করেন। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শ্লাভকে রাজকীয় বাহিনীতেও অন্তর্ভূক্ত করেন।"

অন্যান্য জাতির তুলনায় শ্লাভগণ সংখ্যায় ছিল কম। কিন্তু শাসক ও মনিবের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত ও অনুগত হওয়ার কারণে তারা দেশের সামরিক ও বে-সামরিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে নিয়েছিল। এমনকি উমায়্যাহ খালীফাহ তৃতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের আমলে সেনাধ্যক্ষের পদও তাদের দ্বারা অলংকৃত করা হয়। এ ক্ষেত্রে শ্লাভদের কৃতিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে ঐতিহাসিক লেন পুল-বলেনঃ[১]

"With the aid of his slavs the Sultan not only banished brigandage revelleon from Spain but waged war with the Christians of the north with brilliant success."

"সুলতান তাঁর শ্লাভ বাহিনীর সাহায্যে স্পেন হতে কেবল রাহাজানী ও বিদ্রোহ উচ্ছেদ করেননি বরং উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টানদের বিরুদ্ধেও গৌরবদীপ্ত সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।"

কিন্তু পরবর্তী কালে দুর্বল শাসকদের আমলে সামরিক বিভাগে এদের প্রাধান্য দেশের জন্য হুমকী দয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তারা ছিল যুক্ত। স্পেনে উমায়্যাহদের পতনের পশ্চাতে তারা ছিল অন্যতম কারণ।[২] সে যাই হোক, ইউরোপের স্পেনে 'আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে মুসতা'রাবদের ন্যায় তারাও বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

আল-মুওয়াল্লাদ ঃ

আল-মুওয়াল্লাদগণ স্পেনীয় সমাজ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ জাতি হিসেবে বিবেচিত হয়। 'আরব মুসলমানগণ স্পেনে পদার্পণ করার পর স্থানীয় ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে তাদের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। এদের মধ্যে বহু লোক ধর্মান্তরিত হয়ে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাঁদের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান ছিল। মূসলমানগণ আদি জনগণের সাথে তাঁদের সম্পর্ককে আরো নিবিড় ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে স্পেনীয় মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অধিকন্তু অভিবাসিত 'আরব মুসলিমদের মধ্যে প্রায় সবই ছিলেন পুরুষ। নিতান্ত কম সংখ্যক 'আরব মহিলা স্পেনে আগমন করেছেন। সুতরাং তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনে স্পেনের স্থানীয় মহিলাদেরকে বিয়ে করা ছাড়া তাঁদের কোন উপায় ছিল না। সে যাই হোক, এই বিবাহের ফলে যে নব-জাতকের জন্ম হতো, তাকেই বিশেষ ভাবে আল-মুওয়াল্লাদ বলা হয়। স্পেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে মুওয়াল্লাদরা ছিল উল্লেখযোগ্য। নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার অভিপ্রায়ে স্পেনে প্রথম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন মূসা ইবন নুস·য়ারের পুত্র গভর্ণর 'আবদ আল-'আযী·য·। তিনি নিজেই রাজা রডারিকের বিধবা পত্নী ইজাইলোনাকে (উম্মে 'আসিম) বিবাহ করেন।[৩] প্রথম প্রথম 'আরবদের এ জাতীয় বিবাহকে সাধারণ মুসলমানগণ সুনজরে দেখেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এর মধ্যে শারী'আতের কোন বিধি নিষেধ না থাকায় খালীফাহ, আমীর, অভিজাত, সাধারণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ জড়িয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে আল-রিকাবী বলেনঃ[৪]

---

১ Lane-Poole, The Moors in Spain (London, 1912 A.C.), P.115

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৩৯

৩ ড: 'আবদ আল-'আযী·য· সালিম, তারীখ আল-মুসলিমীন ওয়া আছারিহিম ফী আল-আন্দালুস (লেবানন ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬২ খৃ.), পৃ. ১২৮

৪ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

"ولاشك أن الصلات أصبحت وثيقة بين العرب والمؤلدين على أثر الاختلاط والزواج، ولم يبق بين أكثر العرب من لايجرى فى عروقه دم إسبانى، وهذا الاختلاط قد كثر زمن الخلافة الأموية ولا سيما فى المدن–"

"শোণিত ধারার সংমিশ্রন ও বৈবাহিক সম্পর্কের প্রভাবে 'আরব ও মুওয়াল্লাদদের মধ্যে এক অটুট সম্পৃক্তি গড়ে উঠেছিল— এতে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ 'আরবদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিল না, যার ধমনীতে স্পেনীয় রক্তধারা প্রবাহমান নয়। আর এই সংমিশ্রন উমায়্যাহ যুগে বিশেষ করে শহুরে জীবনে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।"

পরবর্তীকালে এ জাতীয় বৈবাহিক সম্পর্কে সৃষ্ট গোটা বংশধারাকেই আল-মুওয়াল্লাদ বলে গণ্য করা হয়। এরা সমকালীন স্পেনীয় সমাজে এক স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। স্পেনীয় সমাজ গঠনে এদের অবদান ছিল অপরিসীম। তাদের কীর্তিকর্মে সমকালীন সমাজ-সভ্যতা নবজাগরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

খৃষ্টান ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় ঃ

স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট অংশ খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী ছিল। তারা সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে যিম্মী হিসেবে বসবাস করতো। কিন্তু খৃষ্টানগণ মুসলিম শাসনকে কখনো সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা নিজেদেরকে পরাধীন হিসেবে মনে করতো। তারা বিভিন্ন সময়ে দেশাত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ফলে মুসলিম শাসকগণ রাজনৈতিক কারণে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেছেন।[১]

মুসলিম স্পেনে ইয়াহুদীদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল। তারা পেশায় ব্যবসায়ী ছিল। তারা বিভিন্ন অঞ্চল হতে দাস-দাসী, আসবাবপত্র ও প্রসাধন সামগ্রী স্পেনে এনে বিক্রি করতো। প্রাক ইসলামী যুগে গথরাজাদের দ্বারা তারা ছিল সমাজে নিগৃহীত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত। মুসলমান কর্তৃক স্পেন বিজয় তাদের জীবনে এনে দেয় মুক্তি। মুসলমানগণ জু·লুম, অত্যাচার, নির্যাতন ও গোলামীর জিঞ্জির অপসারণ ক্রমে তাদেরকে মানবেতর জীবন যাপন থেকে রক্ষা করেছিল। এ সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযী·য· আল-'আওয়াদ বলেন,[২]

"وعرفوا العرب أصحاب فضل وأولياء نعمة عليهم إذ كان لهم بالأسلام والعرب خلاص من القيود الاجتماعية التى فرضت عليهم أيام القوط–"

"গথিক রাজাদের আমলে তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর আরোপিত সামাজিক বৈষম্য ও শোষণ হতে নিষ্কৃতি লাভ যেহেতু ইসলাম ও 'আরবদের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। তাই 'আরবদেরকে তারা অনুগ্রহকারী বন্ধু এবং তাদের উপর অনুদানের পৃষ্ঠপোষক হিসেব উপলব্ধি করলো।"

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, তৎকালীন স্পেনের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশ, জাতি, গোত্র ও ধর্মের লোক একত্রে বসবাস করছিল। আদি অধিবাসীদের মধ্যে বহুলোক ইয়াহুদী এবং বহুলোক খৃষ্টান ছিল। তাদের মধ্যে ফিনিসীয়, ইউনানী, জার্মান, রোমান, গথ ইত্যাদি জাতির যেমন ছিল সমাবেশ। তদ্রুপ সেখানে মুসলমানদের আগমনে 'আরব ও বার্বার জাতির সম্মিলন ঘটে। তারাও পরস্পর বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ছিল। উমায়্যাহ খালীফাহদের আমলে তথাকার সমাজে শ্লাভজাতির আমদানী হয়। তারাও পূর্ব ইউরোপ,

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২ ড: 'আবদ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাতা·বি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ.৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রান্স, ইতালী, আলমেনিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে আগমন করে। সুতরাং ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া— এ তিনটি মহাদেশের মানুষের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তৎকালীন স্পেনের জাতীয় সমাজ। ফলে স্বাভাবিক ভাবে তাদের চিন্তা-চেতনা, রুচি ও মেজাজে ছিল বিরাট ফারাক। এতদসত্ত্বে মুসলিম শাসকগণ তাদের দক্ষতা, বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং ইসলামের মহান আদর্শ বলে জাতি- ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক শক্তিশালী সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন, যা সত্যিই বিরল। এ সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযীয· আল-'আওয়াদ বলেনঃ[১]

"وفى فترة وجيزة بحكم سماحة الأسلام وعدالته، ثم بفضل نبل خلق العرب وحسن سياستهم- مما هيأ هذه الفئات أن تتقارب وتتحد، فلم تلبث أن اندمجت مع العرب وامتزجت بهم، واقتفت آثارهم فى شتى ميادين الحياة، إذ عاشت هذه الفئات مع العرب فى ظلال حكومة واحدة، وفى بيئة واحدة، وفى مجتمع واحد يسوده جو من الأخاء والتقارب، والتواضع والتسامح"

"ইসলামের উদার ও ন্যায়নীতি এবং 'আরব জাতির প্রজ্ঞা-প্রতিভা ও সু-শাসনের ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে এ সকল ভিন্নমূখী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক ও ঐক্য সৃষ্টি হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই 'আরবদের সাথে তারা মিশে একাকার হয়ে যায়। এসব সম্প্রদায় যেহেতু 'আরবদের সঙ্গে একই শাসনাধীন, একই পরিবেশ এবং ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ, বিনয় ও মহানুভূতিশীল পরিমন্ডলে লালিত একই সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হয়ে জীবন-যাপন করেছে, তাই তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'আরবদের রীতিনীতি অনুসরণ করেছে।"

কিন্তু অনেক সময় দুর্বল ও অযোগ্য শাসকদের কারণে তাদের ঐক্য ও সম্মিলিত প্রয়াস হুমকীর সম্মূখীন হয়েছে। শাসক নির্বাচন এবং ক্ষমতার প্রশ্নে তাদের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়া প্রাচীন দ্বন্ধ, গোত্রীয় টান ও জাতিত্ববোধ পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। একশ্রেণীর গোড়া-ধর্মান্ধ পাদ্রীবর্গ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদা অপপ্রচারে লিপ্ত ছিল। স্বজাতির মধ্যে মুসলিম ভাবধারার অনুপ্রবেশ তাদেরকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তুলে। প্রথমতঃ তারা সাধারণ খৃষ্টানদেরকে স্বদেশ মুক্তির আন্দোলনে প্ররোচিত করে। অতঃপর ধীরে ধীরে মুসালামাহ ও মুওয়াল্লাদদের মধ্যে এর বিষাক্ত জীবাণূ ছড়িয়ে দেয়। ফলে তারা 'আরব আধিপত্য ও অভিজাত্য খর্ব করে নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল আদি অধিবাসীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনুরূপ ভাবে বার্বারগণও পদ-লিপ্সার মোহে নানা ভাবে অরাজকতা ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করতো। শাসন ক্ষমতার প্রাধান্য নিয়ে 'আরবগণও পরস্পর গোত্রীয় কোন্দল ও কলহে আবদ্ধ ছিল। মুদ·ারী ইয়ামানী, সিরিয়ান ইত্যাদি দলে বিভক্ত হয়ে তাদের উচ্চাবিলাসী ও প্রভাবশালী গোত্রীয় দলপতিগণ পরস্পর ষড়যন্ত্র ও সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতো। দুর্বল শাসকদের আমলে শ্রাভগণও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তবে আমরা একথা নির্দিধায় বলতে পারি যে প্রতাপশালী মুসলিম শাসকবর্গ ও আমীর-উমারাদের হস্তক্ষেপে উল্লেখিত রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ স্পেনের উন্নত ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা সকল বিদ্রোহ ও অনৈক্য কঠোর হস্তে দমন করে এবং সমাজ ও দেশকে সুসংহত করে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। উপরন্তু স্পেনের বিদ্যুৎসাহী মুসলিম শাসকবর্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প কলার অভূতপূর্ব উন্মেষ ঘটিয়ে স্পেনকে বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: 'আবদ আল-'আযীয·আল-'আওয়াদ বলেনঃ[২]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাতা·বি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.) , পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

"فاشتهر المجتمع الأندلسى بالرغبة الملحة والإقبال الشديد على طلب العلم، والتعلق بالآداب وحب العلوم، وتنافس الأندلسيون فى اقتناء الكتب وطلب الثقافة والمعرفة–"

'জ্ঞানান্বষণে রুচিশীল আসক্তি ও গভীর উৎসাহ ,মার্জিত আচার-আচরণের সাথে নিবিড় সম্পৃক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগের কারণে স্পেনীয় সমাজ প্রসিদ্ধি অর্জন করে নেয়। আর মূল্যবান গ্রন্থাবলী সংগ্রহ এবং শিক্ষা সংস্কৃতির অন্বেষায় স্পেনের জনগণও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল।''

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ

৭১১ থেকে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের স্পেন শাসন গোটা ইউরোপে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে তথাকার সমাজ জীবনকে সভ্যতার পরিবর্তে অজ্ঞতা ও বর্বরতা, সংস্কৃতির পরিবর্তে অশিক্ষা ও কুসংস্কার কুলষিত করে রেখেছিল। বিংশ শতকের প্রতিটি গবেষক একথা নির্দিধায় বলতে বাধ্য যে, মুসলিম স্পেন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে আলোকবর্তিকা প্রজ্জলিত করেছিল, তাঁর তুলনা সমকালীন ফ্রান্স, জার্মান ও ইতালীতে ছিল না। ড্রেপারের ভাষায়, "ইউরোপীয়রা তখন বর্বর, বন্য অবস্থা ছাড়িয়ে উঠেনি বললেই হয়। তাদের দেহ অপরিষ্কার, হৃদয় তিমিরাচ্ছন্ন ছিল।"[১]

প্রাক ইসলামী যুগে স্পেনের জীবনধারা অনেকটা যাযাবর ধরনের ছিল। মুসলিম বিজয়ের পর 'আল-ওয়ালাহ' এর যুগে 'আরব, বার্বার ও আদি স্পেনীয়দের সম্মিলিত উদ্যোগে সেখানে এক নব সভ্যতার সূচনা হয়। উমায়্যাহ যুগে তথাকার জীবনধারা পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হলে স্পেনের সমাজ ব্যবস্থায় উন্নয়নের জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। খালীফাহ 'আবদ আল রাহ·মান আল-দাখিল বিভিন্ন সংস্কারমূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্পেনে মুসলিম সভ্যতার উন্মেষে গতি সঞ্চার করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগের সুবিধার্থে তিনি সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার এবং কৃষি কার্যের উন্নয়নে খাল-খনন ও পানি সেচের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রাসাদ, সরকারী 'ইমারাত, মাসজিদ, সেতু ও উদ্যান প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক কার্যের দ্বারা রাজধানী কর্ডোভাকে সুসজ্জিত করেন। পয়ঃপ্রণালী ও স্নানাগার ইত্যাদি নির্মাণ করে নগরবাসীর জীবন যাত্রা উন্নত করে তুলেন। তিনি জ্ঞানী-গুণী ও পন্ডিতদেরকে যথেষ্ট সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন।[২]

দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের রাজত্বকালে স্পেনের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি সমকালীন প্রাচ্যের 'আরব সংস্কৃতির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে স্পেনকেও অনুরূপ সাজে সজ্জিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাচ্য হতে সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণ আমদানী করে স্বীয় দরবার অলংকৃত করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, চলাফেরা ও মেজাজ-মর্জিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সম্পর্কে ড: শাওকী দ·য়ফ বলেনঃ[৩]

"وسرعان ما أخذ المجتمع القرطبى يتحضر فى المعاش والحياة الاجتماعية وآدابها فى المأكل والملبس والتزين–"

''কর্ডোভার সমাজব্যবস্থা জীবিকা নির্বাহ ও সমাজবদ্ধ জীবন যাপন, ভোজন ও আহারের আদব-কায়দা এবং অঙ্গ সজ্জা ও রূপচর্চায় খুব দ্রুত রচিশীল ও মার্জিত হতে শুরু করে।''

---

১ ড: এম. আব্দুল কাদির; ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা, জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৪৭

২ S. M. Imamuddin, A Polical History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C.), P.67-69 (সংক্ষিপ্ত করে)

৩ ড: শাওকী দ·য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·য়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.৪৭

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে খালীফাহ দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের শাসনামলে প্রাচ্যের সূর সম্রাট যি·রয়াবের স্পেন আগমন তথাকার সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবনের চরম উৎকর্ষতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। খাবার টেবিলের সাজগুজ হতে শুরু করে দরবারের কার্পেট বিছানো পর্যন্ত তিনি যে রীতি প্রচলন করতেন, রুচিশীল জগত সেটাই গ্রহণ করতো। ড: শাওকী দ·ায়ফ এদিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ[১]

"وقدعلم الاندلسيين الأكل على المؤائد بالملاعق والسكاكين بدلامن الاصابع مع تفضيل آنية الزجاج– أضاف الى أطعمتهم الواناجد يدة من اطعمة بغداد– وعلم المرأة الاندلسية كيف تتزين وماتتخذ من عطور ومن ضروب الثياب– وكيف تتفنن فى تصفيفات شعرها وكيف تسدلة على جبهتها وجوانب وجهها–"

"তিনি (যি·রয়াব) স্পেনের জনসাধারণকে খাবার টেবিলে কাঁচের তৈজষ পাত্র ব্যবহারের প্রাধান্য দিয়ে আঙ্গুলের পরিবর্তে চামচ ও ছুরি দিয়ে খাদ্যাভাস করার শিক্ষা দেন। তাদের খাদ্য তালিকায় বাগদাদের বহু নিত্য-নতুন রকমারী খাদ্যদ্রব্যও অন্তর্ভূক্ত করেন। স্পেনীয় মহিলারা কিভাবে সাজগুজ করবে? কিরূপ প্রসাধন, সুগন্ধি ও পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করবে? কিভাবে চুলের সিঁথিতে বৈচিত্র আনবে? কিভাবে তারা তাদের কেশরাজি কপাল ও কপোল পার্শ্বে সুবিন্যাস্ত করে রাখবে? ইত্যাদি বিষয় তা'লীম দেন।"

স্পেনীয়দের রুচি ও অভ্যাস সম্পর্কে 'আল্লামা মাক্ক·ারী বলেনঃ[২]

"وأهل الأندلس أشد خلق الله اعتناء بنظافة مايلبسون وما يفرشون وغير ذلك مما يتعلق بهم، ومنهم من لايكون عنده إلا مايقوت يومه، فيطويه صائما، ويبتاع صابونا يغسل به ثيابه، ولايظهر فيه ساعة على حال تنبو العين عنها–"

"স্পেনের জনগণ আল্লাহর সৃষ্ট জগতের মধ্যে পোষাক-পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র এবং তাদের ব্যবহার্য অন্যান্য আসবাবপত্রের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাধিক যত্নবান ও রুচিশীল ছিলেন। তাদের মধ্যে যার দু'বেলা খাবার নেই, সে রোযাদার হিসেবে উপবাস করেও কাপড় ধোয়ার জন্য সাবান ক্রয় করেছে। তার প্রতি দৃষ্টি কুঞ্চিত করে ফিরিয়ে নেয়ার মতো অবস্থার উপর এক মুহূর্তের জন্যও সে আত্ম-প্রকাশ করে না।"

যি·রয়াব ছিলেন অনন্য সাধারণ ও বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেন-পুল বলেনঃ[৩]

"সমগ্র স্পেনে যি·রয়াবের ন্যায় মার্জিত, রুচিশীল, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সংলাপে মিষ্টভাষী আর কেহ ছিল না। শীঘ্রই তিনি আন্দালুসের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন।"

এ সময় থেকে স্পেনের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে আধুনিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। প্রখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ যি·রয়াব ললিতকলা ও সংগীত চর্চায় তথাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। চিত্ত-বিনোদ আর বিলাসিতা তাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে পড়ে। সমকালীন প্রাচ্যের জাঁকজমক পূর্ণ জীবন যাত্রার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা নিজেদের শহর বন্দরগুলোও অনুরূপ আঙ্গিকে গড়ে তুলে। ফলফূল সম্ভারে পরিপূর্ণ মনোরম উদ্যান, সবুজ-শ্যামল শষ্যক্ষেত্র আর সোরম্য প্রাসাদ-অট্টালিকার অপূর্ব মনমোহন দৃশ্যাবলী তৎকালীন

---

১ প্রাগুক্ত।

২ 'আল্লামা মাক্ক·ারী, নাফহ· আল-ত·ীব, সম্পা, মুহাঃ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·মীদ (মিস·র মুত·বি 'আহ আল-সা·আদাহ, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ২০৬

৩ Lane-Poole , The Moors in Spain (London, 1912 A.C.), P.82

Dhaka University Institutional Repository

স্পেনকে এক রূপময় স্বপ্নপুরীতে রূপান্তরিত করেছিল। ফলে এরূপ লাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিপুল সংখ্যক লোকজন স্পেনে এসে বসতি স্থাপনে প্রলুব্ধ হয়। স্পেনের আল-য·হরা প্রাসাদ আজও তথাকার জনগণের বিলাস বহুল জীবন যাত্রার এক অনুপম নিদর্শন ও স্বাক্ষী হয়ে আছে।

স্পেনে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও চর্চায় তথাকার মুসলমানদের অবদান ছিল অপরিসীম। সমকালীন যুগে কর্ডোভা, মালাকা·, সেভিল ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খ্যাতি ছিল জগত ব্যাপি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানকার শাসকবর্গ ছিলেন উদার ও উৎসাহী। যেমন খালীফাহ প্রথম হিশামের প্রশংসায় ঐতিহাসিক লেন-পুল বলেনঃ[১]

"যৌবনে তাঁর প্রাসাদ বিজ্ঞানী, কবি ও ধর্মশাস্ত্র বিদদের দ্বারা অলংকৃত হয়ে থাকতো।"

মধ্য যুগে স্পেনের 'আরব অনাবর মুসলমানেরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনায় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, জোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎসা, অংক, রসায়ন, পদার্থ, উদ্ভিদ, স্থাপত্য, ভাষা ও কাব্যে যে অবদান রেখেছিল তা গোটা পৃথিবীকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়।

প্রথমতঃ ধর্মতত্ত্ব বিস্তারে মুলসমানেরা সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহ প্রদর্শন করেন। আল-ক·ুরআন যেহেতু মুসলিম জীবনাদর্শের মুল উৎস। তাই স্পেনীয় মুসলমানগণ তার বিশুদ্ধ পঠন ব্যাখ্যা ও গবেষণায় নিজেদের শ্রম, অর্থ ও সময় অকাতরে উৎসর্গ করেন। একদিকে কু·রআন মজীদ সংরক্ষণের তাগিদে যেমন একদল হ·াফিজে· কু·রআন সৃষ্টি হয়। অপরদিকে কু·রআনকে বুঝার জন্য বড় বড় ধর্মীয় পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অনুবাদ ও তাফসীরের কাজটিও সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। তাফসীর কারকদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন বাকী· ইব্ন মাখলাদ (মৃ. ২৭৬ হি.)। স্পেনে ইব্ন মাখলাদই সর্বপ্রথম তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন।[২]

তাফসীরের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ও মধুর কণ্ঠে কু·রআন তিলাওয়াতের রেওয়াজও স্পেনে প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে আবূ 'আমর 'উছমান ইবন সা'ঈদ আল-দানী ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ক·ারী। তিনি হিজরী ৩৭১ সালে কার্ডোভা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিস·রে গমন করে তথাকার পন্ডিতদের কাছে কি·রাত শাস্ত্রের উপর প্রচুর অধ্যয়ন করেন। কু·রআনের উপর বহু গবেষণা মূলক গ্রন্তও তিনি রচনা করেন। তম্মধ্যে তাঁর রচিত 'কিতাব আল-তায়সীর' কু·রআনের সপ্ত পাঠরীতি সম্পর্কে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই মহান ক·ারী হিজরী ৪৪৪ সালে দানিয়াতে পরলোক গমন করেন।[৩]

কু·রআন চর্চার পরেই স্পেনের মুসলমানগণ হ·াদীছ শাস্ত্রের অধ্যয়ন, গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণয়নে গভীর সাধনার স্বাক্ষর রেখেছেন। হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে স্পেনে হ·াদীছ চর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ যুগে স্পেন হ·াদীছ ও মুহ·াদ্দিছদের খনিজ ভান্ডারে পরিণত হয়েছিল।[৪] স্পেনের অসংখ্য অগণিত মুহ·াদ্দিছগণের মধ্যে বাকী· ইব্ন মাখলাদ, মুহা·ম্মাদ ইবন ওয়াদ্দা·হ (মৃ. ২৮৭ হি.), কাসিম ইবন আস·বাগ (মৃ. ৩৪০হি.) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনকার হ·াদীছ বিশারদদের উপর ইমাম মালিক ইবন আনাস (মৃ.১৭৯হি.) এর প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রথম হিশামের রাজত্বকালে বার্বারী বংশের প্রখ্যাত ধর্মবেত্তা ইয়াহ·য়া ইবন ইয়াহ·য়া (মৃ.৮৪৭ খৃ.) মাদীনায় আগমন করে ইমাম মালিক (রাহঃ) এর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। অতঃপর স্পেনে প্রত্যাবর্তন করে তদ্বীয় শিক্ষকের আদর্শ বিস্তারে গভীর ভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁর প্রভাব

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২ আল-হ·াফিজ· আবু আল-ওয়ালীদ ইবন আল-ফারদী, তারীখ আল-·উলামা ওয়া আল-রুওয়াহ লি আল-·ইলম বি আল-আন্দালুস (আল-সায়্যিদ ইয·য·াত আল-·আত·ার, ১৯৯৫ খৃ.), খ১ , পৃ.১০৭

৩ ইবন ·আমীরাহ আল-দ·াব্বী, বুঘয়াহ আল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজাল আহল আল-আন্দালুস (মাত·াবি· সিজল আল-·আরব, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ৩৯৯

৪ আবূ ·আবদ আল্লাহ মুহ·াম্মাদ আল-হু·মায়দী, জাযওয়াহ আল-মুক·তাবিস, সম্পা. ড: মাহ·মূদ মাক্কী (বৈরুত), পৃ.২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের রাজত্ব কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে আরো বহু ক্ষণজন্মা মুহ·দ্দিছবৃন্দ হ·াদীছশাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করে স্পেনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে স্পেনের ধর্মীয় আঙ্গিনায় মু'তাযি·লী মতবাদের অনুসারী কিছু লোকের আবির্ভাব হয়। তারা আহ্‌ল আল-সুন্নাহ ওয়া আল-জামা'আহ এর 'আকী·দাহ বিরোধী দর্শন তথা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা, কু·রআনের নব-সৃষ্টতা, আল্লাহর উপর জনকল্যাণ সাধনের অপরিহার্যতা প্রভৃতি চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইবন মাসাররাহ (মৃ.৩১৯হি.) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১] কিন্তু মালিকী মাযহাবের অনুসারীদের প্রবল বাধার মূখে মু'তাযি·লীদের সকল তৎপরতা স্তব্ধ হয়ে যায়।

এমনি ভাবে ফাতি·মীয়গণ স্পেনে শী'আহ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত ছিল এবং সেখানে তা প্রচারের অনুকূল ক্ষেত্রও বিদ্যামান ছিল। কারণ ইবন মাসাররাহ'র ন্যায় বহুলোক স্পেনে মুক্ত চিন্তা ও উদ্ভট দর্শন এর প্রবক্তা ছিলেন। বিশেষ করে বোবাষ্ট্রের দস্যু সরদার 'উমার ইবন হ·াফসূ·নও তাদের দলে মিলিত হয়। এমনকি স্পেনের বিখ্যাত কবি ইবন হানীও (মৃ. ৯৭৩ খৃ.) ইসমা'ঈলীয় শী'আহ 'আকী·দাহ পোষণ করতেন। কিন্তু উমাইয়া খালীফাহগণ এদের সকল কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করেন। শী'আহ 'আকী·দাহ পোষণ করার অপরাধে কবি ইবন হানীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়।

স্পেনের ভোগবাদী জীবন ধারার পাশাপাশি সেখানে আধ্যাত্মিক জীবনেরও উন্মেষ ঘটেছিল। নামায, রোযা ও অন্যান্য নফল 'ইবাদাতের প্রতিও মানুষের ছিল প্রবল অনুরাগ। এ সম্পর্কে ড: শাওকী দ·ায়ফ বলেনঃ[২]

"وكان مما يزكيها فى نفوس الأندلسيين الوعاظ فى المساجد الذين كانوا يعظونهم دائما ويذكرونهم بالله واليوم الآخر وانهم معرضون على ربهم يوم القيامة– فاما الى الجنة والنعيم واما الى النار والجحيم–"

"স্পেনীয়দের আত্মা পরিশোধন করতে মাসজিদে নাসী·হ·াতকারী 'আলিমদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তারা সাধারণ মানুষের প্রতি উপদেশ সর্বদা অব্যাহত রেখেছেন এবং আল্লাহ ও পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সকল মানুষ কি·য়ামাতের দিন স্বীয় প্রতি পালকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। আর এতে তারা হয় জান্নাতী হবে, না হয় জাহান্নামী হবে।"

এ সময়ে স্পেনে বহু সূ·ফী দরবেশদের আবির্ভাব হয়েছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের সমসাময়িক আয়্যুব বালওয়াতী·,[৩] মু'আয ইবন 'উছমান,[৪] ইবন আল-'আরীফ[৫] প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য।

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ১২১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

৩ আয়্যুব বালওয়াতী· স্পেনের একজন উঁচুস্তরের আধ্যাত্মিক সূ·ফী ছিলেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর দু'আ মাক·বূল ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর বহু অলৌকিক ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তিনি মালিকী মাযহাবের ইমাম 'ঈসা ইবন দীনার মৃ.২১২হি.) এর সমসাময়িক ছিলেন। (ড: শাওকী· দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল- 'ইমারাত আল-আন্দালুস, পৃ. ৫৬)

৪ মু'আয ইবন 'উছমান স্পেনের উমাইয়া খালীফাহ দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের যুগে একজন বিচারপতি ছিলেন। যুহদ ও আধ্যাত্মিকতায় তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁকে আল্লাহ তালার একজন মাক·বূল ওয়ালী হিসেবে গন্য করা হয়। তিনি হিজরী ২৩৪ সালে পরলোক গমন করেন। (ড: শাওকী· দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল- 'ইমারাত আল-আন্দালুস, পৃ.- ৫৬)

৫ ইবন আল-'আরীফ এব পূর্ণ নাম আবূ আল-'আব্বাস আহ·মাদ ইবন মুহ·াম্মাদ ইবন মূসা আল-সা·নহাজী আল-আন্দালুসী। ইবন আল-'আরীফ নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত। হিজরী ৪৮১ সালে তিনি আলমেরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে

Dhaka University Institutional Repository

আল-মুওয়াহ্হিদূন যুগে কতিপয় সাধক-মনীষীগণ বাতি·নী চিন্তার সাথে দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কঠোর সমালোচনার সম্মূখীন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মুহ·য়ী আল-দ্বীন ইবন 'আরবী (৫৬০- ৬৩৮ হি.) সুপ্রসিদ্ধ। তিনি সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের কারণে যি·ন্দীক· বলেও নিন্দিত হন।[১] তাঁর তিরোধানের পর আবূ আল- হ·াসান আল-শুশতারী [২] একজন সূ·ফী দার্শনিক ও মরমী কবি হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি শায·ালী সূ·ফীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

স্পেনীয় 'আরবগণ দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অসামান্য প্রীতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন। গ্রীক দর্শনকে ইউরোপে পরিচিত করার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁদেরই প্রাপ্য। তারা ধর্ম, বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের মধ্যে সমঝোতা বিধান করেন। হিজরী ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দিতে স্পেনের মনীষা জগতে ইবন রুশদ,[৩] ইবন তু·ফায়ল,[৪] ইবন বাজাহ[৫] ও ইবন মায়মূন (মৃ.৬০২ হি.) এর ন্যায় বড় বড় দার্শনিকদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে

তিনি কু·রআন মাজীদ হি·ফজ· করেন। অতঃপর তিনি সমকালীন যুগের বড় বড় 'আলিম-'উলামাদের নিকট হতে তাফসীর, হ·াদীছ, ফিক·হ, 'আরবী ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক উচ্চশিক্ষিত যুবকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সূ·ফীবাদের উপর প্রচুর পড়াশুনা ও কঠোর সাধনা করার মাধ্যমে স্পেনের একজন উঁচুস্তরের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে পরিগণিত হন। সূ·ফীবাদের উপর তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। কিন্তু কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় তাঁর মাহ·াসিন আল-মাজালিস নামক গ্রন্থ ব্যতিত বাকী সব কয়টি হারিয়ে গেছে। তিনি একজন মরমী কবিও ছিলেন। মরমীবাদের উপর তাঁর বহু কবিতা আজও আমাদের হাতে সংরক্ষিত আছে। রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় তিনি প্রচুর না'তিয়াহ কাব্য রচনা করেছেন। হিজরী ৫৩৬ সালে এই মহান সাধক তাঁর ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে পরকালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। (ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল- 'ইমারাত আল-আন্দালুস, পৃ. ৩৬১- ৬৬)।

১ এ.এইচ.এম শামসুর রহমান, স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৬ খৃ.) পৃ.২১১

২ তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আল-হ·াসান 'আলী ইবন 'আব্দ আল্লাহ আল- শুশতারী ছিল। স্পেনের গ্রানাডা প্রদেশের শুশতার নামক পল্লিতে এক বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে কু·রআন শারীফ মুখস্ত করার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় । তাফসীর ও ফিক·হ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তিনি মালিকী মাযহাবের একজন ফাকী·হ ছিলেন। যৌবনে তিনি গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন এবং সন্ন্যাসী বেশ ধারন করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান। তিনি আল-শায·ালী ত·ারীক·ার একজন শীর্ষস্থানীয় দরবেশ ছিলেন। মরমীকাব্য ও সূ·ফীবাদী য·াজাল গীতি রচনা করে তিনি 'আরবী কাব্যসাহিত্যে প্রচুর খ্যাঁতি অর্জন করেছেন। হিজরী ৬৬৮ সালে এই আধ্যাত্মিকবাদী কবি সিরিয়ার দিময়াত উপকূলবর্তী এলাকায় মৃত্যুমূখে পতিত হন।('আল্লামা মাক্ক·ারী, নাফহ· আল-ত·ীব, খ২, পৃ.১৮৫- ২০৫)।

৩ ইবন রুশদের পূর্ণ নাম আবূ আল-ওয়ালীদ মুহ·াম্মাদ ইবন আহ·মাদ ইবন রুশদ । ল্যাটিন ভাষায় তিনি আভেররোয নামে খ্যাত । তিনি ১১২৬ খৃষ্টাব্দে কর্ডোভার এক সম্ভ্রান্ত কাযী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কর্ডোভার কাযী পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁর পিতামহ আল-মুরাবিত· সুলতানদের আমলে স্পেনের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইবন রুশদ শৈশবেই শিক্ষার প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর উচ্চশিক্ষা কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাপ্ত হয়। তিনি কু·রআন, হ·াদীছ, ফিক·হ, 'আক·াইদ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, 'আরবী ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অধ্যয়নের নেশা এতই প্রবল ছিল যে, সত্তর বৎসর বয়সেও তিনি ষোল ঘন্টা পড়াশুনা করতেন। আইন ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁর প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর জীবনে বিচারপতি, মন্ত্রী, রাজকীয় চিকিৎসক ইত্যাদি বড় বড় পদ অলংকৃত করেন। সমকালীন সময়ে তাঁর খ্যাতি স্পেনের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেশের ফকী·হ ও 'আলিম সমাজ তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। অবশেষে এই বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ১১৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর বাহাত্তর বৎসর বয়সে মৃত্যুমূখে পতিত হন।(অধ্যাপক রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৪৬৩-৬৪)।

৪ ইবন তু·ফায়ল এর পূর্ণ নাম আবূ বাকর মুহ·াম্মাদ ইবন 'আব্দ আল-মালিক ইবন তু·ফায়ল আল-ক·ায়সী ছিল। তিনি ল্যাটিন ভাষায় আবূ বাকের (Abu bacer) নামে পরিচিত এবং প্রাচ্যে তিনি ইবন তু·ফায়ল নামে খ্যাত । তাঁর জন্ম তারীখ সঠিক ভাবে জানা যায় নি । আনুমানিক ৫০৬/১১১০ সালে স্পেনের ছোট্ট শহর 'ওয়াদী আশ' কিংবা 'বুরশানাহ'য় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে চিকিৎসক, গানিতিক, দার্শনিক এবং কবি ছিলেন। তিনি সমকালীন আল-মুওয়াহ·হি·দ রাজন্যবর্গ কর্তৃক বিশেষ ভাবে সমাদৃত হন। তিনি ৫৮১/১১৮৫ সালে মরক্কো নগরীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক উপন্যাস 'হ·াই ইবন ইয়াক·য·ান' গ্রন্থের জন্য তিনি বিশ্বের দার্শনিক ও সুধী মহলে বিশেষ ভাবে পরিচিত। এই গ্রন্থখানি হিব্রু, ল্যাটিন, ডাচ, রুশ, স্পেনীশ, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়। এটা দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বের পাঠকবর্গের রসতৃপ্তি সাধন করে আসছে।(Syed Ameer Ali. The Spirit of Islam. p. 429 ; আল-মাররাকুশী, আল-মু'জিব, পৃ. ৩১১ ও তৎপরবর্তী)।

৫ ইবন বাজাহ্র পূর্ণ নাম আবূ বাকর মুহ·াম্মাদ ইবন ইয়াহ·য়া ইবন বাজাহ্ ছিল। প্রতীচ্যে তিনি অ্যাভেমপেস বা অ্যাভেণপেস নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর জন্ম তারীখ এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রমাণিত তথ্য পাওয়া যায় নি। আনুমানিক

Dhaka University Institutional Repository

ইবন রুশদ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এ্যারিস্টোটলীয় দর্শনের ব্যাখ্যা, অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের উপর যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।[১] তাঁর দর্শন অদ্যাবদি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা হয়।

ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্রে প্রাচ্যের মনীষীগণ যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তদ্রুপ পাশ্চাত্যের স্পেনীয় মুসলমানদের অবদানও অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক বিষয় লিপিবদ্ধ করতে স্পেনের ইতিহাসবেত্তাগণ বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। প্রাচ্যের ইতিহাস তারকাদের ন্যায় স্পেনেও বহু ক্ষণজন্মা ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সহ সারা বিশ্বে আজও বিপুল ভাবে সমাদৃত হয়ে আছেন। মুসলিম স্পেনে প্রাথমিক যুগের ইতিহাস বেত্তাদের মধ্যে 'আবদ আল-মালিক ইবন হ·াবীব (মৃ.২৩৮ হি.) গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন পন্ডিত ছিলেন। তিনি পৃথিবী, আদম ও হাওয়া সৃষ্টির সূচনা থেকে ইবলীসের ঘটনাসহ শেষ নবী হ·ায·রাত মুহ·াম্মাদ (সা.) পর্যন্ত বহু নবীর কথা এবং মুসলিম খালীফাহবৃন্দ ও স্পেন বিজয় সহ তাঁর সমসাময়িক স্পেনের আমীর দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ·মানের রাজত্ব কাল পর্যন্ত এক বিরাট ইতিহাস রচনা করেছেন। এর একটি পান্ডুলিপি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[২]

অপরাপর ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবন আল-কূ·তি·য়াহ (মৃ. ৩৬৭ হি..) ইবন হা·য়্যান (মৃ. ৪৬৯ হি.), ইবন আল-আব্বার,[৩] সুলায়মান ইবন মূসা (মৃ.৬৩৪ হি.), আল-হু·মায়দী (মৃ. ৪৮৮ হি.), আহ·মাদ ইবন 'আমীরাহ (মৃ. ৫৯৯ হি.), ইবন বাশকুয়াল (মৃ. ৫৭৮ হি.), প্রমুখ।[৪] স্পেনের আরো দু'জন লিখক 'আবদ আল-ওয়াহি·দ আল-মাররাকুশী (মৃ.৬২১ হি.) এবং ইবন সা'ঈদ (মৃ. ৬৮২ হি.) আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগে ইতিহাসের দিকপাল রূপে আবির্ভূত হন। আল-মাররাকুশী মাররাকুশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় স্পেনে অতিবাহিত করেন। আল-মু'জিব ফী তালখীস আখবার আল-মাঘরিব তাঁর এক অমূল্য গ্রন্থ। এমনিভাবে ইবন সা'ঈদও তাঁর অনন্য সাধারণ লিখনীর মাধ্যমে স্পেনের মনীষা জগতকে অলংকৃত করেছেন। তাঁর লিখিত আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব একটি তথ্য বহুল গ্রন্থ। ইতিহাস রচনায় উল্লেখিত সকলের মধ্যে সেরা ছিলেন বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক ইবন খালদূন (১৩৩২-১৪০৬ খৃ.)। তিউনিসে এক স্পেনীয় মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত তাঁর বংশধরেরা সেভিলে

১১০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সারাগোসায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি স্থানীয় মাদ্রাসায় 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন। অতঃপর গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোতির্বিদ্যা , চিকিৎসা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হন। এ সময় সেভিল নগরী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে গোটা স্পেনে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি তাঁর অদম্য জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য সেভিলে গমন করেন এবং তথাকার মুরাবিত· শাসকবর্গের দরবারে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন। কিন্তু ইবন বাজাহ'র দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কু·রআন-ওয়াহী সম্পর্কীয় মতবাদ স্পেনের 'আলিম সমাজকে ক্ষিপ্ত করে তুলে। ফলে তিনি স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়ে উত্তর-আফ্রিকার আল-মুরাবিত· সুলতানদের রাজধানী মরক্কোতে আশ্রয় নেন। এখানে কিছুকাল শান্তিতে জীবন নির্বাহ করার পর ১১৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ফেজ নগরীতে ইন্তেকাল করেন।(অধ্যাপক রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৪৫৩- ৫৪)।

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ.৫৬

২ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.১২৩

৩ ইবন আল-আব্বার এর পূর্ণ নাম আবূ 'আবদ আল্লাহ মুহ·াম্মাদ ইবন 'আবদ আল্লাহ ইবন আবী বাকর আল-কায·য·া'ঈ। তিনি স্পেনের মনীষা জগতে ইতিহাস ও'আরাবীকাব্যের অন্যতম দিকপাল রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি হিজরী ৫৯৫ সালে স্পেনের বালানসিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। হ·াদীছ, ফিক·হ , ইতিহাস , সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তিনি বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তম্মধ্যে আল-তাকমিলাহ ,আল-হু·ল্লাহ আল-সায়রা, তুহ·ফাহ আল-ক·াদীম প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। হিজরী ৬৫৮ সালে বালানসিয়ার আনীশাহ নামক যুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় এই মহা মনীষী শাহাদাত বরণ করেন। (ডঃ শাওকী· দা·য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল- 'ইমারাত আল-আন্দালুস, পৃ.৩৮৫- ৮৮)।

৪ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ১২৩-২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস করেন। তাঁর রচিত সবচেয়ে কীর্তি বহুল গ্রন্থ হলো কিতাব আল-'ইবার। এই সুবিশাল তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি স্বতন্ত্র তিনটি বিষয়ের উপর মোট সাত খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডটি মুক-াদ্দিমাহ নামে সকলের নিকট পরিচিত। ঐতিহাসিক হিট্টির মতে ইবন খালদূন সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দার্শনিক ছিলেন।[১]

মুসলিম সংস্কৃতিতে ইতিহাসের সাথে ভূগোলের সংশ্রব অবিচ্ছিন্ন। প্রায় প্রতিটি ইতিহাস গ্রন্থে ভৌগলিক বিবরণ রয়েছে সুবিস্তৃত। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ভূগোল চর্চায় বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বিশেষ করে স্পেনের মুসলমানগণ ইতিহাসের ন্যায় ভূগোলশাস্ত্রেও কীর্তি বহুল অবদান রেখেছেন। এ সম্পর্কে ড: শাওকী দ-ায়ফ বলেনঃ[২]

"تابع الأند لسيون المشارقة فى الاهتمام بعلم الجغرافيا لمعرفة مسالك العالم ومما لكه مما اتاح هم جغرافيون يصفون جزيرتهم، وقد يصفون معها المغرب والعالم العربى والاسلامى – وقديصفون أنحاء من اروبا الغربية والشرقية"

"স্পেনীয় জনগণ বিশ্বের যাতায়াত ব্যবস্থা এবং দেশ-দেশান্তরকে জানার অন্বেষায় ভূগোলশাস্ত্রের প্রতি গুরুত্ব প্রদানে প্রাচ্যবাসীকে অনুসরণ করেছেন। আর ভূগোল বিশারদগণ তাঁদের উপদ্বীপ এবং এর সাথে মরক্কো ও মুসলিম 'আরাব বিশ্বের বর্ণনা দিয়ে তাদের অভিপ্রায়কে অনুপ্রণিত করেছেন। উপরন্তু তাঁরা পূর্ব-পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনাও সন্নিবেশিত করেছেন।"

হিস্পানো-'আরব ভূগোলশাস্ত্রবিদদের মধ্যে আহ-মাদ ইবন মুহ-াম্মদ আল-রাযী (মৃ.৩৪৪ হি.), আবূ 'উবায়দ আল-বাকরী (মৃ. ৪৮৭ হি.), ইবন সা'ঈদ (মৃ.৬৮২ হি.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা তাঁদের তত্ত্ব এবং তথ্য-সমৃদ্ধ লেখনীর মাধ্যমে রহস্যময় পৃথিবীর সকল আবরণ উম্মোচিত করে ভূগোল পাঠকদের জ্ঞান-পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করেছেন। বিখ্যাত ভূগোলশাস্ত্রবিদ ইবন সা'ঈদ 'কিতাব বাসত- আল-আরদ- ফী আল-ত-াওল ওয়া আল-আরদ-' গ্রন্থটি রচনা করে তাঁর মননশীল সাধনার এক প্রতিচ্ছবি অংকন করেছেন। এ ব্যাপারে ড: হু-সায়ন মু'নিস বলেনঃ[৩]

"يمكن وصفه بأنة جدول بالمدن والجبال والأنهار والبحار وغيرها من الاعلام الجغرافية موقعة على اطوالها وعروضها فى دقة–"

"এটাকে ভূ প্রকৃতির দৈর্ঘ প্রস্থে অবস্থিত জনপদ, গিরিগুহা, নদ-নদী, সাগর, উপ-সাগর ইত্যাদি ভৌগলিক নামাবলীর তালিকা হিসেবে বর্ণনা করা যায়।"

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দিতে আরো একজন স্পেনীয় 'আরব পরিব্রাজক, যিনি ভূগোলশাস্ত্রে প্রচুর প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, তিনি হলেন ইবন আল-যু-বায়র (মৃ.১২১৭ খৃ.)। তিনি প্রভূর অনুপম সৃষ্টি পৃথিবীকে জানার অতৃপ্ত বাসনায় বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে স্বীয় অভিজ্ঞানকে আল-রিহ-লাহ নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে বিশ্বের ভূগোল শাস্ত্রবিদদের তালিকায় অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।[৪]

---

১ ড: এম, আব্দুল ক াদের ; ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১০৬

২ ড: শাওকী দ-ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস-র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক-ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৮৮।

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৪ ড: এম, আব্দুল কাদের ; ড: সৈযদ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ.১০৬

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসাশাস্ত্রেও স্পেনীয় 'আরবদের অবদান ছিল অপরিসীম। মুসলিম স্পেনের বহু চিকিৎসক তাদের মৌলিক গবেষণার দ্বারা বিশ্বের বুকে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। তৎকালীন স্পেনের কোন কোন খৃষ্টান রাজা তাদের কঠিন ব্যাধি নিরাময়ের জন্য মুসলিম চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হতেন। এদের মধ্যে আহ·মাদ ইবন আবান (মৃ.৩৮২ হি.) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লিখিত 'কিতাব আল-সামা ওয়া আল-'আলাম' নামক গ্রন্থটি একশত খন্ডে বিভক্ত।[১]

খালীফাহ 'আবদ আল-রাহ·মান আল-নাসি·র (৩০০-৫০ হি.) এর রাজত্ব কালে স্পেনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় প্রাচ্যের বহু চিকিৎসা গ্রন্থ স্পেনে আমদানী করা হয়। এ যুগের বিখ্যাত চিকিৎসকদের মধ্যে ইয়াহ·য়া ইবন ইসহ·াক· ছিলেন অন্যতম। তিনি স্ত্রী রোগ ও ধাত্রী বিদ্যায় ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তিনি খালীফাহ্র হেরেমে রক্ষিত দাসী ও রাজকুমারীদের চিকিৎসা করতেন।[২] অনুরূপ ভাবে আহ·মাদ ইবন ইউনুস ও তাঁর ভ্রাতা 'উমার খালীফাহ আল-মুসতানসি·র (৩৫০-৬৬ হি.) এর যুগে দু'জন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা প্রাচ্যে অধ্যয়ন করে চক্ষু রোগের উপর বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।[৩]

এসময় আবূ আল-ক·াসিম খালফ ইবন 'আব্বাস আল-য·াহরাভীও (মৃ. ৪২৭ হি.) একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি সাধন করেন।[৪]

আল-মুরাবিতূ·ন এবং আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগে মুসলিম স্পেনে চিকিৎসা শাস্ত্রের অবিশ্বাস্য উন্নতি সাধিত হয়। এ যুগে বেশ কিছু মহিলা চিকিৎসকদের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের মধ্যে উম্মে 'আমর এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সমকালীন যুগে একজন দক্ষ মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতা 'আবদ আল-মালিক ইবন যু·হর (মৃ. ৫৫৭ হি.) মুসলিম স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে জনৈক গবেষক বলেনঃ[৫]

"بعد عبد الملك بن زهر اعظم طبيب عربى عملى بعد الرازى"

"রাযী·র পরই 'আবদ আল-মালিককে শ্রেষ্ঠ 'আরব ক্লিনিক্যাল চিকিৎসক হিসেবে গণ্য করা হয়।"

ইবন যু·হর এর গোটা পরিবার ছিল চিকিৎসক। প্রায় তিন শতাব্দি পর্যন্ত তারা স্পেনের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। দার্শনিক ইবন রুশদও চিকিৎসা বিজ্ঞানে খ্যাতির চূড়ান্ত শীর্ষে ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্পেনীয় মুসলমানদের কৃতিত্ব ও অবদান পর্যবেক্ষণ করে বিশ্বের গবেষকগণ বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। ঐতিহাসিক লেন-পুলের ভাষায়, "গ্যালনের পর থেকে শত শত বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে উন্নতি হয়, আন্দালুসিয়ার ডাক্তার ও অস্ত্র চিকিৎসকদের আবিস্কারের ফলে তা তদপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধ হয়।" [৬]

অনুরূপ ভাবে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় স্পেনীয় মুসলমানদের অপরিসীম কৃতিত্ব ছিল। তৎকালীন স্পেনে বহু মনীষী ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ উপরোক্ত বিষয়ে প্রসিদ্ধ অর্জন করেন। তন্মধ্যে 'আবদ আল্লাহ ইবন মুহ·াম্মাদ

---

১ 'আল্লামা মাক্কা·রী, নাফহ· আল-ত·ীব, সম্পা, মুহাঃ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·ামীদ (মিস·র মুত·বি'আহ আল-সা'আদাহ, ১৯৪৯ খৃ.), খ ৪, পৃ. ৩৫২

২ ড: শাওকী দ·য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·য়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.৭৭

৩ সা'ঈদ আল-আন্দালুসী, ত·বাক·াত আল-উমাম (বৈরুত ঃ আল-মুত·বি'আহ আল-কাছুলিকিয়াহ ,১৯১২ খৃ.), পৃ. ৮০-৮১

৪ হি·কমাত নাজীব 'আবদ আল-রাহ·মান, দারাসাত ফী তারীখ আল-'উলুম 'ইন্দা আল-'আরব (১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৫৬

৫ ড: শাওকী দ·য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·য়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.৭৯

৬ ড: এম, আব্দুল কাদের ; ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

আল-সারী ও আবূ বাকর ইব্ন 'ঈসা জ্যামিতি ও সংখ্যাতত্ত্বে প্রচুর অবদান রেখেছেন।[১] আবূ 'উবায়দাহ মুসলিম ইব্ন আহ·মাদ গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও অপরাপর প্রাকৃতিক রহস্যের একজন বড় বিজ্ঞানী ছিলেন।[২] এমনিভাবে 'আব্বাস ইব্ন ফিরনাস (মৃ. ২৮৪ হি.) স্পেনের অন্যতম আবিস্কারক ছিলেন। ইউরোপে তিনিই প্রথম মান-মন্দির নির্মাণ করেন।[৩] স্পেনের স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আল-মাজরীতি· (মৃ. ৩৯৮ হি.), আল-যি·রকা·লী (মৃ.৪৭২হি.), জাবির ইব্ন আফলা এবং আল বিত·রাওজীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যার উপর বহু গবেষণা মূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে জাবির ইব্ন আফলার 'ইসলাহ·' আল মুজাস্তী' নামক গ্রন্থটি জ্যোতিষশাস্ত্রের অতি মূল্যবান তত্ত্ব। এখানে তিনি সূর্যের কক্ষপথ ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নিয়ে অতিসুক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। ক্রিমোনা জিরারদী (মৃ. ৫৮৩ হি.) গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।[৪]

উদ্ভিদ ও রসায়নশাস্ত্রেও 'আরবদের অগাধ পান্ডিত্য ছিল। কখনো কোন জাতি তাদের ন্যায় এত সুন্দর ও মহার্ঘ প্রেমোদ্যান নির্মাণ করতে পারেনি। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দেশ হতে বৃক্ষাদি ও লতাপাতা সংগ্রহ করে তার উপর গবেষণা করতেন। স্পেনের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আল-ঘাফিকী (মৃ. ৫৫৯ হি.) আফ্রিকা ও স্পেনের গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে 'কিতাব আল-আদভিয়াহ আল-মুফাররাদাহ ফী আল-আক·াকীর ওয়া আল-আ'শাব' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু কালচক্রের আবহ বিবর্তনে গ্রন্থের প্রায় সবকয়টি পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। অনুরূপ ভাবে মালাক·ার অধিবাসী ইব্ন আল-বায়তা·রও (মৃ.৬৪৬ হি.) ছিলেন স্পেন এবং প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। তিনি মরক্কো, সিরিয়া, রোম এবং এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে বৃক্ষ, লতাপাতা সংগ্রহ করে তাঁর উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে দুটো গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এক: 'আল-জামি' লি মুফাররাদাত আল-আঘযিয়াহ ওয়া আল-আদভিয়াহ' । দুই. 'আল-মুঘনী ফী আল-আদভিয়াহ'।[৫]

স্পেনের মুসলমানগণ রসায়ন শাস্ত্রের সফল গবেষণায়ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দি থেকে স্পেনে রসায়ন চর্চা শুরু হয় এবং তথাকার শাসক বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় তা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেন। এক্ষেত্রে আল-কেমী বা কেমিষ্টি শব্দটিই 'আরব মুসলিমদের অবদানের স্বীকৃতি বহন করে চলছে। ঐতিহাসিক গীবন বলেন, "রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতি 'আরবদেরই পরিশ্রমের ফল। 'আরবগণই সর্বপ্রথম ইউরোপে বিভিন্ন রসায়নিক দ্রব্য সামগ্রী যেমন দারুচিনি, লবঙ্গ, চন্দন, জাফরান, গন্ধরস, কর্পূর, বারুদ ইত্যাদি ব্যবহারের প্রচলন ঘটায়।" [৬]

এভাবে তৎকালীন স্পেনের মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য মনীষী ও জ্ঞান-তাপস তাদের নিরলস সাধনা ও গভীর অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে বিরল কীর্তি রেখে গেছেন, তা পরবর্তী কালে আধুনিক বিশ্বের পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের গবেষণায় প্রচুর আহার যুগিয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: আল-'আওয়াদ বলেনঃ[৭]

---

১ হিকমাত নাজীব 'আবদ আল-রাহ·মান, দারাসাত ফী তারীখ আল-'উলূম 'ইন্দা আল-'আরব (১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ৬৮

২ 'আল্লামা মাক্কারী, নাফহ· আল-তীব, সম্পা. মুহাঃ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·মীদ (মিস·র মুত·বি 'আহ আল-সা'আদাহ, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ৩৪৬-৪৭

৩ হি·কমাত নাজীব 'আবদ আল-রাহ·মান, দারাসাত ফী তারীখ আল-'উলূম 'ইন্দা আল-'আরব (১৯৭৭ খৃ.), পৃ.৬৮

৪ ড: শাওকী দ·য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·য়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.- ৭৫

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২

৬ ড: এম. আব্দুল কাদের ; ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১০৫-১০৬

৭ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইব্ন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ·ঃ মাত·বি' বাহ·র আল-'উলূম ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

"وقد اعتمد الأوربيون في نهضتهم الحديثة على علوم العرب تلك إذ ترجموا كثيرا من كتب العرب في الفلسفة والرياضيات والطب والهندسة وغيرها، إلى اللغة اللاتينية، فتوفر لهم من تلك العلوم العربية الأساس القوى الذى بنوا عليه حضارتهم في هذا العصر الحديث-"

"ইউরোপীয়রা তাদের আধুনিক রেনেসাঁ ও জাগরণের এ সকল 'আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা দর্শন, গণিত, চিকিৎসা, জ্যামিতি ইত্যাদি বিষয়ের 'আরবী গ্রন্থাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে। ফলে শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে যে সব 'আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর তারা তাদের আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, তা তাদের মানস ও চিন্তাকে পরিতৃপ্ত ও টই-টুম্বুর করেছে।"

'আরবী ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা ঃ

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, 'আরবদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে প্রাচীন কাল থেকে সেখানে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জাতি বসবাস করে আসছিল এবং ধর্মের দিক দিয়ে তারা খৃষ্টান ও ইয়াহুদী ছিল। এদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিলনা। তাদের দৈনন্দিন কথা বার্তায় ল্যাটিন ও রোমান উপভাষা ও অপভাষা প্রচলিত ছিল। 'আরবরা যখন স্পেনে অনুপ্রবেশ করলেন, তখন তাঁদের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার বেশ কিছু বার্বারী লোকও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এদের মধ্যে কোন কোন গোত্র তাদের পারস্পরিক কথাবার্তায় বার্বারী ভাষাও ব্যবহার করতো। বস্তুতঃ তৎকালীন স্পেন ছিল বিভিন্ন জাতি ও ভাষার এক বিচিত্র মোহনা। মুসলমান কর্তৃক স্পেন বিজয়ের পর তথাকার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলিম শাসকবর্গ খৃষ্টান ও ইয়াহুদী জনগণের প্রতি ন্যায় ভিত্তিক আচরণ করতে লাগলেন। তাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হলো। মুসলিম, খৃষ্টান, ইয়াহুদী নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের প্রতি সাম্যের নীতি ঘোষিত হলো। এতে স্থানীয় বিধর্মী জনগণ ইসলামের শ্বাশত ও চির সুন্দর নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। এই নওমুসলিম জনগণ ধর্মীয় কারণে শারী'আতের বিধি বিধান সুষ্ঠুভাবে পালন এবং এর মূল উৎস পবিত্র কু.রআন ও হ.াদীছ অধ্যয়নের তাগিদে 'আরবী ভাষা শিক্ষা করতে গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকেও ইসলামী সংস্কৃতির ছাচে গড়ে তুলতে 'আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করে।[১]

অপর পক্ষে যারা খৃষ্টান ধর্মের উপর অবিচল ছিল, তারা তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যদিও ল্যাটিন কিংবা রোমান উপভাষা ব্যবহার করতো, তথাপি তারা এর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অচিরেই সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে।[২] বিশেষ করে 'আরবী ভাষার প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির দিকে যখন তারা তাকালো, তখন তারা প্রচলিত প্রাচীন ভাষাগুলোকে 'আরবী ভাষার সামনে নিষ্প্রভ ও অকেজো বলে উপলব্ধি করলো। পক্ষান্তরে শৈল্পিক রূপমাধূর্যে অলংকৃত ও শ্রুতিমধুর 'আরবী ভাষা তাদের নিকট এক আকর্ষণীয় ও অনুকরণীয় বিষয়রূপে প্রতিয়মান হয়। আর এটা স্বভাব সিদ্ধ কথা যে, বিজিত জাতি বিজয়ী জাতিকে সর্বদা অনুকরণ করার চেষ্টা করে। ফলে স্পেনের খৃষ্টান সমাজ তাদের মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে 'আরবী ভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। এ সম্পর্কে স্পেনের বড় বড় খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ আক্ষেপ করে বলেন, আমাদের ধর্মীয় ভায়েরা 'আরবী কাব্যচর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নে এত আসক্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা ল্যাটিন ভাষায় রচিত কোন ধর্মগ্রন্থও পড়তে আগ্রহ বোধ করেন না।[৩] ফলে

---

১ ড: শাওকী দ.ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস.র আল-দুওয়াল ওয়া আল- 'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক.ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.১২৮-২৯।

২ প্রাগুক্ত।

৩ প্রাগুক্ত, পৃ-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

পাদ্রীগণ বাধ্য হয়ে তাদের বাইবেলকেও 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এ সম্পর্কে ড: আল-'আওয়াদ বলেনঃ[১]

"و كانت (اللغة العربية) لسان الأ ند لسيين جميعا العرب و العجم من المسلمين و نصارى ويهود، حتى اضطر قسا وسة الكنا نس من المسيحيين ان يترجموا كتب الدين عندهم الى اللغة العربية ليقرأ ها الجيل الجديد من المسيحيين الذين تركوا لغتهم الى اللغة العربية"

"স্পেনের 'আরব-অনারব, মুসলমান, খৃষ্টান, ইয়াহুদী নির্বিশেষে সকলের ভাষা ছিল 'আরবী। এমনকি নতুন খৃষ্টান প্রজন্ম, যারা নিজেদের ভাষা বর্জন করে 'আরবী ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে—তাদের অধ্যয়নের জন্য খৃষ্টান ধর্মযাজকগণও ধর্মীয় গ্রন্থাবলী 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে বাধ্য হন।"

স্পেনে মুসলিম শাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা হলে 'আরব রাজন্যবর্গ তাদের নব-বিজিত অঞ্চলে 'আরবীয়করণ নীতি গ্রহণ করেন এবং 'আরবীকে তথাকার রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করেন। এতে রাষ্ট্রীয় আদেশ নামা, মুদ্রা, বক্তৃতা ইত্যাদি সকল রাজকীয় কর্মকান্ড 'আরবী ভাষায় পরিচালিত হতে থাকে। 'আরবী জানা লোকদেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ পদে নিয়োগ দানে প্রাধান্য দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, 'আরবী পন্ডিত ও সাহিত্যিকদেরকেও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বড় বড় মোসোহেবা দানের ঘোষণা দিয়ে স্পেনের অনারবী মনীষী ও সাহিত্য প্রতিভা গুলোকেও 'আরবী চর্চার প্রতি অধিক হারে প্রলোভিত করা হয়। কিন্তু স্পেনে 'আরবী চর্চার উন্মেষে এটাই একমাত্র কারণ নয়। এ সম্পর্কে ড: আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"بل إن أسلوب تعلم اللغة العربية و التثقف بالثقافة الأدبية العامة كان لهما أيضا أثر كبير فى نهضة الأدب و ازدهاره فى بلاد الأندلس—"

"বরং স্পেনদেশে সাহিত্যিক রেনেসা ও উৎকর্ষতার পিছনে 'আরবী ভাষার শিক্ষা পদ্ধতি এবং সাহিত্য শৈলীর দ্বারা ব্যাপক ভাবে সুশিক্ষিত হওয়া উভয়েরই বিরাট প্রভাব ছিল।"

স্পেনে মুসলিম শাসকগণ 'আরবী ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে অতি উৎসাহী ছিলেন। তারা দেশের সর্বত্র অসংখ্য অগণিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্য হতে আগত বিজ্ঞ ভাষাবিদ, খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গকে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত করা হয়। তাঁরা তাঁদের অনারবী ছাত্রদেরকে প্রথমেই 'আরবী ভাষা, কবিতা এবং কু·রআন শিক্ষা দিতেন।[৩]

তাছাড়া স্পেনীয় উমায়্যাহদের মধ্যে স্বজাত্য বোধ খুব প্রবল থাকার কারণে সেখানে 'আরবী ভাষাকে স্থায়ীকরার লক্ষ্যে তারা যেমন উদারভাবে 'আরবীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তদ্রুপ স্থানীয় অনারবী তথা ল্যাটিন ও রোমান ভাষার উপরও কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেন। এ সম্পর্কে কামিল কায়লানী বলেন,[৪]

"আবদ আল-রাহ·মান আল-দাখিলের পুত্র গভর্ণর হিশাম খৃষ্টান ও অন্যান্য 'আজামী স্পেনবাসীদের উপর অনারবী ভাষায় কথা বলতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।"

স্পেনে 'আরবী ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভের নেপথ্যে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও বিকাশ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম শাসকগণ সেখানে তাঁদের প্রশাসনিক ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেই ক্ষান্ত হন নি বরং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ·ঃ মাত·বি· বাহ·র আল-'উলূম ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৯৯

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৬৫।

৩ প্রাগুক্ত ।

৪ কামিল কায়লানী, নায·রাত ফী তারীখ আল-আদাব আল-আন্দালুসী (১৯২৪ খৃ.), পৃ. ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যের বড় বড় 'আলিম-'উলামা স্পেনে এসে ধর্ম প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং তথাকার শত শত অনারবী লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তুলেন। তাদের মধ্যে ক়ুরআন ও হ·াদীছের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে 'আলিমদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার অভিপ্রায়ে তথাকার অনারবী মুসলিমদের মধ্যে 'আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি ঝোঁক প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যার ফলোশ্রুতিতে তারা প্রাচীন 'আরবী সাহিত্য ও কাব্যমালা অধ্যয়ন ও চর্চা করে নিজেদেরকে 'আরবী ভাষায় পারদর্শী করে তুলে। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: আল-রিকাবী বলেনঃ[১]

"ومن الصعب أن نفصل تعلم القرآن عن تعلم اللغة والشعر القديم لما بينهما من وشائج وثيقة، وقد يكون من المستحسن لفهم القرآن أن نبدأ بدراسة اللغة، كما شاء الأندلسيون–"

"কু·রআনের শিক্ষাকে 'আরবী ভাষা ও প্রাচীন কাব্য মালার অধ্যয়ন থেকে খন্ডিত করে দেখা আমাদের পক্ষে কঠিন, কারণ উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন। সুতরাং ক়ুরআনকে অনুধাবন করার জন্য শুরুতেই ভাষা অধ্যয়ন করাটা উত্তম, যেমন স্পেনীয়রা করেছে।"

এভাবে 'আরবী ভাষা মুসলিম রাজন্যবর্গের উদার পৃষ্ঠপোষকতা, পন্ডিত ও মনীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ইসলামের ধর্মীয় প্রভাব এবং ভাষাগত উচ্চাঙ্গিনতা ও শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সার্বিক মূল্যায়নে স্পেনীয় সমাজ জীবনের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও সাহিত্য চর্চার প্রধান অবলম্বন হিসেবে অন্যান্য সকল অনারবী ভাষার উপর প্রাধান্য পেয়ে সেখানে জাতীয় ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে ছিল।

এসময় গোটা স্পেনে সাহিত্যচর্চায় এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। তথাকার মুসলিম সাহিত্য প্রতিভাগুলো 'আরবী ভাষায় তাদের সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। মিস·র, সিরিয়া, 'ইরাক হিজায· ও ইয়ামান থেকে বড় বড় কবি-সাহিত্যিক, সৃজনশীল লেখক ও যশস্বী অধ্যাপকবৃন্দ নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে স্পেনে এসে 'আরবী সাহিত্যের এই জাগরণে অংশগ্রহণ করে এক মহাসাহিত্য বিপ্লব সাধন করেন। তারা প্রাচ্য হতে সাহিত্যের বহু সম্পদ স্পেনে আমদানী করে তা স্থানীয় জ্ঞান-পিপাসু সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। ফলে এখানে 'আরবী সাহিত্যের যে উন্মেষ ঘটেছিল, তা প্রাচ্যবাসীকেও হার মানাতে বাধ্য করে। তৎকালীন যুগে কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডা প্রভৃতি নগরীতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খ্যাঁতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখান থেকে শত সহস্র কবি-সাহিত্যিক, বৈয়াকরণবিদ, জ্ঞানী-গুণী জন্মলাভ করে স্পেনের সাহিত্যাঙ্গনে সমৃদ্ধির এক গণ-জোয়ার সৃষ্টি করেন। তাঁদের রেখে যাওয়া কীর্তি মালা আধুনিক যুগেও সাহিত্য গবেষকদের মানস-তুষ্টির উপাদন হিসেবে বিবেচিত হয়।

স্পেনের এ সকল সাহিত্য তারকাদের মধ্যে যার নাম তালিকার শীর্ষে রয়েছে, তিনি হলেন কর্ডোভার অধিবাসী 'আহ·মাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ (২৪৬-৩২৮ হি.)। তিনি তাঁর বিস্ময়কর গ্রন্থ আল-'ইক·দ আল-ফারীদ (অপূর্ব কণ্ঠহার) রচনা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি প্রাচ্যের বিভিন্ন মনীষী ও সাহিত্যিকদের কীর্তি বহুল জীবনী, রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচন, সঙ্গীত, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন। সাহিত্যিক মূল্যায়নে গ্রন্থটি এক অমূল্য সম্পদ।[২]

কর্ডোভার মনীষা জগতে আরো একজন পন্ডিত হলেন আবূ 'আলী আল-ক·া·লী (৩৩০-৫৬ হি.)। 'আরবী সাহিত্যে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভা ছিল। খালীফাহ আল-নাসি·র তাঁকে খুবই সমাদর করতেন। তিনি তাঁকে যুবরাজ আল-হি·কাম· এর গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। কর্ডোভার সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর প্রভাব ছিল সর্বাধিক।

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৬৬।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

কর্ডোভা বিশ্ব বিদ্যালয়ে 'আরবী ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল-আ'মালী' সর্বশ্রেষ্ঠ।[১]

এমনিভাবে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইবন বাসসাম (মৃ. ৫৭৮ হি.) 'আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযী·রাহ' নামে আন্দালুসের সাহিত্য জগতে চমকপ্রদ একটি গ্রন্থ উপহার দেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেনের সাহিত্যাঙ্গনে সমালোচনা মূলক লেখনীর দ্বার উন্মোচিত হয়। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ইবন শুহায়দ এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[২] তাছাড়া ফাত্হ· ইবন খাকান, স·াফওয়ান ইবন ইদ্রীস, ইবন আল-খাত·ীব প্রমুখ আরো বহু সাহিত্যিকদের বলিষ্ঠ পদচারণায় সমকালীন স্পেনের সাহিত্য জগত মুখরিত ছিল।

আমরা তৎকালীন স্পেনের সমাজ আঙ্গিনায় দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখতে পাই, সেখানে 'আরবী কাব্যচর্চা বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমীর, ফকীর, অভিজাত সাধারণ, ধনী-নিঃস্ব নির্বিশেষে সকল ছিল কাব্য প্রেমিক। তথাকার সমাজ সভ্যতায় 'আরবী কাব্যচর্চা কেবল শিক্ষিত, পন্ডিত ও গবেষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং বহু অন্ধ, নিরক্ষর লেখাপড়া না জানা লোকও কাব্য রচনা করে কবি হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে আ'মা আল-তুত·ায়লী এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩] সমাজে অবহেলিত ও সাধারণ পরিবারের আরো বহু কবি কাব্যচর্চা করে উদিয়মান সূর্যের ন্যায় স্পেনের কাব্য জগতে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহন করেছিলেন। যেমন গভর্ণর আল-মু'তামিদ এর সভাকবি ইবন 'আম্মার পেশায় একজন রং মিস্ত্রী ছিলেন।[৪] এমনিভাবে কবি আবূ তাম্মাম ঘালিব ইবন রিবা একজন নাপিত ছিলেন। তাছাড়া সাধারণ পরিবারের বহু কবি পেশায় কৃষক ছিলেন। ক্ষেতে খামারে তারা লালিত পালিত হয়েছেন। সমাজ সভ্যতার হাওয়া তাদের দেহ স্পর্শ করেনি। তবে প্রকৃতি তাদের ভাবাবেগকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে তাদের

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (কা·য়রো ঃ আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৯২।

২ ইবন শুহায়দ এর পূর্ণ নাম আবূ 'আমির আহ·মাদ ইবন 'আবদ আল-মালিক ইবন মারওয়ান ইবন শুহায়দ ছিল। তিনি দ্বিতীয় হিশামের রাজত্বকালে হিজরী ৩৮২ সালে কর্ডোভার এক অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা 'আবদ আল-মালিক গভর্ণর আল-মানসূ·র ইবন আবী 'আমির এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ইবন শুহায়দ স্পেনের একজন প্রথম সারির স্বভাব কবি ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতা প্রণয়, সূরা ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত। তাছাড়া গদ্য লিখক হিসেবেও তাঁর প্রচুর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর চৌয়াত্তরটি কাব্যমালার সমন্বয়ে রচিত একটি দীওয়ান আমাদের হাতে সংরক্ষিত আছে। তিনি হিজরী ৪২৬ সালে জুমাদা আল-উলা মাসের শেষ দিন শুক্রবার পরলোক গমন করেন। (আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী, পৃ. ৪২২-৪৯)।

৩ আ'মা আল-তুত·ায়লীর পূর্ণ নাম আবূ জা'ফার আহ·মাদ ইবন 'আবদ আল্লাহ ইবন আবী হুরায়রাহ । তিনি খাঁটি 'আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ স্পেনের সারাগোসা প্রদেশের তুত·ায়লাহ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এজন্য তাঁকে আল- তুত·ায়লী বলা হয়। তিনি হিজরী ৪৯০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময় সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-মুরাবিত্·ন যুগের একজন বিখ্যাত মুওয়াশশাহ·া কবি ছিলেন । স্পেনীয় কবি আবূ বাকর ইবন বাকী'র সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর জীবন ছিল অতি স্বল্প।হিজরী ৪২০ হতে ৪২৫ সালের কোন এক সময় তিনি যুবক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। (ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস, পৃ. ২০০-০৩)।

৪ ইবন 'আম্মারের পূর্ণ নাম আবূ বাকর মুহ·াম্মাদ ইবন 'আম্মার ছিল। তিনি স্পেনের শিলব নগরীর 'শান্নাবূস' নামক পল্লীর এক গরীব অখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর প্রাথমিক জীবন অতি দৈন্যতা ও দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয় । তিনি একজন স্বভাব কবি ছিলেন। অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লোকের প্রশংসায় তিনি স্বীয় কাব্য প্রতিভাকে কাজে লাগাতেন। কোন এক সময় সেভিলের গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ এর প্রশংসায় কাব্য রচনা করে রাজদরবারে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। এ সময় যুবরাজ আল-মু'তামিদ এর সাথে কবির গভীর ভালবাসা ও সখ্যতা গড়ে উঠে । কিন্তু নাচ-নৃত্য ও সূরাপানে তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির কারনে গভর্ণর আল-মু'তায·াদ তাকে শহর থেকে বিতাড়িত করে দেন। পরবর্তীকালে আল-মু'তাদি·দের মৃত্যুর পর যুবরাজ আল-মু'তামিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তিনি পুনরায় রাজদরবারে ফিরে আসেন এবং মন্ত্রী ও উপদেষ্টা হিসেবে দীর্ঘকাল মু'তামিদের একান্ত পাশে থেকে কাব্যচর্চা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য-মানসকে জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করেছিল। ফলে তারা প্রকৃতি বিষয়ক বহু কালোত্তীর্ণ 'আরবী কাব্যমালা রচনা করে সাহিত্যানুরাগীদের সামনে তা পরিবেশন করেছেন। এ সম্পর্কে আল-রিকাবী বলেনঃ[১]

"فلم يقتصر على الأمراء وعلية القوم الذين أخذوا يدرسونه وينشدونه منذ شبابهم مستفيدين من ثقافتهم التي جاءتهم عن طريق التعليم، بل كنا نرى أناسا من عامة الشعب لا يعرفون القراءة والكتابة محرومين من الثقافة ينظمون الشعر ويتذوقونه—"

"আমীর-উমারা ও উচ্চ শ্রেণীর লোকজন- যারা যুবক বয়সে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা দীক্ষার সুবিন্যস্ত পরিবেশে থেকে যোগ্যতা অর্জন করে অধ্যয়ন ও সংস্কৃতি চর্চা করেছেন, কাব্যচর্চা কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণ পরিবারের বহুলোক- যারা একেবারে অজ্ঞ, লেখাপড়া জানে না, সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত- তারাও কবিতা রচনা করে কাব্যরস আস্বাদন করতেন।"

স্পেনের অভিজাত শ্রেণীর রুচি ও মানসিকতা কবিত্বের অনুকূল ছিল। তথাকার সামাজিক সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা এবং প্রকৃতির নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্য তাদের ভাবাবেগকে কোমল, তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ করে তোলে। ফলে স্বাভাবিক ভাবে তাদের মধ্যে কাব্যপ্রীতির জন্ম হয়। শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ প্রাসাদগুলো কাব্যচর্চার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।[২] তাঁদের নেতৃত্বে সেখানে কবিতার আসর বসতো এবং তা লোকে লোকারণ্য থাকতো। কোন কোন সময় কবিদের মধ্যে কাব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো এবং সফল কবিদের কে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হতো। শাসকদের মধ্যে অনেকেই কবি ছিলেন। যেমন সেভিলের গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ স্বয়ং কাব্য রচনা করতেন। তাঁর রচিত কাব্যগুচ্ছ একটি দীওয়ানে সংকলিত করা হয়েছে। তাঁর পুত্র আল মু'তামিদও একজন নাম করা কবি ছিলেন। তাঁর যুগে সেভিল নগরী সাহিত্য ও কাব্য সাধনার প্রধান মেরুকরণ ছিল।[৩] অনুরূপ ভাবে আল- মু'তাসি·ম ইবন স·মাদিহে·র রাজত্বকালে আলমেরিয়াহ প্রদেশের রাজদরবার অসংখ্য অগণিত কবিদের সমাগম স্থলে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া গ্রানাডা, কর্ডোভা মালাক·া প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকবর্গ, সরকারী কর্মকর্তা এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও কবি ও কবিতার প্রতি বিশেষ ভাবে আসক্ত ছিল। কাব্যপ্রীতি ছিল তাদের জন্য গৌরব ও অভিজাত্যের প্রতীক। কাব্যচর্চায় তারা ছিলেন সমকালীন প্রাচ্যের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। কথিত আছে যে, বাদাজয এর শাসনকর্তা আল-মুয·াফফার তাঁর দরবারে প্রাচ্যীয় কবি মুতানাব্বী কিংবা আল-মা'আররী হতে নীচুমানের কোন কবিকে স্থান দিতেন না।[৪] গোটা স্পেন তখন শিল্পমান সমৃদ্ধ কাব্যচর্চার সয়লাবে ভাসমান ছিল।

সমকালীন স্পেনে কাব্যচর্চা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ব্যাপারে মহিলাগণও ছিলেন প্রবল উৎসাহী। কারণ স্পেনের সমাজ ব্যবস্থায় তারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। পুরুষদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে বের হতেও তাদের কোন দ্বিধা ছিল না। সংস্কৃতি সেবী এবং বিনোদপ্রীয় বহু নারী তাদের হৃদয় কাঁপানো রূপ-মাধুর্য ও চিত্তহরি সুর-সংগীতে সমকালীন রাজদরবার, সাহিত্যাসর ও প্রমোদানুষ্ঠানগুলো গুলজার করে রাখতেন। এদের মধ্যে অনেকে কবি হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে কবি ইবন য·ায়দূন এর প্রেয়সী রাজ কুমারী ওয়াল্লাদাহ, হ·াফস·াহ বিনত হ·ামদূন, আ'ইশাহ বিনত আহ·মাদ,[৫]

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী। (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ৭৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ.-৯২

৩ ড: শাওকী· দা·য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ১৪০-৪১।

৪ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫) , পৃ.৭৭

৫ হ·াফস·াহ বিনত হ·ামদূন এবং আ'ইশাহ বিনত আহ·মাদ উভয়ই হিজরী চতুর্থ শতাব্দির দুজন বিখ্যাত স্পেনীয় মহিলা কবি।

Dhaka University Institutional Repository

হাসসানাহ,[১] নায-হুন,[২] হ-ামদাহ বিনত যি-য়াদ,[৩] আল- রাকূনিয়াহ [৪] প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্পেনে মহিলা কবিদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। 'আল্লামা মাক্ক-ারী তাঁর গ্রন্থে প্রায় ২০ জন মহিলা কবির জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে ড: শাওক-ী দ-ায়েফ বলেনঃ[৫]

"وهو عديد وفيرمن الشاعرات الأندلسيات لم يتح لأى اقليم عربى مما يدل بوضوح على شغف الأندلسيين الشديد بفن الشعر شغفا أذكى فى نفوسهم نساء ورجالاجذوة الشعر مما جعل الاندلس تملئ شاعرات وشعراء"

"স্পেনীয় মহিলা কবি সংখ্যায় এত পর্যাপ্ত ছিলেন যে, 'আরবের কোন অঞ্চলে এরূপ সম্ভব হয়নি। আর এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, কাব্যকলার প্রতি স্পেনবাসীদের এত প্রবল অনুরাগ ছিল, যা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অন্তরে কাব্যিক স্ফুরণ সুরভিত করে তোলে, ফলে স্পেনের সাহিত্যাঙ্গন মহিলা ও পুরুষ কবিদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।"

উমায়্যাহ খালীফাহ দ্বিতীয় 'আবদ আল-রাহ-মানের রাজত্ব কালে স্পেনীয় 'আরবী কবিতার বিরাট উন্মেষ ঘটেছিল। তিনি সঙ্গীত, কবিতা ও শিল্প-সাহিত্যের প্রতি ছিলেন গভীর অনুরাগী ও রুচিশীল। তিনি তাঁর দরবারকে কবি সাহিত্যিক, গাল্পিক ও সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা জমজমাট করে রাখতেন। সর্বোপরি তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত পারসিক সুর সম্রাট যি-রয়াব এর স্পেন আগমন তথাকার কাব্যিক জোয়ারে প্রবল তরঙ্গ ও ঢেউয়ের সৃষ্টি করেছিল। খালীফাহ তাঁর বসবাসের জন্য প্রাসাদোঁত্তম গৃহ নির্মাণ করেন এবং তাঁর জন্য বড় অংকের বাৎসরিক ভাতা নির্ধারণ করেন। যি-রয়াব স্পেনীয় কবিতা, সূর ও সংগীতে প্রচুর বৈচিত্র এনে ছিলেন। বিশেষ করে মুওয়াশশাহ-া ও য-াজাল কাব্যকলা উদ্ভাবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। এখানে তিনি সঙ্গীত চর্চার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা প্রবর্তন করে বাদ্যযন্ত্রে চার তারের স্থলে পঞ্চতারের সংযোজন করেন। গিটার বাজাতে তিনি কাঠের ঠুসীর পরিবর্তে ঈগল পাখীর নখ ব্যবহার করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বহু যুবতী নারীও ছিল, যারা সঙ্গীত ও কাব্য শিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করে।[৬]

তৎকালীন স্পেনে 'আরবী কবিতার অস্বাভাবিক সমৃদ্ধির পশ্চাতে তথাকার রূপসী প্রকৃতি, হীম-শীতল আর্দ্র জলবায়ূ এবং সমাজ জীবনে বিনোদ বিলাসী পরিবেশেরও সীমাহীন প্রভাব ছিল। এগুলো স্পেনীয়দের

---

১ হাসসানাহ কবি আবূ আল- মুখশী 'আসি-ম ইবন য-ায়দ এর কন্যাছিলেন। তিনি হিজরী তৃতীয় শতাব্দিতে স্পেনের সাহিত্য গগনে আবির্ভূত হন এবং 'আরবী কাব্য চর্চা করে প্রচুর খ্যাঁতি অর্জন করেছিলেন। (ড: শাওক-ী দ-ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস-র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস , পৃ. ১৪৪)।

২ নায-হুন বিনত আল-কিলা'ঈ হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দির একজন নামকরা স্পেনীয় মহিলা কবি ছিলেন। তিনি গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন।

৩ হ-ামদাহ বিনত যি-য়াদ স্পেনের একজন মহিলা কবি । তাকে হ-ামদূনাহ নামেও ডাকা হয়। তাঁর পিতা স্পেনের 'আশ' উপত্যকার একজন সাহিত্যিক ছিলেন। কবি হ-ামদাহ প্রণয় মূলক বিষয়বস্তুর উপর অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন। তাঁর কাব্যে শোকগাঁথা জাতীয় বিষয় বস্তু না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পাশ্চাত্যের খানসা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। (ড: জাওদ াত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী, পৃ.৯৮)।

৪ আল-রাকূনিয়ার পূর্ণ নাম হ-াফসাহ বিনত আল-হ-াজ্জ আল-রার্কূনিয়াহ ছিল। তিনি গ্রানাডার একজন বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন। পিতার সার্বিক তত্ত্বধানে তাঁর কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। তিনি কবি আবূ জা'ফার ইবন সা'ঈদকে গভীর ভাবে ভালবাসতেন। গভর্ণর 'উছমান ইবন 'আবদ আল-মু'মিন তাঁর প্রেমিক আবূ জা'ফারকে হত্যা করলে তিনি দারুণ ভাবে ব্যথিত হন এবং গ্রানাডা নগরী পরিত্যাগ করে মরক্কোতে চলে যান । সেখানে হিজরী ৫৮৬ সালে মৃত্যুমূখে পতিত হন। (ড: শাওকী দ-ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস-র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস , পৃ. ২৮৮- ৯০)।

৫ ড: শাওক-ী দ-ায়ফ, তারীখ আল-আ্দাব আল-'আরবী 'আস-র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক-ায়রো ঃ আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ১৪৪

৬ ড: জাওদ াত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক-ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫), পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যচর্চায় প্রচুর রসকষ সিঞ্চিত করেছে। সমকালীন সময়ে স্পেনের এমন কোন শহর বা এলাকা ছিল না, যেখানে কোন শিল্পমান সম্পন্ন কবি বা কবিতাচর্চা নেই।[১] কবি ইবন য·ায়দূন ছিলেন তথাকার সাহিত্যকর্মে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। কর্ডোভা ও সেভিলে তাঁর বাঁধন হারা বৈচিত্রময় জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। রূপসী গায়িকা ওয়াল্লাদাহ'র প্রেম ছিল তাঁর কবিত্বের মূল প্রেরণা ও উৎস। এভাবে আরো বহু কাব্য তারকা স্পেনের সাহিত্যগগনে উদিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ইবন হানী,[২] আল-রামাদী,[৩] আল-মু'তামিদ (মৃ.৪৮৮হি.), 'উবাদাহ ইবন মা আল-সামা,[৪] ইবন আল-খাতীব,[৫] মাদগাল্লীস [৬] প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা সকলই ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিক। কেউ আমীর বা খালীফাহ হয়েও অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে কাব্যাঙ্গনে বিচরণ করেছেন।

এভাবে যুগ যুগ ধরে মুসলিম শাসনাধীন স্পেনে বিরাজমান সামাজিক পরিবেশ, স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তথাকার কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ ভিনদেশীয় 'আরবী ভাষার সমন্বয়ে শংকর জাতের এক বিরাট কালোত্তীর্ণ কাব্য ভান্ডার গড়ে উঠেছিল, আর এ কাব্য ভান্ডারকে কাব্য রসিকগণ স্পেনীয় 'আরবী কবিতা বলে আখ্যায়িত করেন।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২ কবি ইবন হানীর পূর্ণ নাম আবূ আল-ক·াসিম মুহ·াম্মাদ ইবন হানী ইবন মুহ·াম্মাদ ইবন সা'দূন আল-আন্দালুসী। তাঁর উপনাম আবূ আল-হ·াসান ছিল। তবে ইবন হানী নামেই তিনি 'আরবী সাহিত্য জগতে সমধিক পরিচিত। তাঁর জন্ম তারীখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি হিজরী ৩২০সালে, আবার অনেকের মতে হিজরী ৩২৬ সালে সেভিল নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেভিলের আনন্দঘন ও আমোদ বিলাসী ফুলেল পরিবেশে তাঁর বাধন হারা জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক হিসেবে স্পেনের মনীষা জগতে খ্যাঁাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ সমকালীন স্পেনের 'আলিম-'উলামাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করে। তাঁদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে কবি ইবন হানী স্বদেশ ছেড়ে উত্তর-আফ্রিকায় ফাতি·মীয়দের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ বৎসর। ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকানের মূল্যায়নে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অতুল্য 'আরবী স্বভাব কবি ছিলেন। হিজরী ৩৬৩ সালে এই স্বনাম ধন্য কবি মৃত্যুবরণ করেন। (ড: জাওদ াত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী, পৃ. ৮৮- ৯০)।

৩ আল-রামাদীর পূর্ণ নাম আবূ 'উমার ইউসুফ ইবন হারূন আল-কিন্দী। আল-রামাদী উপাধীতে তিনি সমধিক পরিচিত। ইবন সা'ঈদ এর বর্ণনা অনুযায়ী স্পেণের শিলব নগরীর এক পল্লীর নাম রামাদাহ ছিল। ঐ পল্লীর সম্পর্কে তাঁকে রামাদী বলা হয়। তাঁর জন্ম তারীখ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তিনি খালীফাহ আল-হি·কাম আল-মুসতানসি·র এর যুগ হতে কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এ সময় তিনি বেশ কিছুদিন কারাগারে বন্দী ছিলেন। প্রণয় ও মদের প্রশংসা সূচক কাব্যে তাঁর কবিত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। খালীফাহ হ·াজিব আল-মানসূ·রের (মৃ.৪০৩হি.) মৃত্যুর দশ বৎসর পর পর্যন্ত তিনি দীর্ঘজীবি হয়েছিলেন। (ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস, পৃ. ২৭৭-৭৯)।

৪ যে সকল স্পেনীয় কবিদের হাতে মুওয়াশশাহ·া কাব্যকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'উবাদাহ ইবন মা আল-সামা ছিলেন অন্যতম প্রধান কবি। তিনি রাসূল (সা.) এর প্রসিদ্ধ স·াহ·াবী সা'দ ইবন 'উবাদাহ আল-খায·রাজীর অন্যতম বংশধর ছিলেন। তিনি হ·াজিব আল-মানসূ·র (হি. ৩৬৬- ৯২), গভর্ণর 'আলী ইবন হ·ামূদ (হি. ৪০৭), আল-ক·াসিম (হি. ৪১২), ইয়াহ·য়া প্রমূখদের প্রশংসায় প্রচুর কাব্য রচনা করেছেন। তিনি হিজরী ৪২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস, পৃ. ৩০৮)।

৫ ইবন আল-খাতীব এর পূর্ণ নাম আবূ 'আবদ আল্লাহ মুহ·াম্মাদ ইবন 'আবদ আল্লাহ ইবন সা'ঈদ। তিনি হিজরী ৭১৩ সালে গ্রানাডার নিকটবর্তী শানীল নদের উপকূলবর্তী বালূশাহ নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন পন্ডিত ও বিজ্ঞ সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি পুত্র ইবন আল-খাতীবের শিক্ষালাভের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। ইবন আল-খাতীব সমকালীন বড় বড় সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী ও 'আলিম 'উলামাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে স্বীয় প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। কর্মজীবনে এই মহামনীষী একজন সফল রাজনীতিবিদ ,কবি, সাহিত্যিক, লিখক ও দার্শনিক হিসেবে স্পেনের বিদগ্ধ মহলে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি হিজরী ৭৭৬ সালে পরলোক গমন করেন।

৬ মাদগাল্লীসের আসল নাম আহ·মাদ ইবন আল-হ·াজ্জ ছিল। মাদগাল্লীস নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি স্পেনের একজন বিখ্যাত য·াজাল কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন স্পেনের আলমেরিয়া প্রদেশের অধিবাসী। তৎকালীন আমীর উমারাদের প্রশংসায় তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। য·াজাল রচয়িতাদের মধ্যে তাঁকে প্রাচ্যের কবি আবূ তাম্মামের সমকক্ষ বলে গন্য করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ স্পেনে সনাতনধর্মী 'আরবী কবিতাচর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদ

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ

'আরবরা সুদূর স্পেনে সর্ব প্রথম এক বিজয়ী জাতি হিসেবে অনুপ্রবেশ করেন। অতঃপর বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা এবং বিভিন্ন 'আরব গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে স্পেনে আগমন করেন। এ সম্পর্কে 'আল্লামা আল মাক্ক·রী বলেনঃ[১]

"لما استقر قدم الأ سلام بالأندلس وتنام فتحها صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها فنزل بها من جراثيم العرب وسادتهم جماعة أورثوها أعقا بهم"

''ইসলাম যখন স্পেনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এর বিজয় ধারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন সিরিয়া ও অন্যান্য 'আরব এলাকার লোকজন স্পেন গমনে প্রয়াসী হন। সেখানে তারা কতিপয় নেতৃস্থানীয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং কিছু 'আরব বীজ ও উপসর্গ সাথে নিয়ে অনুপ্রবেশ করেন।''

এদের মধ্যে কবি সাহিত্যিক, বাগ্মী, লিখক, সংকলক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকজন বিদ্যামান ছিলেন।

মুসলমান কর্তৃক স্পেন বিজয়ের সূচনা কালকে 'আল ওয়ালাহ' এর যুগ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময়টা ছিল হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও বিদ্রোহের যুগ। এ সময় মুসলমানরা স্পেনে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ পান নি। তারা কেবল স্বীয় ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে সেখানে এক উত্তপ্ত ও অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। তথাকার প্রকৃতির নৈশর্গিক সৌন্দর্য, কৃষ্টি, সভ্যতা ও মনোলোভা নতুন পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সুযোগ 'আরবদের তেমন ছিল না। এতে সমকালীন কবিদের কবিতা রচনার প্রতি আগ্রহ ও ঝোঁক খুব ক্ষীণ ও সীমিত ছিল বলে প্রতিয়মান হয়। তারা এ বিষয়ে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বিজয়ের প্রেক্ষাপট, ঘটনা প্রবাহ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির আলোকে নিজেদেরকে ব্যপ্ত রাখতে অধিক উদ্যোগী ছিলেন।[২]

এ যুগে 'আরব স্পেনীয় কবিরা নিজেদের রুচি, স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে পূর্ণ 'আরবীয় ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে কাব্যচর্চা করেছেন। তথাকার প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসে এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপনে মনোনিবেশ করার মত মেজাজ তাঁদের ছিল না। স্পেনীয় সভ্যতা ও উন্নত জীবন যাত্রা তাঁদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি তাঁরা কখনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। সুতরাং এ যুগের কবিরা নির্ভেজাল 'আরবী কাব্যিক ভাবধারা সিঞ্চন করে তাঁদের কাব্যমালাকে পরিতুষ্ট করেছেন। তাতে নব জীবনের দ্যোতনা বিন্দুমাত্র পরিদৃষ্ট হয়নি। কাব্যের বিষয়বস্তু ও লালিত্বে তাঁরা প্রাচ্যীয় রচনাশৈলী পুরো মাত্রায় অনুসরণ করে কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এ যুগে বেশ ক'জন কবির সন্ধান পাওয়া গেলেও গবেষকদের পক্ষে তাদের কবিতার দু/চার পংক্তি ছাড়া বেশী কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।[৩] এসব কবিদের

---

১ 'আল্লামা মাক্ক·রী, নাফহ· আল-ত·ীব, সম্পা, মুহাঃ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·ামীদ (মিস·র মুত·বি 'আহ আল-সা'আদাহ, ১৯৪৯ খৃ.), খ ২, পৃ. ২৭১

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ·ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১০৬

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে জা'উনাহ ইব্ন আল-স.াম্মাহ ছিলেন অন্যতম। যেসব 'আরব প্রতিনিধি 'আল-ওয়ালাহ' এর যুগে স্পেনে আগমন করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। স্পেনের ক.ায়সী দলপতি আল-সামীল ইবন হ.াতিম এর কুৎসা ও নিন্দাসূচক কাব্য রচনা করে তিনি সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। পরবর্তীতে আল-সামীল এর স্তুতিকীর্তন করে কবিতা রচনা করেও অনুরূপ ভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের খুব কমই আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। যেমন নিম্নের কবিতাটি তাঁর রচিতঃ[১]

ولقد أراني من هواى بمنزل ✧✧ عال ورأسى ذو غدائر أفرع

والعيش أغيد ساقط أفنانه ✧✧ والماء أطيبه لنا والمرتع

"সে আমাকে উচ্চ মর্যাদার প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করেছে। অথচ আমার শির সুবিন্যস্ত কেশরাজী সমৃদ্ধ।"

"সুখ তার সুকোমল ডালিগুলো অবনমিত করেছে। অথচ পানি আমার নিকট তার চেয়ে অধিক সুস্বাদু ও স্বাচ্ছন্দ্যকর।"

এ যুগে আরো একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন আবু আল খাত্ত.ার হিশাম ইবন দি.রার। তিনি স্পেনের কা.হ.তানী সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। উত্তর-আফ্রিকা জয়ে যারা খ্যাঁতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। খালীফাহ হিশাম ইব্ন 'আব্দ আল-মালিক তাঁকে স্পেনের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন (১২৫ হি.)। তিনি অত্যন্ত সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। এজন্য তাকে 'স্পেনের 'আনতারা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়, তাঁর অল্প কিছু কবিতা আমাদের হাতে সংরক্ষিত হয়ে আছে। নিম্নে তাঁর একটি কবিতা উদ্ধৃত হলোঃ[২]

فليت ابن جواس يخبر أننى ✧✧ سعيت به سعى امرىء غير عاقل

قتلت به تسعين تحسب أنهم ✧✧ جذوع نخيل صرعت فى المسايل

ولو كانت الموتى تباع اشتريته ✧✧ بكفى وما استثنيت منها أناملى

"আহ!! ইব্ন জাওয়াসকে যদি অবহিত করা হতো যে, আমি এক নির্বোধ লোকের চেষ্টার ন্যায় চেষ্টা করেছি।"

"তুমি যার সাহায্য কামনা করছো, আমি তাকে হত্যা করেছি। তুমি তাকে ধারনা করছো, সে যেন বন্যার ঢলে উপড়ে পড়া খেজুর বৃক্ষের শিকড়।"

"মৃত ব্যক্তির যদি এমন কোন উত্তরাধিকারী থাকতো, যাকে আমি স্বহস্তে ক্রয় করেছি আর আমার হাত যা থেকে পৃথক করিনি।"

আমরা এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, এ যুগে স্পেনে প্রচুর 'আরবী কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু এ যুগটি এক রাজনৈতিক অশান্ত পরিস্থিতির শিকার হওয়ার কারণে এসব কবিরা আত্ম-প্রকাশ করতে পারেনি এবং তাঁদের অধিকাংশ কবিতা ধ্বংস হয়ে গেছে কিংবা স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে।[৩]

এ যুগের কবিরা সংখ্যায় বেশী বা কম যাই হোন না কেন, তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন বেদুঈন মরু মেজাজের। তাঁদের স্বভাব চরিত্রে ছিল গোত্র-প্রীতির গভীর প্রভাব। তাঁরা অনেকটা মৌলবাদী ছিলেন। 'আরবী কাব্যের বনেদী ধারা রক্ষা করে কাব্যচর্চা করেছেন। তাঁরা স্পেনে বিরাজমান নব-সভ্যতার কোন আদর্শ তখনো

---

১ আল-দি.ববী, বুঘয়াহ আল-মুলতামিস (মাদ্রিদ : রুখস, ১৮৮৪ খৃ.), পৃ. ২৪৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

৩ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ·ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেন নি। তথাকার চারপাশের জীবন ও পরিবেশের অভিব্যক্তির প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে তাঁদের মূল স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং সমকালীন প্রাচ্যে 'আরবী কাব্যের প্রচলিত মৌলিক রীতি ও ধারা অনুযায়ী নব-বিজিত স্পেনেও 'আরবী কবিতা রচিত হয়েছে। এ সময় আরব প্রাচ্যে যে সব কবিরা কাব্যচর্চা করেছেন, জারীর ও ফারায·দাক· ছিলেন তাঁদের মিছিলের পুরোভাগে। তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ মাদ·হ·, হিজাহ, ফাখর, হ·ামাসাহ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সনাতন পদ্ধতিতে রচিত এসব কাব্যের শব্দচয়নে ছিল বেশ সমৃদ্ধি, রচনাশৈলী ছিল আড়ম্বর পূর্ণ ও উৎকৃষ্টমানের, বাচনভঙ্গি ছিল পরিপক্ষ, অর্থ ছিল গুরুগম্ভীর ও সুস্পষ্ট। এ সকল কাব্যের বেশভূষার সামনে সমকালীন স্পেনীয় কবিতা ছিল তুলনামূলক অনেকটা নিষ্প্রভ ও নির্জীব। শব্দ-চয়ন, বাক্য-প্রকরণ, কবিতার রূপ-বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তুর সঠিক চিত্রায়ন, ভাব ও কল্পনার আকাশে কবিদের মুক্ত বিহঙ্গের মত অবাধ উড্ডয়ন, সর্বোপরি তীক্ষ্ণ ভাবের সারল্য এবং সূরের সুললিত মূর্ছনা ইত্যাদি সব কিছু মিলে প্রাচ্যের উল্লেখিত কবিদের কবিতা ছিল অতি দৃষ্টিনন্দন ও টসটসে রসে ভরা। পক্ষান্তরে সমকালীন স্পেনীয় কবিরা এসব বিষয়ে তাঁদের থেকে অনেকটা পিছিয়ে ছিলেন।[১]

হিজরী ১৩৮ সালে স্পেনে উমাইয়া খিলাফাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে পরবর্তী প্রায় তিন শতাব্দি পর্যন্ত এর স্বর্ণোজ্জ্বল শাসনব্যবস্থা স্থায়ী ছিল। সূচনা লগ্নেই তা স্পেনের প্রাণবন্ত পরিবেশে এক স্থিতিশীল ও প্রাচুর্যপূর্ণ রাজত্বে পরিণত হয়েছিল। তখন থেকেই সাধারণ মানুষ স্পেনের বিলাসী ও উন্নত জীবন ধারার প্রতি বহুলাংশে ঝুঁকে পড়ে। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে সকলের গভীর সখ্যতা গড়ে উঠে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে 'আরবরাও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তোলে এবং অন্যান্য অনারব অধিবাসীদের সাথে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপন করে। আমরা আরো দেখতে পাই যে, সেখানে 'আরবরা স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বাড়ীঘর নির্মাণে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই অভিবাসিত 'আরবরা স্পেনের বাসন্তি সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে এর প্রাকৃতিক চাকচিক্য তথা নদ-নদী, বাগ-বাগিচা, শষ্য-শ্যামল উর্বর মাঠ প্রান্তর, উপত্যকা এবং অন্যান্য মনোহারী ঔন্দ্রজালিক দৃশ্যাবলীর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । ফলে তাদের মন ও মানস, ভাব ও কল্পনা, আবেগ ও অনুভূতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। স্পেনের বিস্ময়কর নৈসর্গিক সৌন্দর্য অবলোকনে তারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। আর এ প্রভাব থেকেই স্পেনীয় 'আরবী কবিতায় রেঁনেসার সূত্রপাত হয়। তখন থেকে স্পেনীয় 'আরবী কাব্যের গতিধারা স্ফীত জোয়ারের ন্যায় তরঙ্গায়িত হতে লাগলো। কবি ও শ্রোতার উপচিয়ে পড়া পদভারে কবিতার আসরগুলো দিবানিশি সরগরম হতে লাগলো। অল্প কালের মধ্যে স্পেনের প্রাত্যহিক চতুর্মুখী হাওয়ায় ভেসে আসা কাব্যিক সূর-লহরী প্রতিটি কর্ণকূহরে প্রতি-ধ্বনিত হতে শুরু করলো। কাব্য তারকারা পূর্ণোদ্দমে কবিতাচর্চায় পরস্পর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করলেন। এতে উৎকৃষ্ট রচনাবলীর উপর তাঁদেরকে পুরস্কৃতও করা হতো। তাঁরা সমাজে মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি উভয়েরই অধিকারী ছিলেন। এভাবে স্পেনে 'আরবী কাব্যচর্চা পাহাড়ী ঢলের ন্যায় তীব্র বেগে এগিয়ে যেতে লাগলো এবং সাথে করে চারপাশের সাধারণ মানুষকেও যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। স্পেনের সবুজ-শ্যামল গাছপালার ছায়া-ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে দেশের জনগণ যেরূপ বিমুগ্ধ ছিলেন, তদ্রুপ কাব্য প্রতিযোগিতার মেলা ও জলছায় কাব্য তারকাদের নির্ঝর আবৃত্তিতে তারা সম্মোহিত হয়ে পড়তেন। তৎকালীন স্পেনে গোটা সমাজ বাহ্যতঃ আমোদ-প্রমোদ, রাত জেগে গাল-গল্প, নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি চিত্ত-তুষ্টি মূলক অনুষ্ঠানাদির প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তাদের এ সাংস্কৃতিক আধিপত্যই স্পেনীয় কবিতার রেঁনেসা, ক্রমবিকাশ, উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান উপকরণ ছিল। এজন্য আমরা লক্ষ্য করেছি যে, স্পেনের সাধারণ মানুষ কবি ও কবিতার প্রতি খুব উৎসুক্য ছিল। কাব্যিক পরিশীলন ও সৌন্দর্য বর্ধনে তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতো। ফলে

---

১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর-ফকীর, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, মন্ত্রী, বিচারপতি নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ কাব্যচর্চার সাথে জড়িয়ে পড়েন। কাব্যের সুমধুর কলতান, সুলালিত কূজন আর অপূর্ব রচনাশৈলী সে দেশের বাতাসকে যেন সুরভিত করে তুলেছিল, যার উদাসী গন্ধে সবাই আত্ম-হারা ও আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়ে।[১]

এ যুগের স্পেনীয় কবিদের সংখ্যাধিক্যের সামনে 'আরবীকাব্য গবেষকগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। এদের রচিত সকল কবিতা কলচক্রের আবর্তে যদি বিনষ্ট কিংবা স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে না যেত এবং তথাকার 'আরব সভ্যতার শত্রুরা এটাকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে না দিত, তাহলে আমরা স্পেনীয় 'আরবী কাব্যের এক বিশাল ভান্ডারের উত্তরাধিকারী হতাম।

এ যুগে স্পেনীয় কবিদের সংখ্যা এত প্রচুর ছিল, যার কোন সঠিক পরিমান নিরূপন করা সম্ভব হয়নি। গবেষকদের ধারনা— তৎকালীন স্পেনের প্রতিটি আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, নারী-পুরুষ, তরুন-তরুণী নির্বিশেষে সকলই কবি ছিল। যেমন ড: আল-'আওয়াদ বলেনঃ[২]

"الشعر سواء فى ذلك– الرجال والنساء، والشيب والشبان والملوك والأمراء، والوزراء والقضاة والعلماء، والخاصة والعامة"

"কাব্যচর্চায় স্পেনের পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ-যুবক, রাজা-আমীর, মন্ত্রী-কার্যী, 'আলিম-'উলামা বিশেষ ও সাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষ সমান ছিল।"

স্পেনে উমায়্যাহ যুগের কবিতায় সমকালীন প্রাচ্যের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। কারণ এটা সতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, 'আরব জাতির অধিকাংশ লোক তাদের নিজস্ব কৃষ্ট-কালচার ও রীতিনীতির প্রতি অতি সচেতন ছিল। তারা স্পেনের মনোরম পরিবেশ, মনোলোভা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, বিলাসী ও আমোদী জীবন, নগর-সভ্যতা ইত্যাদির প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিল ঠিকই, তাদের কবিতায়ও এর অনেক প্রভাব পড়েছিল। তারপরও কবিতা রচনায় তারা তাদের সনাতন মৌলিক রীতি-পদ্ধতিকে পাশ কেটে প্রাচীন কাব্যিক গতিধারার গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। সুতরাং স্পেনীয় কবিরা বর্ণনার অভিনবত্বে, বিষয়বস্তুর সঠিক চিত্রাংকনে, আবেগ ও অনুভূতির সুক্ষ্মতায়, শব্দ-চয়নের নিপুণতায় এবং অর্থ ও বাক্য বিন্যাসে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পূর্বতন স্বদেশের প্রতি হৃদয়ের গভীর টান তাদের মধ্যে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাদের সম্পর্কে আল-'আওয়াদ বলেনঃ[৩]

"ويلتزمون منهج الشعراء السابقين فى طريقة نظام القصيدة وأغراض الشعر وموضوعاته الأصيلة"

"তারা ক·াসী·দাহ রচনায় পূর্ববর্তী কবিদের রচনা পদ্ধতি, মৌলিক বিষয়বস্তু ইত্যাদি অনুসরণ করাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছিল।"

তবে এ ব্যাপারে যুক্তি সঙ্গত অভিমত হলো এই যে, স্পেনীয় 'আরবী কবিতা সুক্ষ্মতায়, লালিত্যে, কমনীয়তায়, রচনাশৈলীর চমৎকারিত্বে এবং বর্ণনাভঙ্গির সহজ সরলতায় বিশেষ ভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে আছে। এসব কবিরা কোন বস্তুর চিত্রায়নে, বর্ণনা কিংবা ব্যাখ্যায় বেশ অভিনবত্ব এবং যথেষ্ট পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। তারা তাদের কল্পনায় সহজ-সরল শব্দ প্রয়োগ করে, সূক্ষ্ম ও মনোমুগ্ধকর বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে কোন বিষয়বস্তুকে অংকিত করার ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আর এসব বিষয় তাদের উন্নত রুচিবোধ, তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও সৃজনশীল মনোভাবের পরিচয় বহন করে। তথাপি তারা ক·াসী·দাহ কাব্যের সনাতনধর্মী পদ্ধতি

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১

২ প্রাগুক্ত।

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

বজায় রেখে কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে কোন এক সময় যখন কবিরা স্পেনের বিলাস বহুল জীবন যাত্রার আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ভৈববের ঢলে গা ভাসিয়ে দেন, নারী-পুরুষের উদ্দম নৃত্যে তন্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েন, সূর ও সঙ্গীতের সুমিষ্ট তানে গভীর ভাবে সম্মোহিত হয়ে যান, তখন তারা কাব্যের এক নতুন ধারা আবিস্কার করে 'আরবী সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলেন, যাকে সাহিত্যের পরিভাষায় 'মুওয়াশ্শাহ·া' কাব্য বলে- এ সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযীয· আল-'আওয়াদ বলেনঃ[১]

"حتى إذا ماألحت عليهم ظروف الحياة والمرحة اللاهية المحبة للهو والغناء، اخترعوا الموشحات"

"এমন কি যখন সামাজিক পরিবেশ, ক্রীড়া কৌতুক ও সঙ্গীতের অনুকূল ফুস-মন্তর তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করলো, তখন তারা মুওশ্শাহ·া কাব্যকলা আবিষ্কার করেন।"

স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাতের সূচনা লগ্নেই 'আরবী কাব্য শরীরে ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের যে ছোয়া লেগেছিল এবং তা দ্রুততর বেগে উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন-সোপানে আরোহণ করতে পেরেছিল, এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ উমায়্যাহ শাসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কবিদেরকে কাব্যচর্চায় অতিমাত্রায় উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিরা রাজ-দরবারে বড় বড় পদ অলংকৃত করেন। তৎকালীন রাজা-বাদশাহ ও আমীর উমারাগণ তাঁদেরকে খুবই সমাদর করতেন। কবিরা তাঁদের সমীহযোগ্য অতি ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। কাব্যচর্চায় অঢেল ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি উভয়ই কবিদের জন্য অবধারিত ছিল। ফলে কবিরা কবিতা রচনাকে নিজেদের জন্য পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সমকালীন আমীর-উমারাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে রীতিমত কবিতা আবৃত্তির আসর ও মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। এসব আসরে যথেষ্ট লোক সমাগম হতো এবং কবিরা পরস্পর কাব্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের স্ব স্ব প্রতিভার সার্বিক প্রতিফলন ঘটিয়ে উপস্থিত জনমন্ডলীকে কাব্যভুজনে পরিতৃপ্ত করতেন। পরবর্তীতে এসব কবিতার ভাল-মন্দ নিয়ে সমঝদার শ্রোতাদের মধ্যে সমালোচনাও হতো। ফলে কবিদের মধ্যে এক প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে উঠে। আর তা কবিদেরকে উন্নত ও শিল্পমান সমৃদ্ধ কাব্য রচনায় দারুণভাবে প্ররোচিত করেছে। তৃতীয়তঃ উমায়্যাহ খালীফাহরা কেবল কবিদের বংশপোষণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং তারা নিজেরাও কাব্য-অর্চনা করে উন্নত রচনাশৈলী সমৃদ্ধ কাব্যমালা উপহার দিয়েছেন। তাদের অনেকেই সমকালীন যুগে কবি হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। যেমন স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাতের প্রতিষ্ঠাতা 'আবদ আল-রাহ·মান আল-দাখিল স্বীয় ক্ষমতা পাকাপোক্ত ও সামাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার মহান দায়িত্বে শতব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কবিতাচর্চা করতে ভূলেন নি। মনের কোমল বৃত্তিগুলো তখনো সক্রিয় ছিল। তিনি স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি স্বীয় হৃদয়ের মমত্ববোধ গভীর ভাবে উপলব্ধি করে কাব্যের স্বচ্ছ আরশীতে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

أيها الراكب الميمم أرض ✧✧ أقرمن بعضى السلام لبعضى

إن جسمى كما تراه بأرض ✧✧ وفؤادى ومالكيه بأرض

قدر البين بيننا فافترقنا ✧✧ وطوى البين عن جفونى غمضى

قد قضى الله بالبعاد علينا ✧✧ فعسى باقترابنا سوف يقضى

"হে সমুদ্র আরোহী! আমার মাতৃভূমি আমাদের পারস্পরিক অভিবাদনকে সুদৃঢ় করেছে।"

---

১ প্রাগুক্ত।

২ ইবন 'আযারা, আল-বায়ান আল-মাঘরিব (বৈরুত : আল-মানাহিল, ১৯৫০খৃ.), খ ২, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

"আমার দেহ-মন মাতৃভূমির সাথে একাকার হয়ে আছে। যেমন তুমি তা দেখতে পাচ্ছ। আর মাতৃভূমিই এর স্বত্ত্বাধিকারী।"

"আমাদের মধ্যে বেশ দূরত্ব রয়েছে। ফলে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আর এ বিচ্ছেদ আমার নিদ্রাকে চোখের পাতা হতে দূরে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।"

"মহান আল্লাহতা'আলা আমাদের উপর দূরত্বের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আশা করি তিনি অচিরেই আমাদের কাছাকাছি হওয়ার সিদ্ধান্ত দিবেন।"

খালীফাহ 'আবদ আল-রাহ·মান আল-দাখিলের পৌত্র গভর্ণর হি·কাম ইবন হিশাম ইবন 'আবদ আল-রাহ·মান তিনিও একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁর কাব্য সাধারণ মানুষের বিবেক ও অনুভূতিকে দারুণভাবে আন্দোলিত করে। যেমন তিনি প্রণয়মূলক এক কবিতায় বলেনঃ[১]

ملكنى ملكا ذلت عزائمه ✧✧ للحب ذل أسير موثق عان

من لى بغتصبات الروح من بدنى ✧✧ يغصبنى فى الهوى عزى وسلطانى

"তারা আমাকে এমন প্রভূ বানিয়েছে, যার অভিপ্রায় গুলো অবহেলিত হয়ে আছে। আর প্রেমের শক্ত বন্দী ও কঠিন জ্বালা সহ্যকারী ব্যক্তি ঘৃণিত হয়ে আছে।"

"আমার দেহ থেকে আত্মা ছিনতাইকারী এমন কারা আছে, যারা ভালবাসার বিনিময়ে আমার মান-সম্মান, ক্ষমতা ও দাপট ছিনতাই করে নিয়ে যেতে পারে।"

হি·কাম ইবন হিশামের আরো কিছু প্রণয় কবিতা উদ্ধৃত হলো, যা প্রেমের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত বশ্যতা ও আনুগত্যের প্রতি ইঙ্গিতবাহীঃ[২]

ظل من فرط حبه مملوكا ✧✧ ولقد كان قبل ذاك مليكا

إن بكى أوشكا الهوى زيد ظلما ✧✧ وبعادا يدنى حماما وشيكا

تركته جاذر القصر صبا ✧✧ مستهاما على الصعيد تريكا

يجعل الخد راضيا فوق ترب ✧✧ للذى يرتضى الحرير أريكا

هكذا يحسن التذلل بالحر ✧✧ رإذا كان فى الهوى مملوكا

"এখন সে অপরিমিত প্রেমের এক ভৃত্য সেজেছে। ইতিপূর্বে কিন্তু সে একজন রাজা ছিল।"

"সে যদি ক্রন্দন করে কিংবা প্রেমের অভিযোগ করে, তবে তার প্রতি অন্যায় ও দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং মৃত্যু, যাতনা ও ক্লেশের দিকে ধাবিত করা হবে।"

"প্রেমের তাড়নায় আমি তাকে প্রাসাদের বেষ্টনী ফেলে দিয়ে উপেক্ষিত অবস্থায় মাটির উপর শায়িত হওয়ার অভিপ্রায়ী বানিয়ে ছেড়েছি।"

"যে ব্যক্তি রেশমী আরাম কেদারায় বিশ্রাম নিতে সন্তুষ্ট ও অভ্যস্ত ছিল। এখন সে মাটির উপরে শয়ন করেও মহা আনন্দিত।"

"সে যেহেতু প্রেমের ভৃত্য, তাই এভাবে তপ্ত গরমেও নিজেকে নীত করতে ভাল পায়।"

ওদের মতো খালীফাহ সুলায়মান ইবন হি·কাম আল-মুসতা'ঈন বিল্লাহ ও একজন উঁচু দরের শীর্ষস্থানীয় কবি ছিলেন। কথিত আছে খালীফাহ হারূন আল রাশীদ তাঁর তিনজন যুবতী দাসীর প্রতি যে প্রণয়মূলক কাব্য

---

১ প্রাগুক্ত ; পৃ. ১১৮-১৯

২ প্রাগুক্ত, ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদন করেছিলেন, তার মোকাবেলায় সুলায়মানও একটি খন্ড কবিতা রচনা করেন। সাহিত্যিক বিচারে এটা অত্যন্ত চমৎকার ও বিস্ময়কর ছিল। যেমন খালীফাহ হারূন বলেনঃ[১]

ملك الثلاث الآ نسات عنانى ✧✧ ونزلن من قلبى بكل مكان

مالى تطاوعنى البرية كلها ✧✧ وأطيعهن وهن فى عصيانى

ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ✧✧ وبه قوين أعز من سلطانى

"তিনজন যুবতীর সম্রাট আমাকে বশীভূত করেছে। আমার অন্তর থেকে তারা যত্রতত্র অবতরণ করেছে।"

"আমার কি হলো? বহুগামিনীরা আমাকে একান্ত বাধ্য করে ফেলেছে। আমি তাদের কথা মেনে চলি। অথচ তারা আমার অবাধ্য হয়ে আছে।"

"এটা কেবল প্রবৃত্তির প্রভাব। আর প্রবৃত্তি দ্বারাই তারা আমার ক্ষমতার চেয়েও বেশী শক্তিশালী।"

উল্লেখিত কবিতার মোকাবেলায় খালীফাহ সুলায়মান বলেনঃ [২]

عجبا! يهاب الليث حد سنانى ✧✧ وأهاب لحظ فواتر الأجفان

وأقارع الأهوال لا متهيبا ✧✧ منها سوى الأعراض والهجران

وتملكت نفسى ثلاث كالدمى ✧✧ زهر الوجوه نواعم الأبدان

ككواكب الظلماء لحن لناظرى ✧✧ من فوق أغصان على كثبان

هذى الهلال وتلك بنت المشترى ✧✧ حسنا وهذى أخت غصن البان

حاكمت فيهن السلو إلى الصبا ✧✧ فقضى بسلطان على سلطانى

فأبحن من قلبى الحمى وتركننى ✧✧ فى عز ملكى كالأسير العانى

لاتعذلوا ملكا تذلل للهوى ✧✧ ذل الهوى عزو ملك ثانى

إن لم أطع فيهن سلطان الهوى ✧✧ كلفا بهن فلست من مروان

"কি আশ্চর্য! সিংহকে আমার বর্শার সুতীক্ষ্ণ ফলা উপহার দেয়া হবে। অথচ আমাকে উপহার দেয়া হবে অবসন্ন দুর্বল তারার চাহনি।"

"প্রচন্ড দূর্বিপাকের বিরুদ্ধে আমি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করি— কেবল তাকে এড়ানো ও বর্জন করার উদ্দেশ্যে— ভীত হয়ে নয়।"

"স্বীয় রক্তের ন্যায় আমার হৃদয় এমন তিনজন সুন্দরীর আপন (অধিকারী) হয়েছে, যারা অতি লাবনী অবয়ব বিশিষ্টা, কোমল ও মসৃন দেহের অধিকারী।"

"গাঢ় অন্ধকারে তারা নক্ষত্র তুল্য। বালিয়াড়ীর উপর অবস্থিত বৃক্ষের শাখা থেকে অবলোকনকারীর দৃষ্টিতে তারা অতি উজ্জ্বল।"

"সৌন্দর্যে এরা নবচন্দ্র, রোমীয়-দেবরাজ মুশতারীর তনয়া এবং এরা আলবান বৃক্ষডালির সহদোরা।"

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ·ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১১৫

২ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহাসিন আহল আল-জাযীরাহ, (ক·ায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ, ১৯৩৯ খৃ.), খ১, পৃ. ৩৩-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি তাদের ব্যাপারে প্রেম-বিরাগের অভিযোগ উথাপন করেছি। কিন্তু আমার ক্ষমতার উপর প্রভাব খাঁটিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।"

"তারা আমার সংরক্ষিত অন্তর উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আর আমাকে আমার ক্ষমতার আতিশয্যে কারাবরণকারী হাজতীর ন্যায় নিক্ষেপ করেছে।"

"তোমরা ঐ রাজাকে তিরস্কার করো না, যিনি প্রেম ও প্রবৃত্তির অনুগত। বস্তুতঃ প্রবৃত্তির প্রতি বিনয়ই হচ্ছে প্রকৃত সম্মান ও বিকল্পে রাজা।"

"আমি যদি তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে প্রেমের প্রভাবে প্রভাবিত না হই, তাহলে আমি তো মারওয়ানের উত্তরাধিকারীই নই।"

উমায়্যাহদের বহু খালীফাহ ও গভর্ণর যে রূপ গুরুত্ব সহকারে কাব্যচর্চা করেছেন, তদ্রুপ সমকালীন স্পেনের বহু মন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারপতি, 'আলিম-'উলামা প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গও তাঁদের উন্নত কাব্যশৈলী দ্বারা কাব্যভূবনে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। স্পেনের অধিকাংশ মন্ত্রীরা কবি ছিলেন। তাঁরা রীতিমত কবিতার আসরে উপস্থিত হয়ে কাব্য সমালোচনা ও কবিতাচর্চায় অংশগ্রহণ করতঃ কাব্যের গুণগতমান উন্নত করেছেন। এদের মধ্যে খালীফাহ আল-হি·কাম আল-মুসতান্‌সি·রের প্রভাবশালী মন্ত্রী জা'ফার ইবন 'উছমান আল-মাস·হ·াফীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। খালীফাহ'র মৃত্যুর পর মানসূ·র ইবন আবূ 'আমির মন্ত্রী জা'ফারকে কারারুদ্ধ করলে তিনি একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেন। নিম্নে এর কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হলোঃ[১]

صبرت على الأيام لما تولت ✧✧ وألزمت نفسى صبرها فاستمرت

فوا عجبا للقلب كيف اعترافه ✧✧ وللنفس بعد العز كيف استذلت

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى ✧✧ فان طمعت ماتت والاتسلت

وكانت على الأيام نفسى عزيزة ✧✧ فلما رأت صبرى على الذل ذلت

فقلت لها يانفس موتى كريمة ✧✧ فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت

"দুঃখ কষ্টের দিনগুলো যখন ফিরে আসলো, আমি তখন ধৈর্য্য ধারণ করলাম, আমার হৃদয় ধৈর্য ধারন করাকে তার নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিল এবং তা অবিরাম চালিয়ে গেল।"

"কী আশ্চর্য! অন্তর কিভাবে তার অপরাধ স্বীকার করলো। সম্মানিত হওয়ার পরও হৃদয় কিভাবে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করলো।"

"একজন যুবক তার মনকে যেভাবে গড়ে তুলবে, এটা সে রূপই হয়। তা যদি লোভী হয়, তবে মরবে নতুবা গোপনে কেটে পড়বে।"

"বিপদের সময় আমার মন খুবই শক্ত ছিল। কিন্তু লাঞ্ছনার উপর আমার ধৈর্য ধারণকে যখন তা অবলোকন করলো, তখন সংকোচিত হয়ে পড়লো।"

"অতঃপর আমি তাকে বললাম, হে আমার আত্মা! আমার মৃত্যু আমার প্রতি উদার ও দয়ালূ। প্রথমে এ পৃথিবী আমার অনুকূলে ছিল, পরে তা বিবর্তিত হয়ে পড়েছে।"

অনুরূপভাবে খালীফাহ দ্বিতীয় হিশামের দেহরক্ষী আল-মানসূ·র মুহ·াম্মাদ ইবন আবূ 'আমির আল-মা'ফিরী কাব্য রচনা এবং সমালোচনায় একজন বিজ্ঞ ও পারদর্শী কবি ছিলেন। তিনি আনন্দ, উল্লাস আর শৌর্য-

---

১ ইবন 'আযারা, আল-বায়ান আল-মাঘরিব (বৈরুত : আল-মানাহিল, ১৯৫০খৃ.), খ ২, পৃ.২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

বীর্য প্রকাশ করে বহু কবিতা রচনা করেছেন। তার এমনি এক কবিতায় তিনি স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাতের বিস্তৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ ব্যক্ত করে বলেনঃ[১]

منع العين أن تذوق المناما ✧✧ حبها أن ترى الصفا والمقاما

لى ديون بالشرق عند أناس ✧✧ قد أحلوا بالمشعرين الحراما

إن قضوها نالوا الأمانى والا ✧✧ جعلوا دونها رقابا وهاما

عن قريب ترى خيول هشام ✧✧ يبلغ النيل خطوها والشآما

"সে তার প্রেমার্দ্র নয়নকে নিদ্রার স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে এবং প্রশান্তি ও মর্যাদা অবলোকন করা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।"

"প্রাচ্যের জনগণের কাছে আমার বহু ঋণ রয়েছে। এখন তারা মাশ'আরে হারামে অবতরণ করেছে।"

"যদি তারা এটা পরিশোধ করে, তাহলে তাদের সকল আশা-আকাংখা পূর্ণ হবে। অন্যথায় তারা নিজেদের ঘাড় ও মাথা উৎসর্গ করতে হবে।"

"তুমি হিশামের অশ্বারোহী বাহিনীকে অতি কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখবে যে, সুদূর নীলনদ (মিসর) থেকে সিরিয়া পর্যন্ত এদের পদচারণা অব্যাহত রয়েছে।"

সুতরাং উমায়্যাহদের সোনালী যুগে সমকালীন স্পেনে 'আরবী কাব্যচর্চা এক গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যের যত্রতত্র ও অলিগলি কাব্যাসর ও কাব্য-মোদীদের পদভারে ছিল সদা সরগরম। কবিতার মান উন্নয়নে কবিরা খুবই সচেষ্ট ছিলেন। ফলে অধিকাংশ স্পেনীয়দের মন-মগজে এবং চিন্তা-চেতনায় দ্রুত গতিতে কাব্যের প্রসার ঘটে। স্পেনের বিভিন্ন পেশা ও বর্ণের মানুষের মধ্যে কাব্য ও সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। কাব্যের কথা ও সূরে বিচারপতি, ফাকীহ, 'আলিম প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের 'আক্কেল গুড়ুম' দশা হয়েছিল। তাদের নীতিজ্ঞান, ধর্মীয় অনুরাগ, খোদাভীতি ইত্যাদি গুণাবলী কোন অবস্থাতেই তাঁদেরকে কবিতার ভোগবাদী জৌলুস থেকে মুক্ত রাখতে পারে নি। তবে এটা তাঁদের দৃষ্টিকে অপরাধ বোধ ও অনুশোচনা থেকে বিচ্যুত করে নি। তাঁদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। শত্রু ও নিন্দুকদের প্রতি তাদের সহজাত কঠোর ও জেদী মনোভাব, ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমা করার উদার মনোবৃত্তি অবিকৃত ভাবে তাদের চরিত্রে লালিত ও পুষ্ট হয়েছে। এদের মধ্যে বিচারপতি ও 'আলিমদের এক বিশাল দল শিল্পমান সম্পন্ন কবি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন। কাব্য জগতে তারা অতি উঁচু দরের সূরকার ও গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।[২] তন্মধ্যে কর্ডোভার বিচারপতি আবূ 'আবদ আল্লাহ মুহ·াম্মাদ ইব্ন 'ঈসা এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কাব্যিক আসর ও আড্ডার একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন। নিম্নে তাঁর কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হলোঃ[৩]

ماذا أكابد من ورق مغردة ✧✧ على قضيب بذات الجذع مياس

رددن شجوا شجا قلب الخلى فهل ✧✧ فى عبرة ذرفت فى الحب من باس

ذكرنه الزمن الماضى بقرطبة ✧✧ بين الأحبة فى أمن وايناس

---

১ প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ. ২৭৫

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ·ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১১৯

৩ আল-মাক্কারী, নাফহ· আল-তীব (মিস·র : দার আল-মামুন, ১৯৩৬ খৃ.), খ ৬, পৃ. ২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

هم الصبابة لولا همة شرفت ✧✧ فصيرت قلبه كالجندل القاسى

"খন্ডিত বৃক্ষের কান্ডের উপর দোদুল্যমান গায়ক পক্ষীর কাছ থেকে আমি কেমন কষ্ট ভোগ করছি।"

"তারা বারবার দুশ্চিন্তা মুক্ত অন্তরকে খুব ব্যথিত করলো। তবে ভালবাসার অশ্রুপাতে কোন দুঃখ- কষ্ট আছে কি? "

"কর্ডোভা নগরীতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পুর্ণ নিরাপত্তা ও প্রফুল্লতায় তারা অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করছে।"

"সে প্রেমে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। যদি তার মহান দৃঢ় অভিপ্রায় না থাকতো তবে তার হৃদয় সহিষ্ণু ভূমির ন্যায় শক্ত হয়ে যেত।"

নিম্নে আরো কিছু কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হলো- যা দেখে ধারণা করা যায় যে, তৎকালীন বিচারপতিদের কাব্যের প্রতি কতটুকু ঝোঁক ও আগ্রহ ছিল। কথিত আছে বিচারপতি মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসাকে সাধারণ মানুষ খুবই সমীহ করতো, জনগণের কাছে তাঁর বিরাট সম্মান ও ভক্তি ছিল। একদা তিনি জানাযার নামাজে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে উঠলে বন্ধু তাঁকে অতি প্রফুল্ল চিত্তে আপ্যায়িত করলেন এবং তার এক দাসীকে চিত্ত বিনোদনের লক্ষ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করতে নির্দেশ দিলে দাসীটি গেয়ে উঠলোঃ[১]

طابت بطيب لثاتك الأقداح ✧✧ وزها بحمرة خدك التفاح

واذا النسيم تنسمت أرواحه ✧✧ طابت بطيب لثاتك الأرواح

واذا الحنادس ألبست ظلماءها ✧✧ فضياء وجهك فى الدجى مصباح

"আপনার দাঁতের মাড়ির সৌন্দর্যে পেয়ালাগুলো অতি চমৎকার স্বচ্ছ রূপ ধারণ করেছে এবং আপনার রক্তিম কপোলে যেন আপেল চমকাচ্ছে।"

"প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে মৃদু-মন্দ প্রবাহে যখন ধাবিত হয়, আপনার মাড়ির সৌম্য দর্শনে তখন তা বিমোহিত হয়ে পড়ে।"

"অতঃপর অন্ধকারকে কৃষ্ণ বসনে যখন মুড়িয়ে দেয়া হয়, তখন এ আধারে আপনার চেহারার আলো ও প্রভা যেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ।"

এ কবিতা ও সংগীতটি বিচারপতির মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁকে অতি আবেগ আপ্লুত করে তোলে। তিনি কবিতাটি প্রথমে হাতের পিঠে লিখে নিলেন। অতঃপর জানাযার নামাজে শরীক হলেন।

ঠিক এমনিভাবে একদা রাত্রে কোন এক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে একজন যুবক মদ খেয়ে মাতলামী করছিল, ঠিক তখন তথায় এক বিচারপতির উপস্থিতি টের পেলে সে এক প্রাচীরের পাশে পিঠ লাগিয়ে আড়াল হয়ে দাড়িয়ে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করলোঃ[২]

ألا أيها القاضى الذى عم عدله ✧✧ فأضحى به بين الأنام فريدا

قرأت كتاب الله تسعين مرة ✧✧ فلم أرفيه للشراب حدودا

فان شئت جلدا لى فدونك منكبا ✧✧ صبورا على ريب الزمان جليدا

وان شئت أن تعضو تكن لك منة ✧✧ تروح بها فى العالمين حميدا

وان أنت تختار الحديد فان لى ✧✧ لسانا على مر الزمان حديدا

---

১ প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ. ২৮

২ প্রাগুক্ত : খ ২, পৃ. ২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

"ওহে বিচারপতি! যার ন্যায়পরতা ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর এ গুণেই তুমি একক ভাবে বিশ্ববাসীর নিকট সমাদৃত।"

"তুমি আল্লাহ'র মহাগ্রন্থ (আল-কু-রআন) তেলাওয়াত করতঃ একবার সাহায্য প্রার্থনা করো। আমি তো এটাতে সূরা পানে কোন শাস্তি রয়েছে, তা লক্ষ্য করি নি।"

"তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে বেত্রাঘাত করতে পারো; কেননা তুমি তো আর সত্য ভ্রষ্ট কিংবা কালের বিবর্তনে সহিষ্ণু কঠিন বরফও নও।"

"আর তুমি যদি ক্ষমা করে দিতে চাও, তবে তা হবে তোমার উদারতা এবং এর দ্বারা তুমি হবে সারাবিশ্বে প্রশংসিত।"

"তুমি যদি কঠোরতা অবলম্বন কিংবা অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করো, তবে (জেনে রাখ) আমারও রসনা আছে, যা কালের আবহগতিতে খুবই তীক্ষ্ণ ও কঠোর।"

উপরোক্ত কবিতা শুনে বিচারপতি এত মুগ্ধ হলেন যে, তিনি শাস্তির পরিবর্তে যুবকটিকে ক্ষমা করে দিলেন।

অনুরূপভাবে মুনযির ইবন সা 'ঈদ আল-বালওয়াতী· একজন কাব্য রসিক ও বিচারপতি ছিলেন। একদা রূম সম্রাটের আগমন উপলক্ষ্যে খালীফাহ আল-নাসি·র এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আবূ 'আলী আল-ক·লীকে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এ সময় বিচারপতি মুনযির আবূ 'আলীর বক্তৃতার প্রতিবাদে মাহ·ফিলে বক্তৃতা দিলে এক বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। মুনযির বক্তৃতার পরিসমাপ্তিতে নিম্নের কবিতাটিও আবৃত্তি করেন, যা লোকমুখে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলঃ[১]

مقالى كحد السيف وسط المحافل ✧✧ فرقت به مابين حق وباطل

بقلب ذكى ترتمى جمراته ✧✧ كبارق رعد عند رعش الأنامل

فما دحضت رجلى ولا زل مقولى ✧✧ ولاطاش عقلى يوم تلك الزلازل

وقد حدقت حولى عيون إخالها ✧✧ كمثل سهام أثبتت فى المقاتل

لخير إمام كان أو هو كائن ✧✧ لمقتبل أوفى العصور الأوائل

ترى الناس أفواجا يؤمون بابه ✧✧ وكلهم مابين راج وآمل

وفود ملوك الروم وسط فنائه ✧✧ مخافة بأس أو رجاء لنائل

"অনুষ্ঠানাদির মধ্যে আমার বক্তব্য তরবারীর ন্যায় খুব তীক্ষ্ণ ও ধারালো। আমি এর মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছি।"

"এর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হয় এক সুবিদিত অন্তর দ্বারা। আর তা যেন আঙ্গুলের অগ্রভাগের কম্পনের কাছে বিদ্যুতের চমক।"

"ঐ ভূমিকম্পের দিন আমি পদস্খলিত হইনি, আমার কোন কথা মিথ্যা প্রতিপাদ্য হয়নি এবং আমার বিবেকবুদ্ধিও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি।"

"যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিশানা ভেদী নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় আমার চতুর্দিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি পরিবেষ্টন করে রেখেছে।"

"নব-যৌবনে অথবা প্রাথমিক যুগে সে একজন আদর্শ নেতা ছিল কিংবা হবে।"

"তুমি দেখতে পাবে, দলে দলে লোকজন তার ইমামাতি গ্রহণ করছে এবং তারা সকলই তার উপর আশান্বিত।"

"বিপদের ভয়ে অথবা কিছু পাবার আশায় রূম সম্রাটের প্রতিনিধি দল রাজ-দরবারে অবস্থান করছে।"

---

১ প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ. ২০২-০৪

Dhaka University Institutional Repository

একদা জনৈক সাহিত্যিক বিচারপতি মুনযির এর নিকট তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কাব্যপ্রীতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখলেনঃ[১]

مسألة جئتك مستفتيا ✧✧ عنها وأنت العالم المستشار

علام تحمر وجوه الظبا ✧✧ وأوجه العشاق فيها اصفرا و؟!

"আমি একটি সমস্যার আইনগত সমাধান চাইতে আপনার নিকট আগমন করেছি। কারণ আপনি তো একজন বিখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তি।"

"হরিণের চেহারা কি কারণে রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে এবং তাতে প্রেমিক দলেরও হলুদ বর্ণ ধারণ করার কি আছে?"

এই কবিতার জবাবে বিচারপতি মুনযির বলেনঃ[২]

احمر وجه الظبى إذ لحظه ✧✧ سيف على العشاق فيه احورار

واصفر وجه الصب لما نأى ✧✧ والشمس تبقى فى المغيب اصفرار

"হরিণের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এ জন্য যে, প্রেমিকদের প্রতি তার চাহনী এমন তরবারীর মত ছিল, যার মধ্যে রয়েছে এক উষ্ণতা।"

"যখন সে দূরে চলে যায়, প্রণয়াসক্ত ব্যক্তির মুখমন্ডল পীত বর্ণ ধারণ করে আর সূর্যও অস্ত যাবার কালে হলদে রঙের হয়।"

উমায়্যাহদের এ স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ে স্পেনে 'আরবী কবি-সাহিত্যিকদের পদচারণা রেকর্ড পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপন এবং সব কয়জন সম্পর্কে আলোচনা করা গবেষকদের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপারে হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের উঁচু স্তর থেকে শুরু করে নিম্নস্তর পর্যন্ত সকল জাতি, গোত্র, বর্ণ, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবী, কৃষক শ্রমিক, মজুর, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের অধিকাংশ ছিলেন কবি। তন্মধ্যে বেশ কিছু বিখ্যাত নামাবলী বিভিন্ন গ্রন্থ ও কাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন- ইয়াহ্য়া আল গায্াল,[৩] মু'মিন ইব্ন সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্য়া আল- ক্বালফাত, ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহী, আল- রামাদী। আল-শারীফ (আল-ত্বালীক্ব),[৪] ইব্ন ইয়া'ক্বূব আল-আ'মা, ইসমা'ঈল ইব্ন বাদর, আহ্মাদ ইব্ন ফারাজ, ইব্ন হানী,

---

১ প্রাগুক্ত, খ ৬, পৃ. ৪৭

২ প্রাগুক্ত।

৩ আল-গায্ালের পূর্ণ নাম ইয়াহ্য়া ইবন আল-হি্কাম আল-জিয়ানী ছিল। তিনি হিজরী ১৫৩ সালে কর্ডোভার জিয়ান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি সুন্দর ও রুচিশীল ছিলেন। তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের কারণে তিনি আল-গায্াল (হরিণ) নামে সকলের নিকট সুপরিচিত। তাঁকে স্পেনের একজন প্রথম সারির 'আরাবী কবি হিসেবে গন্য করা হয়। সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। হিজরী ২৫০ সালে এই স্বনামধন্য কবি ৯৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী, পৃ. ৩০৯)।

৪ আল-ত্বালীক এর পূর্ণ নাম ছিল আবূ 'আবদ আল-মালিক মারওয়ান ইবন 'আবদ আল-রাহ্মান ইবন মারওয়ান ইবন 'আবদ আল-রাহ্মান আল-নাসি্র। তিনি স্পেনের একজন উঁচুমানের 'আরবী কবি ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর পিতার এক ছোট্ট ক্রীতদাসী ছিল। এই দাসী ও কবি একই সাথে বড় হয়েছেন। ফলে উভয়ের হৃদয়ে পরস্পর প্রেমের সৃষ্টি হয়। একে অন্যকে দারুণ ভাবে ভালবাসতে লাগলেন। কোন এক সময় কবি তাঁর পিতাকে বিষয়টি অবিহিত করলে পিতা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের উভয়ের প্রেমে কঠোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন। এতে কবি পিতার উপর দারুণ ভাবে ক্ষেপে যান। তিনি স্বীয় প্রেমের প্রধান বাঁধা অপসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। একদা সুযোগ পেয়ে তিনি পিতাকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত করে দিলেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ষোল বছর। খালীফাহ হ্াজিব আল-মানসূ্র তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। ষোল বছর কারাবাস যাপনের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন এ জন্য তার নাম আল-ত্বালীক (মুক্ত) পড়ে যায়। পরবর্তী কালে তিনি সুধী সমাজে এ নামেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। মুক্তি লাভের পর কবি আরো ষোল বছর বেঁচে ছিলেন এবং হিজরী ৪০০ শতাব্দির কাছাকাছি কোন এক সময় মৃত্যুবরণ করেন। সংগীত ও কাব্যে তিনি স্পেনের একজন উচ্চাঙ্গিন

Dhaka University Institutional Repository

আহ·মাদ ইবন শুহায়দ, ইবন দাররাজ [১] প্রমুখ কবিদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ যুগে কবিদের উপর সমকালীন মহিলাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। কবিদের শানিত অনুভূতি এবং কাব্যের সুক্ষতা, লালিত্য ও সাবলিলতা সৃষ্টির পিছনে স্পেনীয় মহিলাদের অনুপ্রেরণাই ছিল মূল উপাদান। কাব্যের ভাষা ও উন্নত রচনাশৈলী, কাব্যিক ব্যঞ্জনার বিভিন্ন কলা-কৌশল ইত্যাদির উপরও তাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছিল। মহিলারা ছিল কবিদের সুরের উৎস- গানের কলি।

তৎকালীন স্পেনের কিছু মহিলারা একদিকে যেমন কবি হিসেবে বেশ খ্যাঁতি অর্জন করেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর সহজ-সরল শব্দ ও সুন্দর অর্থ প্রয়োগে উন্নতমানের কাব্য রচনা করেছিলেন। অপরদিকে তদ্রুপ তারা পাগল করা চিত্তাকর্ষক মধুর সূরে গান গেয়ে এবং কবিতা আবৃত্তি করে সমাজে গায়িকা হিসেবেও বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। স্পেনীয় কাব্যের রেঁনেসা ও ক্রমোন্নতিতে এসব মহিলাদের অংশ গ্রহণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য জড়ো হলে এদেরকে ঘিরে আমোদ-প্রমোদ ও রাত জেগে খুশ-গল্পের আসর জমে উঠতো। তাদের হৃদয়-হরা সঙ্গীত ও উদ্দম নৃত্যের তালে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকা সাধারণ মানুষের জন্য নিত্য-অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। গভর্ণর 'আবদ আল- রাহ·মান ইবন আল-হি·কাম এর বেশ কিছু দাসী এ ধরনের গায়িকা ও নর্তকী ছিল। তৎকালীন সঙ্গীত সম্রাট যি·রয়াব এদেরকে স্বীয় সূর ও গানের ত·লীম দিয়ে অতি সঙ্গীত পটিয়শী করে তুলেছিলেন। এদের মধ্যে 'ক·লাম' নাম্নী দাসীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য, কাব্য ও লালিত কলায় সে বেশ পারদর্শী ছিল। গভর্ণর 'আব্দ আল রাহ·মান ইবন আল- হি·কাম এর শাসনামলে 'যি·রইয়াব' ও 'কা·লাম' এরা দু'জনকেই প্রাচ্য থেকে আমদানী করা হয়েছিল। তারা উভয়ই অত্যন্ত সুসভ্য, মার্জিত ও সংস্কৃতি-মনা ছিলেন। 'তুরুব' নাম্নী আরো একজন দাসী গভর্ণর এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। 'আব্দ আল রাহ·মান ইবন আল- হি·কাম এর নিকট এদের সকলেরই বেশ কদর ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।[২]

তারা ছাড়া আরো বহু মহিলা সমকালীন স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও কলায় বেশ সুনাম অর্জন করে ছিলেন। তন্মধ্যে খালীফাহ আল হি·কাম আল-মুসতানসি·র এর লেখিকা 'লুবনা' এবং কবি আবূ আল-হু·সায়ন এর তনয়া হাস্‌সানাহ আল-তামীমিয়্যাহ'র নাম স্মরণ যোগ্য। মহিলা কবি 'হ·াস্‌সানাহ' তাঁর পিতার মৃত্যুর পর খালীফাহ'র কাছে সাহায্য চেয়ে তাঁর প্রশংসায় যে চমৎকার কবিতাটি রচনা করে ছিলেন নিম্নে এর কিছু চরণ উদ্ধৃত হলোঃ[৩]

أنت الأمام الذى انقاد الأنام له ✧✧ وملكته مقاليد النهى الأمم

لاشيء أخشى إذا ماكنت لى كنفا ✧✧ آوى إليه ولايعرونى العدم

لازلت بالعزة القعساء مرتديا ✧✧ حتى تذل إليك العرب والعجم

"আপনি এমন এক নেতৃত্ব, যার আনুগত্যতা গোটা বিশ্ববাসী স্বীকার করেছে এবং তাকে জাতীয় বিধি-নিষেধের চাঁবি কাঠি হিসেবে গণ্য করেছে।"

শিল্পী ছিলেন। তাঁর প্রণয়গীতি প্রেমিকের হৃদয়কে সম্মোহিত করে তুলতো। এমনি ভাবে প্রকৃতি ও মদের বর্ণনায়ও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী । তাঁর কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষার সন্নিবেশন ছিল অতি চমৎকার। সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁর কাব্য প্রতিভার ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন। (ইবন আল-আব্বার , আল-হু·ল্লাহ আল-সায়রা, খ ১, পৃ. ২২০)।

১ ইবন দাররাজ এর পূর্ণ নাম আবূ 'উমার আহ·মাদ ইবন মুহ·াম্মাদ ইবন দাররাজ। তিনি হিজরী ৩৪৭ সালে উত্তর-আফ্রিকার স·ানহাজাহ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি 'আরবী কাব্যচর্চা শুরু করেন। অতঃপর তিনি স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে গমন করে তথাকার কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। স্তুতিগাঁথা রচনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি স্পেনের 'আমিরী শাসকদের প্রশংসায় প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। হিজরী ৪২১ সালে কবি ইবন দাররাজ দানিয়াতে ইন্তেকাল করেন। (ইবন বাসসাম , আল-যাখীরাহ , খ ১, পৃ. ৫৯ ও তৎপরবর্তী)

২ প্রাগুক্ত , পৃ.- ১২৪

৩ আল- মাক্ক·ারী নাফহ· আল-ত·ীব। আল-মুত·বি'আহ আল- আয·হারিয়্যাহ আল-মিস·রিয়্যাহ , ১৩০২ হি.) খ ২, পৃ. ৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

"আপনি যখন রক্ষক হিসেবে আমার পাশে রয়েছেন, সুতরাং কোন বস্তুকে আমি ভয় করি না। তাঁর কাছে যেহেতু আমি আশ্রয় নিয়েছি। সুতরাং নিঃস্বতা ও অসহায়ত্ব আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।"

"বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ সম্মানের আত্ম-প্রাসাদে ধর্মত্যাগী হয়ে পদস্খলিত হয়নি। অবশেষে 'আরব অনারব নির্বিশেষে সকল আপনার নিকট পরাজিত ও নত হয়েছে।"

অনুরূপ আল-মানসূ·র ইবন আবূ 'আমির এর জনৈকা ক্রীত দাসী, যাকে আনাস আল-কু·লূব (চিত্তাকর্ষী) নামে ডাকা হতো- একজন উঁচু মানের গায়িকা ছিলেন। একদা কোন আনন্দানুষ্ঠানে তার কতিপয় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তিনি যে সঙ্গীত পরিবেশন করে ছিলেন, তা কিছুটা নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ[১]

قدم الليل عند سير النهار ✧✧ وبدا البدر مثل نصف السوار

فكأن النهار صفحة خد ✧✧ و كأن الظلام خط عذار

نظرى فد جنى على ذنوبا ✧✧ كيف مما جنته عينى اعتذار؟

"দিবসের যাত্রাবসানে রাতের আগমন ঘটেছে, আর অর্ধ বলয় (বালা) এর ন্যায় পর্ণিমার চাঁদও উদিত হয়েছে।"

"দিবস যেন কপোলের পার্শ্ব। আধার যেন বিনয়ের চিহ্ন।"

"আমার দৃষ্টি অপরাধ করে আমার উপর অত্যাচার করেছে। সুতরাং আমার চক্ষু যা পাপ করেছে, তার স্বপক্ষে কিভাবে যুক্তি প্রদর্শন করা যায়।"

এমনি ভাবে কর্ডোভার 'আইশাহ বিন্‌ত আহ·মাদও একজন নামকরা গায়িকা ছিলেন। তিনি বহু গান রচনা করেছেন। একদা আল-মুয·াফ্‌ফার ইব্‌ন আল-মানসূ·র ইব্‌ন আবূ 'আমির এর এক ছেলেকে তার সামনে দেখে তাকে সম্বোধন করে গেয়ে উঠলেনঃ[২]

أراك الله فيه ماتريد ✧✧ ولا برحت معاليه تزيد

فقد دلت مخايله على ما ✧✧ تؤمله وطالعه السعيد

و كيف يخيب شبل قد نمته ✧✧ إلى العليا ضرا غمة أسود

فأنتم آل عامر خير آل ✧✧ زكا الأبناء منكم والجدود

وليدكم لدى رأى كشيخ ✧✧ وشيخكم لدى حرب وليد

"তুমি কী চাও? সে ব্যাপারে আল্লাহ তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তার মহামান্য প্রভূ তাকে অতিরিক্ত হয়রানী করেননি।"

"সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি যা আশা করেছে এবং যা চর্চা করেছে, এটার উপর তার কল্প-বিলাস ইঙ্গিত করেছে।"

"ক্ষতিগ্রস্থতায় সিংহশাবক কিভাবে নিরাশ হতে পারে। অথচ কঠিন বিপদ-আপদ তাকে লালিত পালিত করে বড় করেছে।"

"তোমরা 'আমির পরিবারের অভিজাত বংশীয়। তোমাদের পূর্ব-পুরুষ ও অধঃস্তন প্রজন্ম ধনাঢ্য, পুজিপতি ও প্রাচুর্যের অধিকারী।"

---

১ প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ. ১৪৬-৪৭

২ প্রাগুক্ত , খ ২, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

"সিদ্ধান্ত ও সংকল্পে তোমাদের কিশোর ও তরুণ সন্তানেরা অভিজ্ঞ ও বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়, আর বয়ঃবৃদ্ধরা রণক্ষেত্রে যেন নব-তারুণ্যে সতেজ বালক।"

এ সকল মহিলা কবিদের মধ্যে মারয়াম বিনত আবূ ইয়া'কূ'ব আল-আনসারীও এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। খালীফাহ আল-মাহদীর পক্ষ থেকে কিছু ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ [১]

من ذا يجاريك فى قول وفى عمل ✧✧ وقد بدرت إلى فضل ولم تسل

مالى بشكر الذى نظمت فى عنقى ✧✧ من اللآلى وما أوليت من قبل

حليتنى بحلى أصبحت زاهية ✧✧ بها على كل أنثى من حلى عطل

لله أخلاقك الغر التى سقيت ✧✧ ماء الفرات فرقت رقة الغزل

أشبهت مروان من غارت بدائعه ✧✧ وأنجدت وغدت من أحسن المثل

من كان والده الغضب المهند لم ✧✧ يلد من النسل غير البيض والأسل

"কথা ও কাজে কে তোমার সমকক্ষ হতে পারে? হঠাৎ করে আমি তোমার দানে ভূষিত হলাম এবং আমাকে তুমি ভুলে যাও নি।"

"তুমি আমার গলায় দানের যে মালা এখন পরিয়ে দিলে, তাতে ইতিপূর্বে যা কিছু দান করেছো, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমার কোন দ্বিধা নেই।"

"তুমি আমাকে অলংকার পরিয়ে সুশোভিত করেছো। ফলে প্রতিটি গহনাবিহীন মহিলার উপর আমি গর্বিত।"

"সকল প্রশংসা আল্লাহর। (এ জন্য যে,) তোমার দূর্লভ মহান চারিত্রকে ফুরাত নদীর স্বচ্ছ, সুপেয় ও নির্মল আকণ্ঠ পানে পরিতুষ্ঠ করতঃ ছিনাল-ছিনালিপনা ও ফষ্টি-নষ্টির সার্বিক প্রবনতা দূর করে দেয়া হয়েছে।"

"মারওয়ানকে ঐ ব্যক্তির সাদৃশ্য করে দেয়া হয়েছে, যার উৎকর্ষতা তাকে আক্রমন করেছিল এবং উত্তম দৃষ্টান্ত দ্বারা তাকে সাহায্য ও আহার করিয়েছিল।"

"যার পিতা ছিল একজন অশ্লিল নিকৃষ্ট ভারতীয় ব্যক্তি, তার ঔরসে ডিম্বানু ও নল-খাগড়া ছাড়া কিছুই জন্মে নি।"

স্পেনীয় কাব্যের রেঁনেসা ও উন্নয়নে যে ভাবে মহিলাদের বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কবিদের মধ্যে সৃজনশীল মনোবৃত্তি উদগীরণে, তাদের সুপ্ত প্রতিভায় প্রাণ চাঞ্চল্য সঞ্চারণে এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা মূলক শিল্পোত্তীর্ণ কাব্য রচনায়ও তারা কবিদেরকে অনুরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

কাব্যিক প্রসার ও ক্রমোন্নতির সার্বিক উপাদানে ভরপুর তৎকালীন স্পেনীয় সমাজ ও পরিবেশ কবিতার ভাষা ও ছন্দে বেশ উর্বরতা, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দান করেছিল। সর্বোপরি কবিতার চমৎকার রচনাশৈলীর সাথে গণ-সম্পৃক্তি কাব্যকে মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রয়োগ করে তাদের প্রাত্যহিক আদান-প্রদানের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছিল। এতে স্পেনে এমন একদল কবির আবির্ভাব হলো, যারা অত্যন্ত সহজ ভাবে, কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই অনায়াসে তাৎক্ষণিক কবিতা বলতে সক্ষম ছিলেন। আর এটা তাদের কাব্যিক প্রতিভার এক বিশেষ দীপ্তমান বৈশিষ্ট্য ছিল।[২] এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচ্যের কবি 'মিহয়ার দায়লামী' এর একখানা

---

১ প্রাগুক্ত, খ় ২, পৃ. ২৭

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ ও আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ: মাত'াবি' বাহ'র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

খন্ড কবিতা জনৈক গভর্ণরের সম্মুখে আবৃত্তি করা হলে উপস্থিত শ্রোতামন্ডলির মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এর প্রশংসা করেন।[১] কবিতাটি ছিল নিম্নরূপঃ

وماذا عليهم لو أجابوا فسلموا ✧✧ وقد علموا أنى المشوق المتيم

سروا ونجوم الليل زهر طوالع ✧✧ على أنهم بالليل للناس أنجم

وأخفوا على تلك المطايا مسيرهم ✧✧ فنم عليهم فى الظلام التبسم

"তারা যদি অভিবাদনের জবাব দেয়, তবেই এরা তাদেরকে ছালাম করে। এটা কেমন ব্যবহার? অথচ তারা জানে আমি একজন পাগল পারা প্রেমিক।"

"তারা নিশি ভ্রমণ করেছে যখন রাতের নক্ষত্ররাজি এক উদিয়মান শুকতারা (সদৃশ) ছিল। অথচ তারা নিজেরাই মানুষের জন্য রাতের উদিত নক্ষত্র।"

"তারা ঐ বাহনের উপর চড়ে নিজেদের ভ্রমণকে গোপন রেখেছে। অথচ তাদের মুচকি হাসি অন্ধকারেও প্রকাশ পেয়েছে।"

উপরোক্ত কবিতা শুনে জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করে বললো, অনুরূপ কবিতা রচনা স্পেনীয় কবিদের পক্ষে সম্ভব নয়। কবি আবূ বাকর ইয়াহ·য়া ইবন হুযায়ল যিনি উক্ত মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, সাথে সাথে দাড়িয়ে যান এবং তাৎক্ষণিক ভাবে নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করতে লাগলেনঃ[২]

عرفت بعرف الريح أين تيمموا ✧✧ وأين استقل الظاعنون وخيموا

خليلى ردانى إلى جانب الحمى ✧✧ فلست إلى غير الحمى أتيمم

أبيت سمير الفرقدين كأنما ✧✧ وسادى قتاد أو ضجيعى أرقم

وأحور وسنان الجفون كأنه ✧✧ قضيب من الريحان لدن منعم

نظرت إلى أجفانه والى الهوى ✧✧ فأيقنت أنى لست منهن أسلم

كما أن إبراهيم أول نظرة ✧✧ رأى فى الدرارى أنه سوف يسقم

"ভ্রমণকারীরা কোথায় যেতে সংকল্প করেছে, কোথায় যাত্রা বিরতি করবে, কোথায় অবস্থান নেবে, কোথায় শিবির স্থাপন করবে? বাতাসের গন্ধে তা আমি টের পেয়েছি।"

"আমার বন্ধু আমাকে এক সংরক্ষিত এলাকায় নিক্ষেপ করেছে। প্রতিরোধ করা ছাড়া আমার কোন অভিপ্রায় বা গত্যন্তর নেই।"

"আমি ফারক·াদ নাম্নী নক্ষত্রদ্বয়ের সাথে খোশ-গল্প করে জাগ্রত অবস্থায় এমন ভাবে রাত কাটিয়েছি, যেন আমার বালিশ কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ডালি ছিল কিংবা আমার বিছানা যেন কন্টকাকীর্ণ ছিল।"

"চোখের পাতার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব খুবই স্বস্তিকর। পৃষ্ঠপোষকের কাছে তা যেন সুগন্ধিযুক্ত বৃক্ষের কর্তিত শাখা।"

"আমি তার চোখের তারা, প্রবৃত্তি ও অভিপ্রায়কে পর্যবেক্ষণ করেছি। ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি তাদের কাছ থেকে নিরাপদ নয়।"

"যে ভাবে হ·যর·রাত ইব্রাহীম (আ.) উজ্জল তারকার প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই অবলোকন করলেন যে, অচিরেই তিনি পীড়িত হচ্ছেন।"

---

১ আল-মাক্ক·ারী, নাফহ· আল-ত·ীব (মুত·ব·িআহ আল-সা·দাহ, ১৯৪৯খৃ.), খ ৪,পৃ. ১৪৯

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আ'ওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

স্পেনের এ ধরনের আরো বহু কাব্যিক উদাহরণ পাওয়া যায়, যা উমায়্যাহ খিলাফাতের স্বর্ণোজ্জল অধ্যায়ে 'আরবী কাব্যের উৎকর্ষতার বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আমরা মুসলিম স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাতের ছত্র ছায়ায় 'আরবী কবিতার প্রাচুর্য, ক্রমোন্নতি, সমৃদ্ধি এবং কবিতার রাচনাশৈলী খাঁটি বনেদী ধারা অতিক্রম করে সনাতন ও নতুন স্টাইল এর সমান্বিত রূপ পরিগ্রহের ইতিহাস নিয়ে উপরে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। এ যুগে 'আরবরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আনন্দ-উল্লাস ও প্রশান্তির উপাদানের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের 'আরবীয় প্রকৃতি ও কাঠামো বহাল রেখে কবিতার বর্ণনা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব, সুক্ষতা, সাবলিলতা ও মধুরতা আনয়নে অতি সচেষ্ট ছিলেন। এ সম্পর্কে ড: আব্দ আল-'আযীয· আল-'আওয়াদ বলেনঃ[১]

"أن هذا العهد كان جسرا عبره الشعر العربى من التقليد الخالص إلى التأثر بالبيئة ثم الانطباع التام بها"

''এ যুগটি যেন 'আরবী কবিতার খাঁটি বনেদী ধারার সাথে নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির যুগসূত্র স্থাপনে এক সেতু-বন্ধন ছিল।''

'আরবী কবিতা সনাতন রীতি অতিক্রম করে সুদূর স্পেনে উন্নতি ও অগ্রগতির প্রান্তসীমায় উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে এর আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে আছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, 'আরবরা যখন স্পেনের মত এক নতুন দেশে পদার্পণ করেন, তখন তারা তথাকার বিলাসী ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন পুরোপুরি উপভোগ করার মত তেমন কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারেননি। দীর্ঘদিন যাবত তাদের মনে স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও হৃদয়ের টান প্রজ্জলিত ছিল। তারা তাদের পূর্বতন মাতৃভূমি প্রাচ্যে নিজেদের ঘরবাড়ী, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সব কিছু ফেলে এসে এক ভিন্ন পরিবেশ ও নতুন এলাকায় উপনিবেশ পত্তন করতে শুরু করেছেন। এই হারানো অনুভূতি বহুকাল তাদের মধ্যে কার্যকর ছিল। ফলে প্রাচ্য ও প্রাচ্যবাসীর প্রতি গভীর অনুরাগের সম্পর্ক রক্ষায় তারা সদা সচেতন ছিলেন। কোন কোন সময় তাদের অভাবে মনে দুঃখ-বেদনাও অনুভূত হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ যখন পরিবর্তিত হতে লাগলো, 'আরবরাও তখন সেখানে নতুন জীবনধারা ও সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে উমায়্যাহ খিলাফাতের পৃষ্ঠপোষকতায় এক অনাবিল শান্তি ও 'আয়শী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। তথাপি তাদের মধ্যে স্বজাত্য বোধ, গোত্রপ্রীতি, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি অদমনীয় রিপুগুলো পূর্ণমাত্রায় স্বক্রীয় ছিল। সম্ভবতঃ এ কারণেই খালীফাহ হিশাম ইব্ন 'আব্দ আল-রাহ·মান স্পেনীয় খৃষ্টানদেরকে 'আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন।[২] এভাবে 'আরবী ভাষা ক্রমান্বয়ে স্পেনীয় ধরণীর আঙ্গিনায় নিজের জায়গা করে নিল। স্থানীয় 'আরবদের যেমন স্বীয় মাতৃভাষার সাথে গভীরতম সম্পর্ক ছিল, তদ্রুপ তথাকার অনারবী আদি বাসিন্দারাও আগ্রহ ভরে 'আরবী ভাষা চর্চার প্রতি দ্রুত পদে এগিয়ে আসলো। ফলে তথাকার 'আরবরা ভাষার ঐক্য, অবিমিশ্র রূপ ও বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি অতি যত্নশীল হয়ে পড়লেন। তাদের পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া সাহিত্য-উপাদান বিশেষ করে জাহিলী ও ইসলামী যুগের কাব্য ভান্ডার সংরক্ষণ ও সংগ্রহে গুরুত্ব সহকারে আত্ম-নিয়োগ করলেন। কারণ তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, এ কবিতা গুচ্ছ পবিত্র কু·রআনুল কারীম এবং হ·াদীছে নববীর কঠিন ও জটিল শব্দাবলীর সঠিক ব্যাখ্যার জন্য যেমন প্রামাণ্য দালীল, ঠিক তদ্রুপ এটা 'আরবদের শৌর্য-বীর্য, ফাখর-গৌরব, অভিজাত্য ও কৌলিন্য ইত্যাদির মৌলিক নিবন্ধকও বটে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে 'আরবী কাব্যচর্চার এক গণ-জোয়ার সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা তাদের ক্লাসে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিতা মুখস্ত করা নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ করে নিয়েছিল। তাছাড়া স্পেনীয় কবিরাও তাদের রচনাশৈলীতে 'আরবী কাব্যের সনাতন ধারা ও নিয়ম-পদ্ধতির প্রয়োগ নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নেন। সুতরাং তারা তাদের পূর্বসূরীদের বিষয়বস্তু তথা প্রশংসা, কুৎসা, গৌরব, হ·ামাসা (আবেগ, উত্তাপ), শোক,

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

২ কামিল কায়লানী, নায·ারাত ফী তারীখ আল-আদাব আল-আন্দালুসী (১৯২৪ খৃ.), পৃ. ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সন্ন্যাসধর্মী জীবন, সূ·ফিবাদ, উপদেশ ইত্যাদি বিষয়ের অবতারনা করে অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এসব বিষয়বস্তুতেও তারা প্রচুর ব্যাপকতা ও অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাছাড়া স্পেনীয় কবিরা অন্যান্য বিষয় তথা চিত্রধর্মী বর্ণনা, প্রেম-প্রণয়, সূরা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির উপর কবিতা রচনা করে কাব্যিক বিষয়বস্তুকে সম্প্রসারিত করেছেন। এ ব্যাপারে তারা বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং তাদের কাব্যে এর সুস্পষ্ট প্রভাবও প্রতিভাত হয়ে আছে। অধিকন্তু চিত্রধর্মী ও প্রণয় কাব্য এ যুগে স্পেনীয় কবিতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যও ছিল।[১]

উল্লেখ্য যে, এ সময় স্পেনে 'আরবী কবিতায় কিছু কিছু নতুন বিষয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল যা অন্য কোন কবিতায় পরিলক্ষিত হয়নি। যেমন- দেশাত্ব-বোধক কাব্য, বিভিন্ন শহর-বন্দর নিয়ে শোকগাথা, মুওয়াশ্শাহ·া, য·াজাল ইত্যাদি। এ জাতীয় কবিতা রচনা প্রধানতঃ স্পেনে উমায়্যাহ যুগের শেষ দিকে সূচিত হয়ে মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফ এবং মুরাবিত্ব·নদের যুগে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। সুতরাং আমরা স্পেনের সাহিত্য জগতে তিন ধরনের 'আরবী কবিতা লক্ষ্য করি, যেমন ঃ (১) সনাতন-ধর্মী কবিতা; (২) মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য-ধারা; (৩) য·াজাল গীতি।

সনাতনধর্মী কবিতার বিষয়বস্তু ঃ

প্রশংসা ও স্তুতি ঃ স্পেনীয় 'আরবী কবিতার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রশংসা বা স্তুতি কীর্তন। এ জাতীয় কবিতা রচনায় তারা সনাতনধর্মী ধারা ও পদ্ধতি পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ সময় তারা তাদের স্তুতি-ক·াসী·দাহ কে প্রাচ্যের প্রাচীন কবিদের ন্যায় প্রণয় সংক্রান্ত বর্ণনা দিয়ে কিংবা প্রিয়ার সাক্ষাৎ লাভের অভিপ্রায়ে তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের চিত্র তুলে ধরে শুরু করেছেন। ভ্রমণ বৃত্তান্তের আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবে যাত্রা পথের বিভিন্ন বিষয় তথা উঠ, ঘোড়া, প্রাসিদ্ধ স্থান ও লোকালয়, বিভিন্ন বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী ইত্যাদির বর্ণনা এসে যায়। কোন কোন সময় তারা তাদের প্রশংসা-গীতি মদের বর্ণনা কিংবা প্রকৃতির নৈশর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে সূচনা করেছেন। তবে এসব বর্ণনা তারা বেশ দীর্ঘায়িত করেন নি বরং ভূমিকা স্বরূপ সংক্ষিপ্তাকারে এর পরিসমাপ্তি টেনে মুল বিষয়বস্তু তথা প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ ব্যাপারে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"فقد حافظ المدح على الأسلوب القديم و كان الشعراء يعنون بالاستهلال وحسن التخلص، وربما جعلوا صدور مدائحهم وصفا للخمر أو للطبيعة أو للبلد الذى نشأ فيه الشاعر أو للمرأة اتى أحبها، وقلما شذ بعضهم عن هذا السبيل، كما وصفوا الفلاة والناقة والجواد ووقفوا على الديار والأطلال ولكنهم لم يطيلوا وصفهم هذا ويستفيضوا به"

"প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনে স্পেনীয় স্তুতি-কাব্য প্রণীত হলেও কবিগণ তাতে চমৎকার অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। এসব কাব্যে কবিরা যেমন ডোবা, জলাশয়, উঠ, ঘোড়া ইত্যাদির বর্ণনা দিতেন এবং প্রিয়ার বাস্তু-ভিটা ও এর ধ্বংসাবশেষে দাড়াতেন, ঠিক তদ্রুপ মদ কিংবা প্রকৃতি অথবা যে শহরে কবি বা তার প্রেয়সী বেড়ে উঠেছেন— তার বর্ণনা দিয়ে অধিকাংশ সময় তাদের স্তুতি-কাব্যের সূচনা করতেন। খুব কম সংখ্যক কবি এ পদ্ধতির ব্যতিক্রম করেছেন। কিন্তু তারা এ জাতীয় বর্ণনা দীর্ঘায়িত না করে চমৎকার ভাবে কাব্যকে এর দ্বারা সিক্ত করেছেন।"

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযী·য ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আ'ওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি· বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৩০

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী; ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ জাতীয় কাব্যে কারো গুণাগুণ বর্ণনায় কবিরা সর্বক্ষেত্রে অতিরঞ্জন, অস্বাভাবিক বাহুল্যতা, হীন তোষামোদ ও চাটুকারিতা বর্জন করে কেবল প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে যে সব গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলিই যেমন- স্নেহ-মমতা, দয়া-করুণা, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব-সাহসিকতা, উত্তম স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি বিষয় সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। [১]

তাদের মাদ্‌হ কাব্যের বুনিয়াদ অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতে তারা কোন জটিল শব্দ ব্যবহার করেননি। অর্থের গভীরতা, বাচনভঙ্গির পরিপক্কতা ও বর্ণনার চমৎকারিত্বে তাদের এ জাতীয় কাব্য ছিল সদা ভাস্বর। তারা কোন প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়ে সর্বপ্রকার বাহুল্যতা ও অতিরঞ্জন পরিহার করতঃ সঠিক ও বাস্তব প্রশংসা উপস্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারে কেবল কবি ইব্‌ন হানী (মৃ. ৯৭৩ খৃ.) ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর প্রশংসা গীতিতে সমসাময়িক 'আব্বাসীয় কবি আল-মুতানাব্বীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জটিল, অপ্রচলিত, সহজবোধ্য নয়— এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রচুর এবং অযথা বাহুল্য প্রশংসায় সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"ولم يغرقوا في استعمال الغريب إلا ما كان من ابن هانئ فقد تعمد الغريب وأكثر المغالاة محاولا تقليد المتنبي"

"একমাত্র ইব্‌ন হানী ব্যতিত কোন কবি অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারে নিমগ্ন হন নি। তিনি মুতানাব্বীকে অনুসরণ করতঃ অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার এবং অধিক বাহুল্যতার আশ্রয় নিয়েছিলেন।"

স্পেনীয় কবিরা তাঁদের অধিকাংশ স্তুতি-কাব্যে সাধারণতঃ রাজা-বাদশাহ, খালীফাহ-আমীর, সেনাপতি, বিচারপতি প্রমূখ অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করেছেন নির্বিবাদে। তাদের সফল সমর-কৌশল, জনহিতকর কর্ম-তৎপরতা, শত্রু-নিধনে পারদর্শিতা, সেনা-বিন্যাসে নিপুণতা, বীরত্ব-সাহসিকতা, শৌর্য-বীর্য ইত্যাদির চটকদার আলোচনা করতঃ সুরের ঝংকারে তাদের জয়গান গাইতেন। এসব কাব্যে তাদের বিজয় ও সফলতাকে আর্শিবাদ হিসেবে উপস্থাপন করতঃ তাদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা, কৌলিন্য ও অভিজাত্য বোধ, শত্রুদের ঘ্যান-ঘ্যানানী স্তব্দ করার অমিয় তেজ এবং দেশ প্রতিরক্ষার মরণ-পণ মন্ত্রনা জাগিয়ে তুলতেন।[৩]

প্রশংসা-গীতি রচনায় বনূ উমায়্যাহদের মধ্যে বহু কবি প্রাসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তাদের কিছু প্রশংসা-গীতি উদ্ধৃত হলো।

যেমন কবি ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হি্‌কাম আল-গায্‌যাল জেলে থাকাবস্থায় গভর্ণর 'আব্‌দ আল-রাহ্‌মান ইব্‌ন হি্‌কাম ইব্‌ন হিশাম এর স্তুতি কীর্তন করে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রণয়মূলক বর্ণনার দ্বারা কবিতাটির সূচনা করা হয় এভাবেঃ [৪]

بعض تصابيك على زينب ✧✧ لاخير في الصبوة للأشيب

أبعد خمسين تقضيتها ✧✧ وافية تصبو إلى الربرب

كل رداح الردف خمصانة ✧✧ كالمهرة الضامر لم تركب

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ ঃ মাত্‌বি' বাহ্‌র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৩৪

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী; ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১১৪

৩ ড: 'আবদ আল-'আযীয ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ ঃ মাত্‌বি' বাহ্‌র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৩৪-৩৫

৪ ইবন দিহ্‌ইয়া আল-কালবী, আল-মুত্‌রিব ফী আশ্‌'আর আহল আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: মুস্তাফা 'আউয আল-কারীম (আল-খার্তুম : মুত্‌বি'আহ মিস্‌র, ১৯৫৪খৃ.), পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

"য·ায়নাবের প্রতি তোমার কিঞ্চিৎ আসক্তি ও ভালবাসা রয়েছে। বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ার প্রেমে কোন কল্যাণ নেই।"

"বয়স পূর্ণ পঞ্চাশের কোঠা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তুমি কি একদল বন্য নীল গাভীর (সুন্দরী যুবতী) প্রতি গভীর অনুরাগে ঝুকে পড়লে?"

"দূর্বল ঘোড়ার ছানার উপর আরোহন করা যেমন দুষ্কর, ঠিক তদ্রুপ পিছনের সিটে আরোহনের সকল অস্বাচ্ছন্দ্য ও বিরক্তি শুকনো ও হাড্ডিসার বাহনে নিহীত রয়েছে।"

উপরোক্ত চমৎকার সূচনার পর কবি গভর্ণর 'আবদ আল-রাহ·মান এর এক অনুপম প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়। যেমন কবি বলেনঃ

من مبلغ عنى إمام الهدى ✧✧ الوارث المجد أبا عن أب

أنى إذا أطنب مداحه ✧✧ قصدت فى القول فلم أطنب

لا فك عنى الله إن لم تكن ✧✧ أذكرتنا من عمر الطيب

وأصبح المشرق من شوقه ✧✧ إليك قد حن إلى المغرب

منبره يهتف من وجده ✧✧ إليك بالسهل وبالمرحب

أطربه الوقت الذى قد دنا ✧✧ وكان من قبلك لم يطرب

هفا به الوجد فلو منبر ✧✧ طار لوافى خطفة الكوكب

إلى جميل الوجه ذى هيبة ✧✧ ليست لحامى الغابة المغضب

لايمكن الناظر من رؤية ✧✧ إلا التماح الخائف المذنب

"আমার পক্ষ থেকে এক আদর্শ নেতার কাছে কে বার্তা পৌছিয়ে দিবে? বংশ পরম্পরায় যিনি একজন সম্মানিত উত্তরাধিকারী।"

"যখন আমি তার প্রশংসা বাড়িয়ে করি, তখন অত্যুক্তি না করে কথায় সংযমী হই।"

"পূতঃ পবিত্র জীবন সম্পর্কে আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে না দিলেও আল্লাহ আমার থেকে দূরে কিংবা পৃথক নন।"

"প্রাচ্য তোমার অনুরাগে পাশ্চাত্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে।"

"তার মঞ্চ ও প্রচারবেদী তোমার ভালবাসায় বিনয়ের ঘোষণা দিচ্ছে। স্বাগত ও অভিবাদন জানাচ্ছে।"

"আসন্ন সময় (যে সময়টি নিকটবর্তী হয়েছে) তাকে প্রচুর আহলাদিত করেছে। কিন্তু তোমার পূর্বে সে আহলাদিত হয়নি।"

"প্রেম তার সাথে অন্যায় করেছে। নক্ষত্রের ছিনিয়ে নেয়ার মত মিম্বর যদি এর সংশোধনী উড়িয়ে নিত।"

"এমন সমীহ যোগ্য সুন্দর চেহারার নিকট, যিনি অকল্যাণকর বন-বাদাড় সংরক্ষণকারী নন।"

"ভীত অপরাধীর চাহনী ছাড়া দৃষ্টিপাতকারীর দর্শনে কিছু প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব হবে না।"

উক্ত কাব্যের পর্যালোচনায় ইবন দিহ·য়াহ বলেন-[১]

"كنا نعجب بقول البحترى ونستغرب به فى قوله :

---

১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما ✧✧ في وسعه لسعى إليك المنبر

حتى رأينا قول الغزال- يعني قوله في البيت السابق :

هفا به الوجد فلو منبر ✧✧ طار لوافى خطفة الكوكب

وعلمنا أنه سبق إليه بزمان"

আমরা বুহতারীর একটি কবিতায় অবাক ও বিস্মিত হই, এজন্য যে, "فلو ان مشتاقا تكلف فوق ما" الخ এ কবিতার হুবহু ভাব ও অর্থ আল গায়াল এর উল্লেখিত কবিতা "هفا به الوجد فلو منبر" এর মধ্যে লক্ষ্য করি। অথচ আল-গায়াল বুহতারীর বহু পূর্বের একজন কবি ছিলেন।

অনুরূপভাবে স্পেনীয় কবি আহমাদ ইবন দাররাজ তাঁর দুই বন্ধু বলানসিয়ার অধিবাসী মুবারাক ও মুযাফফার এর স্তুতি কীর্তন করে প্রশংসা-গীতি রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[১]

أنورك أم أوقدت بالليل نارك ✧✧ لباغ قراك أو لباغ جوارك؟

ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق ✧✧ حداه دعائي أن يجود ديارك

وطيفك أسرى فاستثار تشوقي ✧✧ إلى العهد أم شوقي إليك استثارك؟

وطرة صبح أم جبينك سافرا ✧✧ أعرت الصباح نوره أم أعارك؟

"রাতের বেলা এটা তোমার নিজস্ব জ্যোতি ছিল, নাকি তোমার অনল প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল ? যা দেখে তোমার আগুন্তক অতিথি অথবা প্রতিবেশী তোমার প্রত্যাশী হয়েছে।"

"তোমার মুখমন্ডল ও অবয়ব খুবই উজ্জ্বল নাকি এটা কোন বিদ্যুতের ঝলক? তোমার নিবাস উন্নত করতে আমার আহবান তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।"

"তোমার অপচ্ছায়া নিশিবেলা ভ্রমণ করেছে। ফলে আমার অনুরাগ প্রতিশ্রুতিকে প্রাধান্য দিয়েছে কিংবা তোমার প্রতি আমার ভালবাসা তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।"

"ভোরের মনোগ্রাম কিংবা তোমার ললাট ভ্রাম্যমান অবস্থায় ভোরের কিরণ অথবা তোমাকে কলংকিত করেছে।"

তিনি আরো বলেনঃ[২]

وكيف رضيت الليل ملبس طارق ✧✧ وما ذر قرن الشمس إلا استنارك

وكم دون رحلي من قصور مشيدة ✧✧ تحرم من قرب المزار مزارك

وأرضي سيول من خيول (مظفر) ✧✧ وليلي نجوم من سماء (مبارك)

بحيث وجدت الأمن يهتف للمنى ✧✧ هلمي إلى عينين جاد اسرارك

هلمي إلى بحرين قد مرج الندى ✧✧ عبابيهما لا يسأمان انتظارك

هلمي إلى سيفين واحد واحد ✧✧ يجيران من صرف الحوادث جارك

شريكان في صدق المنى وكلاهما ✧✧ إذ بارز الأقران غير مشارك

১ দীওয়ান ইবন দাররাজ, সম্পা. মাহমুদ 'আলী মাক্কী (১৯৬১ খৃ.), পৃ. ১০১

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ويهنيك يادار الخلافة منهما ✧✧ هلالان لاحا يرفعان منارك

"নৈশ-পর্যটক এর পোষাক পরিধানে কিভাবে রাত রাজি হলো? আর সূর্যের প্রান্তরশ্মি কেবল তোমাকেই আলোকিত করেছে।"

"নির্মিত প্রাসাদ থেকে আমার বাহন ব্যতিত কত যে প্রস্থান করেছে। সমাধির সন্নিকটে তোমার সমাধিকে সম্মান করা হয়।"

"বন্যা ও ঢল মুয·াফফারের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমার রাত্রিতে আকাশের নক্ষত্র হচ্ছে মুবারাক।"

"আমি এমন নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করেছি, যা অভিলাষ গুলোকে ডেকে বলছে, এমন দুটি ঝর্ণায় এসে পড়ো, যা তোমার ভাগ্য রেখাকে উন্নত ও সুপ্রসন্ন করবে।"

"এমন দুটি সমুদ্রে এগিয়ে আস ,যাদের প্রবাহে বদান্যতা সম্পৃক্ত রয়েছে। তোমার অপেক্ষায় তারা ক্লান্ত হবে না।"

"এমন দুটি সমতীক্ষ্ণ তরবারীর দিকে এগিয়ে আস, যা কালচক্রের আবহ পট পরিবর্তনে তোমার প্রতিবেশীকে আশ্রয় দেয়।"

"আশা পূরণে তারা পরস্পর অংশীদার। কিন্তু সমসাময়িকদের সাথে যখন পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের অংশীদার নয় ।"

"ওহে (সাম্রাজ্যের) রাজধানী! তারা উভয় তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, তারা এমন সমুজ্জল উদিত নব-চন্দ্র যুগল, যারা তোমার মিনারাকে সুউচ্চ ও উন্নত করবে।"

হিজা বা ব্যঙ্গ ঃ স্পেনীয় কাব্যের অন্যতম বিষয়বস্তু হচ্ছে হিজা বা ব্যঙ্গ কবিতা। তবে এই বিষয়বস্তুর উপর এতবেশী কবিতা রচিত হয়নি। খুব কম সংখ্যক স্পেনীয় কবি হিজা কাব্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[১]

"أما الهجاء فلم تقم له سوق رائجة فى الأندلس، ولا سيما الهجاء السياسى، لقلة الأحزاب السياسية– وقد ظهر فى عهد الأمراء هجاء بين المضرية واليمانية ولكن لم يحفظ لنا منه شيء جدير بالاهتمام"

"নিন্দাসূচক কবিতার আসর তৎকালীন স্পেনে তেমন সরগরম ছিল না। বিশেষ করে রাজনৈতিক নিন্দাবাদ সূচক কাব্য রচনার প্রচলন সেখানে ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ সমকালীন স্পেনে রাজনৈতিক দলাদলি খুবই কম ছিল, আমীর-উমারাদের যুগে মুদ·ারী ও ইয়ামানীদের মধ্যে এটা প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। তবে এসব কাব্যের তেমন কিছু আমাদের নিকট গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষিত নেই।"

স্পেনের কতিপয় কবি তাদের সাথে ফরাসীদের যুদ্ধ বাঁধলে এবং বারবারদের সাথে সম্পর্কের তিক্ততা প্রকট আকার ধারণ করলে এদের কুৎসায় কিছু কাব্য রচনা করেন। তবে এ গুলোর উদ্দেশ্যে ছিল অর্থ উপার্জন ও হাসি-কৌতুক করা। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ[২]

---

১ ড; জাওদাত আল-রিকাবী; ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কা·য়রো ঃ দার আল- মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১১৫

২ প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

"فلم يكن هناك هجاء سياسى بالمعنى المعروف عند المشارقة كالدفاع عن العرب وذم الشعوبية، لأن الشعوبية لم يكن لها شأن فى الأندلس – وهذا الهجاء العابث كان مشحونا بالإقذاع والفحش"

"প্রাচ্যে যে অর্থে রাজনৈতিক হিজা কবিতা পরিচিত ছিল- যেমন বিরোধী পক্ষের প্রতিরোধ, গোত্রীয় কূৎসা ইত্যাদি, স্পেনীয় রাজনৈতিক হিজা তদ্রুপ ছিল না, কারণ সেখানে স্বজাত্যবোধ তেমন কার্যকর ছিলনা। আর এসব বিদ্রুপাত্মক হিজাকাব্য গালি-গালাজ ও অশ্লিলতায় ছিল টই-টুম্বুর।"

এ বিষয়ে আমরা হিজরী পঞ্চম শতাব্দির একজন খ্যাতনামা কবি আবু বাকর আল-মাখযূ·মী আল-আ'মী এর কতিপয় হিজা কাব্যের নমুনা উপস্থাপন করছি।

গ্রানাডার একজন মহিলা কবি নায·হুন বিনত আল-কিলা'ঈর সাথে কবির কিছু কাব্যিক ঠাট্টা-বিদ্রুপ হয়েছিল, যা অশ্লিলতায় ছিল ভরপুর, যেমন কবি আবূ বাকর আল মাখযূ·মী বলেনঃ[১]

على وجه نزهون من الحسن مسحة ✧✧ وتحت الثياب العار لو كان باديا

قواصد نزهون توارك غيرها ✧✧ ومن قصد البحر استقل السواقيا

"নায·হুন এর চেহারার একমাত্র সৌন্দর্য হলো শোকবস্ত্র ও অনুশোচনা। আর কাপড়ের নীচে রয়েছে সতীত্ব হীনতার কলংক ও দুর্নাম, যদি তা দৃশ্যমান হতো।"

"অন্যের নিতম্বে ঠেস দেয়াই হচ্ছে নায·হুনের সকল অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি সাগর লাভের সংকল্প করলো, সে যেন ছোট ছোট ঝর্নাগুলোকে হতাদর ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলো।"

মহিলা কবি নায·হুন এর জবাবে কবি আল-মাখযূ·মী কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

إن كان ما قلت حقا ✧✧ من بعد عهد كريم

فصار ذكرى ذميما ✧✧ يعزى إلى كل لوم

وصرت أقبح شيء ✧✧ فى صورة المخزومى

"আপনি যা বললেন তা এক উদার প্রতিশ্রুতির পরও যদি সত্য হয়, তবে আমার আলোচনা ও স্মৃতিচারণ এমন কলংকিত হলো, যাকে সার্বিক তিরস্কার ও নিন্দায় অভিযুক্ত করা হচ্ছে। আর আমি কবি আল-মাখযূমীর দৃষ্টিতে অধিকতর কুৎসিত ও ঘৃন্য বস্তুতে পরিণত হয়েছি।"

প্রাচ্যে এ বিষয়ে কবিতা চর্চা বল্গাহীনভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। হিজা কাব্য ও কবির কোন অভাব ছিল না। কিন্তু স্পেনে এ বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট পরিধির ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল। গুটি কয়েক কবি যৎসামান্য হিজা কাব্য রচনা করেন। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"وعلى الجملة فان الشعراء الذين مارسوا هذا الغرض لم يبلغوا فيه شأن المشارقة"

"মোটকথা 'আরবী কাব্যের এ শাখায় স্পেনীয় কবিরা প্রাচ্যের 'আরবী কবিদেরকে অতিক্রম করতে পারেন নি এবং তাঁদের সমকক্ষতায় কোন মৌলিকত্ব প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছেন।"

সম্ভবতঃ স্পেনের সুন্দর পরিবেশ ও প্রকৃতি, আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, বিলাস-ভৈবব ইত্যাদি স্পেনীয় জীবন-ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে মানুষের যে আত্মিক বিকাশ ঘটিয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে তথাকার জনগণের স্বভাব ও মেজাজে বন্ধু-বাৎসল্যতা, প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতি,সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাগুণ আখড়া

---

১ প্রাগুক্ত: ১১৬

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বানিয়ে নিয়েছিল। ফলে সেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, নিন্দা ইত্যাদির উপাদান ছিল অনুপস্থিত। স্পেনের জনগণ এ সুখকর জীবন উপভোগ করার প্রতি দারুণ ভাবে ঝুকে পড়ে। এর চাকচিক্য ও জাকজমক তাদেরকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। চারপাশের সবুজে ঘেরা শষ্য-শ্যামল আর পুষ্প-কাননের সুগন্ধে মাতোয়ারা উর্বর পরিবেশে তারা ছিল আত্ম-হারা। বৃক্ষ তরুলতা আর বন-বনানীর ছায়াঘেরা অপরূপ দৃশ্যে তারা ছিল সম্মোহিত। খাল-বিল, নদ-নদী আর ঝর্ণা ধারার সলিলা কণ্ঠে কলকল ধ্বনি শুনে তারা ছিল আবেগাচ্ছন্ন। আর এসব কারণেই তাদের পক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং নিন্দা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এই উদ্বেগহীন কষ্টশুন্য স্বাচ্ছন্দের জীবন যেন তাদের মনে-প্রাণে এক অনাবিল প্রশান্তি, আহলাদ ও স্বচ্ছতা বয়ে এনেছিল। মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য তাদের অন্তরে স্বাভাবিক ভাবে সুন্দর প্রীতি ও নির্মল প্রেম-ভালবাসার বীজ উদগত করেছিল।[১]

কিন্তু তাদের অন্তরে ওঁৎপেতে থাকা কু-রিপুর তাড়নায় কোন কবি যদি হিজা কাব্য রচনায় অতি উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসেন, তবে তা নিতান্ত প্রয়োজনে, নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সীমিত পরিসরে রচিত হয়েছে। তাদের অধিকাংশ হিজা কাব্যে মাত্রাতিরিক্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও উত্তপ্ততা পরিলক্ষিত হলেও প্রায় সকল কাব্যে অযথা বাড়াবাড়ি, প্রতিপক্ষকে বাক্যাহত করার ব্যাপারে নগ্ন সমালোচনা ও মিথ্যা অতিরঞ্জন পরিহার করেছেন। সুতরাং স্পেনীয় কবিরা সাধারণত নিজেদের ধারণা অনুযায়ী যিনি নিন্দা-বিদ্রুপের উপযোগী, জাতপদ নির্বিচারে তাদের কুৎসা বর্ণনা করেছেন অবলীলায়। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিচারপতি, আইনজ্ঞ কেউই তাদের কুৎসা থেকে বাদ পড়েন নি। তবে এসব কিছুই ছিল অত্যন্ত সীমিত ও সংকোচিত পরিসরে ব্যাপ্ত।[২]

স্পেনের সাহিত্য অঙ্গনে এ সকল সীমিত হিজা কবিতার মধ্যে গভর্ণর মুহ·াম্মাদ ইব্ন 'আব্দ আল-রাহ·মান ইব্ন আল-হি·কাম এর ছেলে ক·াসিম ইব্ন মুহ·াম্মাদ এর রচিত কাব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি তার ভ্রাতা 'উছমান ইব্ন মুহ·াম্মাদ এর প্রাসাদে গিয়ে পানি পান করতে চাইলে তার ভৃত্য কোন কারণে তাকে পানি দিতে বিলম্ব করে। ক·াসিম এটা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলে উঠলেনঃ [৩]

يا أخت كندة جافى شرب عثمان ✧✧ وأزمعى لبنى أود بهجران

ياأخت كندة سيرى سير ساخطة ✧✧ كى تنتوى منتوى غضبى وغضبان

الماء فى دار عثمان له ثمن ✧✧ والخبز فيه له شأن من الشان

عثمان يعلم أن الحمد ذو ثمن ✧✧ لكنه يشتهى حمدا بمجان

والناس أكيس من ان يحمدوا رجلا ✧✧ حتى يروا عنده أثار احسان

"হে কিন্দার সহোদরা! 'উছমানের পানীয় অবজ্ঞা ভরে এড়িয়ে চলো এবং বনূ আওদ এর প্রতি দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হও।"

"হে কিন্দার বোন! এমন অসন্তুষ্ট ও গোস্বা ভরে প্রস্থান করো, যেন তা রাগের কারণ ও রাগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে যায়।"

"'উছমানের গৃহে পানির চড়া মূল্য রয়েছে। আর রুটির ও রয়েছে তথায় বেশ গুরুত্ব ও মর্যাদা।"

"'উছমান এ কথা জানেন যে, প্রশংসা বহু মূল্যবান। কিন্তু তিনি বিনা মূল্যে প্রশংসা ক্রয়ে আগ্রহী।"

"কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা থেকেও মানুষ নিজে অধিকতর উত্তম ও সুশ্রী। এমন কি তারা তার উপর অবদানের প্রচুর নিদর্শনাবলী লক্ষ্য করে।"

---

১ ড; 'আবদ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৩৯

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-৪০

৩ ইবন আল-আব্বার, আল-হু·ল্লাহ আল-সায়রা, সম্পা.- ড: হু·সায়ন মু'নিস (১৯৬৩ খৃ), খ১, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেনঃ[১]

اغسل يديك بأشنان وأنقهما ✧✧ غسل الجنابة من معروف عثمان

واسلح على كل عثمان مررت به ✧✧ إلا الخليفة عثمان بن عفان

"জানাবাতের গোসলে সাবানের বিকল্প 'আশনান' লতা দিয়ে তোমার দু'হাত ভাল করে ধুয়ে নাও। 'উছমানের অনুগ্রহ ও কল্যাণ থেকে তা অধিক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।"

"খালিফাহ 'উছমান ইবন 'আফফান ব্যতিত এমন প্রতিটি 'উছমানের বিরোদ্ধে অস্ত্র ধারণ করো, চলার পথে যাকে তুমি অতিক্রম করবে।"

অনুরূপ তাবে বাজ্জানী নামে পরিচিত কবি মুহাম্মাদ ইবন মাস'উদ হিজা কাব্য রচনায় বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করার কারণে খালীফাহ মানসূর ইবন আবূ 'আমির তাকে বন্দী করে জেলে পাঠিয়ে ছিলেন। জেলখানায় তার প্রকোষ্ঠে অন্য আরেকজন সাথী ছিল। তিনি তার নিন্দায় নিম্নের কবিতাটি রচনা করেছিলেনঃ[২]

ولى جليس قربه منى ✧✧ بعد الأماني كلها عنى

قد قذيت من لحظه مقلتي ✧✧ وقرحت من لفظه أذني

نادمني في السجن من قربه ✧✧ أشد في السجن من السجن

لو أن خلقا كان ضدا له ✧✧ زاد على يوسف في الحسن

إذا اشتهى قطعى في حجة ✧✧ سلط إبطيه على ذهني

كأنه يجلس من ذا وذا ✧✧ بين كنيفين من النتن

"আমার এক সহচর, যাকে আমার নিকটবর্তী করা হয়েছে। সে আমার সকল আশা-আকাংখাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে।"

"তার চাহনীতে আমার চোখের ভিতর খড়কুটা পড়েছে। তার কথা ও আওয়াজে আমার কান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।"

"জেল খানায় অতি কাছাকাছি থেকে সে আমার সাথে আড্ডা দিয়েছে। জেলের আভ্যন্তরীণ বন্দীদশা থেকেও তা (আমার নিকট) অধিক কঠিন ও কষ্টকর ছিল।"

"তার স্বভাব ও চরিত্র যদি এর বিপরীত হতো। তাহলে সে সৌন্দর্যে ইউসুফ (আঃ) কেও হার মানিয়ে ছাড়তো।"

"সে ঝগড়া বিবাদের সময় আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে যখন আগ্রহী হয়, তখন সে তার উভয় বগল আমার অভিরুচি ও মানসের উপর চাপিয়ে দেয়।"

"তিনি যেন বসে আছেন এমন— এমন পচিত, গলিত এক ব্যক্তির পরিবেষ্টনে।"

দর্শন ঃ ব্যঙ্গ ও হিজার ন্যায় স্পেনীয় কাব্যে দর্শন এর অভাব সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। কারণ চিন্তা ও গবেষণার জাগতে কবিরা তেমন মনোযোগ দিতে পারেন নি। ফলে তাদের দার্শনিক চিন্তাধারা একেবারে সাদাসিধে ও হাল্কা ধরনের ছিল বলে প্রতিভাত হয়। তাতে কোন গভীরতার ছাপ নেই বললেই চলে। উপরন্তু স্পেনে 'আরবদের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সভ্যতার উন্মেষ কিছুটা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দর্শন- শাস্ত্র যেখানে

---

১ প্রাগুক্ত।

২ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহাসিন আহল আল-জাযীরাহ (কায়রো ঃ মুত-বি'আহ লাজনাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশর, ১৯৪৫ খৃ.), খ ২, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশ লাভ করতে পারেনি বরং মুরাবিতূ়ন ও মুওয়াহ়হি়দূনদের যুগে হিজরী পঞ্চম শতাব্দির শেষ পর্যন্ত স্পেনে দর্শন শাস্ত্রের আত্ম-প্রকাশ বহুলাংশে পিছিয়ে ছিল। এ যুগকে সাধারণতঃ দর্শনশাস্ত্র, গ্রন্থ সংকলন ও প্রণয়নের রেঁনেসা যুগ বলা যায়। বিখ্যাত দার্শনিক ইবন বাজা, ইবন রুশদ, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হ়াই ইবন ইয়াক়য়া়ন'[১] এর প্রণেতা ইবন তু়ফায়ল, ইবন মায়মুন এবং কালজয়ী লিখক 'ইবন খাক়ান', ইবন বাশকুয়াল, আল-ইদ্রীসী, ইবন যু়বায়র, ইবন বাসসাম প্রমুখ মনীষীদের ঐতিহাসিক আবির্ভাব এ যুগেই ঘটেছিল। ইতিপূর্বে গভর্ণর 'ইবন হ়ায়ম' এর মত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব না ঘটলে এ যুগে স্পেনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন একেবারে স্থবির হয়ে পড়তো।[২]

স্পেনে দর্শন শাস্ত্রের উত্থান এতটা পিছিয়ে পড়া, এর গতি এতটা শ্লথ ও মন্থর হয়ে যাওয়া এবং এর চর্চা এক বিশেষ শ্রেণীর কিঞ্চিৎ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবার পশ্চাতে সমকালীন রাজা-বাদশাহদের উপর ফাক়ীহ ও ধর্মীয় আইনজ্ঞদের দূর্দান্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অনেকাংশে দায়ী। এ সম্পর্কে 'ড: জাওদাত আল-রিকাবী' বলেনঃ[৩]

"فإنهم ضيقوا حرية التفكير، وكفروا كل متفلسف وأفتوا بنفيه وإحراق كتبه، وكانت العامة تجارى أهواء الفقهاء فيضطر السلطان تجاه ثوراتهم إلى استرضائهم بإتلاف كتب الفلاسفة كما فعل الحاجب المنصور"

''তারা (ফাক়ীহগণ) চিন্তার স্বাধিনতা সংকোচিত করে দিয়েছেন। সকল দার্শনিকদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত এবং তাদের সকল গ্রন্থাবলী পুড়িয়ে ফেলার ফতোয়া দিয়েছেন। প্রজা সাধারণ ফাক়ীহদের সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত হতো। খালীফাহ আল-হ়াজিব আল-মানসূ়র দর্শনশাস্ত্রের বহুমূল্যবান গ্রন্থ যেমন নষ্ট করে দিয়েছিলেন, তদ্রুপ ফাক়ীহদের মনঃতুষ্টি এবং তাদের আন্দোলনমূখী মনোভাব দমানোর উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত দার্শনিকদের শাস্তি প্রদান ও তাদের দর্শন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী নষ্ট করতে সুলতানগণও বাধ্য হয়েছিলেন।''

অনুরূপ ভাবে সেভিলের তৎকালিন গভর্ণর দার্শনিক কবি ইবন হানীকে শহর থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। স্পেনীয় কবিদের মধ্যে ইবন হানীর কাব্যে দর্শনের প্রতিফলন সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি 'আব্বাসীয় যুগের বিখ্যাত দার্শনিক কবি আল-মতানাব্বীকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে ইবন হানীর দর্শন অনেকটা কালচক্রের প্রতি অভিযোগ, ভূমন্ডল ও পৃথিবীর প্রতি সতর্কতা অবলম্বনের সংকীর্ণ পরিমন্ডলে পরিব্যাপ্ত

---

১ 'হ়াই ইবন ইয়াক়..য়া়ন' দার্শনিক ইবন তু়ফায়ল রচিত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক একটি উপাখ্যান গ্রন্থ। তিনি এতে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে হ়াই ইবন ইয়াক়য়া়ন' নামক একটি বালকের জীবন কাহিনী আলোচিত হয়েছে। বালকটি শিশু বয়সে পশু-পক্ষী অধ্যুষিত মানবশুন্য এক নির্জন দ্বীপে একটি হরিণীর দুগ্ধ পান করে ক্রমশঃ বড় হতে লাগলো । একে একে কৈশোর ও যৌবন পার হয়ে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলো। সে বড় হয়ে তার বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগিয়ে জীবন-যাপনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে দ্বীপের পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ,খনিজ পদার্থ, নৈশর্গিক অবস্থাবলী নিরীক্ষণ করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলো । তাঁর এ বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ক্রমান্বয়ে দর্শনে, দর্শন হতে আধ্যাত্মিকতাবাদে উপনীত হলো । দার্শনিক ইবন তু়ফায়ল মানব জীবনের এ জটিল বিষয়বস্তুটি অতি সহজ ও আকর্ষণীয় ভাবে উক্ত গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। 'হ়াই ইবন ইয়াক়য়া়ন' ছাড়াও এই গ্রন্থে আরো দুটি চরিত্র রয়েছে। এক- উসবাল , দুই- সালামান । উসবাল স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বোদঘাটনে সমর্থ ধর্ম-তাত্ত্বিকদের প্রতিভূ এবং সালামান ছিল গোড়া ধার্মিকদের প্রতিভূ । গ্রন্থটির মূল নায়ক 'হ়াই ইবন ইয়াক়য়া়ন' স্বীয় গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ধর্মের স্বাদ অনুধাবন এবং প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে আত্মিক পরিশীলনের মাধ্যমে খোদার দর্শন লাভে সমর্থ দার্শনিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।(ডঃ শাওকী় দা়য়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী 'আস়র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস , পৃ. ৫১২- ১৬)।

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী ঃ ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক়ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১১৬

৩ প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। পরিপক্ষতার ক্ষেত্রে এটা অন্যান্য কবির কাব্য-দর্শনের অনুরূপ গতানুগতিক ও সনাতন ধর্মী ছিল। যেমন তিনি (ইবনহানী) তাঁর এক প্রশংসিত ব্যক্তি ইব্রাহীম ইবন জা'ফার ইবন 'আলীর এক সন্তানের প্রতি নিবেদিত এক শোকগাঁথায় বলেনঃ[১]

وهب الدهر نفيسا فاسترد ✧✧ ربما جاد بخيل فحسد

كلما أعطى فوفى حاجة ✧✧ بيد شيئا تلقاه بيد

خاب من يرجو زمانا دائما ✧✧ تعرف البأساء منه والنكد

فإذا ما كدر العيش نما ✧✧ وإذا ما طيب الزاد نفد

فلقد أذكر من كان سها ✧✧ ولقد نبه من كان رقد

"আবহমান কালচক্র কোন মূল্যবান বস্তু দান করে পরে তা ফিরিয়ে নিতে চায়। আবার অনেক সময় কোন কৃপন লোক দান করার পর ঈর্ষা পোষণ করে।"

"যখনই সে কোন কিছু দান করে, তখন এক হাতে নিজের প্রয়োজন মিটায়, অন্য হাতে কিছু গ্রহণ করে।"

"যুগ যুগ ধরে যে ব্যক্তি অবিরাম আশা পোষণ করছে, সে প্রকৃত অর্থে ব্যর্থ হয়েছে। এতে কেবল দুঃখ দুর্দশা এবং শোক-যাতনার সাথে পরিচয় ঘটে।"

"অতএব সুখ শান্তিকে যখন বিরক্ত ও পীড়িত করবে, তখন তা উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবে। আর জীবনের পাথেয় কে যখন সুস্বাদু বলে গণ্য করবে, তখন তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

"সুতরাং যে ব্যক্তি ভুলে গিয়েছিল, তাকে সে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে সে অবশ্যই সজাগ করে দিয়েছে।[২]"

অন্য একটি শোক গাঁথায় তিনি বলেছেন-

إنا وفى آمال أنفسنا ✧✧ طول وفى أعمارنا قصر

لنرى بأعيننا مصارعنا ✧✧ لو كانت الألباب تعتبر

مما دهانا أن حاضرنا ✧✧ أجفاننا والغائب الفكر

وإذا تدبرنا جوارحنا ✧✧ فأكلهن العين والبصر

لو كان للألباب ممتحن ✧✧ ما عد منها السمع والبصر

أى الحياة ألذ عيشتها ✧✧ من بعد علمى أننى بشر

خرست لعمر الله ألسننا ✧✧ لما تكلم فوقنا القدر

"আমরা আমাদের মনের আশা-আকাংখায় বহু প্রলম্বিত, আর বয়সের দিক দিয়ে বহু খাঁট।"

"আমরা আমাদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে নিশ্চয় স্বচক্ষে অবলোকন করছি। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ যদি সতর্ক হতো এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা গ্রহণ করতো।"

---

১ ড: যাহিদ 'আলী আল-হিন্দী, তাবয়ীন আল-মা'নী ফী শারহ দীওয়ান ইবন হানী (মিসর ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৫২ খৃ.), পৃ.- ২৪৫

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী ঃ ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

"ঐ সকল বিষয় হতে, যা আমাদেরকে বিজ্ঞ বানিয়েছে। আমাদের বর্তমান হচ্ছে আমাদের চোখের পাতা, আর অবর্তমান হচ্ছে আমাদের উদ্বিগ্নতা।"

"আমরা যখন আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করি, তখন এগুলোর মধ্যে চক্ষু ও দৃষ্টি শক্তিকে অধিকতর ক্ষীণ, নিষ্প্রভ ও দুর্বল প্রতিয়মান হয়।"

"বিচক্ষণ নির্ণয়ে যদি কোন পরীক্ষক নিযুক্ত হতো, তা হলে কর্ণ ও চোখ তার মধ্যে পরিগণিত হতো না।"

"আমি একজন মানুষ- এ কথা জানার পর অধিকতর সুস্বাদু ও মনোহর জীবন আর কী হতে পারে?"

"আল্লাহর শপথ, আমাদের উপর ভাগ্য যখন কথা বলে, আমাদের বাকশক্তি তখন রুদ্ধ হয়ে পড়ে।"

কৃচ্ছতা ও বৈরাগ্য ঃ স্পেনীয় 'আরবী কাব্যে দর্শনের শূন্যতা অতিমাত্রায় বিদ্যমান থাকলেও কৃচ্ছতা এবং পার্থিক জীবনের প্রতি অনাসক্তি ভাবধারা প্রচুর পরিমানে পরিলক্ষিত হয়। সমাজে ফাকীহদের প্রাধান্য সাধারণ জনগণকে ধর্মীয় গোড়ামী ও অন্ধ অনুকরণ, খোদায়ী দাসত্বের পৃষ্ঠপোষকতা, পৃথিবী ও তার চাকচিক্যের প্রতি বৈরাগ্য মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে ধাবিত করতে প্রচুর প্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে সমাজে বৈরাগীদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং কৃচ্ছতা ও পার্থিব অনাসক্তি এক আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। এসব লোকদের মধ্যে অনেক কবি সাহিত্যিকও বিদ্যমান ছিলেন। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী মন্তব্য করে বলেনঃ[১]

"فكان الشعراء ينظمونه بدافع ديني أحيانا وبدافع تقليدى أحيانا أخر – على أن من الشعراء من نظمه وقد شعر حقا بندمه وأدرك غرور الدنيا فأخذ يذكر ذنوبه طالبا مرضاة الله وعفوه"

"কবিরা কখনো ধর্মীয় ভাবধারা, আবার কখনো সনাতনধর্মী চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে কাব্য রচনা করতেন। তারা স্বীয় কৃতকর্মের উপর অনুশোচনা করতঃ সত্যকে অনুধাবন করেছেন এবং পার্থিব জীবনের মিথ্যা প্রবঞ্চনা উপলব্ধি করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ ও স্বীয় অপরাধের ক্ষমা লাভের অনুনয় বিনয় উল্লেখ পূর্বক কাব্য রচনা করেছেন।"

মানুষের চিরাচরিত স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে- তারা যখন অফুরন্ত আরাম-'আয়শ এবং সীমাহীন প্রচুর্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকে, পরকালীন জবাবদিহীতার কথা তখন একেবারে ভুলে যায়। ধীরে ধীরে বেপরওয়া ও অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে তারা যখন বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা গ্রস্ততায় আক্রান্ত হয়, তখন প্রভূর নাম স্মরণ করে এবং অতীতে কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়। আর এই স্বভাব-সিদ্ধ নিয়মের অনুবর্তী হয়েই স্পেনীয় কবিগণ বৈরাগা ও কৃচ্ছ ভাবধারায় কাব্যচর্চা করেছেন। যুদ্ধ বিগ্রহ, বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির বাহুল্যতা, যুগের উত্থান-পতন ইত্যাদি কবি-মানসকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। ফলে কবিগণ পৃথিবীর বানোয়াট প্রলোভন এবং কালের মিথ্যা আশা-আকাংখা খায়রাত করার কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এভাবে কালক্রমে তাদের অনুযোগ মূলক কাব্যের প্রতিবিম্ব ইহকালীন ভোজন-সম্ভোগ ইত্যাদির প্রতি সংযম, কৃচ্ছতা ও বৈরাগ্য ভাবধারায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, কবি আহ·মাদ ইবন মুহ·াম্মাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ সর্বোতঃ ভাবে তাঁর কাব্যে পৃথিবীর উত্থান-পতনকে চমৎকার ভাবে রূপায়িত করেছেন। এর বিভীষিকাময় অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি গভীর উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন। এর প্রতিটি বস্তুর প্রতি কবির অনাসক্তি ও অনাগ্রহতা অত্যন্ত ব্যথিত ও করুণ সূরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

ألا إنما الدنيا غصارة أيكة ✧✧ إذا اخضر منها جانب جف جانب

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

২ ইবন 'আবদ রাব্বিহী আল-'ইক·দ আল-ফারীদ (কা·য়রো ঃ মুত·বি'আহ লাজনাহ আল- তা'লীফ, ১৯৪২ খৃ.), খ ৩, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

هى الدار ما الآمال إلا فجائع ✧✧ عليها و لا اللذات إلا مصائب

فكم سخنت بالأمس عينا قريرة ✧✧ وقرت عيونا، دمعها اليوم ساكب

فلا تكتحل عيناك منها بعبرة ✧✧ على ذاهب منها، فإنك ذاهب

"সাবধান! পৃথিবী হচ্ছে নিবিড় বন-জঙ্গলের সমৃদ্ধির ন্যায়। এর এক পার্শ্ব যখন সবুজ-শ্যামলি রূপে প্রতিভাত হয়, অন্য পার্শ্ব তখন শুকিয়ে যায়।"

"এটা এমন একটি ক্ষেত্র, যার আশা আকাংখায় কেবল ব্যথা বেদনা এবং সুখ ও আনন্দে কেবল দুঃখ-দুর্দশা নিহীত রয়েছে।"

"অতীতে সে বহু পরিতৃপ্ত শীতল নয়নকে (শোকের বাষ্পে) তপ্ত করে দিয়েছে। আর আজকের অশ্রুঝরা চক্ষুকে অতীতে আনন্দাপ্লুত করেছে।"

"অতএব পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে বিধায় তুমি তোমার নয়ন যুগলকে অশ্রুপাতে কাজল মাখা করবে না, বরং তুমি নিজেই বিদায় রথে উপবিষ্ট।"

অনুরূপভাবে কবি ইব্ন হ·ামদিস[১] স্বীয় পাপের জন্য কেঁদেছেন। আমরা তাঁর এ ক্রন্দনে জীবনের প্রতি বিরক্তি এবং প্রভূর প্রতি প্রচুর ভয়-বিহ্বলতা লক্ষ্য করি। কবি তাঁর সন্ন্যাস-ধর্মী কাব্যের প্রতিবিম্বে তা চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

يا ذنوبى ثقلت و الله ظهرى ✧✧ بان عذرى فكيف يقبل عذرى

كلما تبت ساعة عدت أخرى ✧✧ لضروب من سوء فعلى وهجرى

دب موت السكون فى حركاتى ✧✧ وخبا فى رماده حر جمرى

يا رفيقا بعبده ومحيطا ✧✧ علمه باختلاف سرى وجهرى

مل بفضلى إلى صلاح فسادى ✧✧ منه واجبر برأفة منك كسرى

وأجرنى بما جناه لسانى ✧✧ وتناجت به وساوس فكرى

"ওহে আমার পাপাচার ! আল্লাহ'র কসম, আমার পিঠের উপর তুমি ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছো। আমার অজুহাত-বাহানা তো প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তা কি ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ?"

"যখনই আমি পাপ কাজ হতে বিরত থেকে তওবা করেছি, পরক্ষণে বিভিন্ন নিন্দনীয় ও গর্হিত কথাবার্তায় পুনরায় লিপ্ত হয়েছি।"

"আমার উশৃংখল আচরণে প্রশান্তির মৃত্যু ধেবে গেছে এবং এর ভষ্ম ছাই এর মাঝে আমার জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উত্তাপ ঢাকা পড়েছে।"

"তার ভৃত্যের হে সহচর ! আমার প্রকাশ্য ও গোপনীয়তার ভিন্নতাকে স্বীয় জ্ঞানে হে পরিবেষ্টন কারী !"

"আমার অন্তর ও তার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে কল্যাণ ও সৎকর্মে ধাবিত করো এবং দয়াপরবশ হয়ে তুমি আমার হতাশা ও ভাগ্নোৎসাহকে সংশোধন করে দাও।"

---

১ ইবন হ·ামদীস স্পেনের মুলুক আল-ত·াওয়া'ইফ যুগের অন্যতম কাব্য তারকা ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু মুহ·াম্মাদ আবদ আল-জাব্বার ইবন মুহ·াম্মাদ ইবন হ·ামদীস ছিল। তিনি হিজরী ৪৪৭ সালে আফ্রিকার সিসিলি উপদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য বয়সেই তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। প্রকৃতি ছিল তাঁর কবিত্বের মূল উপজীব্য বিষয়। বেশ দৈন্যতার মধ্যদিয়ে কবির জীবন অতিবাহিত হয়। অবশেষে হিজরী ৫২৭ সালে পূর্ব স্পেনের মিওরাকা·হ নামক ছোট্ট দ্বীপে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত কবিতার একটি দীওয়ান আমাদের হাতে সংরক্ষিত আছে, যা ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। (ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী, পৃ. ১০০-০৫)।

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫), পৃ. ১১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

"আমার ভাষা ও বক্তব্য এবং চিন্তা ও চেতনার অন্যায় তৎপরতা যা কিছু অপরাধ করেছে, আমাকে তা থেকে আশ্রয় দাও।"

সূ·ফীবাদ ঃ

যু·হদ এবং তাস·াউওয়াফ (সূ·ফীবাদ) পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত। 'আরবরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার পর থেকে তাঁদের হৃদয়ে এর ধর্মীয় আদর্শিক মজবুতী ও বাস্তবতা, উৎকৃষ্ট ও দুর্লভ চারিত্রিক গুণাবলী ইত্যাদি গভীর ভাবে দাঁনা বেধে উঠে। তাঁরা খোদায়ী দাসত্ব, উপাসনা ও সৎকর্মের প্রতি অনুরক্ত এবং প্রভুর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনে দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফলে তাদের এ ভাবধারা ইসলামের সূচনা কাল ও উমাইয়া যুগ হতেই 'আরবী সাহিত্যে সূ·ফীবাদী ও মরমী কাব্যের জন্ম দিয়েছিল।[১]

'আব্বাসীয় যুগে প্রসিদ্ধ কবি আবূ আল-'আতাহিয়্যাহ সর্বপ্রথম উপরোক্ত বিষয়ের উপর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কবিতা সূ·ফীবাদের স্পর্শে উজ্জীবিত। তিনি মানুষকে তাঁর মরমী কবিতা দ্বারা প্রবঞ্চনা, অহংকার, আত্ম-বিমোহন, দুনিয়ার সাথে গভীর সম্পর্ক এবং বাতিলের উপর অবিচল থাকা ইত্যাদি বিষয়াবলীর প্রতি অনীহা সৃষ্টি করার জোর প্রচেষ্টা চালান। কবি আবূ আল-'আতাহিয়্যার এ জাতীয় কাব্যের কিছু নমুনা উদাহরণ হিসেবে নিম্নে পেশ করা হলোঃ[২]

خانك الطرف الطموح ✧✧ أيها القلب الجموح

لدواعى الخير والشر ✧✧ ردنو وتزوح

أحسن الله بنا ✧✧ أن الخطايا لاتفوح

نح على نفسك يامس ✧✧ كين إن كنت تنوح

لتموتن وإن عم ✧✧ رت ماعمر نوح

"ওহে কামুক অন্তর ! লোভাতুর দৃষ্টি ও চোখের পলক তোমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।"

"ভালমন্দ, কাছে ও দূরে আহবানকারীর সাড়ায়।"

"অপরাধ সমূহ নিশ্চয় বাঁধনহারা ও সুদূর প্রসারী হবে না। এতে প্রভূ আমাদের সাথে (কতই না) উত্তম ও সদ্ব্যবহার করলেন।"

"ওহে হতভাগা ! তুমি যদি বিলাপ করতে চাও, তবে স্বীয় আত্মার উপর মাতম ও রোদন করো।"

"নূহ· (আ.) যতটুকু আয়ূ লাভ করেছিলেন, তুমিও যদি ততটুকু আয়ূ লাভ করো, তথাপি মৃত্যুর স্বাদ তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে।"

যে সব কারণে প্রাচ্যে মরমী কাব্যের উদ্ভব হয়েছিল, পাশ্চাত্যেও অনুরূপ উপাদন ও কারণ বিদ্যমান থাকার দরুণ স্পেনীয় কবিদের অন্তরেও সূ·ফীবাদের মন্ত্র উজ্জীবিত হয়। তাঁদের হৃদয় তন্তুতে মরমী সূর অনুরিত হয়। সাধারণ ও অভিজাত, নিম্ন ও উচ্চ বিত্ত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একদিকে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন, গোড়ামী, ফাকীহ ও 'আলিম-'উলামাদের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান থাকার ফলে কবিরা মরমী ও সূ·ফীবাদী কাব্য রচনায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। অপরদিকে যুদ্ধ বিগ্রহের বাহুল্যতা, ধারাবাহিক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং দুঃখ-যাতনার যাতাকলে কবিদের মন ও মানস ছিল নিষ্পেষিত ও জর্জরিত। তারা পরিবেশ-

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি· বাহ·র আল-'উলুম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৫০

২ দীওয়ান আবূ আল-'আতাহিয়্যাহ (বৈরুত ঃ দার স·াদির, ১৯৬৪ খৃ.), পৃ. ১১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতির উত্থান-পতন, কালের কঠোরতা আর বিশ্বের বিবর্তন গভীর ভাবে অবলোকন করেছেন। তারা জীবনের কাঠিন্য ও কোমলতা, ভাগ্য-বিড়ম্বনা ও প্রসন্নতা, মর্যাদা ও লাঞ্ছনা, প্রশান্তি ও অস্থিরতা, নিরাপত্তা ও ভয়-ভীতি ইত্যাদির ভেদাভেদ একাগ্রচিত্তে পর্যবেক্ষণ করে পার্থিব জীবনের প্রতি ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন। ফলে আমরা এ যুগের বহু কবিদেরকে দেখতে পাই যে, তারা পাপ হতে পলায়ন ক্রমে বিনয়াবনত ও অনুতপ্ত অবস্থায় খোদা ভীতিতে ভারাক্রান্ত, তাক·ওয়া ও সৎকর্মে অতি আগ্রহী এবং অতীত কৃতকর্মের উপর দারুণ ভাবে লজ্জিত।[১]

সর্বোপরি মরমী কাব্য রচনায় কবিদের লক্ষ্য ছিল, প্রচুর সুখ-শান্তি ও আমোদ-প্রমোদের কারণে তৎকালীন সমাজে যে সব অনাচার, অশ্লিলতা, বেলাল্লাপনা, নারী ও সূরা নিয়ে যে সব উন্মত্ততা বিরাজমান ছিল, তা কঠোর ভাবে রোধ করা।

এসব কবিতার মাধ্যমে স্পেনীয় কবিরা তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ ও অভিজ্ঞতা লব্দ প্রজ্ঞার বহুল প্রচারণা চালিয়েছেন। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি তারা অনাগ্রহী এবং অনুবাদ কার্যে তারা অমনোযোগী হওয়ার কারণে কোন বিজাতীয় সংস্কৃতি তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি।

যে সকল স্পেনীয় কবি মরমী কাব্য রচনায় বেশ পারদর্শী ছিলেন, তম্মধ্যে অতীন্দ্রিয় বাদী নেতা ইব্ন 'আরবী ছিলেন অন্যতম। তিনি হিজরী ৫৬০ সালে মার্সিয়াতে জম্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সেভিলে অভিবাসিত হন। সেখান থেকে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ঘুরে অবশেষে ৬৩৮ হিজরীতে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। তিনি বেশ কিছু মরমী ক·াস·ীদাহ ও মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য রচনা করেন। পূর্ব-পশ্চিমের বহু দেশ ভ্রমণের ফলে তার এসব কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সূ·ফীবাদের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় এবং তাদের বর্ণনা পদ্ধতি ও স্টাইলে ঐক্য পাওয়া যায়।[২]

এমনি ভাবে স্পেনের অন্যতম প্রধান মরমী কবি আহ·মাদ ইব্ন মুহ·াম্মাদ ইবন 'আব্দ রাব্বিহ তাঁর কাব্যে সাধারণ মানুষকে পার্থিব জীবনের মিথ্যা আশা-আকাংখা আর প্রবঞ্চনার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষের প্রতি দৈনন্দিন জীবনের ব্যথা-বেদনা, শোক-দুঃখ ইত্যাদির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার আবেদন জানিয়ে পরকালীন নিঃস্ব যাত্রার প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[৩]

أتلهو بين باطية وزير ✧✧ وأنت من الهلاك على شفير

فيامن غره أمل طويل ✧✧ يؤديه إلى أجل قصير

أتفرح والمنية كل يوم ✧✧ تريك مكان قبرك فى القبور

هى الدنيا فإن سرتك يوما ✧✧ فإن الحزن عاقبة السرور

ستسلب كل ماجمعت فيها ✧✧ كعارية ترد إلى المعير

وتعتاض اليقين من التظنى ✧✧ ودار الحق من دار الغرور

"তুমি ধ্বংসের সন্নিকটে হওয়া সত্ত্বেও কি মদের 'বাতিয়াহ' ও 'যী·র' পেয়ালা নিয়ে খেলা করছো।"

"ওহে দীর্ঘ মিথ্যা প্রত্যাশার দ্বারা প্রতারিত ব্যক্তি ! যাকে তার এ প্রত্যাশা এক ক্ষুদ্র ও সংকীর্ন সময় সীমায় (জীবনাবসানে) পৌছিয়ে দেয়।"

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলুম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৫১-৫২

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী ঃ ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১১৯

৩ ইবন 'আবদ রাব্বিহ আল-'ইক·দ আল-ফারীদ (মুত·বি'আহ লাজনাহ আল- তা'লীফ, ১৯৪২ খৃ.), পৃ. ১৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

"মৃত্যু তোমার সামনে প্রতিনিয়ত তোমার সমাধিস্থল প্রদর্শিত করা সত্ত্বেও তুমি কি আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করছো।"

"এটা সেই পৃথিবী যা কোন এক সময় তোমাকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু এ উৎফুল্লতার পরিণামে রয়েছে বহু দুঃখ দুর্দশা।"

"এ পৃথিবীতে যা কিছু সঞ্চয় করেছো, অচিরেই এর সবকিছু এমন ভাবে ছিনিয়ে নেয়া হবে, যেন একজন নিরাভরণ ব্যক্তি জলন্ত অগ্নিতে পতিত হচ্ছে।"

"সন্দিগ্ধতার স্থলে নিশ্চয়তা আর প্রবঞ্চক পৃথিবীর স্থলে পরকালীন বাস্তব-স্বর্গ বিনিময় করা হবে।"

স্পেনীয় কবি আল-গায·ালও প্রচুর মরমী কাব্য রচনা করেছেন। এসব কবিতায় যৌবনের উশৃংখল আচরণ, আমোদ-প্রমোদ আর প্রবৃত্তির পিছনে মিথ্যা ছুটাছুটি, প্রভুর অফুরন্ত নি'আমাতের প্রতি উদ্ধত আচরণ, মদ-নারী নিয়ে রং তামাশায় উন্মত্ততা ইত্যাদির প্রতি কবি-হৃদয়ের গভীর ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং কবি স্বীয় জীবনের ধারা ও প্রণালী সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন। কবি সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযীয· বলেন[১]-

"بل إن له من كتاب الله القرآن الكريم أعظم واعظ، وأقوى وازع، فالقناعة عنده أساس العيش في هذه الحياة، وقوام حياته خبز وماء فحسب، وهو على ذلك كثير الحمد والشكر لربه"

"তিনি একজন খোদাভীরু ধার্মিক লোক ছিলেন। আল-কু·রআন ছিল তার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রক, অল্পে-তুষ্টি ছিল তার সুখের মূল ভিত্তি। সামান্য রুটি ও পানি ছিল তার বেচে থাকার উপাদান। এতেই ছিলেন তিনি প্রভূর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

তিনি তার কাব্যে স্বীয় জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এক পরিচ্ছন্ন জীবন-দর্শন উপহার দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ এ পার্থিব জীবনে উপস্থিত সময়ের ভিত্তিতে সৌভাগ্য কিংবা বিড়ম্বনার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। সুতরাং উপস্থিত সময়ে কৃতপূণ্য, খোদায়ী আনুগত্য এবং কল্যাণকর কর্ম ছাড়া কোন সঞ্চিত বস্তু পরকালে মানুষের উপকারে আসবে না। কবি বলেনঃ[২]

لعمرى ما ملكت مقودى الصبا ✧✧ فأمطو للذات فى السهل والوعر
ولاأنا ممن يؤثر اللهو قلبه ✧✧ فأمسى فى سكر وأصبح فى سكر
ولا قارع باب اليهودى موهنا ✧✧ وقد هجع النوام من شهوة الخمر
وأوتغه الشيطان حتى أصاره ✧✧ من الغى فى بحر أضل من البحر
أغذ السرى فيها إذا الشرب أنكروا ✧✧ ورهنى عند العلج ثوبى من الفجر
كأنى لم أسمع كتاب محمد ✧✧ وما جاء فى التنزيل فيه من الزجر
كفانى من كل الذى أعجبوا به ✧✧ قليلة ماء تستقى لى من النهر
ففيها شرابى إن عطشت وكل ما ✧✧ يريد عيالى للعجين وللقدر

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৫৪

২ ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইক·দ আল-ফারীদ (ক·ায়রো ঃ মুত·বি'আহ লাজনাহ আল-তা'লীফ, ১৯৪৬ খৃ.), খ ৫, পৃ.৩৫৩-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

بخبز وبقل ليس لحما وانني ✧✧ عليه كثير الحمد لله والشكر

فياصاحب اللحمان والخمر هل ترى ✧✧ بوجهي إذ عاينت وجهي من ضر

وبالله لو عمرت تسعين حجة ✧✧ إلى مثلها ما اشتقت فيها إلى خمر

ولا طربت نفسي إلى مزهر ولا ✧✧ تحنن قلبي نحو عود زمر

وقد حدثوني أن فيها مرارة ✧✧ وماحاجة الانسان في الشرب للمر

أخي : عد ماقاسيته وتقلبت ✧✧ عليك به الدنيا من الخير والشر

فهل لك في الدنيا سوى الساعة التي ✧✧ تكون بها السراء أو حاضر الضر

فما كان منها لايحس ولايرى ✧✧ ومالم يكن منها عمى عن الفكر

فطوبى لعبد أخرج الله روحه ✧✧ إليه من الدنيا على عمل البر

"আমার জীবনের শপথ, তারুণ্য আমার (জীবনের) লাগাম টেনে নেয়ার এমন অধিকারী নয়, যাতে আমি সহজ ও কঠিন সর্বাবস্থায় রঙ্গ-তামাশায় জড়িয়ে পড়তে পারি।"

"আমি এমন ব্যক্তি নই, যার হৃদয় আমোদ-প্রমোদকে এমন ভাবে প্রাধান্য দেয়, যাতে আমি সকাল-সন্ধ্যা মাতলামীতে মত্ত থাকতে পারি।"

"দুর্বল ভেবে ইয়াহুদীর দুয়ারে আমি ধাক্কা দানকারী নই। আর মদের স্পৃহায় তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"শয়তান তাকে ধ্বংসের পথে হাকিয়ে নিয়ে অধিকতর ভ্রান্তির সাগরে বিপথগামী করে দিয়েছে।"

"নৈশ পর্যটকদেরকে আমি ঐ সময় আহার করাই, যখন তারা কিছু পান করতে অস্বীকৃতি জানায়। আর পাপাচার হতে আমার পোষাক কাফিরের নিকট আমাকে বন্ধক রেখেছে।"

"হা-যি-রাত মুহাম্মাদ (সা.) এর গ্রন্থ এবং তানযীল এর মধ্যে যে সব হুমকি-ধমকি এসেছে, তা যেন আমি শুনতে পাইনি।"

"এমন প্রতিটি বস্তু যা তাদেরকে বিস্মিত করে দিয়েছে, আমার জন্য যথেষ্ট। আর নদীর স্বল্প পরিমাণ পানি আমাকে পরিতৃপ্ত করে দেয়।"

"সুতরাং আমি তৃষ্ণার্ত হলে, এটাই আমার পানীয়। আমার পরিবার পরিজন গোলা আটা ও বাসন-কোষণ এর জন্য যা কিছু দাবী করে--"

"তা হলো মাংস ছাড়া কিছু শুকনো রুটি আর শাক-সব্জি। এতেই আমি আল্লাহর প্রচুর গুণকীর্তন ও শুকরিয়া আদায় করি।"

"ওহে মাংস খাদক ও মদ্যপ ব্যক্তি ! তুমি আমার চেহারার দিকে তাকালে কখনো কি কোন দূরাবস্থার লক্ষণ দেখতে পাও?"

"আল্লাহর কসম, আমি যদি নব্বই বৎসর আয়ূ লাভ করি, তথাপি এদের মতো সূরার প্রতি আসক্ত হবো না।"

"আমার মন ও হৃদয় না বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি আনন্দিত, আর না বীণ ও বাজনার প্রতি উৎসুক।"

Dhaka University Institutional Repository

"এ ব্যাপারে নিশ্চয় তারা বারবার আমাকে বলেছে। কিন্তু ব্যথা বেদনার জন্য মানুষের সূরা পান করার কোন প্রয়োজন নেই।"

"ওহে মোর ভাই! তুমি যা ক্লেশ ভোগ করেছো, তা হিসেব করে দেখো। এর ভাল-মন্দের ভিত্তিতেই পৃথিবী তোমার উপর আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে।"

"আনন্দ ঘন মুহূর্ত কিংবা বিপদের উপস্থিতি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার জন্য কি কোন সময় আছে।"

"সুতরাং চিন্তা ভাবনা থেকে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এমন কোন মুহূর্ত নেই যে, তা অনুভূব এবং পর্যবেক্ষন করা যাবে না।"

"ঐ বান্দার প্রতি ধন্যবাদ, যার আত্মাকে পূন্য-কর্মের উপর পৃথিবী থেকে প্রভূ তাঁর সকাশে বের করে নিয়ে গেছেন।"

গৌরব ও বীরত্ব গাঁথা ঃ

স্পেনীয় মরমী কাব্য রচনায় যে প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ-পরিস্থিতি তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান ছিল, গৌবর ও বীরত্ব গাঁথা রচনার ক্ষেত্রে সেখানে অনুরূপ কোন বিশেষ উপাদান খুজে পাওয়া যায় না। সাহসিকতা, শৌর্য-বীর্য, বীর-বিক্রমতা স্পেনীয় কবিদের মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। ফলে তাদের হ·ামাসী কাব্য সাধারণতঃ রাজা-বাদশাহদের স্তুতি আর যুদ্ধ বিগ্রহের সাদামাঠা বর্ণনায় অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে উমায়্যাহ খিলাফাতের প্রথম দিকে গৌরবগাঁথা রচনার প্রচুর মাল-মশলা সহজ লভ্য হওয়ায় কবিগণ উক্ত বিষয়ে বেশ কিছু ফাখরিয়াহ কাব্য আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে বিলাসিতা আর সুখী সুন্দর পরিবেশের শীতল স্পর্শে তাদের হৃদয়ে এ জাতীয় উত্তাল ভাব অনেকটা নেতিয়ে পড়ে। আর মনের নিভিয়ে পড়া যুদ্ধাংদেহী বহ্নি কাব্যিক সূরে উস্কিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষের ছাউনিতে ত্রাস সৃষ্টি করার মতো যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেন। ফলে গুণকীর্তন করাটাই তাদের হ·ামাসী কাব্যের মূল টার্গেটে পরিণত হয়। এ জন্য গৌরব ও বীরত্ব গাঁথা রচনা তাদের কাছে কোন গুরুত্ব পূর্ণ আসন লাভ করতে পারে নি। আমরা মনে করি, এ জাতীয় কাব্য সাধারণতঃ শত্রুদের প্রতি আগ্রাসী মনোভাব শানিত করে শ্রোতমন্ডলির মনে জেদী-চেতনা জাগ্রত করবে। কিন্তু অধিকাংশ স্পেনীয় কবি, বিশেষ করে মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফ যুগের কবিগণ তাদের কাব্যে কেবল নিজেদের দুর্বলতা, মুর্ছে যাওয়া, অনুনয়-বিনয় আর কান্নাকাটি করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সম্ভবতঃ প্রাচ্যের কবিদের কাব্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, বিলাপ-ধ্বনি, চিৎ-চিৎকার ও হৈ-হল্লোড়কে তাদের রুদ্র কঠিন পরিবেশ ও রুক্ষ জীবনের দ্যোতনা যতটুকু শানিত করেছিল, স্পেনের নৈশর্গিক সৌন্দর্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-'আয়শ আর বিলাসিতার সয়লাব তথাকার কবিদের মননশীলতার উপর আরো অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাব উত্তেজনাকর ও ভাবোদ্দীপক কাব্যের জীবনী শক্তিকে নীতিগতভাবে অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছিল। তাদের যাযাবর জীবন ও মেজাজের রুক্ষতা ও রূঢ়তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। সুতরাং তাদের কবিতায় অহংকার, দাম্ভিকতা আর আত্মম্বরিতার ছড়াছড়ি খুব কম পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযী·য· বলেছেনঃ[১]

"أن هذه الحياة الناعمة المترفة قد أثرت فيهم، فهذبت نفوسهم، وألانت طباعهم، وغرست فيهم المحبة والألفة مكان الكبر والتعاظم، والأنانية، وكل ما ينافي سماحة النفس والرقة ودماثة الخلق"

১ ড; 'আবদ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি· বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

"স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ এ জীবন প্রণালী তাদের (কবিদের) মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে এটা তাদেরকে অতি রুচিশীল অন্তর ও কোমল প্রকৃতির অধিকারী বানিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অংহংকার, বড়াই, আত্ম-বিমোহন, উদার ও মহানুভূতিশীল চিত্ত এবং কোমলমতি স্বভাবের পরিপন্থী সকল বৃত্তি বিমোচন ক্রমে প্রেম ও ভালবাসা বদ্ধমূল করেছিল। "

বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের প্রতি স্পেনীয় 'আরব কবিদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। আর তাদের প্রতিপক্ষ প্রতিবেশী খৃষ্টান হওয়ার কারণে তারা অধিকাংশ সময় ধর্মীয় ছাঁচে নিজেদের কাব্য রূপায়ন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যখনই তাদের মধ্যে সত্যিকার নির্মল অনুভূতি লোপ পেয়েছে, তখনই তাদের মুখে নির্ভীকতা ও সাহসিকতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। আর তাও অতি কৃত্রিম ভাবে উচ্চারিত। যেমন খালীফাহ 'আবদ আল-রাহ·মান ইব্ন হি·কাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের পলায়ন ও পরাজয়ে আত্ম-বিমোহিত হয়ে গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ[১]

كأين تخطيت من سبسب ✧✧ وجاوزت بعد دروب دروبا
ألاقى بوجهى حر الهجير ✧✧ إذا كاد منه الحصى أن يذوبا
وأدرع النقع حتى لبست ✧✧ من بعد نضرة وجهى شحوبا
أريد بذاك ثواب الأله ✧✧ ومن غيره أبتغيه مثيبا
أنا ابن الهشامين من غالب ✧✧ أشب حروبا وأطفى حروبا
بى ادراك الله دين الهدى ✧✧ فأحييته واصطلمت الصليبا
سموت إلى الشرك فى جحفل ✧✧ ملأت الحزون به والسهوبا"

"আমি কতইনা বিশাল মাঠ-প্রান্তর হেটে চলেছি আর একের পর এক কতই না দুর্গম গিরি-কান্তার অতিক্রম করেছি।"

"আমার মুখাবয়বে দ্বি-প্রহরের এমন প্রচন্ড রৌদ্র তাপ সেক দিয়েছি, যার তীব্রতায় পাথর নুড়িও গলে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ে।"

"আমি ধূলো বালির বর্মে আচ্ছাদিত হয়েছি। এমন কি আমার চেহারার লাবণী বিদ্যমান থাকা সত্বেও পান্ডর পোশাক পরিধান করেছি।"

"এটার দ্বারা আমি প্রভূর প্রতিদানে প্রত্যাশী। তিনি ছাড়া আর কে আছে? যাকে আমি প্রতিফল দানকারী হিসেবে অনুসন্ধান করতে পারি।"

"যতদূর সম্ভব আমি হিশামীদের অন্যতম সন্তান। আমি সমর-বহ্নি প্রজ্জলন করি আবার তা নির্বাপিতও করি।"

"আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ-নির্দেশক দ্বীনের পরিপক্ক (কান্ডারী) বানিয়েছেন। ফলে আমি এটা জীবিত করে খৃষ্টানদের মূলোৎপাঠন করেছি।"

"পরাক্রমশালী বাহিনীর মধ্যে শিরকের (মুলোৎপাঠনের) প্রতি আমি সাগ্রহে প্রত্যাশী, যার দ্বারা কঠিন ও বিশাল প্রান্তর সমূহ পরিপূর্ণ হয়ে আছে।"

---

১ ইবন আল-আব্বার আল-হু·ল্লাহ আল-সায়রা, সম্পা, ডঃ হু·সায়ন মু'নিস (১৯৬৩ খৃ.), খ ২, পৃ. ১১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ ভাবে কবি আবূ 'আমির ইবন শুহায়দ অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে বলেনঃ[১]

وما ألان قناتي غمز حادثة ✧✧ ولا استخف بحلمي قط إنسان

أمضي على الهول قدما لاينهنهني ✧✧ وأنثني لسفيهي وهو حردان

ولاأقارض جهالا بجهلهم ✧✧ والأمر أمري والأيام أعوان

أهيب بالصبر والشحناء ثائرة ✧✧ وأكظم الغيظ والأحقاد نيران

إن الفتوة فاعلم حد مطلبها ✧✧ عرض نقي ونطق فيه تبيان

وما لساني عند القوم ذوملق ✧✧ ولا مقالي إذا ماقلت إدهان

ولا أفوه بغير الحق خوف أخي ✧✧ وان تأخر عني وهو غضبان

"আমার বর্শা যুদ্ধের অনুভূতি ক্ষীণ বা দুর্বল করেনি এবং আমার সহনশীলতাকে কোন মানুষ কখনো হাল্কা মনে করেনি।"

"ডর-ভয়ের মধ্যে আমি অগ্রপদে এগিয়ে চলেছি। আমাকে তা বিরত রাখতে পারে না। আর সে একজন প্রগলভ হয়ে আমার ঔদ্ধত্য প্রচার করে বেড়িয়েছে।"

"আমি মূর্খ লোকদের সাথে তাদের অজ্ঞতার কারণে কাব্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই না। আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আর যুগ পরিক্রমা হলো এর সাহায্যকারী।"

"শত্রুতা এক স্পর্শকাতর বস্তু হওয়া সত্ত্বেও আমি ধৈর্যের সাথে ভয়ভীতি প্রদর্শন করি এবং হিংসা-বিদ্বেষ অনল সম হওয়া সত্ত্বেও আমি ক্রোধ সংবরণ করে চলি।"

"মহানুভবতা ও পৌরুষ দ্বিধা-নিশ্চয় এটা এমন একটি গুণ, যার উদ্দেশ্যের সীমানা স্বচ্ছ মহিমা এবং স্পষ্ট নির্ঝর কথা ও কলি নির্ণীত করে।"

"জাতির কাছে আমার রসনা চাটুকার নয় এবং কথা বলার সময় আমার বক্তব্য রঙ্গেরসে কৃত্রিমও নয়।"

"আমার ভাই গোস্বা ভরে আমাকে পিছনে ফেলে চলে গেলেও আমি তার ভয়ে অন্যায় অনুচিত কথা বলি না।"

'শোক গাথা' ঃ

তৎকালীন স্পেনের সুখী-সমৃদ্ধ পরিবেশ, প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও সজীবতা এবং প্রাচুর্যে ভরপুর-আনন্দঘন জীবন যাত্রা তথাকার জনগণকে সুক্ষ্ম ভাবানুভূতি, তীক্ষ্ণ উপলব্ধি ও উন্নত প্রেমবোধের অধিকারী করেছিল। জীবনের অনাবিল সুখ-শান্তি ও আরাম-'আয়শে তারা যেমন প্রচুর প্রফুল্লতা ও আত্ম-তৃপ্তি অনুভব করেছেন, ঠিক তদ্রুপ আবহকাল-চক্রের উত্থান-পতন ও বিড়ম্বনায় তাদের হৃদয়ে ব্যথা-বেদনা আর শোক-দুঃখের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। আকস্মিক দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ে তারা অনেক সময় ভেঙ্গে পড়েছেন এবং হৃদয়-মন হয়েছে ভীষণভাবে আহত। প্রিয়জন হারানোর বুক ফাটা আর্তনাদ ও হাহাকারে তাদের মর্মতলা যেন চৈত খর-তাপে ফেটে চৌচির হয়েছে।

বিশেষ করে স্পেনীয় কবিগণ বিভিন্ন সময় তাদের উপর আপতিত বিপদাপদ ও শোক-যাতনার করুণ শিকারে পরিণত হয়েছেন। যুগ-পরিক্রমার বিপর্যয় তাদের বহু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে কিভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে এবং অনেক আশা আকাংখাকে তাসের ঘরের ন্যায় কিভাবে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে ? ইত্যাদি বিষয় তারা গভীর ভাবে অবলোকন করেছেন। এসব মর্মস্পর্শী ঘটনা প্রবাহে কবিমন দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত

---

১ আল-হু·মায়দী, জাযওয়াহ আল-মুক·তাবিস, সম্পা. অধ্যাপক মুহ·াম্মাদ ইবন তা·ভীত আল-তানজী (মিস·রঃ মুত·বি·আহ আল-সা·আদাহ, ১৯৫২ খৃ.), পৃ. ১২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে উঠতো। ফলে তারা হৃদয়ের করুণ আর্তী ও আহাজারীর সম্যক উপাদানে সিক্ত করে শোকগাথা রচনা করতে গভীর উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযীয· বলেছেনঃ[১]

"قبعثوا شعرهم فى ذالك باكيا حزينا، مؤثرا فى النفس عالقا بالقلب، يظهر خلاله- بوضوح- أثر العاطفة الجياشة بالتلهف على المرثى والجزع والتفجع لمصابه، والشعور الصادق ببالغ اللوعة والأسى لفقدة."

"তাদের হারানোর বিয়োগ-পরিতাপ, মহাদুর্বিপাকে উদ্বেগ-উদ্দীপনা, ব্যথাতুর মনের হা-হুতাশ ও উচ্ছ্বাস, বেদনা-বিধূর আকুলী-বিকুলী এবং ভাগ্য বিড়ম্বনা ও অদৃষ্টের পরিহাস এ সকল শোক-কাব্যে অতিকরুণ সূরে প্রতি ধ্বনিত হয়েছে।"

বিশেষ করে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে যেসব শোকগাঁথা তাদের মনোদ্দানে বিস্ফোরিত হয়েছে, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক। যেমন কবি আহ·মাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ তাঁর এক কচি ছেলের মৃত্যুতে রচিত শোকগাঁথায় মুমূর্ষ পাখীর ন্যায় শোকাহত মর্মের করুণ ছটফটানি আর হৃদয় সিন্ধু হতে তপ্ত শোক-বাষ্পের উৎক্ষেপন প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। উক্ত কাব্যে পুত্র-বিয়োগের তীক্ষ্ণ আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত অনুভূতির ক্ষীণ-কণ্ঠী প্রলাপ ও শোক- দুঃখে মুহ্যমান পিতার তীব্র আর্তনাদ এক মর্মস্পর্শী করুণ সূরে অনুরণিত হয়েছে যেমন তিনি বলেনঃ[২]

واكبدا قد تقطعت كبدى ✧✧ وحرقتها لواعج الكمد

مامات حى لميت أسفا ✧✧ أعذر من والد على ولد

يارحمة الله جاورى جدثا ✧✧ دفنت فيه حشاشتى بيد

ونورى ظلمة القبور على ✧✧ من لم يصل ظلمه إلى أحد

من كان خلوا من كل بائقة ✧✧ وطيب الروح طاهر الجسد

"ওহে যকৃত! পুঞ্জিভূত ব্যথা-বেদনার উৎপীড়ন আমার কলিজাকে কেটে টুকরো টুকরো আর পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে।"

"কোন জীবিত ব্যক্তি মৃতের জন্য পরিতাপ করে মৃত্যুবরণ করেনি। আমি পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের জন্য 'উযারখাহী ও শোক প্রকাশ করছি।"

"হে প্রভূ অনুকম্পা ! কবরটিকে তোমার সন্নিহিত করো। এটার মধ্যে আমার জীবন প্রভা স্বহস্তে দাফন করেছি।"

"ঐ ব্যক্তির উপর কবরের আধার হলো আমার জ্যোতি, যে তার অন্ধকার এমন কারো কাছে পৌছায় নি।"

"যিনি সকল ধ্বংস ও বিপর্যয় হতে মুক্ত, উন্নত আত্মা ও পুতঃপবিত্র দেহের অধিকারী ছিলেন।"

তিনি আরো বলেনঃ[৩]

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাতা·বি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৪৫।

২ ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইক·দ আল-ফারীদ (ক·ায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল- নাশর ১৯৪৬ খৃ.), খ ৩, পৃ. ২৫১।

৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ياموت! يحيى لقد ذهبت به ✧✧ ليس بزميلة ولا نكد

ياموته! لو أقلت عثرته ✧✧ يايومه! لو تركته لغد

ياموت لو لم تكن تعاجله ✧✧ لكان– لاشك– بيضة البلد

أو كنت راخيت فى العنان له ✧✧ حاز العلا واحتوى على الأمد

أى حسام سلبت رونقه ✧✧ وأى روح سللت من جسد

وأى ساق قطعت من قدم ✧✧ وأى كف أزلت من عضد

ياقمرا أجحف الخسوف به ✧✧ قبل بلوغ السواء فى العدد

"হে মৃত্যু ! সে অভিবাদন জানাচ্ছে। তুমি নিশ্চয় তাকে নিয়ে চলে গেছো, যে দুর্বল- কাপুরুষ নয়, আবার প্রগলভ ও কোপন স্বভাবেরও নয়।"

"ওহে তার মৃত্যু ! তুমি যদি তার ভূল-ভ্রান্তি হ্রাস করতে। ওহে তার মরণ দিবস ! তুমি যদি আগামীকল্যের জন্য তাকে ছেড়ে দিতে।"

"ওহে মৃত্যু ! তার ব্যাপারে যদি তড়িঘড়ি না করতে, তবে নিঃসন্দেহে সে দেশের জন্য একজন নেতা হতো।"

"অথবা তুমি যদি তার রাশ আলগা করতে, তাহলে সে চূড়ান্ত পর্যায়ের উন্নতি লাভ করতে পারতো।"

"তরবারীর কী চমৎকার দিপ্তী ছিনিয়ে নিয়েছো এবং কী চমৎকার আত্মা দেহ থেকে টেনে বের করে নিয়েছো।"

"কেমন পিন্ডলী পা থেকে কেটে ফেল্‌লে এবং কেমন কব্‌জি বাহুচ্যুত করলে।"

"ওহে চন্দ্রিমা ! পরিসংখ্যায় পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই চন্দ্র-গ্রহণ তার সাথে গুরুতর অন্যায় করেছে।"

কবি ইব্‌ন ‘আব্‌দ রাব্বিহ অন্য আরেকটি কাব্যে অনুরূপভাবে তার শোক-দুঃখ ও ব্যথা-বেদনার এক সুগ্রাহী চিত্তের সার্বিক প্রতিফলনে শোকগাঁথা রচনায় স্বীয় দক্ষতা ও পারদর্শিতা প্রমাণ করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[১]

على مثلها من فجعة خانني الصبر ✧✧ فراق حبيب دون أوبته الحشر

ولى كبد مشطورة بيد الأسى ✧✧ فتحت الثرى شطر وفوق الثرى شطر

يقولون لى صبر فؤادك بعده ✧✧ فقلت لهم مالى فؤاد ولاصبر

فريخ من الحمر الحواصل ما اكتسى ✧✧ من الريش حتى ضمه الموت والقبر

إذا قلت أسلو عنه هاجت بلابل ✧✧ يجددها فكر يجدده ذكر

أنظر حولى لاأرى غير قبره ✧✧ كأن جميع الأرض عندى له قبر

"ধৈর্য ও সহনশীলতা আমার সাথে প্রতারণা করেছে। কেননা অনুরূপ ব্যথা-বেদনা বন্ধুর এমন বিচ্ছেদে আন্তর্নিহীত রয়েছে, যার মধ্যে তাঁর ফিরে এসে মিলিত ও একত্রিত হবার সম্ভাবনা নেই।"

"আমার কলিজাটি শোক-হস্তে বিভক্ত। যার অর্ধেক রয়েছে উর্বরা মাটির নীচে আর অর্ধেক রয়েছে উপরে।"

"আমাকে তাঁরা বলেন, তার বিরহোত্তর তোমার হৃদয়কে ধৈর্য ধারণে বাধ্য করো। আমি উত্তরে তাঁদেরকে বললাম, আমার না আছে কোন অন্তর, না আছে কোন ধৈর্য।"

---

১ প্রাগুক্ত, খ ৩, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

"এটা প্রাপ্ত গাঁধার এক ছোট্ট ছানা। পশমে আচ্ছাদিত হবার পূর্বেই মৃত্যু ও সমাধি তাকে মিলিয়ে নিয়েছে।"

"আমি যখন বললাম, তাকে ভুলে যাও। দুশ্চিন্তা তখন আরো দোল খেল। স্মৃতি ও ভাবনা তাকে নবরূপে পুনরুত্থিত করতে লাগালো।"

"আর আমার চারপাশে চেয়ে দেখো, তার সমাধি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার কাছে যেন সারাটা পৃথিবীই তার সমাধি।"

উপরোক্ত কবিতায় .... "ولى كبد مشطورة بيد الأسى" এ পক্তিতে কবি হৃদয়ের দুঃখ-যাতনা অতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। অনুরূপভাবে সমাপনী পক্তিতে পুত্র বিয়োগে পিতৃ-হৃদয়ের এক করুণ মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এমনি ভাবে স্পেনীয় অন্যান্য বহু কবিও উপরোক্ত বিষয়ের উপর তাদের তীক্ষ্ণ অনুভূতির সূচালো তুলির সুনিপুণ কারুকার্যে পরিপূর্ণ প্রচুর শোকগাঁথা রচনা করেছেন। এসব শোক গাঁথায় যুগ পরিক্রমার উত্থান-পতন, অভাব-অভিযোগ ও ব্যথা-বেদনার এক মর্মস্পর্শী রোদন কাহিনী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কবিগণ এ সকল কাব্য রচনা করে তাদের পুর্ব-পুরুষ ও অতীত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বিপর্যয় ও নাজুক হাল-হ়াকীক়াতের স্মৃতিচারণ করতঃ কখনো স্বীয় চিত্তের উচ্ছাস ও উৎপীড়ন হাল্কা করার চেষ্টা করেছেন। আবার কখনো তাদের নিগৃহীত ও নির্যাতিত আত্মার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার শোকমাল্য অর্পণের প্রত্যাশী হয়েছেন। যেমন কবি আল-হ়াজিব জা'ফার ইবন 'উছমান আল-মাস-হ়াফী খালীফাহ আল-নাসি়র 'আবদ আল-রাহ়মান ইবন মুহ়াম্মাদ এর মৃত্যুতে রচিত এক শোক গাঁথায় বলেনঃ[১]

"ألا إن أياما هفت بامامها ✧✧ جائرة مشتطة باحتكامها
تأمل : فهل من طالع غير آفل ✧✧ بهن وهل من قاعد لقيامها!
وعاين : فهل من عائش برضاعها ✧✧ من الناس إلا ميت بفطامها
كأن نفوس الناس كانت بنفسه ✧✧ فلما توارى أيقنت بحمامها

"সাবধান! আবহ কালচক্র তার নেতাকে নিয়ে দ্রুত ও ক্ষীপ্র গতিতে অগ্রসর হয়েছে। স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সে মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচারীও বটে।"

"তুমি গভীর ভাবে চিন্তা করো ঃ উদিয়মান এমন কোন বস্তু আছে কি? যা যুগের অবসানে অস্তমিত হয় না। এবং তার দাড়িয়ে থাকার জন্য এমন কেউ কি বসে থাকে? "

"আর তুমি একটু পর্যবেক্ষণ করো ঃ তাঁর স্তনচ্যুতিতে মৃত মানুষ ছাড়া তার দুগ্ধ পোষ্য অন্য কোন জীবিত ব্যক্তি আছে কি? "

"মানুষের আত্মা যেন তার আত্মার সাথে ছিল অবিচ্ছেদ্য। ফলে এটা যখন অবিলুপ্ত হয়েছে, তাদের মৃত্যু তখন নিশ্চিত হয়ে পড়েছে।"

চিত্রধর্মী কবিতা ঃ

স্পেনীয় কবিতার অধিকাংশ বিষয়বস্তু চিত্রধর্মী বা বর্ণনামূলক। এ জাতীয় কাব্য রচনায় স্পেনীয় কবিগণ এক দূর্লভ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, স্থাপত্য শিল্পের মনোলোভা কারুকার্য, হৃদ্যতা পূর্ণ সভা-সমিতি এবং রোমাঞ্চকর আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মনোমুগ্ধকর চিত্রায়নে তারা ছিলেন সার্থক শিল্পী। ইতিপূর্বে 'আরবী কাব্যে এ ধরনের কবিতা কোন স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু হিসেবে আত্ম-প্রকাশ

---

১ ইবন আল-আব্বার, আল-হ়ুল্লাহ আল-সায়রা, সম্পা. ডঃ হ়ুসায়ন মু'নিস (১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

করেনি। কিন্তু প্রণয়, প্রশংসা প্রভৃতি গীতিকাব্যের ছত্র ছায়ায় আমরা কিছু কিছু চিত্রধর্মী বিষয়বস্তুর প্রতিফলন লক্ষ্য করি। তবে আমরা যথার্থ ভাবে এ দাবী করতে পারি যে, স্পেনীয় কবিরা চিত্রধর্মী কাব্য রচনায় অত্যন্ত আগ্রহী ও মনোযোগী ছিলেন। তাদের অসাধারণ শিল্প- নৈপুণ্যে এ জাতীয় কবিতা বিশেষ ভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে ড: 'আবদ আল-'আযীয· বলেনঃ[১]

"إذ كان شعراؤهم يكثرون من شعر الوصف، ويتفنون في إتقانه واحكامه، ويجيدون سبكه ونظمه، ويتنافسون في تهذيبه والا بداع فيه"

"চিত্র কাব্য রচনায় স্পেনীয় কবিরা ছিলেন অধিক আগ্রহী। এ জাতীয় কাব্যের শব্দ ও অর্থে পূর্ণাঙ্গতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সৃষ্টিতে তারা বেশ বৈচিত্র প্রদর্শন করেছেন। বাক্যবিন্যাস এবং ছন্দ-প্রকরণেও চরম উৎকর্ষতা বিধান করেছেন। কবিতাকে অধিক পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করতে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন।"

স্পেনীয় কবিদের কল্পনার পরিসর ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তাদের অনুভূতিতে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টিকারী মনোরম দৃশ্যাবলীর সমৃদ্ধির কারণে তাদের দৃষ্টির আভায় ভাসমান সকল বস্তু তাদের জন্য কাব্যিক বর্ণনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং প্রাকৃতিক কিংবা জাগতিক কোন দৃশ্য তাদের কাব্যের তীক্ষ্ণ ও সুক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা হতে বাদ পড়েনি। তারা এমন ভাবে এটাকে চিত্রিত করেছেন যেন তা স্বচক্ষে অবলোকিত কিংবা স্বীয় কানে শ্রুত। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"فهناك شعر وصفي لجميع مظاهر الحياة الحضر ية الهانئه من وصف لمجالس اللهو والغناء والرقص والشر اب وآلته والصيد وأدواته والنساء وأحوالهن. وهناك شعر وصفي للطبيعة ولمظاهر العمران والقصور كما سنرى، وهناك شعر وصفي للحروب والسلاح والسفن، وغير ذالك مما يتناول الحياة برخائها وحربها، بطبيعتها الجميلة التي من بها الله، وبقصورها وساحاتها المرمر ية التي زخرفتها يد الإنسان."

"তথাকার চিত্রধর্মী কাব্যে নাগরিক সভ্যতার অপরূপ দৃশ্যের বর্ণনা— যেমন নাচ-গান, খেলাধূলা, গীটার-তবলার সূর-লহরী, যুবক-যুবতীর উদ্যম নৃত্য, মদ-কফি ইত্যাদির চমৎকার ও আকর্ষণীয় বর্ণনা আমরা দেখতে পাই, অনুরূপ ভাবে এ জাতীয় কাব্যে প্রকৃতির নৈশর্গিক সৌন্দর্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, সমরাস্ত্র, জাহাজ-তরী প্রভৃতি স্বাচ্ছন্দপূর্ণ কিংবা যুদ্ধ বিধ্বস্ত জীবনের খোদা প্রদত্ত ও মানব সৃষ্ট কৃত্রিম উপায় উপদানের সাবলিল বর্ণনা পাওয়া যায়।"

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, স্পেনের 'আরবী কবিতায় যুদ্ধের বর্ণনা এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। কারণ মুসলমানদের সাথে বিধর্মী ফরাসী শত্রুদের লড়াই ক্রমাগত লেগেই থাকতো। ফলে রাজা বাদশাহদের স্তুতিগাঁথা সমূহ সমর নৈপুণ্য, যুদ্ধের ভয়াবহতা, সৈন্য পরিচালনার কলা-কৌশল ইত্যাদির বর্ণনায় ছিল টইটুম্বুর। তবে এটা তাদের প্রকৃতি চিত্রায়নের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। যেমন বিদ্রোহী নেতা ইবন হ·াফসূ·ন এর উপর খালীফাহ 'আবদ আল্লাহ ইবন 'আবদ আল-রাহ·মান এর সফলতা ও বিজয় কাহিনীর বর্ণনায় কবি ইবন 'আবদ রাব্বিহ বলেনঃ[৩]

هو الفتح منظوما على إثره الضتح ✧✧ وما فيهما عهد ومافيهما صلح

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাতা·বি· বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৫৮।

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল- মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.) পৃ. ১২০

৩ ইবন হা·য়্যান, আল-মুক·তাবিস, সম্পা, মালতা·শূর আনতু·নিয়া (প্যারিস, ১৯৩৭ খৃ.), পৃ. ৯৭-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

سوى أن صفحا كان من بعد قدرة ✧✧ وأحسن مقرون إلى قدرة صفح

ومغربة تغبر فى النقع كمتها ✧✧ وتخضر طورا كلما بلها الرشح

تراهن فى نضح الدماء كأنما ✧✧ كساها عقيقا احمرا ذالك النضح

تطير بلا ريش إلى كل صيحة ✧✧ وتسبح فى البر الذى ما به سبح

عليها من الأبطال كل ممارس ✧✧ يرى أن جد الحرب من بأسه مزح

يعدونه الأعداء كربا عليهم ✧✧ على أنه طلق لنا وجهه السمح

وكان ابن حفصون يعد جياده ✧✧ سراحين قبل اليوم فهى لنا سرح

نجا مستكنا تحت جنح من الدجى ✧✧ وليس يؤدى شكر ما أنعم الجنح

دعته منى كانت عليه منية ✧✧ فزحا له منها وقل له الزح"

"এটা এমন এক বিজয়, যার পশ্চাতে বিজয়মাল্য সুবিন্যস্ত রয়েছে। আর উভয়ের মাঝে না আছে কোন চুক্তি, না আছে কোন সন্ধি।"

"তবে শক্তি-বল বিদ্যমান থাকার পরও রয়েছে কেবল ক্ষমা ও মার্জনা, যা তাঁর ক্ষমাগুণের অতি চমৎকার সংযুক্তি।"

"আর তীব্র আক্রমণমূখী অশ্বের আধিক্য খড়কুটোর মধ্যে ধূলাবালি উড়িয়ে স্বীয় লালচে তামাটে রং ধূলোন্টিত করে দেয়। আর যখনই ঘাম তাদেরকে সিক্ত করে, তারা তখন হরিদ্রা বর্ণের আকৃতি ধারণ করে।"

"তারা পরস্পর রক্তপাতের বাজি খেলে। এ রক্তপাত যেন তাদেরকে গাঢ় লাল রঙ্গের এক 'আকি·ক· পাথর পরিয়ে দিয়েছে।"

"প্রতিটি হুংকারে তারা পাখা ছাড়া উড্ডয়ন করে আর বিস্তৃত ডাঙ্গায় ছড়িয়ে পড়ে।"

"তাদের উপর সওয়ার হয়েছে এমন সব দক্ষ ও দুঃসাহসী বীর ব্যক্তিবর্গ, যারা যুদ্ধের ভয়াবহ বিপদ ও অকল্যাণ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করাকে যুদ্ধের সৌভাগ্য ও সফলতা বলে মনে করে।"

"তার উদার আনন আমাদের প্রতি প্রফুল্ল হওয়া সত্ত্বেও শত্রুরা নিজেদের মানসিক যন্ত্রণার বশবর্তী হয়ে তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করছে।"

"ইব্ন হ·াফসূ·ন ইতিপূর্বে (যুদ্ধ দিবসের পূর্বে) তাঁর দ্রুতগামী অশ্বদলকে প্রস্তুত ও সুবিন্যস্ত করে রেখেছিল। কিন্তু তা আমাদের জন্য জীব-সম্পদে পরিণত হয়েছে।"

"আধার ডানার নীচে আশ্রিত ব্যক্তিকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সে ডানার অবদানের শুকরিয়া আদায় করছে না।"

"তার যে আকাংখায় দুঃখ ক্লেশ নিহীত রয়েছে, এটা তাকে আমার কাছ থেকে ডেকে পাঠিয়েছে এবং তার ব্যথা-বেদনা হাল্কা করে দিয়েছে।"

উপরোক্ত কবিতায় আমরা একদিকে যেমন অশ্ব, তার রং-রূপ, প্রতিটি হুংকারে তার ছুটে যাওয়া এবং প্রতিটি যুদ্ধে চাঞ্চল্য ও ডামাডোল পিটানোর এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র অবলোকন করছি। অপর দিকে উল্লেখিত দুঃসাহসী বীর অশ্বারোহীদের নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধে গমন, এর ভয়াবহতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করা এবং রণাঙ্গনকে প্রমোদ-কানন হিসেবে গণ্য করার এক শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনাও উপভোগ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে 'আরবী কবিতার জন্মলগ্ন থেকে চিত্রধর্মী বর্ণনাকে কবিগণ প্রাচীন কাব্যের বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভূক্ত করে আসছেন। কিন্তু যুগে যুগে দর্শনীয় স্থান ও বস্তুর বিশাল আঙ্গিনায় এটার ব্যাপক ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং নতুন পরিবেশ ও প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্রে এটা ধাপে ধাপে উন্নতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে আরোহন করতঃ স্পেনীয় কবিদের তুলির আচড়ে এক অভিনব বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রেম ও প্রণয় ঃ

প্রেম ও প্রণয় অতি প্রাচীন কাল থেকে 'আরবী কাব্য-মালার অতি সুক্ষ্ম ও অপরিহার্য বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বাচন-ভঙ্গির দিক দিয়ে প্রণয়-কাব্য অতি কোমল ও স্নিগ্ধ, অর্থের দিক দিয়ে অতি সহজ ও বোধগম্য, মানবচিত্তের অতি নিবিড় ও হৃদয় তাঁরে ঝুলন্ত।

স্পেনের তৎকালীন সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাদের কাব্যের বিষয়বস্তুকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল। প্রেমোদ্দীপক প্রণয়কাব্য ছিল কবিদের অধরের সাথে সম্পৃক্ত। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্পেনের মাত্রাতিরিক্ত উন্নতি, ভারসাম্যহীন সমৃদ্ধি, আমোদ-প্রমোদ, মদ-নারী, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার অবাধচর্চা, লাগামহীন বেলাল্লাপনা ইত্যাদি স্পেনীয়দের মনে প্রণয় কাব্য রচনায় গভীর প্রেরণা যুগিয়েছে। এ সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযীয· বলেনঃ[১]

"وقد كان اتجاه الأند لسيين إلى الجمال، وحبهم له، وتعلقهم بـه، إحدى السمات الظاهرة فى مجتمعهم، وذالك بما توفر لهم بأثر بيئتهم من رقة طباعهم، وسمو وجدانهم، ودقة إحساسهم، وصفاء أذهانهم، وبما تهيأ لهم هناك من مختلف أوجه الجمال الطبيعى الساحر، كان هناك أيضا الجمال الإنسانى الفاتن، حيث كانت الأندلس ملتقى أجناس بشرية مختلفة . فهناك النساء اللاتى يبهرن بحسنهن وظرفهن، ويفتن بملاحتهن ورشاقتهن"

"স্পেনের জনগণ ছিল সুন্দরের পুজারী, তাদের সুন্দর প্রীতি ও তার সাথে নিবিষ্টতা তাদের প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন-ধারার এক সুস্পষ্ট প্রতিক ছিল। সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে তারা ছিল উন্নত প্রেমাবেগ, কোমল-স্বভাব, সুক্ষ-অনুভূতি ও পরিচ্ছন্ন রুচি-বোধের পূর্ণ অধিকারী। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ছিল অপূর্ব রূপ-সৌন্দর্যের বৈচিত্রে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। স্পেনীয় প্রকৃতির যেমন ছিল সম্মোহনী রূপ, তেমনি তথাকার নর-নারীও যেন সুনিপুণ শিল্পীর কারুকার্য খচিত নিখুঁত প্রতিমা ছিল । কারণ তৎকালীন স্পেন ছিল বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর এক মহামিলন ক্ষেত্র। নারীরা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও রূপ-লাবণ্যের পেলেবতায় পুরুষ-চিত্ত হরণ করতো। তাদের মাদকতা ও ছিমছাম দৈহিক গড়ন পুরুষের হৃদয় প্রকোষ্ঠে হানা দিয়ে তাদেরকে তছনছ করে দিত।"

এমতাবস্থায় তৎকালীন সমাজ কবিদের কাছে এমন প্রণয়-কাব্য রচনা করতে আকুল আবেদন জানিয়েছিল, যা শুনে সকলের শ্রবনেন্দ্রিয় হবে প্রেমে পাগল, শ্রোতমন্ডলি হবে অনুরাগের আকণ্ঠ পানে পরিতৃপ্ত। ভাব ও অনুভূতি হবে অভিভূত এবং সকলের মানস ও কল্পনা হবে তার অনুগত।

সুতরাং সমাজের এ আকুল আবেদনের সাড়া দিতে স্পেনীয় কবিগণ বাগাড়ম্বরে প্রণয়গীতি রচনায় দ্রুত-পদে এগিয়ে এলেন। এমনকি রাজা-বাদশাহ, আমির-উমরা, 'আলিম-'উলামা, সেনাপতি, বিচারপতি ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণ প্রণয়চর্চা ও প্রেমগীতি রচনায় আত্ম-নিয়োগ করলেন এবং স্ব স্ব মেধা ও প্রতিভা

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাতা·বি· বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

নির্গলন ক্রমে নিজেদের প্রবল প্রেমানুভূতি কাব্যের আরশীতে প্রতিফলিত করেন।[১] এসব কবিতার কিছুটা আলোচনা ও নমুনা ইতিপূর্বে আমরা উপস্থাপন করেছি।

তৎকালীন স্পেনে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, রাত জেগে খোশ-গল্পে মেতে থাকা, কবিতা ও সাহিত্যাসরে নারী-পুরুষের সহাবস্থান ইত্যাদি যেমন কবিদেরকে প্রণয়কাব্য রচনায় ব্যাপক ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, অনুরূপ ভাবে ক্রীত দাসদাসী ক্রয় -বিক্রয়ের যৌন সুড়সুড়ি মূলক মার্কেটগুলোও ছিল প্রণয় কাব্যের অন্যতম উৎকৃষ্ট ও উর্বর লালন ক্ষেত্র। এ জন্য স্পেনীয় কাব্য-জগতে সকল বিষয়বস্তুর উপর প্রেম ও প্রণয়ের প্রাধান্য সর্বাধিক লক্ষণীয়। প্রণয়- কাব্যে স্পেনীয় কবিগণ খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন এবং এসব কবিতাকে তাদের উৎকৃষ্ট শিল্পোত্তীর্ণ কাব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাদের অধিকাংশ কবিতাই প্রেম ও প্রণয় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রণীত। এ ব্যাপারে ড: 'আবদ আল-'আযীয- বলেনঃ [২]

"وعلى ذالك جرى الشعر فى الجمال والغيد الحسان، على كل شفة ولسان، يبث الشعراء به أحبتهم لواعج الشوق، وتباريح الجوى، ومابينا بهم بسبب البعد والهجر من قلق وأرق، وما يعتريهم من وساوس وهواجس، ومايعانونه من ألم الصد أو البعد"

"এ ভাবে স্নিগ্ধতা আর মোহনীয়তার জয়গান প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। প্রেমাবেগের তীব্রচাপ ও অনুকূল পরিবেশ কবিদেরকেও গভীর ভাবে উত্যক্ত করতো। ফলে তারা প্রমীলাদের পরম সান্নিধ্যের উষ্ণ-আমেজ, তাদের বিরহ-বিচ্ছেদে সৃষ্ট মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্বেগ, ব্যথা-বেদনা ইত্যাদির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা কাব্য-পৃষ্ঠে অতি সাবলিল ভঙ্গিমায় অংকিত করেছেন।"

স্পেনীয় কবিগণ প্রেয়সীর রূপ যৌবন, বিচিত্র লাবণ্য ও লাস্যতা কাব্য-উনুনে রান্না করে মজাদার ফিরনী বানিয়ে তপ্ত পরিবেশনায় সকলকে করেছে মনোমুগ্ধ। তাদের গোলাব মুখাবয়ব, ডাগর-ডাগর চোখ, হৃদয় সংহারী বুকবিদ্ধ মায়াবী চাহনী, সুডৌল গড়ন, মুক্তা দাঁনার ন্যায় সুবিন্যস্ত দন্তরাজি, সুমিষ্ট মুখরস ইত্যাদির বর্ণনাকে তারা শব্দের সহজ-সরলতা, অর্থের পরিচ্ছন্নতা, ভাব-সিন্ধুর অতল গভীরতা আর ভাষালংকারের সুষমায় প্রচুর উপভোগ্য করে তুলেছেন। এসব কাব্যে তাদের প্রবল যৌন-ভালবাসা ও মনের তীক্ষ্ণ-অনুভূতি কাব্যিক ভঙ্গিমায় চমৎকার ভাবে বিবৃত হয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশ গায-াল অনুকরণ ও কৃত্রিমতার শৃংখলে আবদ্ধ ছিল। শুধুমাত্র বর্ণনার সনাতন পদ্ধতি— যেমন যাযাবর জীবন, প্রেমিকার সান্নিধ্যে পৌছতে পথের দুঃখ কষ্ট ইত্যাদির স্মৃতিচারণ পরিহার ছাড়া তারা যৌন-আবেদনে কোন নতুন সংযোজন ঘটাতে সক্ষম হননি। তাদের প্রেম-প্রীতি, যৌন-অভিসার, কাম-কেলী ইত্যাদির অবাধ স্বাধীনতা আর এর খোলামেলা আলোচনা অশ্লীলতা ও হীনমন্যতায় কখনো জাহিলী যুগকে অতিক্রম করেছে। বিশেষ করে মুলূক আল-ত-াওয়া'ইফ এর যুগে কবিগণ অতি নিচুমানের শব্দ ও অর্থ দিয়ে প্রণয়-কাব্য রচনা করে বিরাজমান নির্লজ্জ ও উদ্ধত জীবনের উপস্থাপনা করেছেন। ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[৩]

"وقد كانت أوصافهم مادية تقليدية فتحدثوا عن سهام الالحاظ وخمر الرضاب وليل الشعر ونرجس العيون وغير ذالك من الأوصاف المألوفة فظهر تقليدهم ولم يجددوا المعانى"

"স্পেনীয় প্রণয়-কাব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল অতীত প্রাচ্যীয় কবিদের অনুকরণ মাত্র। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, আকাংখিত মদ, রাতের বর্ণনা, দৃষ্টির তৃপ্ততা ইত্যাদি বিষয় তাদের কবিতায় আলোচিত হয়েছে। এতে তাদের অনুকরণ প্রবণতা প্রকট আকারে দেখা যায়। অর্থ ও ভাবে কবিরা কোন নতুনত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি।"

---

২ প্রাগুক্ত. পৃ. ১৬৭
৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

এতদসত্ত্বেও কাব্য গবেষকগণ তথাকার প্রণয়-কাব্যের অর্থ ও ভাবে এবং রচনাশৈলী ও স্টাইলে প্রচুর লালিত্য ও অভিনবত্ব লক্ষ্য করেছেন। এসব কাব্যগুচ্ছে তারা কবি-স্বভাবের কোমলতা, তীক্ষ্ণতা, পরিশীলতা এবং শব্দ-বিন্যাসে প্রচুর রসকষ উপলব্ধি করেছেন। এ দিকে ইঙ্গিত করে ড: জাওদাত আল রিকাবী বলেছেনঃ[১]

"ولعل أجمل فى الغزل الأندلسى هو هـذه النغمـة الحزنـة التى يبكى فيـها الشـاعر أيـام سـعادته بالقرب من الحبيب ويحن إلى أيامه الآفلة التى قضى الدهر أن تكون ذكرى لحب مقيم"

"সম্ভবতঃ যে সকল স্পেনীয় প্রণয় কবিতায় প্রেমিকার সান্নিধ্যে কাটানো অতীত হারিয়ে যাওয়া সুখকর দিনগুলোর উপর কবির ক্রন্দনের সুকরুণ সুর অনুরণিত হয়েছে এবং গভীর প্রেমের স্মৃতি বিজড়িত অতীত দিনগুলোর প্রতি কবি-হৃদয়ের সমবেদনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে, কেবল এগুলোকে উৎকৃষ্ট মানের কবিতা হিসেবে গণ্য করা যায়।"

উদাহরণ হিসেবে কবি ইবন য়ায়দূন কর্তৃক তাঁর প্রেয়সী ওল্লাদাহ্'র প্রতি নিবেদিত একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে। যার সূচনা ছিল নিম্নরূপঃ[২]

"أضحى التنا ئى بديلامن تدانينا ✧✧ وناب عن طيب لقيانا تجافينا"

"আমাদের বিরহ-বিচ্ছেদ ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের ভর্তূকীতে পরিণত হয়েছে, আর আমাদের পারস্পরিক বর্জন মিলন-স্বাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।"

উক্ত কবিতায় কবি সঙ্গীতের সুরে গোপন প্রেমলীলার অভিযোগ মূলক আর্তী প্রণয়কাব্যের ভঙ্গিমায় অতি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন।

স্পেনীয় গায়াল কাব্যে সমকালীন পরিবেশের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ফলে খৃষ্টানদের বৈরাগ্য-জীবন সম্পর্কে কবি ইবন হাদ্দাদ এর কাব্যগুচ্ছের ন্যায় সেখানে খৃষ্টান কবিদের প্রেমগীতিও প্রসার লাভ করেছিল। এ সব কবিতায় চার্চ, পরোহীত ক্রোশ ইত্যাদির প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া স্পেনীয়দের হাতে দক্ষিণ-ফ্রান্স এর বিপুল যুদ্ধবন্দী ছিল। তাদের অধিকাংশ ছিল স্বর্ণকেশী। ফলে তাদের কবিতায় সোনালী কেশ ও পিংগল নেত্রের প্রতি তাদের মনের গভীর আকর্ষণ ফুঠে উঠেছে। তাদের উপমা- উৎপ্রেক্ষা প্রায় সবই প্রকৃতি থেকে নেয়া হয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও কৃত্রিমতা সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষণীয়। তাদের যেসব প্রেমগীতি সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিমতা বিবর্জিত খাঁটি নির্ভেজাল প্রেমাভিব্যক্তি বহন করে, সেগুলোকে উৎকৃষ্ট কালজয়ী শিল্পসম্মত কবিতা হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন কবি গায়াল, ইবন 'আবদ রাব্বিহ ও অন্যান্য সমকালীন প্রণয় কবি এবং পরবর্তী যুগের আল-রামাদী, আল-তালীক্, খালীফাহ সুলায়মান আল মুসতা'ঈন প্রমুখ প্রণয় কবিগণ উপরোক্ত বিষয়বস্তুর যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রচুর কাব্য রচনা করেছেন। কবি আহমাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ তাঁর অনুরূপ এক কাব্যে স্পেনীয় তরুণীদের উপচে-পড়া রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ[৩]

يالؤلؤا يسبى العقول أنيقا ✧✧ ورشا بتقطيع القلوب رفيقا

مإن رأيت ولاسمعت بمثله ✧✧ درا يعود من الحياء عقيقا

واذا نظرت إلى محاسن وجهه ✧✧ أبصرت وجهك فى سناه غريقا

يامن تقطع خصره من رقة ✧✧ مابال قلبك لا يكون رقيقا

১ প্রাগুক্ত , পৃ. ১২১-২২

২ দীওয়ান ইবন য়ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক আল-তাব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল- কালাম), পৃ. ২২৫

৩ ফাতহ ইবন খাকান, মাতমা' আল-আনফুস (কনষ্টান্টিনিপোল ঃ মুতবি'আহ আল-জাওয়াইব, ১৩০২ হি.), পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

"ওহে মুক্তা তুল্য রমনী কূল ! যাদের যাদুকরী সৌন্দর্যে বুদ্ধি-বিবেক বিমুগ্ধ ও হতবাক হয়ে পড়ে। আর তীব্র অনুরাগে হৃৎকমল খন্ড বিখন্ড হয়ে বুদ্ধিমত্তাকে প্রলুব্ধ করেছে।"

"আমি অনুরূপ কোন মুক্তা কোনদিন দেখিনি— কখনো শুনিনি, যা লজ্জা ও বিনয়ে মূল্যবান 'আকী·ক· পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়।"

"তুমি যখন তার মুখমন্ডলের অপূর্ব লাবণীর দিকে তাকাবে, তখন তোমার চেহারাকে তার জমকালো দিপ্তীর মাঝে ডুবন্ত ও নিমজ্জিত দেখতে পাবে।"

"তীক্ষ্ণতায় ভগ্ন কটিদেশ বিশিষ্ট ওহে ব্যক্তি ! তোমার অন্তরের এমন কী হলো যে, এটা হাল্কা ও পাতলা হবে না?"

উপরোক্ত কাব্যে স্পেনীয় তরুণীদের রূপলাবণ্যের এক অপূর্ব চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তার দাঁনার ন্যায় তারা ছিল অতি ফর্সা। আবার লাজুকতায় তারা 'আকী·ক· পাথরের ন্যায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো। তাছাড়া উক্ত কাব্যে আমরা লু'লু, দুররুন, 'আকী·ক· ইত্যাদি এমন কিছু শব্দ- গুচ্ছ দেখতে পাই, যা স্পেনীয় সমাজে প্রচলিত ও ব্যবহৃত তৎকালীন সাজসজ্জা ও অঙ্গশ্রীর উপায়- উপকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি করে।

382352

অনুরূপ ভাবে কবি মারওয়ান ইব্ন 'আব্দ আল-রাহ·মানও একজন দক্ষ প্রণয় কবি ছিলেন। তীক্ষ্ণ ও সুচালো বর্ণনা, সহজ-সরল ভঙ্গিমা, সুমিষ্ট ব্যঞ্জনা আর উপমা-উৎপ্রেক্ষার দিক দিয়ে তাঁর প্রণয়গীতি প্রাচীন বনেদী কাব্যের অনুগামী হলেও ভাবার্থের সুক্ষতা ও গভীরতায় এগুলো অভিনব ও স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন কবি বলেনঃ[১]

غصن يهتز في دعص نقى ✧✧ يجتنى منه فؤادى حرقا

أطلع البدر لنا من وجهه ✧✧ قمرا ليس يرى لمحقا

باسم عن عقد در خلته ✧✧ سلبتة لثتاه العنقا

سال لام الصدغ فى صفحته ✧✧ سيلان التبر وافى الورقا

فتناهى الحسن فيه إنما ✧✧ يحسن الغصن إذاما أورقا

رق منه الخصر حتى خلته ✧✧ من نحول شفه قد عشقا

و كأن الردف قد تيمه ✧✧ فغدا فيه معنى قلقا

ناحلا جاور منه نا عما ✧✧ كحبيبى ظل لى معتنقا

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

"এটা এমন এক ডালি, যা স্বচ্ছ বালির টিলায় নড়াচড়া করছে। আর আমার অন্তর তা থেকে এক প্রদাহ সংগ্রহ করছে।"

"তাঁর চেহারার পূর্ণ-চন্দ্রিকা ও দিপ্তী আমার মধ্যে এমন এক চন্দ্রিমা উদিত করেছে, যা ক্ষয়িষ্ণু ভাবা যায় না।"

"সে এমন মুক্তাহারে মিটমিট করে হাসছে, যাকে তাঁর উভয় মাড়ি গ্রীবা-শুন্য করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।"

"তাঁর মূখ মন্ডলে চুলের বেনীর গোড়ায় মূল্যবান খনিজ পদার্থের ঢল নেমেছে, যা সচ্ছ রোপ্য মুদ্রায় পরিপূর্ণ।"

"এতে তার সৌন্দর্য প্রান্ত সীমায় পৌছেছে। আর ডালপালা পত্র-পল্লবিত হলেই তো সুষমা মন্ডিত হয়।"

"সৌন্দর্য ও লাবণ্যতায় কোমর এত চিকন ও আঁট সাঁট, তা যেন কৃশতার পরিমাপ থেকে বহির্ভূত হয়ে পড়েছে।"

---

১ ইবন আল-আব্বার, আল-হুল্লাহ আল-সায়রা, সম্পা. ড: হুসায়ন মু'নিস, (১৯৬৩ খৃ.), খ ২, পৃ.২২২

Dhaka University Institutional Repository

"আর নিতম্ব যেন তাঁকে প্রেমদাস বানিয়ে নিয়েছে। ফলে এটা তাঁর হৃদয় কম্পনের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।"

"এটা কৃশ ও চিকন। তদোপরি এর সাথে কোমলতা আর মসৃণতা সম্পৃক্ত হয়ে আছে। আর এটা আমাকে আমার বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করেছে।"

উক্ত কবিতা ছিপছিপে চমৎকার দৈহিক গড়ন, উজ্জল রূপসী মূখাবয়ব ও স্বচ্ছ-পরিপাট্য দন্তরাজির চিত্রায়নে এক চিত্তাকর্ষক ও লোভনীয় উপমা উপহার দিয়েছে। এখানে কবি উজ্জল স্বর্ণাভ দীঘল কেশরাজির লাবণী গন্ডে ছড়িয়ে পড়াকে স্বচ্ছ রূপালী মুদ্রার ছড়াছড়ি ও স্বর্ণপ্রবাহের সাথে তুলনা করেছেন।

এখানে বিখ্যাত কবি ইয়াহ·য়া ইবন হি·কাম আল-গায·াল এর একটি প্রণয় কাব্য উল্লেখযোগ্য। কবি তাঁর কবিতায় প্রেমিকার কাছে উষ্ণ অভিবাদন নিবেদন করতঃ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীয় ভালবাসা ও অনুরাগের ঘোষণা দিচ্ছেন। অতঃপর অনাবিল আনন্দ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের বাহুডোরে পরিবোষ্টিত অতীত প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করতঃ যুগ-পরিক্রমার আবর্তে একে অপরকে হারিয়ে ফেলা, বিরহ-বিচ্ছেদের দহন ও হারানো সান্নিধ্যের জ্বালা অতি ব্যাকুল সূরে বিবৃত করেছেন। সর্বোপরি উক্ত কবিতায় কবি উদ্দীপ্ত ভাবাবেগের তীব্র আমেজে প্রেয়সীকে চোখের আড়াল হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের প্রেমাকাশে দেখেছেন সদা উদিয়মান। যেমন কবি বলেছেনঃ[১]

أقر السلام على إلف كلفت به ✧✧ قد رمت صبرا وطول الشوق لم يرم

ظبى تباعد عن قربى وعن نظرى ✧✧ فالنفس واهة من شدة الألم

إلفين هذا بهذا مغرم كلف ✧✧ لا واحد فى الهوى منا بمتهم

لله تلك الليالى والسرور بها ✧✧ كأنما أبصرتها العين فى الحلم

ففرق الدهر شملا كان ملتئما ✧✧ منا وجمع شملا غير ملتئم

مازلت أرعى نجوم الليل طالعة ✧✧ أرجو السلوبها إذ غبت عن نجم

نجم من الحسن مايجرى به فلك ✧✧ كأنه الدر والياقوت فى النظم

ذاك الذى حاز حسنا لانظير له ✧✧ كالبدر نور علا فى منزل النعم

وقد تناظر والبر جيس فى شرف ✧✧ وقارن الز هرة البيضاء فى توم

فذاك يشبهه فى حسن صورته ✧✧ وذا يزيد بحظ الشعر والقلم

أشكو إلى الله مالقى لفرقته ✧✧ شكوى محب سقيم حافظ الذمم

لو كنت أشكو إلى صم الهضاب إذن ✧✧ تفطرت للذى أبديه من ألم

ياغادرا لم يزل بالغدر مرتديا ✧✧ أين الوفاء؟ أبن لى غير محتشم

إن غاب جسمك عن عينى وعن نظرى ✧✧ فما يغيب عن الأسرار والوهم

إنى سأبكيك ما نا حت مطوقة ✧✧ تبكى أليفا على فرع من النشم"

"সাথীকে জানাই ছালাম ও অভিবাদন। আমি তাকে গভীর ভাবে ভালবেসেছি। আমি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শরাঘাত করলেও প্রেমের দীর্ঘসূত্রিতা কোন তীর নিক্ষেপ করেনি।"

---

১ ইবন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইক·দ আল-ফারীদ (ক·ায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল- নাশর, ১৯৪৬ খৃ.), খ ৫, পৃ. ৩৫৩-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

"আমার সান্নিধ্য ও দৃষ্টি থেকে হরিণটি অনেক দূরে চলে গেছে। এতে অন্তর তীব্র যন্ত্রণায় উম্মত্ত প্রায়।"

"এই প্রেমিক যুগল উভয়ে একে অপরের প্রতি প্রণয়াসক্ত ও অনুরাগে ভারাক্রান্ত। আমাদের নিকট প্রেমের অভিযোগে কেবল একজনই অভিযুক্ত নন।"

"ঐ রজনীগুলো ও তার আনন্দ কেবল আল্লাহ প্রদত্ত (মহান নি`আমাত)। চক্ষু যেন স্বপ্নে তা পর্যবেক্ষণ করছে।"

"অতঃপর আবহকাল চক্র সেই জুটি ভেঙ্গে দিয়েছে, যা আমাদের কাছে ছিল একিভূত। আবার (তাদের) জুটি বেঁধেও দিয়েছে কিন্তু তারা একত্রিত নয়।"

"রাতের তারকারাজি উদিয়মান অবস্থায় তাঁকে সদা পর্যবেক্ষণ ও রাখালি করেছে। নক্ষত্রকে যেহেতু সে প্রত্যাখ্যান করেছে, অতএব আমিও তাকে ভুলে যাবার আকাংখা করছি।"

"যে নক্ষত্র নিয়ে নিলাভ আকাশ সদা বিচরণ করছে, তা যেন রূপ সৌন্দর্যে গ্রথিত মুক্তা ও সজ্জিত পদ্মরাগ-মণি।"

"এটাতো পূর্ণিমার চাদের ন্যায় রূপসৌন্দর্যের অধিকারী, যার কোন সমকক্ষ নেই। এটা এমন দিপ্তী ও আলো, যা সুখের বীথিকা জয় করেছে।"

"বৃহস্পতি গ্রহ স্ব-বৈশিষ্ট্যে মূর্তমান হওয়া সত্ত্বেও সে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং শুভ্র শুকতারাকে রসুনের সাথে তুলনা করেছে।"

"এটা স্বীয় রূপ-মাধুর্যে তার সাদৃশ্যতা রাখে। কিন্তু কাব্য ও মসিপটুতায় তাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে।"

"তার বিচ্ছেদে যে ক্লেশ ও যাতনা নিপতিত করা হয়েছে (তার জন্য)। আমি আল্লাহ সমীপে একজন পীড়িত প্রেমিক ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীর অভিযোগের ন্যায় ফরিয়াদ জানাচ্ছি।"

"আমি যদি কোন কঠিন পর্বতের কাছেও অভিযোগ পেশ করতাম, তা হলে তা— যার কাছে ব্যথা বেদনা ব্যক্ত করলাম, তখনই ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যেত।"

"ওহে হৃদয়হীন বিশ্বাস ঘাতক ! সদা প্রবঞ্চনার চাদর গায়ে জড়িয়ে রয়েছো। কোথায় তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ? কোথায় পেলে আমার অভদ্রতা ও লজ্জাহীনতা?"

"তোমার দেহ-প্রতিমা আমার চক্ষু ও দৃষ্টির অগোচর হলেও এটা বৃত্তি ও কল্পনার আড়াল হবে না।"

"আমি অচিরেই তোমাকে গলাশৃংখলিত (গলাবদ্ধ) নারীর বিলাপের ন্যায় রোদন করতে বাধ্য করবো আর বিছুটি বৃক্ষের ডালের উপর প্রেমার্দ্র ব্যক্তির ন্যায় তুমি ক্রন্দন করবে।"

স্পেনীয় কবিগণ তাদের প্রেয়সীর বিদায় মুহূর্তের করুণ চিত্র কাব্যিক তুলির আছড়ে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতে যখনই প্রয়াসী হয়েছেন, তখনই তাদের ভাব, কল্পনা ও অনুভূতি নিংড়ানো সবটুকু রসকষ ও সলিল-বিন্দু নিকষিত করে তাদের কবিতাকে প্রচুর সিক্ত করেছেন। আর এই ধারাবাহিকতায় কবি ইবন `আবদ রাব্বিহ তার হৃদয় মাধবী প্রেমিকার বিদায় মুহূর্তকে ছন্দবদ্ধ করতে পেশ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। অনুরাগ ও প্রেমের গভীর টানে তিনি বিদায় প্রাক্কালে যে ব্যথা-বেদনা, আত্ম-নিপীড়ন ও অন্তর জ্বালা অনুভব করেছেন, তার এক মর্ম বিদারক করুণ চিত্র কাব্যিক বাতায়নে তুলে ধরেছেন। এ দিনটি তার কাছে জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় ও কঠিন দিবস হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেনঃ[১]

ودعتنى برفرة واعتناق ✧✧ ثم قالت متى يكون التلاقى؟

ياسقيم الجفون من غير سقم ✧✧ بين عينيك مصرع العشاق

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

Dhaka University Institutional Repository

إن يوم الفراق أفظع يوم ✧✧ ليتنى مت قبل يوم الفراق

"সে আমার কাছ থেকে প্রেমের প্রাচুর্য ও গভীর আলিঙ্গনে বিদায় নিয়েছে। অতঃপর বললো কবে মোদের (পুনরায়) দেখা হবে ?"

"ওহে চোখের পাতার রোগী! তোমার দু'চোখে প্রেমিক বিধ্বংসী কোন ব্যাধি নয়।"

"বিরহ-বিচ্ছেদের দিন ও ক্ষণ নিশ্চয় অতি-ভীতিকর। আহ ! বিরহ দিবস প্রাক্কালে আমি যদি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তাম।"

এ ব্যাপারে কবি আরো বলেনঃ[১]

أزف الرحيل فودعتنى مقلة ✧✧ أوحت إلى جفونها بسلام

وشكت تباريح الصبابة والهوى ✧✧ بمدامع نطقت بغير كلام

"বিদায় সমাগত হলে অক্ষি-গোলক ও চোখের তারা আমাকে বিদায় দিলো। বিদায় সম্ভাষণে সে তার পাতার দিকে ইঙ্গিত করলো।"

"সে অশ্রু সিক্ত ছলছল নয়নে প্রেমানুরাগের তীব্র যন্ত্রণার অভিযোগ পেশ করতঃ ধ্বনি বিহীন কণ্ঠে কথা বলেছে।"

অনুরূপ ভাবে কবি মারওয়ান আল-ত·ালীক· তার কতিপয় কাব্যে বিদায় মুহূর্ত ও বিচ্ছেদের বর্ণনা দিয়েছেন এ ভাবেঃ[২]

ودعت من أهوى أصيلا ليتنى ✧✧ ذقت الحمام ولا أذوق نواه

فوجدت حتى الشمس تشكو وجده ✧✧ والورق تندب شجوها بهواه

وغدا النسيم مبلغا ما بيننا ✧✧ فلذاك رق هوى وطاب شذاه

ما الروض قد مزجت به أنداؤه ✧✧ سحرا بأطيب من شذا ذكراه

الزهر مبسمه ونكهته الصبا ✧✧ والورد أخضله الندى خداه

فلذاك أولع بالرياض لأنها ✧✧ أبدا تذكرنى الذى أهواه"

"যাকে আমি সত্যিকার ভাবে ভালবেসেছি, তাকে আমি বিদায় দিয়েছি। আহ! আমি যদি মরণের স্বাদ আস্বাদন করতাম এবং তার বিরহ-যাতনা ভোগ না করতাম।"

"আমি প্রেমডোরে আবদ্ধ হয়েছি। এমন কি প্রভাকরও তার অনুরাগে ভারাক্রান্ত । প্রেমাবেগের কারণে পত্র পল্লবও তার বিয়োগ শোকে বিলাপ করছে।"

"আমাদের মাঝে যা কিছু রয়েছে, প্রভাত প্রত্যুষে তার উপর সুপরিমিত নির্মল-বায়ূ প্রবাহিত হয়েছে। ফলে প্রেমানুভূতি হয়েছে আরো তীক্ষ্ণ এবং তার সুবাস হয়েছে আরো সুমিষ্ট।"

"সম্মোহনী সজীবতা ও আদ্রর্তা সংমিশ্রিত পুষ্প কানন তার স্মৃতির সুবাস ও স্নিগ্ধতার চোয়ে অধিক মনোরম নয়।"

"তার হাস্যোজ্জল মুখাবয়ব হচ্ছে পুষ্প তুল্য,পূবালী হাওয়া যার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছে। গোলাপ তাকে করেছে সজীব, তার উভয় কপোল করেছে আর্দ্র ।"

---

১ 'আল্লামা ছা'আলিবী, য়াতীমাহ আল-দাহ·র (ক·ায়রো ঃ মুত·বি'আহ হি·জাযী, ১৯৪৭ খৃ.) খ ২. পৃ. ৮

২ আল- মাক্কা·রী, নাফহ· আল-ত·ীব (আল-মুত·বি'আহ আল-আয·হারিয়্যাহ ,১৩০২ হি.). খ ২, পৃ. ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

"আমি বাগ-বাগিচার প্রতি গভীর ভালবাসায় এ জন্য উদ্দীপ্ত হয়েছি যে, এটা আমাকে স্বরণ করিয়ে দিবে-যাকে আমি সদা সর্বদা ভালবেসেছি।"

উপরোক্ত কাব্যে এক সংকটাপন্ন সন্ধিক্ষণে কবির কল্পনা ও অনুভূতির সাথে প্রকৃতির নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকাটা লক্ষণীয়। কবির মেধাপেষণে তার এক জীবন্ত চিত্র আমাদের সামনে চমৎকার ভাবে ফুঠে উঠেছে।

কাহিনী-সংলাপ কাব্য স্পেনীয় সাহিত্যাংগনে বেশ জনপ্রিয় ছিল। কবি আবূ 'আমির আহ·মাদ ইবন শুহায়দ এ জাতীয় কাব্য রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এমনি এক কবিতায় কবি তাঁর প্রেমিকার সাথে গড়ে ওঠা দৈহিক সম্পর্ক, অভিসার ও কামকেলীর এক সরস বর্ণনা এবং তাদের মধ্যে মজাদার সংলাপ বিনিময়ের এক চিত্তাকর্ষক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[১]

أصفيح شيم أم برق بدا ✧✧ أم سنى المحبوب أورى أزندا

هب من مرقده منكسرا ✧✧ مسبلا للكم مرخ للردا

يمسح النعسة من عيني رشا ✧✧ صائد في كل يوم أسدا

قلت هب لي يا حبيبي قبلة ✧✧ تشف من غمي تبريح الصدى

فانثني يهتز من منكبه ✧✧ قائلا لطفا وأعطاني اليدا

واذا استنجزت يوما وعده ✧✧ أمطل الوعد وقال اصبر غدا

شربت أعطافه ماء الصبا ✧✧ وسقاه الحسن حتى عربدا

"এটা কি ঝোঁক ও প্রবণতার বিশাল আকাশ? নাকি চমকানো বিদ্যুৎ? নাকি প্রেমিকের দিপ্তী? নাকি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ঝলক?"

"সে তার বিছনা থেকে ভগ্ন হৃদয় ও প্রলম্বিত আস্তিনে জেগে উঠে চাদর জড়িয়ে নিলো।"

"প্রত্যহ সিংহ শিকারীর প্রলোভন আমার চোখের তন্দ্রাবেশ মুছে দেয়।"

"আমি বললাম, ওহে বন্ধু !আমাকে একটি চুমো দাও, যা আমার দুশ্চিন্তা হতে অবসন্নতার যাতনা লাঘব করবে।"

"আর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রীত সূরে কথা বলতঃ সে তার স্পন্দিত বাহু ডোরে জড়িয়ে নিল।"

"একদা আমি যখন তার প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবী করলাম, তখন সে প্রতিশ্রুতি নিয়ে টাল-বাহানা করে বললো, আগামী দিবস পর্যন্ত ধৈর্য ধরো।"

পরিশেষে আমরা এ কথা দাবী করতে পারি যে এসকল প্রণয়কাব্য বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে প্রাচ্যের কবিতা হতে তেমন ভিন্ন নয়। অধিকন্তু অর্থ ও ভাবের ক্ষেত্রে এর সমকক্ষও নয়। বরং এগুলো প্রচুর কৃত্রিমতায় আক্রান্ত। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেন[২]-

"وقد نلا حظ أنه قد كبل بالصنعة فأسف أحيانا ولم يستطع أن يفلت من هذا الإسفاف إلاعندما أطلق الشاعر لقلبه حرية القول غير عابئ بقيود البيان والبديع"

---

১ ইবন বাসসাম ঃ আল-যাখীরাহ ফী মাহাসি ন আহল আল-জাযীরাহ (কায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ, ১৯৪৫ খৃ.) খ১, পৃ.২২৪

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ.১২২

Dhaka University Institutional Repository

''আমরা লক্ষ্য করেছি, কাব্যকে কৃত্রিম কারুকার্যতায় শৃংখলিত করা হয়েছে। কখনো এটাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে কৃত্রিমতা বর্জন করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কবি যখন তার স্বাধীন অভিব্যক্তি 'বায়ান' ও বাদী' শাস্ত্রের পদ্ধতিগত বাধাধরা নিয়ম উপেক্ষা করে স্বীয় অন্তরে প্রতিফলিত করেছেন, তখনই তা সম্ভব হয়েছে।''

স্পেনীয়দের নির্ঝর বর্ণনা ও বাক-পটুতার সুক্ষ্মতাই তাদের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর তারা তাদের সাহিত্যে বাহ্যতঃ এটাই উপলব্দি করেছেন। এ সম্পর্কে ইবন বাস্‌সাম মন্তব্য করে বলেন[১]-

"وذهب كلامهم بين رقة الهواء وجزالة الصخرة الصماء"

''অনুরাগের সুক্ষ্মতা আর মজবুত শিলা খন্ডের পোক্তুতার মধ্য দিয়ে তাদের কথা-বার্তা চলেছে।''

শরাব ও রম্য-কৌতুক ঃ

তৎকালীন স্পেন ছিল যেন প্রকৃতির সুসজ্জিত প্রমোদাগার। তথাকার জনসাধারণও আরাম-'আয়শ আর বিলাস-ভৈববের অতল পারাবারে অবগাহন করছিল। জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে ছিল সুখানন্দের ব্যাপক কোলাহল। সমাজ ও পরিবেশের অনুপম রূপ-সৌন্দর্যে স্পেনের শহর বন্দরগুলো যেন এক সম্মোহনী শক্তির অধিকারী ছিল। এর সাংস্কৃতিক অঙ্গন এক বর্ষাস্নাৎ সয়লাবের আগ্রাসী ছোবলে যেন আক্রান্ত ছিল। প্রবৃত্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করে মানুষ যথেচ্ছা ভ্রমণ করেছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবে নারী-নৃত্য, সূরা-সঙ্গীত ও ক্রীড়া-কৌতুক স্পেনীয় জীবন-যাত্রার সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলোর জালে ব্যাপক হারে আটকা পড়ে এবং তথাকার প্রমোদ-কাননগুলো জাতপদ নির্বিচারে সকলের অবাধ যাতায়াতে সদা মুখরিত ছিল।

স্পেনের অলিতে গলিতে— যত্রতত্র ব্যাপক হারে মদের বিপনী কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সেখানকার আদি বাসিন্দারা ছিল এর বিক্রেতা। মদ তৈরীর উৎকৃষ্ট উপাদন আঙ্গুর ফলের ছড়াছড়ি ছিল সর্বত্র। বস্তুতঃ মদ তাদের জীবনে এক সহজলভ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আর সম্ভবতঃ এ কারণেই তারা মদ্যপানে এত বেশী আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। খালীফাহ হি·কাম ইবন আল-মুসতানসি·র মদ ও তার উপাদান- আঙ্গুর ফলের উৎপাদন বন্ধ করতে দৃঢ় প্রত্যাশী ছিলেন।[২] ফলে তা মদ্যপদের জন্য বড় কঠিন বিপদ হয়ে দাড়িয়ে ছিল। যেমন কবি ইউসুফ ইবন হারূন আল-রামাদী তাঁর এক সুদীর্ঘ কবিতায় এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন, যার সূচনা পংক্তি ছিল এভাবেঃ[৩]

"يخطب الشاربين يضيق صدرى ✧✧ وترمضنى بليتهم لعمرى"

''মদ্যপদের বিপদ দেখে আমার অন্তর সংকোচিত হয়ে পড়ে। আমার জীবনের শপৎ, তাদের দুঃখ-দুর্দশার উত্তপ্ততা আমার শরীরে ফুসকা ফেলে দিয়েছে।''

যা হোক উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে স্পেনীয় কবিগণ মদের বর্ণনায় চমৎকার শিল্প-সমৃদ্ধ কাব্য রচনায় উদ্যোগী হন। এসব বর্ণনায় স্বাভাবিক ভাবে কবিগণ একদিকে যেমন পানপাত্র, বাসন-কোষন, সাকী, শুড়িখানা, প্রমোদ-সঙ্গী ইত্যাদির আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন, অনুরূপ ভাবে সঙ্গীত-নৃত্য, ক্রীড়া- কৌতুক, রং-তামাশা ইত্যাদি বিষয়ও ছন্দোর্মির তরঙ্গে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অধিকন্তু এসব কবিতায় প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মনোলোভা দৃশ্যের সংযোজন ঘটিয়ে কবিরা নিজেদের বর্ণনাকে আরো মোহনীয়, আরো চিন্ময়ী প্রতিভাত

---

১ প্রাগুক্ত।

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাতা·বি· বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৭৬

৩ আল-হু·মায়দী, জাযওয়াহ আল-মুক·তাবিস, সম্পা. অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইবন তা·ভীত আল-তা·নজী (মিস·রঃ মুতবি'আহ আল-সা'আদাহ, ১৯৫২ খৃ.), পৃ. ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তাছাড়া তারা অধিকাংশ খামারিয়াত কাব্যে প্রাচ্যীয় কবিদের প্রচুর ভাব ও অনুভূতি ধার করতঃ নিজেদের রচনাশৈলীকে রমরমা ভাব-বৈচিত্রের আবেশে প্রাচুর্যপূর্ণ ও উৎকর্ষ করে তুলেছেন। নাগরিক সভ্যতা ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা গুচ্ছে তারা যেমন বর্ণনার অভিনবত্ব, সঠিক চিত্রায়নে সুনিপুণ কলা-কৌশল, শব্দ চয়নে মার্জিত রুচিবোধ, শ্লোকাবন্ধে অদ্ভূত পরিপক্ষতা ও কোমলতা প্রদর্শন করেছেন, অনুরূপ ভাবে উপরোক্ত বিষয়েও তারা ব্যঞ্জনার পরিশীলতা, রচনারীতির সাবলিল ভঙ্গিমা, ভাব ও অর্থের সুক্ষ্মতা, উপস্থাপনার সুমধুর লালিত্য, চিত্রাংকনের শিল্প-কৌশল ইত্যাদি সমন্বয়ে তাদের কাব্যমালাকে সুশোভিত করে তুলেছেন।[১]

প্রাচ্যের সমকালীন কবি আবূ নাওয়াস ও (১৪৫-৯৯হি.) এ জাতীয় কবিতা রচনায় বেশ পারঙ্গমতা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এর কিছুদিন যেতে না যেতেই স্পেনের কাব্যাকাশেও এ ধরনের কতিপয় তারকা কবি উদিত হয়েছিলেন। তারাও নিজেদের প্রতিভা নিংড়ানো মধুর রসে সিক্ত করে উপরোক্ত বিষয়ে প্রচুর কবিতা তৈরী করেন। কখনো এসব কবিতাকে তারা অন্যান্য বিষয়বস্তু তথা প্রণয়, প্রকৃতি ইত্যাদির সম্পৃক্ততায় অধিক মচমচে ভাজা, সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তুলতেন। যেমন গভর্ণর আল-হ·াজিব জা'ফার ইবন 'উছমান আল-মাস·হ·াফী উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পদ-মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মদের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। তিনি মদের রঙ্গিন লোভাতুর সৌন্দর্য এবং দেহের শিরা-উপশিরায় এর মন্থরগতি ও প্রভাবের বিচিত্র বর্ণনা উপস্থাপন করতঃ ছন্দের ছাচে ঢালাইকৃত সুক্ষ্ম উপমা-উৎপ্রেক্ষার দ্বারা মদের সুপেয় স্বচ্ছতার প্রতি চমৎকার ইঙ্গিত করেছেন, তিনি বলেনঃ[২]

صفراء تطرق فى الزجاج فإن سرت ✧✧ فى الجسم دبت مثل صل لادغ

خفيت على شرابها فكأنما ✧✧ يجدون ريا فى إناء فارغ

عبث الزمان بجسمها فتسربت ✧✧ عن عينها فى ثوب نور سابغ

"পিত্ত বর্ণের পানীয় কাচপাত্রে তৈরী করা হয়। যদি তা দেহে সঞ্চালিত হয়, তবে বিষধর সর্পের (বিষের) ন্যায় তা মন্থরগতিতে অনুপ্রবেশ করে।"

"এটা পানাসক্ত ব্যক্তিবর্গকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে দেয় যে, তারা যেন শুন্য পাত্রেও পরিতৃপ্তি পায়।"

"তাদের দেহ নিয়ে কাল-চক্র হাস্য-বিদ্রুপে ভ্রু-কুঞ্চিত করেছে। অতঃপর এটা তাদের দৃষ্টির অগোচরে ঢিলে ঢালা উজ্জ্বল আল-খেল্লায় লুকিয়ে গেছে।"

কবি ইবন হানীও মদের বর্ণনায় কতিপয় চমৎকার কবিতা রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[৩]

وليل بت أسقاها سلافا ✧✧ معتقة كلون الجلنار

كأن حبابها خرزات در ✧✧ علت ذهبا بأقداح النضار

أقمت لشربها عبثا وعندى ✧✧ بنات اللهو تعبث بالعقار

ونجم الليل يركض بالدياجى ✧✧ كأن الصبح يطلبه بثار

"এমন বহু রজনী জেগে কাটিয়েছি, যাকে ডালিম ফুলের রং এর ন্যায় রক্তিম ও পূর্ণ নেশাযুক্ত সুমধুর পানীয় (অমৃত সুধা) পান করিয়েছি।"

---

১ ড; 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি· বাহ·র আল-'উলুম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৭৮।

২ ইবন আল-আব্বার ঃ আল-হু·ল্লাহ আল-সায়ারা, সম্পা. ডঃ হু·সায়ন মু'নিস, (১৯৬৩ খৃ.), খ-২, পৃ.২৬৩

৩ দীওয়ান ইবন হানী (বৈরুত ঃ দার সা·দির, ১৯৬৪ খৃ.), পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

"এর বুদবুদ যেন এমন মুক্তাদানা, যা স্বর্ণ-পাত্রের স্বর্ণকেও ম্লান করে দিয়েছে।"

"আমি অধিক ফুর্তীতে তা পান করতে প্রস্তুত রয়েছি। আমার কাছে এমন কতিপয় প্রমোদ-বালা রয়েছে, যারা মাদক সেবনে আনন্দ পায়।"

"রাতের তারকা আধারের সাথে নৃত্য করে। প্রভাত যেন তাকে প্রতিশোধ গ্রহণে খুজে বেড়ায়।"

কবি মারওয়ান ইবন 'আবদ আল-রাহ·মান আল-ত·ালীক·ও অনুরূপ একদীর্ঘ কবিতা রচনা করে মদ ও প্রণয়কে একই সূত্রে গ্রথিত করেছেন। তিনি সুস্বাদু মুদিরাকে আধারের আলো এবং সাকীর হাতে উদিত-প্রেমিকার মুখে অস্তমিত সূর্য্য হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাঁর প্রবল মাদকাসক্তির কারণে পানপাত্র ও প্রণয়ী হস্তে এর বর্ণ-বৈচিত্রের এক মনোহারী আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনার মাধ্যমে স্বীয় কাব্যমালাকে সার্বিক প্রতিভা নিংড়ানো শিশির বিন্দু দ্বারা সিক্ত করেছেন। পরিশেষে কবি যখন মদ পান করেছেন, তখন প্রণয়িনীর কোমল গন্ডে যেন ফুটে উঠেছে এর উজ্জল আভা। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর কবিতায় সাকী, ও তাঁর আপ্যায়ন—সাদর সম্ভাষণ ইত্যাদি উল্লেখ করতেও ভুলেন নি। তিনি এভাবে তাঁর কাব্যকে উপমা-উৎপ্রেক্ষার চমৎকারিত্ব, রচনাশৈলীর কারুকার্যতা আর অলংকারিত্বের প্রাচুর্যে অতি হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

পানপাত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন- এটা যেন ঘুট ঘুটে আধারের গায়ে আলোর চাদর জড়িয়ে দিয়েছে। চরম স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতায় গভীর আধারেও এটা প্রায় দৃশ্যমান। তবে অধিকাংশ সময় এটা নাকি প্রণয়িনীর হস্তে আত্ম-গোপন করে। আবার তার হাতে এটা নাকি এমন এক ফ্যাকাশে সূর্য্য, যা প্রেয়সীর যাদুকরী ত্বকের সৌন্দর্যে স্বীয় দিপ্তী হারিয়ে ফেলেছে।

এভাবে কবি আল-ত·ালীক· প্রেমিকার রূপ-লাবণ্যের বর্ণনায় তার আঙ্গুলীকে নার্গিস ফুলের শুভ্র পাতার সাথে তুলনা করেছেন। তবে তার রূপের অতিসুক্ষ্ম ও অভিনব চিত্র ফুটে উঠেছে কাব্যের সমাপনি পংক্তিতে। এখানে কবি মদ্যপানের পর তার প্রণয়দেবীর টুনকে রক্ত ঝরা তুলতুলে কোমল কপোল এর রক্তিম আভাকে গোধূলী বেলায় সূর্যাস্তের লীলা-খেলা অন্তে পশ্চিম গগনে উদিত আধার মিশ্রিত লালিমার সাথে তুলনা করেছেন, যা সূর্য অস্তমিত হওয়ার দীর্ঘক্ষণ পরও পরিলক্ষিত হয়। আমাদের এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- উপরোক্ত বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, শব্দ ও ছন্দ বিন্যাসে কবির সুনিপুণ কলা-কৌশল এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষার অদ্ভুত রূপ-বৈচিত্র রসিক পাঠক বর্গের সামনে উপস্থাপন করা। যেমন কবি তাঁর কবিতায় বলেনঃ[১]

رب كأس قد كست جنح دجى ✧✧ ثوب نور من سناها أشرقا

بت أسقيها رشا فى طرفه ✧✧ سنة تورث عينى أرقا

خفيت للعين حتى خلتها ✧✧ تتقى من لحظه مايتقى

أشرقت فى ناصع من كفه ✧✧ كشعاع الشمس لاقى الورقا

أصبحت شمسا وفوه مغربا ✧✧ ويد الساقى المحى مشرقا

فإذا ما غربت فى فمه ✧✧ تركت فى الخد منه شفقا

"বহু পেয়ালা আছে, যা আধারের গায়ে আলোর এমন পোষাক পরিয়ে দিয়েছে, যা আপন দিপ্তীতে উজ্জল।"

"আমি তা পান করতঃ রাত জেগে কাটিয়েছি। তার চোখের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এমন তন্দ্রাবেশ, যা আমার চক্ষুকে অনিদ্রার উত্তরাধিকারী বানিয়ে নেয়।"

---

১ ইবন আল-আব্বার , হু·ল্লাহ আল-সায়রা, সম্পা. ড: হু·সায়ন মু'নিস (১৯৬৩ খৃ.), খ১. পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

"এটা মদশুন্য হয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেছে। তার চাহ্নী থেকে যতটুকু আত্ম-রক্ষা করার সে ততটুকু আত্ম-রক্ষা করছে।"

"এটা শুভ্রতায় তার হাতের তালুতে রূপালী বর্ণ-মিশ্রিত সূর্য্যের আভার ন্যায় সমুজ্জল।"

"এটা যেন এমন এক সূর্য্যে পরিণত হয়েছে, তাঁর (প্রেয়সীর) মুখগহবর হলো যার অস্তমিত হবার স্থান আর কর্মতৎপর সজীব সাকী়র হাত হলো যার উদয়াচল।"

"তাঁর মুখগহবরে এটা যখন অস্তমিত হয়, তাঁর গালে তখন রেখে যায় পশ্চিম গগনের সান্ধ্য রক্তিম আভা।"

কবি ইবন্ শুহায়দ খালীফাহ হিশাম আল- মুওয়ায়্যিদ এর ওয়াযী়র আল-মান্সূ়র ইবন্ আবূ 'আমির এর উপস্থিতিতে এক পানোৎসব ও আনন্দ-মেলার বর্ণনায় একটি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করেছেন, যা স্পেনের রম্য ও হাস্য-কৌতুক কাব্যমালার অন্তর্ভূক্ত। আমরা এ খন্ড কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে সংশ্লিষ্ট বিষয় বস্তুর প্রতি আলোকপাত করতে চাই। যেমন কবি বলেনঃ[১]

هاكَ شيخا قاده عذر لكا ✧✧ قام فی رقصته مستهلكا

لم يطق يرقصها مستثبتا ✧✧ فانثنى يرقصها مستمسكا

عاقه عن هزها معتدلا ✧✧ نقرس أنحى عليه فاتكا

طرب اللهو وقد حق له ✧✧ طربا أرمضه حتى اشتكا

من وزير فيهم رقاصة ✧✧ قام من طيب يناغی ملكا

أنا لو كنت لما تعرفنی ✧✧ قمت إجلالا علی رأسی لكا

قهقه الأبريق منی ضحكا ✧✧ ورأى رعشة رجلی فبكا"

"এক বৃদ্ধকে দেখো ! তোমার 'উযার তাকে পরিচালিত করেছে। আত্ম-হননকারী হিসেবে নাচতে উদ্দত হয়েছে।"

"সে তাকে শক্ত ও দৃঢ় ভাবে নাচাতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাকে জড়িয়ে ধরে হেলে দোলে নাচাতে থাকে।"

"সে তার নৃত্য-তালে নিজেকে সোজা করতে বাধ্যগ্রস্ত হলো। ফলে সে আত্ম-হন্তার ন্যায় নিজেকে প্রচন্ড আঘাতে অসাড় করে দিল।"

"তুমি আমাকে যেভাবে জানো, আমি যদি ঠিক এমন হতাম। তাহলে আমার মাথার উপর তোমার সম্মানের বোঝা নিয়ে দাঁড়াতাম।"

"কফির পাত্র আমাকে দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। আর আমার পায়ের কম্পন দেখে তা কেঁদে উঠে।"

উক্ত কবিতা স্বীয় রচনাশৈলীর অভিনব কারুকার্য, সাবলিল ভঙ্গিমা, অর্থ ও ভাবের সুক্ষ্ণতা, শব্দ চয়নে সারল্য ও লালিত্য প্রভৃতি গুণ-সজ্জায় মূর্তমান হয়ে আছে এবং এটা আলোচ্য বিষয়বস্তুকেও অতি মনোরম চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছে।

কবি ইবন্ শুহায়দ মদ ও রম্য কবিতা রচনায় ছিলেন সিদ্ধ হস্তের অধিকারী একজন সুনিপূণ নির্মাতা। সুরা ও আনন্দাসরকে কেন্দ্র করে যেসব হই-হল্লা, আমোদ-ফূর্তি, নাচ-গান ইত্যাদির খরস্রোতা ঢল নেমে আসতো, তিনি তাঁর কবিতায় এর এক জীবন্ত চিত্র মার্জিত ও শৈল্পিক রচনারীতি নিষ্পেষণে এবং বিশাল কল্পাকাশের

---

১ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহা়সিন আহল আল-জাযী়রাহ, (কা়য়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশর, ১৯৪৫ খৃ,), খ১, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মুক্ত তাপে তপ্ত করে আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন। তাছাড়া কাব্য ও পদ বিন্যাসেও তার কবিতা প্রশংসার দাবী রাখে।

দেশাত্মবোধক শোকগাঁথাঃ

স্পেনের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, ধনাঢ্য ও প্রাচুর্যপুর্ণ জীবনধারা স্পেনীয়দের স্বভাব-চরিত্র হতে বেদুঈন জীবনের রুক্ষতা, পাশবিকতা, বর্বরতা ইত্যাদি অসংলগ্ন অন্যায় ও অসৎ বৃত্তিগুলো দূর করে দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা আপন মনের মধ্যে পূর্বতন মাতৃভূমি প্রাচ্যের প্রতি হৃদয়ের গভীর টান ও মমত্ববোধ লালন করে আসছিল। তাদের ফেলে আসা স্মৃতিগুলো তাদের মনে অসহনীয় পীড়ার সৃষ্টি করতো। তথাকার প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থানগুলোর প্রতি তারা চাপা-ক্রন্দনে প্রচুর ব্যথা অনুভব করতেন। ফলে তাদের প্রেমার্দ্র হৃদয়ে বিরহ-ব্যথার এক করুণ সূর ও উষ্ণ নিঃশ্বাস কাব্যের ছন্দে প্রতিভাত হয়েছে। ধীরে ধীরে নতুন দেশ স্পেনও তাদেরকে প্রেমাডোরে আবদ্ধ করতে লাগলো। ক্রমান্বয়ে স্পেনের সাথে তাদের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। তথাপি প্রাচ্যের সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি ভাবে ছিন্ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনুরূপভাবে স্পেন থেকে হজ্ব কিংবা জ্ঞানান্বেষনে যারা প্রাচ্যে গমন করতেন, দীর্ঘদিন প্রবাসী হয়ে থাকার কারণে স্বদেশ তথা স্পেনের অভাব তাদের হৃদয়েও গভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে দীর্ঘ প্রতিক্ষায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে রোদন- গীতি গাইতে থাকেন।[১]

বিশেষ করে স্পেনে যখন উমায়্যাহ খিলাফাতের ভিত অতি দুর্বল ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল, তখন সেখানে বিরাট রাজনৈতিক সংকটের ঘন-ঘটা পরিলক্ষিত হয়। খোদ রাজধানী কর্ডোভাই একাধিক বার যুদ্ধে আক্রান্ত হয়ে ঘরবাড়ী, দালাল-কোঠা ইত্যাদি শত্রু কর্তৃক লুণ্ঠিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তখন থেকে স্পেনের সাহিত্যাংগনে দেশাত্মবোধক শোকগীতির আত্ম-প্রকাশ ঘটে এবং কাব্যের এক স্বতন্ত্রধারা হিসেবে তা স্বীকৃতি লাভ করে।

সুতরাং উপরোক্ত কাব্য-ধারা স্পেনে উমায়্যাহ খিলাফাতের শেষের দিকে জন্মলাভ করতঃ পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিপালিত হয়ে উৎকর্ষতার এক শীর্ষ সোপানে আরোহন করেছিল। স্পেনের আদি বাসিন্দাদের হাতে সামাজ্যের শহর-বন্দরগুলো একের পর এক দ্রুত পতন ঘটতে থাকলে মুলূক আল ত·াওয়া'ইফের আমলে দেশাত্মবোধক রোদনগীতি স্পেনীয় কাব্যাংগনে অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু রূপে মর্যাদা লাভ করে।[২]

স্পেনীয় কবিরা যে- যে এলাকায় অভিবাসিত ছিলেন তথাকার মাটি ও মানুষ, আলো-বাতাস, তৃণ-পল্লব ইত্যাদির সাথে তাদের আত্মার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। তাদের প্রেম-সিন্ধুর উথাল তরঙ্গমালা দু'কূল চাপিয়ে অত্র এলাকার সাথে মিশে একাকার ছিল। আর এই স্বদেশ প্রেমের অকূল পারাবার হতেই উৎসারিত হয়েছিল তাদের কাব্যের এ নতুন ধারা। স্ব-স্ব শহর-বন্দরগুলো শত্রুদের হাতে বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হলে তথাকার কবিগণ শোকগাঁথা রচনা করে প্রচুর ক্রন্দন ও আহাজারী ব্যক্ত করেছেন। এগুলো যেন তাদের অন্তর থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

প্রাচীন 'আরবী কবিতায় দেশাত্মবোধক শোক-গীতির অস্তিত্ব যদিও খুঁজে পাওয়া যায়, তথাপি স্পেনীয় কাব্যে এটা এক অভিনব আঙ্গিক ও স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্যে আত্ম-প্রকাশ করেছে। ফলে গবেষকগণ এটাকে স্পেনীয় কাব্যে এক নব্য-বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করেছেন।[৩]

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাতা·বি· বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ.১৮৪

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উমায়্যাহ খিলাফাতের শেষের দিকে সর্বপ্রথম এ কাব্য ধারার আবির্ভাব হলে স্পেনের রাজনৈতিক গগন ছিল গোলযোগের কালো মেঘে আচ্ছন্ন। দেশের সর্বত্র এক অরাজকতা ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল। খালীফাহ ছিলেন নামে মাত্র। কিন্তু দেশের কর্তৃত্ব ছিল বিদ্রোহীদের হাতে। শহর-বন্দরগুলো লুটতরাজ আর ধ্বংসযজ্ঞের লীলা ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এ সময় সূলায়মান ইবন হি·কাম ইবন সুলায়মান(মৃ. ৪০৩ /১০১৩) এর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা খালীফাহ হিশাম আল-মুওয়ায়্যিদ ইবন হি·কাম আল-মুসতানসি·র এর উপর চড়াও হয়ে কর্ডোভা নগরীকে তছনছ করে দিয়েছিল। ঘরবাড়ী ধ্বংস করে সেখান থেকে অধিবাসীদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা এ ভয়াল দৃশ্য অবলোকন করেছেন, তাদের মধ্যে আহ·মাদ ইবন শুহায়দ ছিলেন অন্যতম। কর্ডোভার ধ্বংস বিধ্বস্ত নির্জীব ও করুণ অবস্থা, হত্যা-নির্যাতন, ছিনতাই-রাহাজানি, জনগণের সর্বস্ব হারানোর করুণ আর্তি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ক্রমে তাঁর হিয়া আড়ষ্টতায় ছিল কম্পমান। মর্ম-যাতনায় তিনি এত কাতর হয়ে পড়েছিলেন যেন তাঁর মর্মের বত্রিশ বাঁধন ছিড়ে চৌচির হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে যায়। সুতরাং তিনি কর্ডোভা নগরীর এহেন হৃদয়-বিদারক ধ্বংস চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর হৃত গৌরব এবং জনগনের করুণ পরিণতির উপর অনুশোচনার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে প্রচুর বিলাপ করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[১]

مافى الطلول من الأحبة مخبر ✧✧ فمن الذى عن حالها نستخبر ؟!

جار الزمان عليهم فتفرقوا ✧✧ فى كل ناحية وباد الأكثر

جرت الخطوب على محل ديارهم ✧✧ وعليهم فتغيرت وتغيروا

فلمثل قرطبة يقل بكاء من ✧✧ يبكى بعين دمعها متفجر

دار أقال الله عثرة أهلها ✧✧ فتبربروا وتغربوا وتمصروا

فى كل ناحية فريق منهم ✧✧ متفطر لفراقها متحير

عهدى بها والشمل فيها جامع ✧✧ من أهلها والعيش فيها أخضر

ورياح زهرتها تلوح عليهم ✧✧ بروائح يفتر منها العنبر

والدار قد ضرب الكمال وراقه ✧✧ فيها وباع النقص فيها يقصر

والقصر قصر بنى أمية وافر ✧✧ من كل أمر والخلافة أوفر

والجامع الأعلى يغص بكل من ✧✧ يتلو ويسمع ما يشاء وينظر

ومسالك الأسواق تشهد أنها ✧✧ لا يستقل بسالكيها الحشر

ياجنة عصفت بها وباهلها ✧✧ ريح النوى فتدمرت وتدمروا

آسى عليك من الممات وحق لى ✧✧ إذ لم نزل بك فى حياتك نفخر

أسفى على دار عهدت ربوعها ✧✧ وظباؤها بفنائها تتبختر

أيام كانت عين كل كرامة ✧✧ من كل ناحية إليها تنظر

---

১ দীওয়ান ইবন শুহায়দ, সম্পা. ইয়া·কূব যা·কী (কা·য়রো ঃ দার আল-কাতিব আল-·আরবী লী-আল-তা·বা·আহ ওয়া আল-নাশর), পৃ. ১০৯-১০; লিসান আল-দ্বীন ইবন আল-খাতীব, আ·মাল আল-·আলাম (বৈরুত ঃ দার আল-মাকশূফ, ১৯৫৬ খৃ.), পৃ. ১০৫-০৬

Dhaka University Institutional Repository

أيام كان الأمر فيها واحدا ✧✧ لأميرها وأمير من يتأمر

أيام كانت كف كل سلامة ✧✧ تسمو إليها بالسلام وتبدر

حزني على سرواتها ورواتها ✧✧ وثقاتها وحماتها يتكرر

نفسي على آلائها وصفائها ✧✧ وبهائها وسنائها تتحسر

كبدي على علمائها وحلمائها ✧✧ أدبائها ظرفائها تتفطر

"বন্ধু-বান্ধবের ধ্বংসাবশেষের মাঝে কোন সংবাদ পরিবেশনকারী নেই। এমন কে আছে? যার কাছে আমরা তাদের পরিণতির সংবাদ জানতে পারি।"

"কালের বিড়ম্বনা তাদের উপর নির্যাতন করেছে। ফলে তাদের অধিকাংশ দেশের সর্বত্র আনাচে- কানাচে ও বনে-জঙ্গলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।"

"তাদের ও তাদের ঘরবাড়ীর উপর বিপদাপদের মহাপ্রলয় বয়ে গেছে। ফলে ঘরবাড়ী ও তাদের অবস্থার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।"

"যে ব্যক্তি চোখের উছলিয়ে পড়া বাধভাঙ্গা অশ্রুপাতে ক্রন্দন করবে, তা কার্ডোভার মত নগরীর জন্য নিতান্ত কমই হবে।"

"আল্লাহ তা'আলা জনগণের পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে দেশটিকে যেন উন্নীত করেন। আর তারা যেন বার্বার জাতির মত প্রত্যাবাসিত হয়ে দেশের পুনঃ অধিকারী হয়ে যায়।"

"তাদের মধ্যে একদল লোক প্রতিটি এলাকায় এর বিরহ-বিচ্ছেদে অস্থির ও কেঁদে ভেঙ্গে পড়েছে।" "এটার সাথে রয়েছে আমার অঙ্গিকার। অধিবাসীদের রয়েছে সমন্বিত ঐক্য এবং তার জীবনযাত্রা সুখের শ্যামলিমায় উর্বর।"

"তাদের সামনে এর পুষ্প কাননগুলো ছড়ানো সুবাসে মূর্তমান হয়ে আছে। এতে আম্বরী সুগন্ধিও তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার উপক্রম।"

"বাড়ীর বারান্দা বাড়ীটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। তার মধ্যে জীর্ণতা ও ত্রুটির পরিধি খুবই ক্ষীয়মান।"

"সোরম্য-প্রাসাদ তথা বনু উমাইয়াদের রাজ-প্রাসাদ প্রাচুর্যে টইটুম্বুর, আর তাদের খিলাফাত সর্বক্ষেত্রে অধিকতর পুর্ণতার অধিকারী।"

"মহান বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অধ্যয়ন ও পাঠমগ্ন রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে এটা স্ব-স্ব প্রত্যাশা ও গবেষণা অনুপাতে বিমুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করেছে।"

"হাট-বাজারের পথঘাট ও অলি-গলি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এর সমাগম স্থল পথিকের পদভারে মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারে না।"

"ওহে স্বর্গপুরী! তার ও তার অধিবাসীদের উপর দিয়ে এক প্রচন্ড ঝড় হাওয়া বয়ে গেছে। ফলে উভয়ই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।"

"আমি তোমার মৃত্যুতে সমবেদনায় গভীর ভাবে ভারাক্রান্ত। তোমার জীবনে আমার যখন আর আগমন ঘটবে না। তাহলে বড়াই করাই আমার জন্য উচিৎ হবে।"

"আহ! দেশের উপর আমার আফসোস হয়। তথাকার ঘরবাড়ী ও মৃগকূল তার আঙ্গিনার সাথে অঙ্গিকার করেছিল যে, তারা উল্লাস ও লম্ব-ঝম্প করবে।"

Dhaka University Institutional Repository

``এমন বহু যুগ ছিল, যা তার প্রতিটি প্রান্তের দিকে সার্বিক মান-মর্যাদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো।``

``এমন বহু যুগ ছিল—— যখন তথায় তার ও তার উদ্ধত ব্যক্তি বর্গের একক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।``

``এমন বহুকাল অতীত হয়েছে, যখন সকল নিরাপত্তার হস্ত সাগ্রহে তার প্রতি আকাংখা পোষণ করতঃ সাদর সম্ভাষণে দ্রুত ধাবিত হতো।``

``আমার দুশ্চিন্তা তার সহানুভব ব্যক্তিবর্গ, রাভীবৃন্দ, বিশ্বস্ত অভিভাবক ও রক্ষকদের উপর প্রায়শঃ ভিড় জমায়।``

``আমার ব্যাকুল হৃদয় তার বিলাস বৈভব, পরিচ্ছন্নতা, চাকচিক্য ও উৎকর্ষতার উপর অনুশোচনা করছে।``

``আমার কলিজা তার জ্ঞানী-গুণী, প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ, কবি-সাহিত্যিক এবং রুচিশীল ব্যক্তিবর্গের উপর ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।''

অনুরূপ ভাবে কর্ডোভার আকস্মিক মহা-বিপর্যয়কে উপলক্ষ করে কবি আবূ মুহ·াম্মাদ ‘আলী ইব্‌ন আহ·মাদ ইব্‌ন সা`ঈদ ইব্‌ন হ·াযম বলেন-[১]

سلام على دار رحلنا وغودرت ✧✧ خلاء من الأهلين موحشة قفرا

تراها كأن لم تغن بالأمس بلقعا ✧✧ ولا عمرت من أهلها قبلنا دهرا

فيادار لم يقفرك منا اختيارنا ✧✧ ولو أننا نسطيع كنت لنا قبرا

ولكن أقدارا من الله أنفذت ✧✧ تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا

فيا خير دار قد تركت حميدة ✧✧ سقتك الغوادى ما أجل وما أسرى

ويامجتلى تلك البساتين حفها ✧✧ رياض قوارير غدت بعدنا غبرا

كأنك لم يسكنك غيد أوانس ✧✧ وصيد رجال أشبهوا الأنجم الزهرا

تفانوا وبادوا واستمرت نواهم ✧✧ لمثلهم أسكبت مقلتى العبرا

فيارب يوم فى ذراها وليلة ✧✧ وصلنا هناك الشمس باللهو والبدرا

فواجسمى المضنى وواقلبى المفرى ✧✧ ووانفسى الثكلى وواكبدى الحرا

سأندب ذاك العهد ماقامت الخضرا ✧✧ على الناس سقفا واستقلت بنا الغبرا"

``আমাদের প্রস্থানোদ্যত দেশের প্রতি বিদায়াভিনন্দন। এটাকে নির্জন মরুভূমির ন্যায় জন-শূন্য করে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে।``

``এটাকে দেখে তোমার মনে হবে, অতীতে তা যেন বিরান বিধ্বস্ত ভূমি হতে বিমুখ ছিল না এবং আমাদের পূর্বে তার অধিবাসীও যেন দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত এটাকে আবাদ করেনি।``

``সুতরাং হে দেশ ! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের পছন্দ ও অভিপ্রায় তোমাকে জন-মানবহীন ধু-ধু ময়দানে পরিণত করেনি। আমাদের জন্য সম্ভব হলে তুমি আমাদের সমাধি হতে।``

``কিন্তু আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত ভাগ্য-লিপি আমাদের ধ্বংস অবধারিত করে দিয়েছে। আর যা (দুঃখ-কষ্ট) নিপতিত হয়েছে তা স্বেচ্ছায় বরণ কিংবা পরাস্ত করেই হয়েছে।``

---

১ লিসান আল-দ্বীন ইবন আল-খাত·ীব, আ`মাল আল-`আলাম। (বৈরুত ঃ দার আল-মাকশূফ, ১৯৫৬ খৃ.), পৃ. ১০৭-০৮

Dhaka University Institutional Repository

"হে তিলোত্তমা দেশ ! তুমি কিছু নন্দিত কীর্তি রেখে গিয়েছো, আর তোমার যা কিছু উন্নতি ও ব্যথা-বেদনা উপশমিত হয়েছে, তাকে প্রভাতী মেঘের জলবিন্দু পরিতৃপ্ত করেছে।"

"ঐ সকল বাগানের চারপাশের ওহে উজ্জ্বলক ! আমাদের পর কাচপাত্র তুল্য স্বচ্ছ নির্মল পুষ্প কাননগুলো হিংসা বিদ্বেষ এর ধূলি-বালি আহার করেছে।"

"তুমি যেন এমন, তোমার মাঝে কোন সুখ-শান্তি কিংবা প্রেম-প্রীতি বসবাস করেনি। আর এমন কতিপয় ব্যক্তিকে শিকার করা হয়েছে। যারা সান্ধ্য-তারকার সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ।"

"তাদের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ বিতাড়িত ও যাযাবর হয়েছেন আর তাদের বিরহ-বিচ্ছেদের ঘটনা অবিরাম চলেছে। তবে আমার নয়নমনি অশ্রুর বন্যা বয়ে দিয়েছে।"

"হে বহু দিবস ও রজনী ! যাদের রক্ষণা-বেক্ষনে তথায় আমোদ-প্রমোদ করতঃ আমরা চন্দ্র-সূর্যে পৌছে গেছি।"

"হে আমার ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, হে ভগ্ন ও খন্ডিত হৃদয়, বিয়োগ-বিধূর মন ও উষ্ণ যকৃত !"

"অচিরেই আমি খেদোক্তি ও বিলাপ করবো। এ যুগ মানুষের সামনে ছাদ হয়ে সবুজের তারুণ্যে দন্ডায়মান হয়নি। আর আমাদেরকে ধূলো-বালি হিসেবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে।"

উক্ত কবিতা পদ-বিন্যাসে দূর্বল, শব্দ, অর্থ ও ভাবের দিক দিয়ে নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও কর্ডোভা নগরীর উপর কালচক্রের ভয়াল ছোবল, খালীফাহ হিশাম ইবন্ আল-মুওয়ায়্যিদ (মৃ. ৪০৩ হি.) এর বিরুদ্ধে বার্বারীদের আন্দোলন ও বিদ্রোহের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছে। বিশেষ করে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি-মনে যে ব্যথা-বেদনা, পরিতাপ ও অনুশোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল, উক্ত কাব্যে তা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

সনাতনধর্মী স্পেনীয় কবি ও কবিতার মূল্যায়ন ঃ

স্পেনে মুসলিম খিলাফাহ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভের পর মানুষের দৈনন্দিন জীবন-প্রণালী দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। দেশের সর্বত্র সুখ-শান্তি, আরাম-'আয়েশ এবং সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। ফলে তথাকার মানব-হৃদয়গুলো স্বাভাবিক ভাবে অতিশয় বিলাস-বিনোদ ও আমোদ প্রিয় হয়ে উঠে। এ সময় স্পেনীয় কাব্য প্রতিভাগুলোও পরস্পর প্রতিযোগী হয়ে উঠে। কবিগণ তাদের রচনাকে উৎকৃষ্ট মানে উন্নীত করতে কাব্যের নির্মাণ কাঠামো, বিন্যাস-শৈলী, শিল্প-সৌকর্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদিতে প্রচুর বৈচিত্র ও নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। 'আরবী কবিতার এমন কোন বিষয়বস্তু ছিল না, যা তাদের রচনাশৈলীর অন্তর্ভূক্ত হয়নি। তাদের দৃষ্টির পরিসীমায় স্পেনের পরিবেশ ও প্রকৃতির এমন কোন দর্শনীয় বস্তু কিংবা সৌন্দর্য ছিল না, যা তাদের কাব্যে প্রতিফলিত ও চিত্রিত হয়নি।

স্পেনে অভিবাসিত 'আরবগণ 'আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিলেন অতি স্পর্শকাতর ও আবেগ প্রবণ। এমনকি প্রাচ্যের জনগণ হতেও 'আরবীর প্রতি ছিলেন অধিক আগ্রহী। এর কারণ সম্পর্কে ডঃ আল-'আওয়াদ বলেন,[১]

স্পেনীয় 'আরবদের অধিকাংশ খাঁটি 'আরব বংশদ্ভূত ছিলেন। তাদের ধমনীতে নির্ভেজাল 'আরবী শোনিত-ধারা প্রবাহমান ছিল, মূলতঃ তারা ছিলেন 'আরব অভিজাত শ্রেণীভূক্ত, এজন্য তারা মাতৃভাষা 'আরবীর প্রতি ছিলেন গভীর অনুরাগী এবং তাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রতি ছিলেন ভালবাসার আবেগে উদ্বেলিত। আর এই ভালবাসা ও আবেগ নিয়েই তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ক্রমাগত বেড়ে

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ ঃ মাতা'বি' বাহ'র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে, যার প্রভাবে স্পেনীয় কবিগণ প্রাচীন 'আরবী কাব্যধারার রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু ও শিল্প-বৈচিত্র বজায় রেখে তাদের কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন।

পূর্বতনদের এ অনুকরণ স্পেনীয় কবিদের যোগ্যতার স্বল্পতা কিংবা কাব্যিক প্রতিভার বৈকল্য ও সীমাবদ্ধতার কারণে ছিলনা বরং এটা তাদের বংশ বুনিয়াদের প্রতি গভীর মমতৃবোধ, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বাস্তব অনুভূতি এবং স্বীয় জাতিতৃবোধ অব্যাহত রাখার নৈতিক মনোবল ও দৃঢ় সংকল্পের কারণে হয়েছিল। তাদের মানসিক ধারণা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে ড: আল-'আওয়াদ বলেনঃ[1]

"أن وطنهم الجديد– الأندلس– ماهو إلا امتداد للوطن الأم، وأن تراثهم أيضـا مـاهو إلا جـزء مـن تراث أسلافهم الذى يعتزون به ويحافظون عليه"

"(তাদের ধারণা অনুযায়ী) নতুন দেশ স্পেন ছিল তাদের মাতৃভূমিরই এক সম্প্রসারিত অঞ্চল এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের সকল উপাদান-উপকরণ ছিল স্বীয় পূর্ব-পুরুষদের রেখে যাওয়া সম্পদেরই অংশ বিশেষ। যাকে তারা সমীহ করতেন এবং এটাকে সংরক্ষণ ও করতেন।"

তৎকালীন স্পেনের সাহিত্য-জগতে প্রাচীন সনাতনধর্মী 'আরবী কাব্যশৈলীর অনুকরণ স্পেনীয় কবিতার স্বাতন্ত্র্যতার উপর কোন অন্যায় হস্তক্ষেপ অথবা শিল্প-বৈশিষ্ট্যের বিনাশ কিংবা তথাকার পরিবেশ ও প্রকৃতির রূপ-চিত্রের কোন বিলুপ্তি ছিল না বরং এর শিল্প-সৌকর্য ও অভিনবত্বের বিস্ময়কর সৃষ্টিকলা বজায় রেখেই তারা কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। বিশেষ করে হিজরী তৃতীয় শতাব্দির শেষার্ধে সেখানে 'আরবী কবিতা বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, শব্দ ও অর্থ বিন্যাস, আঙ্গিক ও কাঠামো, ভাব ও কল্পনা এবং ছন্দ ও মাত্রার দিক দিয়ে নতুনত্বের আবেশে উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এ সময় গোটা স্পেনে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রবল জোয়ার বয়ে চলছিল। কবি-সাহিত্যিক থেকে নিয়ে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সকল মানুষই ভোগবাদী জীবন ধারার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহন করে বিলাস-ভৈবব, আমোদ- প্রমোদ, সুখানন্দ আর প্রাচুর্য পূর্ণ জীবনের সুমিষ্ট সুরেলা তানে ছিল তন্ময়াবিষ্ট। এর প্রভাবে স্পেনীয় কবিদের হৃদয় হতে সকল কঠোরতা ও রুক্ষতা অপসারিত হয়ে তদস্থলে কোমলতা, রসিকতা ও হাসিখুশির প্রচুর রসকষ সঞ্চারিত হয়। তাদের স্বভাব, রুচিবোধ এবং অনুভূতি আরো তীক্ষ্ণ, মার্জিত ও পরিশীলিত হয়ে উঠে। সমকালীন স্পেনের নয়নাভিরাম প্রকৃতি তার রূপমুগ্ধ নতুন 'আরব বন্ধুদেরকে অতি নিবিড় করে নেয়। ফলে তথাকার জনগণ প্রকৃতির নৈশর্গিক রূপ-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রেম-সিন্ধুর অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে থাকেন এবং স্পেনীয় কবি সমাজের কাব্যচর্চায় পূর্বতনদের হুবহু অনুকরণ পরিত্যাগ করে নতুনত্ব সৃষ্টির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আহ্‌মাদ দ'য়ফ বলেনঃ[2]

"وجاء الشعر بلاد الأندلس بصبغته الأولى البدوية، ومالبث أن أخذ صبغة جديدة باتساع الصور، واختلاف المناظر، والاطلاع على كثير من العلوم والآراء، والميـل إلى مزج الحركة العقليـة بالحركة الاجتماعية، فشمل كل مظاهر الأفكار، ومرافق الحياة"

"আরবী কবিতা সর্বপ্রথম বেদুঈন-ধর্মী আঙ্গিকে স্পেনীয় ভূখন্ডে আগমন করেছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই তথাকার বর্ণিল রূপচিত্রের ব্যাপকতা, প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের বৈচিত্র, অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্বাবলীর উপর প্রত্যক্ষ অবগতি এবং সামাজিক উম্মেষ ও উত্তরণের সাথে বুদ্ধি-বৃত্তিক গতিধারার সমন্বয় সাধনে প্রবল ঝোঁক প্রবণতা ইত্যাদির প্রভাবে তথাকার কাব্যমালা নব-সাজে সজ্জিত হতে লাগলো। ফলে তা ভাবাবেগের সার্বিক প্রতিকৃতি এবং জীবনের সকল উপাদান স্বীয় দেহে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়।"

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

২ আহ্‌মাদ দ'য়ফ, বালাঘাহ আল-'আরব ফী আল-আন্দালুস (কা'য়রো : মুত'বি'আহ মিস'র, ১৯৪২ খৃ.), পৃ. ৩৫-৪২

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু স্পেনের অধিকাংশ কবি তাদের মনন ও চিন্তা এবং ভাব ও অনুভূতিকে বেদুঈন জীবন-ধারা ও বোধশক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত রাখেন। কারণ 'আরবগণ গোত্রীয় কৌলিন্য, স্বজাত্যবোধ, স্বদেশ প্রেম এবং জাতীয় জীবন-ধারা অবিমিশ্রিত রাখার ক্ষেত্রে স্বভাবগত ভাবে অত্যন্ত কঠোর ভাবাপন্ন জাতি ছিলেন, ফলে এই নয় অঞ্চলের কৃষ্টি-কালচার ও জীবন-প্রণালীর প্রভাব তাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন অভ্যাসগত জাতীয় রীতিনীতি পুরোপুরি পরিহার করতে পারেন নি। পূর্বতন মানসিক প্রতিমূর্তির প্রতি তারা প্রবল অনুরাগে ছিলেন কাতর। আত্ম-অভিমান ও দাম্ভিকতার বলয় দর্পে তাদের বুদ্ধি-বিবেক আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে দূরদেশে কয়েক শতাব্দি অবস্থান করার পরও তারা প্রাচীন মাতৃভূমিকে ভূলে থাকতে পারেন নি। প্রাচীন 'আরবী কাব্যকে তারা নিজেদের শিল্প-প্রতিভা ও কল্পনা শক্তির অপরিহার্য মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ জন্য তাদের কবিতার কোন স্বাতন্ত্র্যতা নেই— একথা বলা যাবে না। এ সম্পর্কে জনাব অধ্যাপক আহ্‌মাদ বলেন,[১]

"স্পেনীয় কবিদের রচিত 'আরবী কাব্যমালা তার অনুপম ও অভিনব ভাবার্থ তথা অদ্ভুত বাচনভঙ্গি, সহজ-সরল বাক্য-বিন্যাস, পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ এবং বিচিত্র কল্প-বিলাসের ভিত্তিতে সর্বোতঃ ভাবে প্রাচ্যের 'আরবী কবিতা হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। এগুলো তাদের দু'টো মানসিক প্রতিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে। একদিকে তুমি যেমন দেখতে পাবে- একজন কবি তার প্রাচীন স্বদেশের স্মৃতি-চারণে বেদুঈন জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ করছে। অপর দিকে সে তার কবিতায় পুষ্প কানন, ফলফুল, নদ-নদী স্রোতধারা, বৃক্ষরাজির শিরাবরণী ছায়া, ঝিরঝির বায়ূ প্রবাহ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি সহ তথাকার সাধারণ ও অভিজাত নির্বিশেষে সকল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করেছে।"

কবিতা ছিল স্পেনীয়দের উৎসাহ-উদ্দীপনা, ক্রীড়া-কৌতুক, হাসি-কান্না, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদি মনন ও চিন্তার মূল লালন ক্ষেত্র। প্রায় আট শতাব্দি কাল পর্যন্ত এর প্রভাব স্পেনীয় 'আরব-অনারব অধিবাসীদের মধ্যে দীপ্তমান ছিল।

কবিতার প্রতি প্রকৃতিগত ভাবে তথাকার 'আরব বুদ্ধিজীবিদের ছিল গভীর আকর্ষণ ও মাত্রাতিরিক্ত সম্মোহন। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের যতটুকু রুচিবোধ ছিল, কবিদের কথা ও রচনায় তাদের আগ্রহ ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ তারচেয়ে অনেক বেশি ছিল। এজন্য আমরা দেখেতে পাই, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিবেশের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়াদী কাব্যাঙ্গনে সংকুলান হয়েছে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আহ্‌মাদ বলেন,[২]

"তারা তাদের ঘটনা বহুল ইতিহাস নিয়ে কাব্য রচনা করলেন। তারা মহান ব্যক্তিবর্গ, তাদের প্রতিকৃতি, গঠন-গড়ন ও রূপ লাবন্যের বর্ণনায় চৎকারিত্ব প্রদর্শন করেন। রাজ-প্রাসাদ পুষ্প-কুঞ্জ, সূরা, আমোদ-প্রমোদ, নাচ নৃত্য ইত্যাদি আসর ও আড্ডার নিখুঁত ও সাবলিল চিত্র তাদের কবিতায় রূপায়িত হয়েছে।"

স্পেনীয় সাহিত্যের উপর যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে কতিপয় সাহিত্য-সমালোচক ও গবেষকদের ধারণা, স্পেনীয় কবিতা কেবল প্রাচ্যের সনাতনধর্মী কবিতার অনুকরণে রচিত কিছু কাব্যগুচ্ছ। এগুলো স্পেনদেশীয় কবিদের আবেগ ও অনুভূতি হতে উৎসারিত হয়নি। এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ও স্বভাবগত প্রজ্ঞা তাদেরকে কোন প্রেরণাও যোগায়নি। কবিতা তাদের উপলব্ধি ও কল্পনার কোন সৃষ্টি কর্ম নয় কিংবা স্পেনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সৃষ্ট কোন শিহরণও নয়।[৩] এ সম্পর্কে ড: আল-'আওয়াদ বলেনঃ[৪]

---

১ প্রাগুক্ত।

২ প্রাগুক্ত।

৩ ড: আহ্‌মাদ আমীন, যু্হর আল-ইসলাম (কায়রো ঃ লাজানাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশর, ১৯৫৩ খৃ.), খ ৩, পৃ. ১০৪-১০৫ ; ড: শাওকী দায়ফ, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহ ফী আল-শি'র (মিস্‌র ঃ দার আল-মা'রিফ, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ৫৫

৪ ড: 'আবদ আল-'আযীয ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ ঃ মাতাবি' বাহ্‌র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

فيسلب هؤلاء الكتاب الشعراء الأند لسيين مواهبهم، ويجردونهم من ملكاتهم، وينفون عنهم طبيعة العاطفة، وغريزة الوجدان"

''সুতরাং এ সব লেখকগণ স্পেনীয় কবিদের কাব্য-প্রতিভা হরণ করে নিচ্ছেন। তাদের যোগ্যতা বিলুপ্ত করে দিয়ে তাদের মধ্যে মজ্জাগত ভাব ও চেতনা রহিত করে দিচ্ছেন।''

উল্লেখিত লেখকদের এরূপ ধারণা পোষণ করার কারণ অনুসন্ধান করলে প্রতিয়মান হয় যে, তারা স্পেনীয় কবিতায় ভিন দেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন প্রভাব কিংবা ধর্মীয় 'আকীদাহ-বিশ্বাসের রসকষ না পাওয়ার ফলে এরূপ মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া এগুলো প্রাচ্যের ক·াসী·দাহ ফর্মে রচিত কাব্য-মালার ছন্দ ও মাত্রার অনুকূল হওয়ার দরুণ তাদের ধারণা যে, এটা কেবল প্রাচ্যীয় কবিদের রচনাশৈলীর অনুকরণ মাত্র। এর মধ্যে কোন মৌলিকত্ব নেই।

কিন্তু এটা সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, কাব্য সাহিত্যে মূলতঃ কবিদের আত্মোপলব্ধির বাস্তব ব্যাখ্যা, তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঠিক চিত্র, সমাজ ও পরিবেশের প্রতিচ্ছবি এবং জাতি ও গোত্রের হাসি-কান্নার সূর প্রতিফলিত হয়। বস্তুতঃ কবিতা হচ্ছে সমাজ জীবনের আরশী তুল্য, যার মধ্যে স্বদেশীয় নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। তবে আমরা এটা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, সমকালীন 'আরব অধ্যুষিত স্পেন অনারবী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ভিনদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্বারা এতটুকু প্রভাবিত হয়নি, যতটুকু প্রাচ্য হয়েছিল। ফলে স্পেনীয় 'আরবী কবিতায় এর প্রভাব না পাওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া কোন কোন স্পেনীয় কবি কর্তৃক প্রাচ্যীয় 'আরবী কবিতার ছন্দ ও মাত্রার অনুকরণে ক·াসী·দাহ রচনা কেবল পুর্বতনদের কবিতার পূণাবৃত্তি কিংবা তাদের হুবহু অনুকরণ করার উদ্দেশ্যে ছিল না বরং তা ছিল প্রাচ্যের কবিদের সাথে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিপ্রায়ে রচিত। আর স্পেনীয় কবিগণ এতে গর্ববোধও করতেন। যেমন কবি ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ (মৃ. ৩২৮ হি.) সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি প্রাচ্যের 'আব্বাসীয় কবি মুসলিম ইব্ন আল- ওয়ালীদ (মৃ. ২০৮ হি.) এর সাথে কাব্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে তিনি তার স্বরচিত কবিতার উপর বেশ আত্ম-তৃপ্তি উপলব্ধি করতেন।[১] এতে বুঝা যায়, স্পেনীয় কবিগণ প্রাচ্যের কবিদের সাথে কাব্য-প্রতিযোগিতা করে কাব্যযুদ্ধে জয়লাভ করার চেষ্টা করতেন। আর এ ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ এর বেলায়ই নয় বরং তথাকার অন্যান্য কবিদের মধ্যেও অনুরূপ প্রতিযোগী মনোভাব কার্যকর ছিল। এ ব্যাপারে স্পেনীয় কবি আবূ 'আমির আহ·মাদ ইব্ন শুহায়দ এর প্রচুর উৎসাহ ও আকর্ষণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্বরচিত কবিতা ও গ্রন্থের উপর তাঁর দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস ছিল। এতে তিনি গর্ববোধ করতেন। আল-তাওয়াবি' ওয়া আল-যাওয়াবি' নামক গ্রন্থটি ছিল কবির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

অনুকরণ প্রবনতার আলোচনায় এটা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাচ্যে প্রণীত সাহিত্যিক গ্রন্থাবলীর ন্যায় স্পেনেও বহু সাহিত্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এটা সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। তবে কবিতা রচনার ব্যাপারটি আরো বৈচিত্র ময়। কারণ কবিতা হচ্ছে মানুষের প্রকৃতিগত প্রতিভা, যা শুধুমাত্র অনুকরণের দ্বারা অর্জিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিভাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি, জাতি কিংবা কোন অঞ্চলের সাথে সীমাবদ্ধ করেননি। অনুরূপভাবে এটা সকল মানুষকে সমভাবে দানও করেননি। কবিরা হলেন গায়কপক্ষীর ন্যায়। যার প্রকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা কবিত্ব দান করেছেন, কোন কৃত্রিমতা ছাড়াই তার কণ্ঠ হতে কাব্য-কলিগুলো সহজে তর-তর বেগে বেরিয়ে আসে।

সুতরাং বিশ্বের যে কোন এলাকার কবিদের কাব্যচর্চার প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান স্পেনীয় কবিদেরকেও পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল। এই উপাদানগুলো অন্যান্য কবিদেরকে যেমন কবিতা রচনায় প্রেরণা

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

যুগিয়েছে, তদ্রুপ তাদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা যদি ধরে নেই যে, স্পেনীয় কবিদের জীবন প্রাচ্যের জীবনধারা হতে সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন ছিল, তথাপি তাদেরকে প্রাচ্যবাসীদের কাব্যানুভূতি হতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন প্রেমানুভূতি মানুষের জৈবিক ও প্রকৃতিগত বিষয়। এটা স্থান ও কালের উর্ধ্বে সকলের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এটা যৌন উত্তেজনা হতে সৃষ্ট সার্বজনীন চাহিদা। তা কালের নির্দিষ্ট গন্ডির পরিসীমায় উপনীত হওয়া মাত্র সকল মানব সন্তানের মধ্যে শিহরণ সৃষ্টি করে। সুতরাং স্পেনদেশের কবি কিংবা অন্য দেশেরই হোন না কেন, প্রণয় ও প্রেম-প্রীতি তাদের কাব্যচর্চার বিষয়বস্তুতে পরিণত হওয়া ছিল স্বাভাবিক। এমনিভাবে সুন্দর-প্রীতি সকল মানুষের মজ্জাগত বিষয়। সুতরাং স্পেনের নৈশর্গিক সৌন্দর্যে কবি-মানস অভিভূত হয়নি— একথা বলা যাবে না। স্তুতি-কীর্তন এটাও মানব জীবনের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য। কবিদের সাথে সমকালীন রাজা- বাদশাহদের আন্তরিকতা ও নিবিড় ঘনিষ্টতা মাদহি·য়্যাহ কাব্য রচনায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমরা যদি 'আরবী কবিতার সূচনা থেকে এ পর্যন্ত রচিত সকল কাব্য সংকলনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে এগুলোর ছন্দস্পন্দ ও রচনাশৈলীর মধ্যে বহু সাদৃশ্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। এ সাদৃশ্যতা যদি কবির অনিচ্ছাকৃত ঘটে থাকে, তবে তা সাধারণ ভাবে মার্জনীয়। আর যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তবে দেখা যাবে তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা করতে কিংবা কবির দক্ষতা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে ঘটেছে। তাতে কোন অনুকরণ কিংবা নকল প্রবণতা নেই।

প্রকৃতপক্ষে ছন্দ-স্পন্দ ও রচনাশৈলীর দ্বারা কাব্যিক পার্থক্য পরিমাপ করা যায় না। কারণ ছন্দ ও মাত্রা সকল কবিদের সাধারণ দক্ষতা ও মেধার অন্তর্ভূক্ত। কবিদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ ধরা পড়ে কেবল শব্দ-চয়ন, অর্থ ও ভাব বিন্যাসে। স্পেনীয় কবিগণ যদি শুধুমাত্র পূর্বতনদের অনুকরণে নিথর ও অবিচল হয়ে পড়ে থাকতেন কিংবা তাদের কাব্যিক বন্ধনীর ভিতর কেবল পায়চারী করতেন, তাহলে স্পেনীয়দের রচিত কবিতায় কোন নতুনত্ব ও মৌলিকত্বের ছাপ পাওয়া যেত না। কিন্তু আমরা তাদের কাব্য ধারায় বহু অভিনত্ব খুঁজে পাই। স্পোনীয়দের হাতে সঙ্গীতের যেমন ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন হয়েছে, তদ্রুপ 'আরাবী কাব্যকলাও তথাকার কবিদের রচনাশৈলীর বৈচিত্রে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

স্পোনীয় কবিতায় তথাকার কবিদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা অতি পরিচ্ছন্ন অবয়বে ফুটে উঠেছে। পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে তারা কবিতার খোরাক গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতি ছিল তাদের ছন্দ ও কল্পনার বৈচিত্র এবং নদীর প্রবাহমান স্রোতের ন্যায় করেছে গতিশীল। তাদের রচিত কাব্যে ছোট ছোট হাল্কা ছন্দ-স্পন্দের প্রয়োগ হয়েছে বহুল পরিমাণে।[১] স্পেনীয় কবিদের স্বভাব-চরিত্রে কোমলতা, সুক্ষতা ও উন্নত রুচিবোধ বিদ্যমান থাকার কারণে কবিতার শব্দ-চয়নে কোন প্রকার জটিলতা, রুক্ষতা কিংবা কাঠিন্য নেই। তাদের সমাজ ও পরিবেশের সঠিক চিত্রায়নে কাব্যমালাকে অনুকূল শৈল্পিক-রূপ প্রসাধনে সজ্জিত করেছেন। কবি তার ধ্যান-ধারনা ও অনুভূতি প্রকাশ করতে স্বাভাবিক ও যথোপযুক্ত শব্দমালা নির্বাচন করেছেন। কোন প্রকার কৃত্রিমতা কিংবা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেননি। স্বল্প ও সংকীর্ণ শব্দ গুচ্ছে ব্যাপক অর্থ প্রকাশের চেষ্টাও করেননি। তবে স্পেনীয় কবি ইবন হানী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তার ভাষা ও জ্ঞানের পরিধি ছিল ব্যাপক। সাড়ম্বর শব্দমালা সন্নিবেশনে তিনি সমকালীন প্রাচীয় কবি আল-মুতানাব্বী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ফলে তার কবিতায় বহু দুর্বোধ্য, জটিল ও অপ্রচলিত শব্দ-গুচ্ছের উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়।[২]

স্পেনীয় কবিগণ তাদের কবিতায় অঙ্গ-বিন্যাস, নির্মাণশৈলী ও বাক-প্রতিমার ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। ফলে তাদের কাব্য-কাঠামোতে কোন অস্পষ্টতা নেই। বাচন ভঙ্গিমায় কোন জড়তা নেই এবং শৈল্পিক

---

১ প্রাগুক্ত, ২০৪

২ ইবন রাশীক, আল-'উমদাহ (মিস·র ঃ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·মীদ, ১৯৩৪ খৃ.), খ ১, পৃ. ১০৪-০৫

Dhaka University Institutional Repository

রূপেরঙ্গেও কোন অপূর্ণাঙ্গতা নেই। তাদের কবিতায় উপমা ও চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কবিতায় যেসব ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কবিগণ চিত্রকল্পের মাধ্যমে সেগুলোকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। অনুরূপ ভাবে তাদের কাব্যে সুক্ষ্ম ও সুন্দর রূপকার্থের প্রচুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন কবি ইবন আবদ রাব্বিহ তাঁর এ জাতীয় এক মরমী কবিতায় পৃথিবীকে অতি চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করে বলেনঃ[১]

إلا إنما الدنيا غضارة أيكة ✧✧ إذا اخضر منها جانب جف جانب

هي الدار ما الآمال إلا فجائع ✧✧ عليها ولا اللذات إلا مصائب

وكم سخنت بالأمس عين قريرة ✧✧ وقرت عيون دمعها اليوم ساكب

فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة ✧✧ على ذاهب منها فانك ذاهب [২]

উপরোক্ত কাব্যে আমরা দেখি যে,কবি পৃথিবীর উত্থান-পতনকে নিবিড় বন-জঙ্গলের সাথে তুলনা করেছেন। বন-জঙ্গলের রূপবৈচিত্র যেমন মৌসুম পরিক্রমার আদল-বদল এবং মাটির উর্বরতার তারতম্যে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে, তদ্রুপ পৃথিবীর অবস্থাও যুগের পরিবর্তন এবং দুর্যোগ-দুর্বিপাকের অমানিশায় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

কল্পনার উচ্চাঙ্গিনতায় স্পেনীয় কবিরা অন্যান্য 'আরব কবিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং এর কাব্যিক রূপায়নে বেশ বৈচিত্র প্রদর্শন করেছেন। 'ইলমে বাদী'র শাব্দিক অলংকার ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমন্বয়ে তা অভিনব আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে। স্পেনের কবিরা প্রকৃতির মাঝে আত্ম-বিমোহিত হওয়ার কারণে তাদের মানসপটে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ফলে দেখা যায়, কবিরা জড়বস্তুর সাথে কথা বলেছেন। পত্র-পল্লব ও ফলফুলকে সম্বোধন করেছেন। এগুলোকে তারা ইচ্ছেমত স্বীয় কল্পনার রসেকষে সিক্ত করেছেন। এভাবে তারা 'আরবী চিত্রধর্মী কাব্যের পরিসরকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। আর এটা তথাকার রূপসী প্রকৃতি, সামাজিক পরিবেশ ও নগর সভ্যতার বিচিত্র প্রভাবেই সম্ভবপর হয়েছিল।

স্পেনের 'আরব কবিগণ কল্পনার সঠিক চিত্রাংকনে, বর্ণনার বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বনে, বাক্য-বিন্যাসের সাবলিল ভঙ্গিমায়, উপমা ও চিত্রকল্পের অভিনবত্বে, রূপক ভাবার্থের সুক্ষ্মতা এবং লক্ষণার্থক বাক্যের সন্নিবেশনে অন্যান্য 'আরব কবিদেরকে পরাজিত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন কবি ইবন শুহায়দ তাঁর এক কবিতায় ছায়াপথের উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জকে এমন সব নার্গিস পুষ্পের সাথে তুলনা করেছেন, যা এক প্লাবিত প্রান্তরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তিনি আকাশের অনন্ত নীলিমায় ভেসে চলা মেঘমালা সরে যাবার পর তথাকার পুর্ণিমার চাঁদ ও গ্রহ-নক্ষত্রের দৃশ্যকে এমন এক স্বচ্ছ সরোবরের সাথে তুলনা করেছেন, যাকে একদল তৃষ্ণার্ত পায়রা ঘিরে রেখেছে। এ জাতীয় চিত্রাংকন কবির উচ্চাঙ্গিন কল্পনা ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির গভীরতা প্রমাণ করে। যেমন কবি বলেনঃ[৩]

تردد فيها البرق حتى حسبته ✧✧ يشير إلى نجم الربا بالأنامل

تخال بها زهر الكواكب نرجسا ✧✧ على شط واد للمجرة سائل

---

১ আল-ছা'আলিবী, য়াতীমাহ আল-দাহ্‌র, সম্পা. মুহ্‌য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ্‌ামীদ (কা'য়রো ঃ মুত'বি'আহ হিজায়ী, ১৯৪৭ খৃ.), খ২, পৃ. ৮।

২ অনুবাদ পৃ..... (বৈরাগ্য বিষয়ক কবিতায়) দ্রষ্টব্য।

৩ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ্‌াসিন আহল আল-জাযীরাহ (কা'য়রোঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ, ১৯৩৯ খৃ.), খ১, পৃ. ২২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

وبدر الدجى فيها غدير ا وحوله ✧✧ نجوم كطلعات الحمام النواهل

"বিদ্যুৎ আকাশে বারবার চমকাচ্ছে। ফলে এটাকে ধারণা করেছি যে, উচু তারকার প্রতি তা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করছে।"

"এতে ছায়াপথের তারকা পুষ্পকে এক প্লাবিত প্রান্তরের কিনারায় অবস্থিত নার্গিস ফুলের সাথে কল্পনা করা হয়েছে।"

"তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ— তা যেন এক সরোবর। আর তার চারপাশে রয়েছে নক্ষত্র রাজি, তা যেন অবতরণকারী একদল পিপাসার্ত পায়রা।"

স্পেনীয় কবিতায় ভাব ও অর্থগত বৈশিষ্ট্যের যে দিকটি আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়েছে, তা হচ্ছে ভাবের ব্যাখ্যায় সুক্ষ্মতা, সরলতা এবং পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তি। কবি তার অনুভূতির বিশ্লেষণে কবিতার শৈল্পিক-রূপ বৈশিষ্ট্য কিংবা কল্পনার মোড়কে কোন কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন না বরং কাব্যের কথা সকল প্রকার জটিলতা ও দূর্বোধ্যতা হতে মুক্ত থাকে। স্পেনের জনগণ সমকালীন ফাকীহ ও 'আলিম-'উলামাদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। ফলে তারা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বুদ্ধি ভিত্তিক আবেগ ও চিন্তাধারা হতে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। যার কারণে স্পেনীয় কাব্যে এ জাতীয় বিষয়বস্তুর আলোচনা-পর্যালোচনা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে প্রাচ্যে পারসিক, ইউনানী ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ 'আরবী ভাষায় অনুদিত হওয়ার ফলে তথাকার কবি ও কাব্য কথায় এর প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১]

কিন্তু স্পেনীয় কবিগণ তাদের কাব্য প্রতিভার সার্বিক রসকষ নির্গলন ক্রমে কবিতার আঙ্গিক ও কাঠামোগত অভিনবত্বে এবং ছন্দ ও বিন্যাস-পদ্ধতির বৈচিত্রে নতুনত্ব সৃষ্টি করে এক সৃজনশীল অভিব্যক্তি ও ভাবার্থ প্রকাশ করেছেন। যেমন কবি ইবন হানী বলেনঃ[২]

قمن فى مأتم على العشاق ✧✧ ولبسن السواد فى الأحداق

وبكين الدماء بالعنم الرط ✧✧ ب المقنى وبالخدود الرقاق

ومنحن الفراق رقة شكوا ✧✧ هن حتى عشقت يوم الفراق

"তারা প্রেমিকদের উপর মাতম করতে দাড়িয়ে মাহ·ফিলে কালো পোষাক পরিধান করেছে।"

"আর তারা যেন টাটকা রক্তিম ফল ও নরম কপোল যোগে ক্রন্দন করে রক্ত ঝরিয়েছে।"

"প্রেমিকগণ তাদের বিরুদ্ধে সুক্ষ্ম অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে, তারা বিরহ-বিচ্ছেদকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। এমন কি আমিও বিরহ দিবসকে ভালবেসে নিয়েছি।"

আমরা এখানে কবির বর্ণনায় বেশ অভিনবত্ব দেখতে পাই। প্রথমতঃ এটা কেমন মাহ·ফিল, যা প্রেমিকদের উপর মাতম ও শোক প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হয় ? আর কেমন কালো শোকবস্ত্র, যা মাহ·ফিলে পরিধান করা হয়? দ্বিতীয়তঃ প্রেমিকাদের রক্ত ঝরানো ক্রন্দন— এটা কেমন ? আবার এটাকে রক্তিম ফলের রস-মিশ্রিত অশ্রুধারার সাথে তুলনা করে তাদের ছলনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সবকিছুই এক অভিনব অর্থ প্রকাশ করছে।

এমনি ভাবে কবি ইবন 'আবদ রাব্বিহ এর এক কবিতায় আমরা দেখতে পাই যে, প্রেমিক- প্রেমিকাদের বিরহ-বিচ্ছেদের ব্যথা-বেদনাকে তিনি এক নতুন ভাবার্থে উপস্থাপন করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমিক-

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ২৬০-৭২

২ ড: য·াহিদ আলী, তাবয়ীন আল-মা'আনী ফী শারহ দীওয়ান ইবন হানী (মিস·র ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৫২ খৃ.), পৃ. ৪৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকাদের মধ্যে দৈহিক বিচ্ছেদ ঘটলেও তারা পরস্পর আত্মিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না। কারণ, তাদের মন ও প্রাণ সর্বদা প্রিয়তমের ভালবাসায় নিমজ্জিত থাকে। যেমন কবি বলেনঃ[১]

الجسم فى بلد والروح فى بلد ✧✧ ياوحشة الروح بل ياغربة الجسد

إن تبك عيناك لى يامن كلفت به ✧✧ من رحمة فهما سهماك فى كبدى

"হে আত্মার নিঃসঙ্গতা বরং দৈহিক বিচ্ছিন্নতা ! এক দেশে দেহ আর অন্যদেশে আত্মা।"

"ওহে তার প্রেমে উন্মত্ত ব্যক্তি! তোমার নয়নযুগল আমার জন্য যদি ক্রন্দন করে, তাহলে সেটা হবে আমার অন্তরে বিদ্ধ তোমার নিক্ষিপ্ত দু'টো তীর।"

প্রকৃত পক্ষে কাব্যের শিল্পমান-সমৃদ্ধি কেবল বিন্যাসশৈলীর সামঞ্জস্যতা ও সূরের সুক্ষ্ম সংগতি সৃষ্টির মধ্যে নীহিত নয় বরং দু'জন কবি যখন পরস্পর একই ভাব ও অর্থ চিত্রায়নে অবতীর্ণ হন, তখন সেই ভাব ও অর্থের অস্পষ্টতা ও জটিলতা অপনোদন করে উভয়ের মধ্যে যিনি উচ্চাঙ্গিন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক-চাতুর্যের বৈচিত্রে অধিক অভিনবত্ব প্রদর্শন করেন, তিনিই হলেন অপরজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সুতরাং স্পেনীয় কবিতা অভিনব রচনাশৈলী, সুললিত বাচনভঙ্গি, আবেগানুভূতি ও কল্পনার উচ্চাঙ্গিনতা এবং অপূর্ব অর্থ সৃষ্টির দিক দিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী।

আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, স্পেনীয় কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকৃতি-কাব্য ছিল তথাকার কবিদের মৌলিকত্বের এক বিশেষ প্রতিক। তাদের কাব্যে প্রকৃতির বর্ণনা হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর। প্রকৃতির মনোলোভা সৌন্দর্য, সৌর পরিবারের আকর্ষণীয় পদচারণা, সাড়ম্বর প্রদর্শনী ইত্যাদি কেবল যেন স্পেনীয়রাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইব্ন হ·ামদীস, ইব্ন খাফাজাহ প্রমুখ স্পেনীয় কবিদের অনুভূতি প্রকৃতির নয়নাভিরাম চিত্র দর্শনে কতটুকু প্রভাবিত হয়েছিল? তাদের কবিতায় আমরা তা কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং এখানে স্পেনীয় প্রকৃতি-কাব্যের এক স্বতন্ত্র পর্যালোচনা আমাদেরকে এমন ভাবে করা সমীচীন হবে, যাতে এর বৈশিষ্ট্যাবলী পাঠককূলের সামনে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিস্কার ভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। আর এর কাব্যিক শিল্প বৈচিত্র ও কারুকার্যতার অন্তর্নীহিত তথ্যাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। সুতরাং আমরা প্রথমতঃ 'আরবী সাহিত্যে প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্যের পরিচিতি ও উৎপত্তি সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করবো। অতঃপর স্পেনীয় সাহিত্যে এ কাব্যের উত্থান, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক গভীর পর্যালোচনায় প্রবৃত্তি হবো।

---

১ আল-হু·ময়দী, জাযওয়াহ আল-মুক·তাবিস (মিস·র ঃ আল-সা'আদাহ, ১৯৪৭ খৃ.), পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ প্রকৃতি কাব্য

প্রকৃতি-কাব্যের পরিচিতি ও উৎপত্তি ঃ

আদি কাল থেকে সকল মানুষ প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হয়ে আছে। যখন থেকে তারা আখি মেলে প্রকৃতির মনোরম অবয়ব উপভোগ করেছে, চির-সবুজ বন-বনানীর অলৌকিক শ্রী আর অনন্ত নীলিম আকাশে দিবারাত্রি নাটকের ভূমিকায় চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির সুনিপুণ অভিনয় দর্শনে প্রেমোন্মত্ত, তখন থেকেই মানুষ প্রকৃতির প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে আছে। প্রাচীন কাল থেকে কবি সাহিত্যিকগণ প্রকৃতির মাঝে খুজে পেয়েছেন তাদের সাহিত্যিক উপাদান, মনন ও চিন্তার সুমিষ্ট রসালো খোরাক এবং ভাব ও কল্পনার মহাধিরাজ।

ঝিরঝির বাতাসে পুষ্পকলির হাল্কা নৃত্য, ঝর্ণা প্রবাহের কল-কল ধ্বনি, ঘন-কূয়াশা ও হাল্কা বৃষ্টি ভেদ করে আসা অস্পষ্ট ক্ষণিক আলো, গাছ-গাছালির ছেয়াঘেরা নিঝুম নিস্তব্ধতা ও প্রশান্তি, পাখ-পাখালির মাতাল করা কূজন ও কোলাহল মানুষকে সাহিত্য রচনায় দারুণ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশেষ করে কাব্য রচনায় কবিদের মনে গভীর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে তারা তাদের তীক্ষ্ণ মেধা-সিক্ত কালোত্তীর্ণ লিখনীর উৎকীর্ণ ফলকে প্রকৃতিকে চমৎকার ও উন্নত অবয়বে জীবন্ত করে তুলেছেন।

আমাদের 'আরবী সাহিত্যে প্রকৃতি-কাব্য এক সংযোজিত নতুন ধারা। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এটার আগমন ঘটেছে। মূলতঃ এ জাতীয় কাব্যের উৎস এবং কবিদের সন্ধান পাশ্চাত্য সাহিত্যে খুজে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষের দিকে রোমান্টিজম আন্দোলনের উষালগ্নে যে সব কবিতার আবির্ভাব হয়েছিল, পাশ্চাত্য সমালোচকগণ প্রকৃতি বিষয়ক কাব্যকেও এর পর্যায়ভূক্ত করেছেন। রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পেয়েছেন স্বাধীন কর্ম-তৎপরতার উন্মুক্ত পরিসর, মানবিক ভাবাবেগের উর্বর লালন ক্ষেত্র, বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন বর্ণনাভঙ্গির অনুকূল বিষয় ও উপাদান। তারা প্রকৃতিকে এক প্রতিশ্রুতিশীল বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় ভালবাসতেন। এটা কবিদের ইন্দ্রয়ানুভূতিতে সৌন্দর্যালো এবং আত্মার মধ্যে শীতল-প্রশান্তি সরবরাহ করার কারণে প্রকৃতির কাছে তারা নিজেদেরকে পূর্ণমাত্রায় সমর্পন করে পরস্পর সম্যক গোপনভাব বিনিময়ে নিমগ্ন হয়েছিলেন। প্রকৃতির কাছে মনের বাতায়ন উন্মুক্ত করতঃ কবিরা স্বীয় ব্যথা-বেদনা এবং অভিলাস-অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন নির্দ্বিধায়। এটাকে তারা কখনো নিষ্ঠুর আর কখনো মনোরম অবয়বে চমৎকার ভাবে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতি ছিল কবিদের অস্থির ও অবসন্ন হৃদয়ের শরণ স্থল। ফলে প্রকৃতি-প্রেমিকদের সাথে তারাও স্বীয় জীবনের নির্মল পবিত্রতা আর সৌভাগ্যের স্বাচ্ছন্দতার সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন প্রকৃতির পর্ণকুটিরে। বিখ্যাত সাহিত্যিক 'জন জ্যাক রুশো' তার মূল্যবান লিখনীর মাধ্যমে ফরাসী সাহিত্যকে অনুরূপ খাঁটি নির্ভেজাল অনুভূতির আহারে পরিতুষ্ট করে ছিলেন। আর এ কাজে যে সব ফরাসী কবি সাহিত্যিকগণ ছিলেন অগ্রপথিক, তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন অন্যতম।[১]

এ রোমান্টিক আন্দোলনের মূল শিকড় ছিল সুদূর অতীতের গভীর অরণ্যে প্রোথিত। ইউনানী সাহিত্যে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে প্রচুর সঙ্গীতচর্চা হয়েছিল। এর বহু নিদর্শন আজও বিদ্যমান রয়েছে। আল-ইলয়াযাহ এবং আল-আওদিসিয়্যাহগণ কাব্যের এ শাখার উৎকর্ষ বিধানে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করে ছিলেন। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"وفى الواقع أن شعر الطبيعة بمعناه العام لم يكن مقتصراً على عصر دون آخر، بل كان قسمة بين جميع العصور. إلا أنه ساد وعمقت فلسفته وتميز شعراؤه فى الحركة الإبداعية"

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১২৪

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

"বস্তুতঃ প্রকৃতি বিষয়ক কাব্য রচনা স্বভাবিক ভাবে কোন বিশেষ যুগের গন্ডির আওতাভুক্ত ছিল না বরং তা সকল যুগেই কমবেশী চর্চা হয়েছে। কিন্তু রোমান্টিকতার রেঁনেসা যুগে এ জাতীয় কাব্যচর্চা ও কবিগণ বিশেষ ভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে আছেন।"

প্রাচ্যীয় 'আরবী সাহিত্যে প্রকৃতি কাব্য ঃ

আমাদের 'আরবী সাহিত্যে প্রকৃতি কাব্য কি? কবিগণ এ জাতীয় কবিতা কিরূপ অবয়বে রচনা করেছেন? তা খুতিয়ে দেখা প্রয়োজন। আমরা জানি প্রাচ্যের প্রাচীন কাব্যে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা মরু-বেদুঈন পরিবেশ ও জীবন প্রণালী দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে জাহিলী কবিদের সার্বিক ও পরিপূর্ণ উদ্যোগ ছিল অতি প্রশংসনীয়। তারা মরু প্রকৃতির বুকে নিজেদের ধ্যান-ধারণার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে এটাকে রকমারী চিত্রে উপস্থাপন করতঃ কখনো স্বীয় দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন, আবার কখনো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। বাস্ত-ভিটার ধ্বংসাবশেষে দাঁড়িয়ে মনের দুঃখে অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন। স্বীয় চিত্তকে উঠ ও ঘোড়ার প্রভূ বানিয়েছেন। মরু জীবজন্তু, ধু ধু বালু রাশি, মরুদ্যান, হাল্কা বসতি, নীলিম আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র-রাজি, ঘনিভূত মেঘমালা আর বিদ্যুতের ঘন- ঘন চমক তাদেরকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে জাহিলী কাব্যে একদিকে যেমন বেদুঈন মরু- জীবনের বাস্তব প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে আছে, অপরদিকে এটা পাশ্চাত্যের রাখালিয়া কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এসব রাখালিয়া কাব্যে (Bucolique Poem) প্রাকৃতিক পশুপাখী, বন-বাদাড় ইত্যাদির উল্লেখ এবং গ্রামীণ সারল্য জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাদের এ অনুভূতি নিজেদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি হয় নি বরং তা অন্যের অনুকরণে উদগত এবং স্বীয় কল্পনা প্রসূত ছিল।[১]

'আরবে প্রকৃতি কাব্য তার সূচনা লগ্নে উপরোক্ত ধারা ও পদ্ধতিতে সম্মুখ পানে অগ্রসর হলেও পরবর্তী যুগে এটা এমন উন্নত রূপ ধারন করে, যা ছিল প্রকৃতি সঞ্চারিত স্বীয় ভাব ও কল্পনার বহু উর্ধ্বে।

পাশ্চাত্য জগতে এ জাতীয় কবিতা যেমন জীব ও জড় উভয় প্রকৃতির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে, তদ্রুপ প্রাচ্যীয় কাব্যের বিষয়বস্তুতেও উভয় প্রকারের প্রকৃতি ছিল দৃশ্যমান। জীব-প্রকৃতি বলতে মানব ব্যতিত সকল প্রকার জীবজন্তু ও প্রাণীকূলকে বুঝানো হচ্ছে এবং জড়-প্রকৃতি বলতে প্রকৃতির উর্বরতায় প্রপ্রঞ্চ, দৃশ্যমান বস্তু, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, আকাশ-পাতাল, মাঠঘাট, বাগ-বাগিচা, গাছ-গাছালি, লতাপাতা, ফলফলালি, শষ্য-শ্যামল ধরিত্রীর নৈশর্গিক সৌন্দার্য ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেহ কেহ জড় প্রকৃতিকেও দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক ঃ প্রাকৃতিক জড়, যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। দুই ঃ কৃত্রিম জড়-শিল্প, যা মানুষ তৈরী করেছে- যেমন স্থাপত্য শিল্প, বাদ্যযন্ত্র, ঢাক-ঢোল ইত্যাদি।[২]

প্রাকৃতিক জড়বস্তু 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থের সাথে অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটা প্রকৃতিগত অনুভূতিকে যেমন অতিমাত্রায় সম্মোহিত করে, তদ্রুপ হৃদয়ে এমন এক জ্যান্ত পুলক ও অনুভূতির তুরণ সৃষ্টি করে, যা প্রকৃতি মায়ের অনাবিল সৌকর্যে স্পন্দিত হয়। প্রকৃত অর্থে পৃথিবীর জীবজন্তু, প্রাণীকুল এবং মানব তৈরী কৃত্রিম স্থাপনাগুলো জড় জগতের মৌলিক প্রাণ-শক্তি হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন অথচ পরিপুরক বিষয়ও বটে। যেমন প্রকৃতি কাব্যে কেবল বৃক্ষ ও ডাল-পালার চিত্রায়নে শাখায় বসা চড়ুই পাখির নৃত্যের বাস্তবধর্মী বর্ণনাও উপরোক্ত বিষয়বস্তুর জন্য অধিকতর উপযোগী হবে। কিন্তু ড: জাওদাত আল-রিকাবী এ ব্যাপারে ভিন্ন মন্তব্য করে বলেনঃ[৩]

---

১ ড: সায়্যিদ নুফাল ঃ শি'র আল-তাবী'আহ ফী আল-আদাব আল-'আরবী (কায়রো, ১৯৪৫ খৃ.), পৃ. ০৯

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী, (কায়রো ঃ দার আল- মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১২৬

৩ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"وليس من صميم الطبيعة، كفن شعرى، أن ندمج فيها وصف الجمل والذئب والأسد وما شابهها؛ إن هذا الوصف أقرب إلى فن الوصف منه إلى الشعر الطبيعة الذى نحب أن نجد فيه خصائص مميزة تبدو فى هذا الحس الطبيعى والتجاوب الذاتى"

"নির্মল খাঁটি প্রকৃতি এমন কোন ললিতকলা নয় যে, আমরা এটার মধ্যে ঘোড়া, বাঘ, সিংহ ইত্যাদির বর্ণনা যুক্ত করবো, বরং এটা এক চিত্রধর্মী বিষয়। আর তা থেকে প্রকৃতি কাব্যের সৃষ্টি। যার মধ্যে এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকা আমরা পছন্দ করি, যা নিছক প্রকৃতি উপযোগী অনুভূতির মাঝেই প্রকাশ পাবে।"

কোন কোন সাহিত্য-সমালোচক প্রকতি-কাব্যে জড় ও জীব উভয় প্রকারের প্রকৃতিকে যেহেতু অন্তর্ভূক্ত করেছেন, সুতরাং আমরা এটাকে বাস্তব বিষয় হিসেবে মেনে নিলেও এ জাতীয় কাব্যের সজ্ঞা নিরূপনে নিম্নোক্ত পরিচয় দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।[১]

"هو الشعر الذى يمثل الطبيعة وبعض ما اشتملت عليه فى جو طبيعى يزيده جمالا خيال الشاعر، وتتمثل فيه نفسه المرهفة وحبه لها واستغراقه بعفاتنها"

"প্রকৃতি-কাব্য বলতে আমরা ঐসব কবিতাকে বুঝি, যা প্রকৃতিকে বাস্তব ও সার্থক রূপে চিত্রিত করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত এমন কিছু বস্তুর চিত্র তুলে ধরে, যা কবির কল্পনায় এটাকে আরো সুশোভিত বেশে প্রতিয়মান করে। অনুরূপ ভাবে এ জাতীয় কাব্যে কবি হৃদয়ের সুক্ষ্ম অনুভূতি, প্রকৃতির প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ এবং এর মোহিনী শক্তিতে কবির অভিনিবিষ্টতা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠে।"

প্রকৃতি-কাব্য যেহেতু উল্লেখিত পরিবেশ ও হৃদয়ের সাথে তার নিবিষ্টতার চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা এবং প্রকৃতির মনোলোভা নৈশর্গিক রূপ-সৌন্দর্য চিত্রায়নের সুনিপুণ তুলি, তাই এ জাতীয় কাব্য তার বিষয়বস্তুতে অতি পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও বাস্তবমুখী করে ফুটিয়ে তুলে। বস্তুতঃ প্রকৃতি তার সার্বিক বস্তুতান্ত্রিক উপাদানের সমন্বয়ে এমন এক চির-সজীবতার অধিকারী, যা কবি-মানসে অগাধ সৌন্দর্য-প্রীতির জন্ম দেয় এবং তার অন্তরে বিভিন্ন প্রকার উচ্চাঙ্গিন মানবানুভূতি ও ভাবাবেগের সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করার পর আমরা 'আরব কবিদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির নন্দিত-ক্রানন কিরূপ ছিল? তা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে আগ্রহী।

অতি প্রাচীন কাল হতে 'আরাব কবিরা প্রকৃতিকে ছন্দের গতিময়তার উচ্ছল তরঙ্গে বিধৌত করে তা কাব্যিক রসে সিক্ত করতঃ মানব মানবীর উন্মুক্ত দৃষ্টিলোকে উপস্থাপন করেছেন, যা পাশ্চাত্য কবিদের প্রতিভায় ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু এটা তখনো কাব্যের কোন স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। জাহিলী যুগের অধিকাংশ কবিরা জীব ও জড় উভয় প্রকারের প্রকৃতিকে কাব্যের তুলিতে দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন। তারা এটাকে একজন সৌখিন ও নিপুণ চিত্রকরের দৃষ্টি মেলে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলে তাদের চিত্রধর্মী বর্ণনায় প্রকৃতি ও তার বাহ্যিক বদন-বিন্যাস, সাজ-সজ্জা ইত্যাদির প্রতি কবিদের উৎসাহী ও প্রণয়ী ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিখ্যাত জাহিলী কবি 'ইমরু আল-ক·ায়স' প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের সম্মুখে একেবারে স্থবির ও নিসাড় হয়ে থাকেন নি। তিনি নিশি চিত্র এঁকে সমুদ্রের মহা-হিল্লোলের সাথে তার পরিমাপ করেছেন। অনুরূপ ভাবে দীর্ঘ নিশি যখন কবির কাছে আপনোদন হতে চায় না, তিনি তখন এটাকে শক্ত রশি দ্বারা ইয়াযবুল পর্বতের সাথে বাঁধা তারকা কল্পনা করেছেন। এমনিভাবে কবি আকাশের বিদ্যুত ও তার দিপ্তীকে দ্রুত আন্দোলিত দু'হাতের চমক কিংবা সন্নাসীর প্রদীপ হিসেবে অংকিত করেছেন। 'ইমরু আল-ক·ায়স' এর কাব্যে বর্ষার নয়নাভিরাম বরিষণ ছন্দের উর্মিমালায় অতি নিখুঁত ভাবে দ্রবিভূত হয়েছে। অতঃপর কবি প্রিয়ার বাস্ত-ভিটার উপর দাঁড়িয়ে

---

১ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রচুর ক্রন্দন করেছেন। আর এ ক্রন্দন প্রকৃতিগত অভিব্যক্তির এক অদ্ভুত বর্হিপ্রকাশ, যা হৃদয়ের প্রতিবেদন, প্রতিক্রিয়া, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে একীভূত করে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছে।[১]

অনুরূপ ভাবে কবি 'ইমরু আল-ক·ায়স' জীব জগতকেও তাঁর কাব্যে উপস্থাপন করেছেন অতি চমৎকার রূপে। তিনি তাঁর কাব্যে ঘোড়াকে এক বিস্ময়কর প্রাণী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। তাছাড়া তাঁর কবিতায় উঠ, উঠনি, বন্য-গাভী, গাধা, উঠ-পাখী ইত্যাদির সুন্দর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। আর এ সকল বর্ণনা কবির সৃজনশীল ও অনুসন্ধিৎসু প্রতিভার এক সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, জাহিলী যুগে 'আরব কবিরা প্রকৃতি-কাব্যে সহজ-সরল যাযাবর জীবন যাপন ও বেদুঈন পরিবেশের বিশদ ও বাস্তবচিত্র এক সাবলিল বাক-পটুতার চাতুর্যে মনোলোভা আভরণে পাঠক কূলের সামনে প্রদর্শন করেছেন।

পরবর্তীকালে যখন 'আরবরা বেদুঈন যাযাবর জীবনের সংকীর্ণ পরিসর ডিঙ্গিয়ে নাগরিক সভ্যতার অপার মুক্ত-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে পার্থিব ও বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ, প্রাসাদ ও অট্টালিকার বিলাস-বৈভব এবং পুষ্পকুঞ্জের প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যের আতিশয্য গভীরভাবে উপলব্দি করলো, তখন 'আরবী প্রকৃতি-কাব্যে ক্রমবিকাশের জোয়ার ও বিবর্তনের এক নতুনধারা সূচিত হয়। এ সময় কবিদের কাব্যে প্রকৃতির রূপায়ন বেদুঈন জগতের উপায়-উপকরণ ও উপাদন হতে অনেকটা ভিন্ন ছিল। তথাপি এটা 'আরবী কাব্য-সাহিত্যের কোন স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু হিসেবে তখনো স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি বরং এটা প্রণয়, স্তুতি, কুৎসা, সূরা ইত্যাদি বিষয়বস্তুর সাথে সংমিশ্রিত অবয়বে বিরাজমান ছিল।[২]

'আব্বাসীয় যুগে এ জাতীয় কাব্যে আরো ঈষৎ পরিবর্তন দেখা গেল। এ যুগে ভোগবাদী জীবন ও প্রাচুর্যের রসেভরা বহু নব-বিনোদন প্রকৃতি-কাব্যের বিষয়বস্তুতে সংযোজিত হয়। যার সাথে 'আরবদের ইতিপূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। কবিরা তাদের কাব্যে এ ভোগবাদী প্রকৃতির মনোরম ও লোভনীয় বর্ণনায় যেন জাদুমন্ত্রের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন। তৎকালীন সমাজের কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ছড়াকার ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গ তথা সর্বস্তরের জনগণ স্বীয় কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির ক্ষুধা নিবারনে প্রকৃতির এ শোভা-সৌন্দর্য আর ভোগ-বিলাসী পরিবেশ হতে প্রচুর আহার্য গ্রহণ করেছিলেন। তবে এ যুগের কবিগণ তাদের 'আরবী কবিতায় প্রকৃতির নৈশর্গিক শ্রী ও শোভার অতিসুক্ষ্ম ও বিস্ময়কর বর্ণনা উপস্থাপন করা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে প্রকৃতির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া এবং নিজেদের মনের কোমল বৃত্তিগুলোর গোপন অভিব্যক্তি পুর্ণমাত্রায় তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। ফলে তারা সমকালীন ভাষাড়ম্বর রীতি ও কাব্যিক শিল্পকলার প্রচলিত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কেবল বস্তুতান্ত্রিক বর্ণনা, শব্দচয়ন ও পদ-বিন্যাসে প্রয়োগিক গুরু-চন্ডালি প্রদর্শন করেছেন বহুল পরিমাণে। অতঃপর 'আব্বাসীয়দের পতনের যুগে এটা আরো তীব্র আকার ধারণ করে। তবে ড: জাওদাত আল-রিকাবী এ যুগের প্রকৃতি-কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ[৩]

"نقول هذا ونحن نعلم أن بعض الفحول فى هذه الفترة قد استطاعوا أن يضيفوا إلى أوصافهم المادية للطبيعة حسا وذوقا جعلهم يأتلفون معها ويستغرقون فى نشوة جمالها ويبادلونها العاطفة بعاطفة والحب بحب"

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-২৭

২ প্রাগুক্ত।

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

"এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দৃঢ়ভাবে দাবী করতে পারি যে, এ যুগের কতিপয় বড় বড় কবি প্রকৃতির জড় বস্তুর বর্ণনায় নিজেদের রুচি ও অনুভূতি নির্গলন ক্রমে কবিতার কারুকার্যে আরো মাত্রা বৃদ্ধি করেছেন। আর প্রকৃতির সাথে নিজেদের সুরেলা কণ্ঠ মিলিয়ে এর চোখ ধাঁধানো রূপ-লাবণ্যের মাদকতায় অবগাহন করে পরস্পর ভাব ও ভালবাসা বিনিময় করেছেন।"

আর সে যাই হোক, 'আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবি আবূ তাম্মাম, বুহ্‌তারী ও ইব্‌ন আল-রূমী প্রমূখ কবিদের অবদান এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল কবি প্রকৃতির প্রাণ-চাঞ্চল্য ও সজীবতায় দিপ্তীমান এক প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সুতরাং আমরা কবি ইব্‌ন আল-রূমীর এক কাব্যে সূর্য অস্ত যাবার অপরূপ দৃশ্যের এমন এক বর্ণনা লক্ষ্য করি, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর এক অপূর্ব উপলব্ধি। তিনি বলেনঃ[১]

"وقد رنفت شمس الأصيل ونفضت ✧✧ على الأفق الغربى ورسا مزعزعا
وودعت الدنيا لتقضى نحبها ✧✧ وشول باقى عمر ها فتشعشعا
ولاحظت النوار وهى مريضة ✧✧ وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرعا
كما لاحظت عواده عين مدنف ✧✧ توجع من أوصابه ما توجعا
وظلت عيون الروض تخضل بالندى ✧✧ كما اغرورقت عين الشجى ليدمعا
وبين إغضاء الفراق عليهما ✧✧ كأنهما خلا صفاء تودعا
وقد ضربت فى خضرة الروض صفرة ✧✧ من الشمس فاخضر اخضرارا مشعشعا
وأذكى نسيم الروض ريعان ظله ✧✧ وغنى مغنى الطير فيه وسجعا

"বৈকালিক অস্তগামী সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে এবং পশ্চিম দিগন্তের নড়বড়ে কম্পমান সবুজ-শ্যামল উদ্ভিদের গায়ে দোলা দিয়েছে।"

"পৃথিবী তার সময়সীমা পূর্ণ করতে অতিনিরীহ ও অলস হয়ে পড়েছে। তার অবশিষ্ট জীবন চাকচিক্যময় হবার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।"

"পুষ্পকলি পীড়িত অবস্থায় গভীর পর্যবেক্ষণ করেছে এবং স্বীয় লাঞ্ছিত কপোল ভূপৃষ্ঠে প্রতিস্থাপিত করেছে।"

"যেরূপ রোগীর চক্ষু তার বিজ্ঞ চিকিৎসককে অবলোকন করেছে, আর দূরারোগ্য ব্যাধির কারণে যতটুকু ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করার ছিল—ভোগ করেছে।"

"ব্যথিতের চক্ষু ক্রন্দন করতে যেমন অশ্রু সজল হয়, ঠিক তদ্রূপ পুষ্পকুঞ্জের নালাগুলোও সদা পানিতে সিক্ত থাকে।"

"তাদের উভয়ের মধ্যে বিরহ-বিচ্ছেদের তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তারা উভয় যেন নির্মল ও স্বচ্ছতার অন্তরঙ্গ বন্ধু, যা (দু'জনের কাছ থেকে) বিদায় নিয়েছে।"

"বিবর্ণ ফ্যাকাশে মলিন সূর্যালো উর্বর কুঞ্জে প্রতিফলিত হয়ে তা সবুজ শ্যামলিমায় ঝলমল করছে।"

"এর ছায়া ঘেরা সজীবতা কুসুম-কাননের সুমিষ্ট সুবাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে আর তথায় গায়ক পাখী সুমধুর কুহু-কুহু তানে গান ধরেছে।"

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-২৯

Dhaka University Institutional Repository

আমরা কবি ইবন আল-মু'তাযকে লক্ষ্য করেছি যে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও অলংকার তাকে গভীর ভাবে প্রলোভিত করেছে। ফলে তার প্রকৃতি-কাব্য তীক্ষ্ণ ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং রং ও রূপের চমৎকার উপস্থাপনা, আর ছবি ও চিত্রের সুক্ষাতি-সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের বাস্তব প্রতিক হিসেবে প্রতিয়মান হচ্ছে। যেমন তিনি মেঘমালার আড়ালে সূর্য্যি মামার মিটিমিটি চাহনীকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে বলেছেনঃ[১]

"كأن الشمس يوم الغيم لحظ ✧✧ مريض مدنف من خلف ستر

"মেঘলা দিবসে সূর্যের উঁকিঝুকি যেন পর্দার আড়াল থেকে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্বল চাহনী।"

অনুরূপ ভাবে নব-চন্দ্রের বর্ণনায় কবি এটাকে কিরণবিকাশী, সুশ্রী ও অতি দীপ্তমান হিসেবে চিত্রিত করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

انظر إلى حسن هلال بدا ✧✧ يهتك من أنواره الحندسا

كمنجل قد صيغ من فضة ✧✧ يحصد من زهر الدجى نرجسا"

"নব-চন্দ্রের রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি তাকিয়ে দেখো ! আধার ফুঁড়ে তার আলো বিচ্ছুরীত হচ্ছে।"

"এটা যেন রূপার তৈরী একখানা কাস্তে, যা দিয়ে আধার পুষ্প হতে নার্গিস ফুল কর্তন করে।"

এমনি ভাবে হিজরী চতুর্থ শতাব্দির প্রসিদ্ধ কবি আবূ বাকর মুহ·াম্মাদ ইবন আহ·মাদ আল-সা·নুবারীও একজন স্বভাব কবি ছিলেন। তাঁর মধ্যে একজন প্রকৃতি-কবির সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বিপুল সমাহার লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'আব্বাসীয় কবি আল-মুতানাব্বীর সম-সাময়িক একজন নামকরা চিত্রধর্মী কাব্য তারকা ছিলেন। তার সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেন[২]-

"لقد كان الصنو برى شاعر الروض والزهر وقد صدر فى شعره عن شعوره الصادق نحو الطبيعة"

"আল-সা·নুবারী একজন বাগ-বাগিচা ও পুষ্প কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি সম্পর্কে কবির বাস্তব উপলব্দি ও রুচিশীল ভাবধারা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।"

'আরবী কাব্য-গগনে প্রাচ্যের যে সকল কবি-সাহিত্যিক প্রকৃতি নিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন, আমাদের আলোচনায় তাদের প্রতি কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সমকালীন মুসলিম স্পেনে প্রকৃতি কাব্যের গতি ও আঙ্গিক কি রূপ ছিল? আর সেখানে এ জাতীয় কাব্যের উৎকর্ষতার পিছনে হেতুই বা কি ছিল? তা একটু খুতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সুতরাং স্পেনীয় প্রকৃতি কাব্য সম্পর্কে আমরা পরবর্তী আলোচনায় তা সন্নিবেশিত করতে যচ্ছি।

স্পেনের প্রকৃতি-কাব্য ও তার শিল্পরূপ ঃ

প্রকৃতি বিষয়ক কাব্যরচনায় স্পেনীয় কবিগণ ছিলেন নিপুণ-শিল্পী, দক্ষ-কৌশলী বলিষ্ট ও প্রলম্বিত হস্তের অধিকারী। প্রকৃতি কাব্যের প্রাবল্যতা, প্রকৃতির সাথে কবি-মানস একিভূত হয়ে যাওয়াটা তাদেরকে এ জাতীয় কাব্যে সমকালীন অন্যান্য 'আরব কবিদের উপর উচ্চ মর্যাদা ও স্বকীয়তা দান করেছে। তারা সাধারণ ভাবে যে সব বিষয়ের উপর কাব্যচর্চা করেছেন, প্রকৃতি কাব্য এ ধরনের কোন অর্ডিনারী সাদামাটা কবিতাগুচ্ছ নয় রবং এটা ছিল তাদের এক বিস্বয়কর সৃষ্টি, যোগ্যতার প্রতীক ও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। এ সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ বলেনঃ[৩]-

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

২ প্রাগুক্ত।

৩ ড: 'আবদ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

"وذلك لما حباهم الله به من طبيعة ساحرة خلابة، وبيئة جميلة فاتنة فى كل وجه من أوجه الحياة: وما آتاهم الله من سمو الوجدان وصفاء الذهن وتوقد القريحة، والأحساس المرهف، والذوق الرفيع، والأدراك الدقيق، والخيال الخصب، والعاطفة المشبوبة، فجاء شعرهم فى ذلك نابعا من وحى الخاطر والهام القريحة تتجلى فيه روعة الوصف، وسمو الخيال، ودقة التشبيه وبراعة التصوير، والتوسع فيما يتناولونه من أوصاف، فأحرزوا بذلك سبقا ظهر جليا فى كل ماتناولوا وصفه وتصويره"

"আর যেহেতু প্রভূ তাদেরকে এক যাদুকরী সম্মোহনী প্রকৃতি, জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সুন্দর পরিবেশ, উচ্চাঙ্গিন প্রেমানুভূতি, পরিচ্ছন্ন ধী-শক্তি, অনির্বাণ স্বভাব, উন্নত রুচিবোধ, সুক্ষ্ম উপলব্ধি, উর্বর ও সৃজনশীল কল্পনা শক্তি এবং উষ্ণ আবেগ এর প্রাচুর্যে ধনকূবে পরিণত করেছিলেন। ফলে তাদের প্রকৃতি-কাব্য স্বীয় স্বভাব ও অন্তর হতে উৎসারিত হয়ে বর্ণনা ভঙ্গির চমৎকারিত্ব, কল্পনার উচ্চাঙ্গিনতা, উপমা-উৎপ্রক্ষার সুক্ষ্মতা, শিল্প নৈপুণ্যের মাদকতা এবং গুণাগুণের বিশালতায় পাঠক মনে চির-ভাস্বর হয়ে আছে। এসব কাব্যে প্রকৃতির বিস্ময়কর মনোহারী অবয়বের কীর্তিমান প্রতিফলনে স্পেনীয় কবিগণ খ্যাতির চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছেন।"

তৎকালীন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মধ্যে স্পেনে ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও মোহনীয়তায় টই-টুম্বুর। আকাশ ছোয়া সবুজে ঘেরা পর্বতমালা; পাহাড়ের পাদদেশে উর্বর ও বিস্তৃর্ণ সমতল ভূমি, এর মধ্য দিয়ে প্রবাহমান স্রোতস্বীনি নদ-নদী আর ঝর্ণা ধারা, গাছে গাছে ফল ফলালির বিপুল সমাহার, ডালে ডালে বুলবুল, দোয়েল-পাপিয়ার ব্যাকুল করা মন-হরণী তান, পত্রপল্লব আর তৃণলতায় মাদুর পাতা শ্যামলী চারণ ক্ষেত্রে জীবজন্তুর অবাধ বিচরণ, শষ্যক্ষেত্রে উৎফুল্ল কৃষককূলের কর্ম-চাঞ্চল্যতা, শারদীয় ও বাসন্তি বায়ু প্রবাহে হিল্লোলিত পুষ্প কানন ও বিমোহিত পরিবেশ স্পেনীয় কবিদেরকে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে বহুগুণে। এর অপূর্ব সাজ-সজ্জা উপলব্ধি ও অবলোকন করে তারা সকলই অবলীলায় প্রকৃতির সৌন্দর্য বৈচিত্রের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমূখ। 'আল্লামা মাক্কারী স্পেনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এর চমৎকার সংরক্ষণ ব্যবস্থার বর্ণনার পরিসমাপ্তি টেনেছেন এ ভাবেঃ[১]

"محاسن الأندلس لاتستوفى بعبارة، ومجارى فضلها لايشق غباره"

"স্পেনের সৌন্দর্য কোন বর্ণনায় পরিপূর্ণ হয় না, এবং তার মাহাত্যের সকল ছন্দ তার ধূলারও সমকক্ষ নয়।"

প্রভূ স্পেনকে নৈশর্গিক রূপলাবণ্যের এক অপরূপ পরিবেশ ও মনোহর প্রকৃতি দান করেছিলেন। এর প্রভাবে স্পেনীয়দের হৃদয় প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগে আকৃষ্ট ও পাগল পারা হয়ে পড়ে। সকল মানুষ প্রকৃতির সাথে অটুট সম্পৃক্তিতে যেন একাকার হয়ে যায়। তারা এর ঘন-সবুজ শ্যামলিমায় স্বীয় দৃষ্টি চরাতে অগ্রসর হলো এবং নিরতিশয় আনন্দে এর মোহনীয়তা সাধমিটিয়ে উপভোগ করতে লাগলো। কবি-সাহিত্যিকগণও এর বাগ-বাগিচা আর সারিসারি গাছ-গাছালির মনোরম দৃশ্যের বর্ণনায় কথার মুক্তা খচিত প্রচুর মালা গ্রথিত করতে শুরু করেন। প্রকৃতির স্বচ্ছ সলিলা রূপালি আকণ্ঠ, রোদ্র-তাপে পরিশ্রান্ত পথিকের শিরাবরণী ছায়া, যথায়-তথায় নদনদী আর ঝর্ণা সরোবরের সহজ লভ্যতা ইত্যাদি সবকিছু মিলে তাদের দৃষ্টিতে তা ছিল যেন এক শ্বাশত স্বর্গপুরী। যেমন কবি ইবন খাফাজাহ বলেনঃ[২]

يا أهل أندلس لله دركم ✧✧ ماء وظل وأنهار وأشجار

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৩০

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ماجنة الخلد إلافى ديار كم ✧✧ ولو تخيرت هذاكنت أختار

لاتختشوا بعدها أن تدخلوا سقرا ✧✧ فليس تدخل بعد الجنةالنار

''শাবাশ হে স্পেনবাসী! কী চমৎকার তোমাদের পানি, ছায়া, নদ-নদী আর বৃক্ষরাজির সমাহার।''

''জান্নাতুল খুলদ তো কেবল তোমাদের দেশেই রয়েছে। আমি বেছে নিলে একেই বেছে নিতাম।''

''এটা প্রাপ্তির পর আর নরকে যাবার ভয় করো না। কারণ, জান্নাতে যাবার পর কাউকে জাহান্নামে অন্তর্ভূক্ত করা হবে না।''

স্পেনের এই রূপসী প্রকৃতি তথাকার মানব-হৃদয়ে গভীর অনুভূতি জাগ্রত করেছে এবং কবিদের কাব্যিক প্রতিভা উস্কিয়ে দিয়ে এক সুষম খাদ্যাহারে তাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। সুতরাং জান্নাতরূপী এ দেশে বসবাসকারী কবির উপর মৃদু-মন্দ বায়ূ প্রবাহে ব্যাকুল করা সুবাস ছড়িয়ে পড়লে ইবন খাফাজাহ্‌র ন্যায় কবির কবি-মানসে সঞ্চিত সূর প্রতিধ্বনিত হওয়াটা স্বাভাবিক। তিনি আরো বলেনঃ[১]

إن للجنة فى الأندلس ✧✧ مجتلى حسن وريا نفس

فسنا صبحتها من شنب ✧✧ ودجى ظلمتها من لعس

فإذا ماهبت الريح صبا ✧✧ صحت : واشوقى إلى الأندلس!

''নিশ্চয় স্পেনে রয়েছে স্বর্গীয় রূপ-লাবণ্যের বহিঃপ্রকাশ আর নিঃশ্বাসের ছড়ানো সুগন্ধি।''

''তথাকার প্রভাতের দীপ্তি আর্দ্রশীতল আর রাতের আধার লাল্‌চে ঠোটের ন্যায়।''

''ভোর বেলা বায়ূ যখন বয়ে যায়, আমি তখন উচ্চ স্বরে বলি- আহ! স্পেনের প্রতি আমার কতই না ভালবাসা।''

স্পেনে প্রকৃতি কাব্যের উৎকর্ষতার পিছনে তথাকার প্রকৃতির নৈশর্গিক সৌন্দর্যের কোন একক অবদান ছিলনা বরং কবিদের বিলাসী জীবন-যাপন, আমোদ-প্রমোদ ও নারী-নৃত্যের উচ্ছল প্লাবন কাব্যের এ ধারাকে যথেষ্ট পরিমানে পরিতুষ্ট করে তুলেছিল। বস্তুতঃ প্রকৃতিই ছিল কবিদের বিলাসী জীবনের লালন ভূমি। এর বিলাস-ভৈবব প্রেমানুরাগ, সূরাসক্তি ইত্যাদি তারা নিজেদের বাহু ডোরে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে ছিলেন এবং সুগন্ধি মিশ্রিত রকমারী রং এর সমাহারে প্রকৃতির নির্মল ছাচে ফেলে এ গুলোকে চমৎকার অবয়বে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে ড: 'আবদ আল-'আযীয আল 'আওয়াদ বলেনঃ[২]

"وبما اعتاد الأندلسيون الأخذ به من أسباب الجمال والتأنق فى الزينة فى كل مظهر من مظاهر حياتهم فى الزى فى الزى والملبس والمأكل والمشرب والمسكن والأثاث واتخاذ الرياش والأبهة، والتنافس فى ذلك فيما بينهم، كل ذلك كان أيضا من الحوافز المهمة، والأسباب الملهمة لقرائح الشعراء فى رسم أبدع الصور فى الشعر الوصفى الأندلسى. وأحفلها تشخيصا لمظاهر الطبيعة ومناظر الكون"

''তৎকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষতার প্রভাবে স্পেনের জনগণ জীবনযাপনের সার্বিক উপায়-উপকরণ তথা পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-পানীয়, বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, বাসন-কোষন, ঝাড়বাতি, রূপচর্চা ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিলাসীতার উথাল উর্মিমালায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে স্পেনীয় কবি-সাহিত্যিকগণও নগর-বন্দর, প্রকৃতির নৈশর্গিক সৌন্দর্য ও দর্শনীয় বিলাসবহুল দ্রব্য সামগ্রীর বৈচিত্রে গভীর ভাবে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-৩১

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ: মাত'াবি' বাহ'র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তা স্পেনীয় প্রকৃতিকাব্যে প্রাকৃতিক পেলবতা, জাগতিক দৃশ্যাবলীর শৈল্পিক-কারুকার্যতা ও কাব্যিক ছন্দের গতিময়তাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে কবিদের মনে প্রেরণা যুগিয়েছে।''

শুধু তাই নয়, প্রণয়গীতি ও খামরিয়াত কাব্যরচনায়ও স্পেনের সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির সম্যক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আহ·মাদ দ·ায়ফ বলেনঃ[১]

"بقى الشعر تابعا لطريقة العرب فى أغراضه وأوزانه إلى أن حدث فى العقول ما دعا ها إلى الابتكار فى العلوم والفنون، وكان الشعر من أقرب الأشياء إلى الألسنة، وأكثرها انتشارا فى المجالس، وأدعى إلى الانتقال من غيره، لكثرة قائليه وسامعيه والمتأثرين به، واشتماله على كل مرافق الحياة، فتطلعت نفوس الفنيين من شعراء وأدباء إلى الا نتقال به من صبغته البدو ية- إلى أن يقول- فلم يفلحوا كثيرا فى الخروج به عن أغراضه التى تكلم فيها القدماء، ولكنهم زادوا فى وجدانياته مما استدعته الحضارة، من التوسع فى الخمريات والعواطف، من عشق وغيره، ووصف المناظر الجميلة والحدائق النضرة، وكل ما استلزمته حالتهم من آثار المد نية والعمر ان."

''যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করার প্রতি স্পেনীয় বুদ্ধিমত্তা আহুত হলেও প্রকৃতি- কাব্য বিষয়বস্তু ও ছন্দে 'আরব রচনাশৈলীর অনুবর্তী হয়ে বিদ্যমান ছিল। কবিতা বাগ্মিতার অতি নিবিড় বিষয় ছিল। আসর ও মাজলিসে এর আবেদন ও ব্যপ্তি ছিল সর্বাধিক। কাব্যের গীতিকার, শ্রুতিমন্ডলি ও প্রতিক্রিয়াশীল তন্ময়াবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংখ্যাধিক্য এবং জীবনের সার্বিক উপযোগিতার সাথে তার গভীর সম্পৃক্তির কারণে এটা স্থানান্তরিত ও দ্রুত হস্তান্তরে অন্যান্য বিষয় হতে অধিক আবেদনময়ী ছিল। ফলে কবি-সাহিত্যিকদের পেশাদার শৈল্পিক-চিত্ত এর বেদুঈনধর্মী ধারা ও পদ্ধতি পরিবর্তনে বিশষভাবে মনোযোগী হয়— এমন কি তিনি বলেনঃ— প্রাচীনরা যেসব বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন, স্পেনীয় কবিরা তার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে তেমন সফলতা লাভ করতে পারেননি। তবে মদ-সূরা, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদির আতিশয্যে সমৃদ্ধ সমাজ-সভ্যতার আবেদনে তারা তাদের প্রেমাকাঙ্খা ও প্রেমাগ্নি যেমন তীব্র ও গতিময় করে তুলে ছিলেন, ঠিক তদ্রুপ প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, পূর্ণাঙ্গ সজীবতায় সমৃদ্ধ উর্বর বাগ-বাগিচা এবং নাগরিক সভ্যতার স্পর্শে উজ্জীবিত প্রগতিশীল জীবন ধারার সার্বিক রূপায়নেও তারা যথেষ্ট পরিমানে এগিয়ে রয়েছেন।''

স্পেনের প্রকৃতিকাব্য যেসব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে 'আরবী সাহিত্যাঙ্গনে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তা নিম্নে আলোচিত হলোঃ

প্রথমতঃ স্পেনীয় 'আরব কবিদের হৃদয়-মন তাদের ফেলে আসা প্রাচ্যের আলো-বাতাসে মিশে থাকা সত্ত্বেও স্পেনের মনোরম প্রকৃতি অধীর আগ্রহে তাদেরকে আলিঙ্গন করেছে। কবিগণও তার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রতি হৃদয়ের প্রবল ঝোঁক ও অনুরাগ অনুভব করেন। ফলে তারা প্রাচীন চিত্রধর্মী বিষয়বস্তুতে প্রচুর প্রসারণ ও ব্যাপ্তি ঘটিয়ে তাদের প্রাচ্যীয় ভাইদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এ সকল কবিতায় শষ্য-শ্যামল উদ্যান, কুসুম-কলি, উষর-পাথুরে ভূমি, পর্বত-উপত্যকা, নদ-নদী, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি ইত্যাদি জাগতিক দৃশ্যাবলীর বাস্তব চিত্র সুক্ষ্ম ও চিত্তহারী বর্ণনার বৈচিত্রে যেমন ফুঠে উঠেছে, তদ্রুপ মহাকাশ ও সৌর প্রকৃতি তথা আকশ-গগন, গ্রহ নক্ষত্র, বর্জ্র-নির্ঘোষ, আলো-বিদ্যুৎ, হীম-শৈল্য, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তুর দৃশ্যমান দিগ-দিগন্তের অনুপম চিত্রও চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কবি ইবন খাফাজাহ[২] স্পেনীয় প্রকৃতির সীমাহীন

---

১ আহ·মাদ দ·ায়ফ ঃ বালাঘাহ আল-·আরব ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ মুত্·বি·আহ মিস·র, ১৯২৪ খৃ.), পৃ. ২২১

২ তাঁর পূর্ণ নাম আবূ ইসহ·াক· ইব্রাহীম ইবন আবী আল-ফাতহ· ইবন ·আবদ আল্লাহ ইবন খাফাজাহ ছিল। তিনি হিজরী ৪৫০ সালে স্পেনের শুকরদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক সূত্রে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যিক প্রাচুর্যপূর্ণ পরিবেশে লালিত

Dhaka University Institutional Repository

মোহনীয়তায় কতটুকু আত্মতৃপ্ত ও অভিভূত হয়ে এটাকে 'জান্নাতুল খুলদ' আখ্যায়িত করে ছিলেন, আমরা ইতিপূর্বে তা লক্ষ্য করেছি। অনুরূপ ভাবে কবি ইবন যায়দূন, ইবন হামদিস প্রমূখ কবিগণও এর সৌন্দর্যে কতটুকু বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, আমরা তাদের স্ব-স্ব কাব্যে তাও পর্যবেক্ষণ করতে পারি। রূপসী-প্রকৃতি তার রূপ-লাবণ্যের বিপুল সমারোহে তাঁদের গীত- চর্চার যেন একমাত্র স্পন্দন ও লক্ষ্যবস্তুতে আবির্ভূত হয়েছিল। ফলে কবিগণ প্রকৃতি-কাব্যের সহিত মানবিক প্রেমানুভূতি, তীব্র ভাবাবেগ ও দুরন্ত মানস-বৃত্তির রস-হিল্লোলের নিখুঁত সংমিশ্রণে এটার তপ্ত ও রুচিশীল পরিবেশনা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। যেমন কবি ইয়াহ্য়া ইবন হুযায়ল বলেনঃ[১]

نام طفل النبت فى حجر النعامى ✧✧ لاهتزاز الطل فى مهد الخزامى

وسقى الوسمى أغصان النقا ✧✧ فهوت تلثم أفواه الندامى

كحل الفجر لهم جفن الدجى ✧✧ وغدا فى وجنة الصبح لثاما

تحسب البدر محيا ثمل ✧✧ قد سقته راحة الصبح مداما

حوله الزهر كؤوس قد غدت ✧✧ مسكة الليل عليهن ختاما

"সুরভী উদ্ভিদ এর দোলনায় ঘন কুয়াশা ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির দোলন-চাপে উত্তরা বায়ূ প্রবাহের কোলে যেন শিশু গুল্ম ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"বালি স্তূপের ডালিগুলোকে মৌসুমী বায়ূপ্রবাহ পরিতৃপ্ত করেছে। তার লাজুক ঠোটে চুম্বন দেয়ায় সে নূয়ে পড়েছে।"

"দিবসের সূচনা তাদের আধার রজনীর চোখের পাতায় কাজল মাখিয়েছে। আর প্রভাত কপোলে চুম্বন এঁকে প্রাতঃরাশ করেছে।"

"পূর্ণিমার চাঁদ নেশার এমন হাবভাব অনুভব করছে, তাকে যেন ভোরের স্নিগ্ধতা শরাব পান করিয়েছে।"

"তার চারপাশের শুকতারাগুলো যেন কতকগুলো পানপাত্র, যাকে রজনীর অবশিষ্টাংশ শেষ পরিবেশনার সূরায় পূর্ণ করে রেখেছে।"

উপরোক্ত কবিতায় প্রকৃতির এক জীবন্ত কিরণ-বিকাশী চিত্র আর কবির এক তীক্ষ্ণ অনুভূতি ফুটে উঠেছে। তা পাঠ করলে যে কোন প্রকৃতি-প্রেমিক ব্যক্তি ফলেফুলে সুশোভিত সবুজ-শ্যামল স্নিগ্ধ বাগিচায় পায়চারী করতে করতে নিজেকে যেন আত্ম বিভোর দেখতে পায়। তথাকার বাসন্তি হাওয়ায় যেন ছড়িয়ে রয়েছে উদাস করা মিষ্টিগন্ধ। প্রভাতের আগমনে— আধার ও তাঁরার অবসানে কুসুম কলি আর ফল-ফলালির অলংকারে সজ্জিত বৃক্ষরাজি যেন ষোড়শী তন্বী ও নব-পল্লীবধূর ন্যায় তীব্র লাজে নুয়ে রয়েছে। উক্ত কবিতায় কবি শিশু উদ্ভিদকে ঘুম পাড়িয়েছেন। তথাপি তার ত্রাণকর্তা স্নেহময়ী মাতা সদৃশ নির্মল বায়ূ তার জন্য বীজ বুনেছে এবং বর্ষা-বিন্দু সুরভী উদ্ভিদ-মায়ের কোলে তাকে প্রতিপালিত করতঃ প্রকৃতির সম্মোহনী শ্রীবৃদ্ধি করেছে। অতঃপর উত্তরা বায়ুপ্রবাহ বৃক্ষের ডালিগুলোর সাথে প্রেমানুরাগে ফুটন্ত পুষ্পকলি-চুম্বনে উন্মত্ত। এখানে কবি জোছনা-আধার, পুষ্পগুল্ম এবং নিশি-প্রভাতের আঙ্গিনায় প্রকৃতির এক চিত্তহারী চিত্রের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

পালিত হন। আরবী সাহিত্য অধ্যয়নের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। ফলে তাঁর মধ্যে কবিত্বের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়ে উঠে। তিনি প্রকৃতি ও সূরা নিয়ে কাব্যচর্চা করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কবিতায় আল-সূরী, শারীফ রিদা, মিহয়ার, মুতানাব্বী প্রমূখ খ্যাতিমান কবিদের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু,পরহেযগার, আল্লাহ ও রাসূলের নৈকট্য প্রত্যাশী হয়েছিলেন। হিজরী ৫৩৩ সালে ৮২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

১ আল-মাক্কারী, নাফহ আল-তীব, সম্পা. মুহাম্মাদ মুহয়ী আল-দ্বীন ইবন আবদ আল-হামীদ (মিসর ঃ মুতবিআহ আল-সাআদাহ, ১৯৪৯ খৃ.), খ ৪, পৃ. ৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে কবি তার বর্ণিত চিত্রকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করে বলেছেন- শরাব পানে নেশাগ্রস্ত মাতালের চেহারার ন্যায় প্রভাতের প্রভা এর উজ্জল অবয়ব নিষ্প্রভ করে দিয়েছে এবং তার চারপাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলো যেন অবশিষ্ট অন্ধকারেরর জন্য সমাপনী পরিবেশনার পানপাত্র তুল্য ছিল।

দ্বিতীয়তঃ এ জাতীয় কাব্য স্পেনীয় প্রকৃতি ও পরিবেশের শৈল্পিক কারুকার্যতার এক অনুপম চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। সুতরাং তথাকার কবিগণ স্পেনের বাগবাগিচা, নদ-নদী, পাহাড়-জঙ্গল, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির মধ্যে খোদার মহিমান্বিত সৃজনী শক্তি ও অদ্ভূত শিল্প-নৈপুণ্যের বাস্তব উপলব্ধি স্বীয় মেধা পেষণে সাবালিল ভঙ্গিমায় চিত্রিত করেছেন। প্রাসাদ-অট্টালিকা, মসজিদ-গীর্জা আর ঝর্ণা-সরোবরের পরিমন্ডলে তারা ললিতকলার চুম্বকীয় অবয়ব যে ভাবে শানিত করেছেন, তদ্রুপ খোদার রূপসী প্রকৃতিও তাদের সুরেলা তানে আরো লোভনীয আরো কমনীয় হয়ে উঠেছে। ফলে প্রকৃতি-প্রেমার্দ্র নিরিক্ষকদের আঁখি বাতায়নে এর রূপ-মাধুর্যের উপলব্ধি ও স্বচ্ছতা পরিপূর্ণ মাত্রায় ভেসে উঠেছে। অনুরূপ ভাবে এসব কবিরা জীব প্রকৃতির বর্ণনায়ও বেশ অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন। যেমন ঘোড়া ও বাঘের বর্ণনায় কবি ইবন খাফাজাহর অবদান উল্লেখ যোগ্য।[১]

তৃতীয়তঃ এ জাতীয় কবিতা স্পেনের প্রাকৃতিক শ্রী-সমৃদ্ধ নগর-বন্দরের অপূর্ব বর্ণনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কোন বিশেষ এলাকার কবিগণ তাদের কবিতায় স্ব স্ব লোকালয়ের বাড়ী-ঘর, কুঠির-ছাউনি, দালান-কোঠা ইত্যাদি দর্শনীয় বস্তু ও স্থানের যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। যেমন কবি ইবন য·ায়দূন কর্ডোভা ও তার শুভ্র মোহনমূর্তি নিয়ে প্রচুর সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। ঠিক তদ্রুপ কবি ইবন স·াফর আল-মারিনীও সেভিল নগরীর জহুরী সৌন্দের্যের উপর বহু কাব্য রচনা করেছেন। এ ভাবে কবি আবূ আল-হ·াসান ইবন নায্·য·ার এর তনুমন ছিল 'ওয়াদী আশাত' (আশাত উপত্যকা) এর প্রাকৃতিক মোহনীয়তায় নির্গলিত ও একাকার। সুতরাং তথাকার বন-বনানী, ছায়া-ঘেরা বৃক্ষ-লতাপাতা আর জল-বায়ূর আর্দ্রতা কবি মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে কবি এর সঠিক চিত্রায়নে বেশ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

وادى الأشات يهيج وجدى كلما ✧✧ أذكرت ما أفضت بك النعماء

لله ظلك والهجير مسلط ✧✧ قد بردت لفحاته الأنداء

والشمس ترغب أن تفوز بلحظة ✧✧ منه فتطرف طرفها الأفياء

والنهر يبسم بالحباب كأنه ✧✧ سلخ نضته حية رقطاء

فلذاك تحذره العيون، فميلها ✧✧ أبدا على جنباته إيماء

''হে আশাত উপত্যাকা! যখনই তোমার উপচেপড়া সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করি, তখনই এটা আমার প্রেমানুভূতি উত্তেজিত করে তোলে।''

''তোমার ছায়াতরু আর প্রচন্ড রোদ্র-তাপ সবই খোদা প্রদত্ত। তবে আর্দ্রতা তার লু-হাওয়াকে শীতল করে দিয়েছে।''

''প্রভাকর তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, ফলে ছায়ার প্রাবল্য স্বীয় চোখের পলক (সেদিকে) নিবদ্ধ করছে।''

''নদ-নদী উর্মিমালা নিয়ে ইষৎ হাস্য-রত। এটা যেন এমন খোলস যা ডোরাকাটা বিষধর সর্প পরিধান করেছে।''

''আর এ জন্যই চক্ষুগুলো একে ভয় করে। ফলে সদা তার পাশে তাদের ঝুঁকে থাকাটা কেবল ইঙ্গিত ও ইশারায় ঘটে।''

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৩১

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাবে স্পেনীয় কবিগণ নিজেদের অভিরুচি ও উপলব্ধি অনুযায়ী প্রাকৃতিক দর্শনীয় বস্তুর বর্ণনা দিয়েছেন।

চতুর্থতঃ প্রকৃতি হচ্ছে কবিদের নিরতিশয় আনন্দের মূল উৎস, কাব্যিক প্রেরণার প্রাণ-বিন্দু। সুতরাং স্পেনীয় কবিরা উর্বর প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপ-মাধুর্য ও চিরহরিৎ নির্মূল পরিবেশকে এ জাতীয় কবিতায় যে ভাবে চিত্রিত করেছেন, অন্যান্য কবিদের পক্ষে ততটুকু সম্ভব হয়নি। তাদের অধিকাংশ প্রকৃতি-কাব্য নিজেদের ক্রীড়া-কৌতুক, বিনোদ-আসর আর প্রমোদ-কানন ইত্যাদি প্রকৃতি ভূষণের অবগুন্টনে আর বর্ণনার রূপ-লহরীতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত কবিতাগুচ্ছে পরিদৃষ্ট হয়েছে।[১]

পঞ্চমতঃ স্পেনীয় কবিদের নিকট প্রকৃতির বর্ণনা প্রণয় ও সূরার সাথে এমন ভাবে একিভূত যে, এটা উভয়ের এক পরিপূরক উপাদান হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। এ জন্য আমরা দেখতে পাই যে, তারা যখনই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যেমন কানন-কলি, মেঘবৃষ্টি, বজ্রবিজলী ইত্যাদি বিষয় কাব্যের তুলিতে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, ঠিক তখনই মদ-নারী, সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদির আলোচনাও সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে। আমরা আরো দেখতে পাই, স্পেনীয় কবিরা কেবল প্রেমাঙ্গিনায় প্রকৃতির উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতির বিশাল পরিসর ব্যতিত তাদের প্রেমানুরাগ বিবৃত হয়নি। সুতরাং যে প্রকৃতি তাদের আমোদ-প্রমোদ আর প্রেমাভিসারের সুযোগ করে দিয়েছে এবং নির্জন নিভৃত জীবনের মনোহারী শিশির বিন্দু সঞ্চিত করেছে, এর দ্বারা স্পেনীয় কবিরা তাদের প্রণয়গীতিকে অনুপম সৌন্দের্যের প্রতিমা হিসেবে উপস্থাপন করাটা ছিল স্বাভাবিক, স্পেনের কবি ইব্‌ন য'ায়দূন, ইব্‌ন হ'ামদিস, ইব্‌ন খাফাজাহ্ প্রমুখ কবিদের কাব্যে সূরা ও প্রণয়নের সঙ্গে প্রকৃতির চমৎকার নির্গলন ও সংমিশ্রণের প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কবি ইব্‌ন শুহায়দ তাঁর এক কাব্যে বলেছেনঃ[২]

سهر الحيا برياضها ✧✧ فأساها والنور نائم
حتى اغتدت زهراتها ✧✧ كالغيد باللجج العوائم
من ثيات لم تبل ✧✧ كشف الخدود ولا المعاصم
وغصون اشجار حكت ✧✧ رقص المآتم للمآتم
حييت بطوفان الحيا ✧✧ فتضاحكت والجو واجم
أصناف زهر طوقت ✧✧ دررا تذوب بكف ناظم
من باسم باك إليك ✧✧ ند وباك وهوباسم
بكر الحسان يردنها ✧✧ من كل واضحة الملاغم
وضحكن عجبا فالتقت ✧✧ فيها المباسم بالمباسم
وتكاوست فيها الأبا ✧✧ رق وهى فاهقة الحلاقم
وكأنها أظب رعف ✧✧ ن فترن دامية الخياشم

"বৃষ্টি-বিন্দু উদ্যান সমূহে জাগ্রত অবস্থায় রাত কাটিয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তবে জোছনা ও আলো তখনো নিদ্রা বিভূর ছিল।"

"পরিশেষে এর পুষ্পরাজি গভীর স্রোতে স্পর্শকাতর সাতারুর ন্যায় অতি প্রত্যুষে স্বীয় পাতা মেলেছে।"

---

১ প্রাগুক্ত।

২ দীওয়ান ইবন শুহায়দ সম্পা, ইয়া'কূ'ব য'াকী (ক'ায়রো ঃ দার আল-কাতিব আল-'আরবী), পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

''বিবাহিত রমনীগণ তখনো তাদের উন্মুক্ত কপোল সিক্ত করেনি, আর না তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।''

''বৃক্ষের ডালিগুলো মহিলা-শোক সম্মেলনগুলোর প্রতি শোকে বিলাপ নৃত্য নিবেদন করছে।''

''বৃষ্টির ঝড়-ঝাপটায় এগুলো সদা সজীব। ফলে পরস্পর হাসি-ঠাট্টায় তারা মশগুল। তবে প্রকৃতি রয়েছে পূর্ণ নিশ্চুপ।''

''হরেক রকম পুষ্পরাজি মুক্তার এমন কিছু দানা গলায় পরিধান করেছে, যা মালির হস্তেই গলে বিলিন হয়ে যাচ্ছে।''

''তোমার নিকট হাস্যরত ব্যক্তির কান্না আর সহাস্যে কান্না উভয়ই সমান।''

''রূপসী কুমারীগণ বিপুল হাসিমুখে নিজেদেরকে উপস্থাপন করছে।''

''তারা সবিস্ময়ে হেসেছে। এতে মুখে মুখে মিলে গেছে।''

''তথায় কেতলী থেকে পানীয় পেয়ালায় ঢালা হয়েছে, যা গ্রাস উপচানো।''

''তারা যেন নাকে রক্তক্ষরণে আক্রান্ত কতিপয় হরিণী। ফলে তারা রক্তাক্ত নাকের বাশিকে সিক্ত করে দিয়েছে।''

এভাবে আমরা স্পেনীয় কাব্যে প্রকৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণকে জীবন্ত মানবমূর্তির আকৃতি তুল্য পেয়েছি, যার মধ্যে কোন প্রাণহীন জড়তা কিংবা নিশ্চলতা ছিল না।

বস্তুতঃ স্পেনীয়দের প্রণয়কাব্যে প্রেয়সীর বর্ণনার সাথে ঐ লোকালয়ের বাস্তব রূপায়ন প্রাধান্য পেয়েছে, যার আলো-বাতাসে প্রেয়সীর তনুমন জড়িয়ে রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে মূলতঃ প্রকৃতি। পক্ষান্তরে প্রাচ্যের প্রণয়কাব্যে সাধারণতঃ প্রেম সংক্রান্ত মূল উপদানের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে এ জাতীয় কবিতায় মিলনাভূতি, হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া, প্রেয়সীর সাক্ষাতে দেহমনে গভীর শিহরণ ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। যেমন আমরা কবি 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ ও তাঁর সতীর্থ কবিদের কাব্যে তা অবলোকন করেছি।

ষষ্ঠতঃ নারী মূর্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক বিস্ময়। নারীসত্তায় প্রকৃতি খুজে পেয়েছে তার রূপ-লাবণ্যের বিপুল সমাহার। এ জন্য কবিরা তাদের প্রেয়সীদেরকে কখনো পুষ্পকানন, কখনো স্বর্গ, কখনো সূর্য প্রভৃতির সাথে তুলনা করেছেন। সুতরাং স্পেনীয় কবিদের সম্পর্কে 'আল্লামা মাক্কারী বলেছেনঃ[১]

"إنهم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدودا ومن الزجس عيونا ومن الآس أصداغا ومن السفرجل نهودا ومن قصب السكر قدودا ومن قلوب اللوز وسرر التفاح مباسم ومن ابنة العنب رضابا"

''তারা যখন প্রণয়গীতি রচনা করেছেন তখন কপোলকে গোলাপপুষ্প, চোখকে নার্গিস ফুল, জুলফী বা চুলের বেনীকে চির হরিৎগুল্ম বিশেষ, স্ফীত স্তনকে ডাব (Quince Fruit), শারিরিক কাঠামো ও গড়নকে ইক্ষু ও আখ, মুখাকৃতিকে বাদামের সারাংশ ও আপেলের মসৃণ উজ্জলতা আর জিহ্বার লালাকে আঙ্গুর রস বলে কল্পনা করেছেন।''

এভাবে স্পেনীয় কবিতায় নারী সৌন্দর্য ও প্রকৃতি একে অপরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। একটি বাদ দিয়ে অপরটির চিত্রায়ন কল্পনা করা অসম্ভব।

সপ্তমতঃ স্পেনীয় কবিগণ প্রকৃতিকে নরত্বারোপ ও মানবমূর্তিতে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে স্বীয় কবিতায় প্রাণ-চাঞ্চল্যের যোগান অব্যাহত রেখেছেন এবং তাকে রসালো আহারে সদা পরিতুষ্ট করেছেন। যেমন ইবন যায়দূন ও ইবন খাফাজাহ প্রমুখ কবিদের কাব্যে আমরা তা দেখতে পাই। এমনি ভাবে কবি লিসান আল-দ্বীন ইবন আল-খাতীব কবি ইবন সাহ্ল এর এক মুয়াশশাহা কবিতার মোকাবেলায় যে মুয়াশশাহা রচনা করেছিলেন, তার সুচক পংক্তি ছিল এভাবেঃ[২]

---

১ আল-মাক্কারী ঃ নাফহ আল-তীব, (বুলাক, ১০৭৯ হি.), খ ১, পৃ. ৩২৩

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

جادك الغيث إذا الغيث همى ✧✧ يا زمان الوصل بالأندلس

لم يكن وصلك إلا حلما ✧✧ فى الكرى أو خلسة المختلس

"হে আমার স্পেনের সাথে সম্পৃক্তি কাল! বৃষ্টি যখন বর্ষিত হয়েছে, তোমাকে তা উর্বর ও উন্নত করে দিয়েছে।"

"তোমার সম্পৃক্তি ও আসক্তি কেবল নিদ্রা বিভোর স্বপ্ন কিংবা অপহরণকারীর অপহরণ ব্যতিত কিছুই নয়।"

উক্ত মুয়াশ্শাহ্া কাব্যে কবি বাগ-বাগিচার উর্বরতা ও আর্দ্রতার জয়গান করতঃ উজ্জল দন্তরাজির ফাঁক দিয়ে স্মিত হাস্যে ফেটে পড়েছেন। পানি ও শিলাখন্ডের সাথে একান্ত আলাপ-চারিতায় মেতে উঠে গোলাপ ছিড়িছেন। এতে তা উত্তোজিত হয়ে রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। আর তরতাজা গুল্মগুলো খুব সতর্কতার সাথে কান পেতে তাদের গোপন ভাব-বিনিময়ের তথ্যাবলী উদঘাটনে তৎপর হয়ে উঠে।

স্পেনীয় কবিতা আরো একটি বিষয় আমাদের প্রতি নিবেদন করছে যে, প্রকৃতি গীতির সূর, কথা ও কলি প্রকৃতির সাথে কবির বিলিন ও একাকার হয়ে যাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং কবির সুক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধি থেকে তা উৎসারিত। এটা যেন তাঁদের নাড়ীর ভাষা এবং হৃদয়ের ধড়পড়ানি শব্দে পরিণত হয়েছে।[১]

অষ্টতমঃ স্পেনীয় কবিদের কাছে প্রকৃতি-কাব্য কোন স্বতন্ত্র বিষয় ও ধারা হিসেবে মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। কেবল কতিপয় খন্ড কবিতায় কদাচিত এটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেছে। স্পেনীয় কবিদের রচিত অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু—বিশেষ করে প্রণয়গীতি প্রকৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। অধিকন্তু প্রশংসা, গৌরব, মান-অভিমান, তিরষ্কার, শোক ও বিলাপ ইত্যাদি বিষয়ে রচিত কাব্যেও প্রকৃতির সমন্বয় লক্ষণীয়। যেমন কবি ইবন য·ায়দূন গভর্ণর আবু আল-ওয়ালীদ ইবন জাহ্ওয়ার এর সৃজিত বস্তুকে এক হাস্যোজ্জল উর্বর উদ্যানের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেনঃ[২]-

للجهو رى ابى الوليد خلا ئق ✧✧ كالروض أضحكه الغمام الباكى

"আবূ আল-ওয়ালীদ আল-জাহ্ওয়ার এর সৃজিত বস্তুগুলো যেন এমন এক উদ্যান, যাকে ক্রন্দসী মেঘমালা উর্বর ও পরিতুষ্ট করে তুলেছে।"

অনুরূপ ভাবে তিনি খালীফা আল-মু'তামিদ এর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উপহার উপঢৌকন এর আতিশয্যে তাঁর স্তুতি কীর্তনে ছিলেন পঞ্চমুখ। কবি এতে এক স্বর্গীয় সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি যেন নিজের কাব্যিক সূর ও ছন্দ হারিয়ে ফেলে ছিলেন। যেমন তিনি বলেনঃ[৩]-

"يو أتنى نعماك جنة عدن ✧✧ جال فى وصفها فضل القريض"

"তোমার বদান্যতার হাত আমার জন্য 'জান্নাতে 'আদন' (মনোরম স্বর্গ) তৈরী করেছে। তাঁর বর্ণালী চিত্রপটে বিক্ষিপ্ত বিচরণে কবিতা তার ছন্দ হারিয়েছে।"

অনুরূপ ভাবে কবি ইবন য·ায়দূন আপন বন্ধু আবূ হ·াসান ইবন বুরদ কে তিরষ্কার করতঃ কবির ন্যায় প্রতিশ্রুতিতে অবিচল থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর প্রকৃতি অবলোকনে তিনি চিরশ্যামল গুল্ম ও উদ্ভিদ এর অনুসন্ধান লাভ করে বলে উঠলেনঃ[৪]

"لايكن عهدك ورد ✧✧ ان عهدى لك آس"

---

১ প্রাগুক্ত।

২ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুতঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ. ১৬৭

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

"আমার প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় তোমার জন্য চিরহরিৎ গুল্ম। কিন্তু তোমার প্রতিশ্রুতি (আমার জন্য) কোন গোলাপ পুষ্প হবে না।"

এভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ছত্রছায়ায় প্রকৃতির বর্ণনা স্পেনীয় কাব্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং কবিগণ নিজেদের অভিব্যক্তির উপাদান ও খোরাক এভাবে স্পেনীয় প্রকৃতি থেকে শিকার করে নিয়েছিলেন।

নবমতঃ স্পেনে 'আল-মুওয়াশ্শাহাত' নামক কাব্যের যে অভিনব ধারা আবির্ভাব হয়েছিল, তার উৎকর্ষতার পিছনে তথাকার প্রকৃতি ও তার উর্বরাশক্তি তথা প্রেম, অভিসার, সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এ নব আবিষ্কৃত ললিতকলায় স্পেনীয় প্রকৃতি সুরের মূর্ছনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির ছায়াঘেরা কানন-উদ্যানের স্নিগ্ধতা ও কুসুম-কলির চিত্তহারী উদাস গন্ধে এটা যেন যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে।[১]

উপরে আমরা স্পেনীয় প্রকৃতি-কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলীর মোটামোট চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কবিগণও নিজেদের হৃদয়-তারে ঝংকৃত বীণের আলোকে তাকে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা এক সুনিপুণ শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করার ফলে তাদের চোখে বিভিন্ন রং ও রূপের আতিশয্য ভেসে উঠেছিল। তারা শব্দের মুক্তা খঁচিত দাঁনা এবং পারিশীলিত কল্পনা ও ভাব-মাধুরীর সংমিশ্রণে এটাকে অলংকৃত ও সুশোভিত করেছেন। তবে এ জাতীয় কবিতায় তাদের হৃদয়ে উত্থিত কল্পনা-বিলাস নিবিষ্ট চিত্তে আরাধনা করতে সক্ষম হলেও পশ্চিমা কবিদের নিকট রোমান্টিক (الرومانتيكي) নামে পরিচিত কবিতার সাথে সাধারণ ভাবে তাদের রচিত কাব্যের অনেকটা সাজুয্য ও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।[২]

এতদসত্ত্বে স্পেনীয় কবিগণ সুক্ষ্ম অনুভূতি ও নির্মল প্রকৃতি-প্রীতির সুবাদে স্বীয় কল্পনা ও দৃষ্টির আরশীতে এর সার্বিক প্রতিফলন ঘটিয়ে নিখুঁত চিত্রায়নে তাদের কাব্যমালাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এবং তারা নিজেরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান হয়ে আছেন।

মোট কথা স্পেনীয় প্রকৃতির চিত্রায়ন সাধারণ ভাবে কবিদের সুন্দর প্রীতি, বাস্তব অনুভূতি, ভাবাবেগের উত্তরণ এবং মাঝে মধ্যে হৃদয়ে তা তরঙ্গায়িত উর্মিরূপ ধারণ হতে উৎসারিত হয়েছে।

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৩৪

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ স্পেনে মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকাব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাসঙ্গিক কথা ঃ

মুওয়াশ্শাহ·া একটি খাঁটি স্পেনীয় কাব্যধারা। স্পেনদেশের প্রাচুর্যপূর্ণ পরিবেশে এটা প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে তথাকার বিলাস বহুল সমাজ আঙ্গিনায় প্রতিপালিত হয়ে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। সেখান থেকে এ কাব্যধারা প্রাচ্যে রপ্তানী হয়। কিন্তু স্পেনে এটা যতটুকু সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, প্রাচ্যে এতটুকু অর্জিত হয়নি। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুওয়াশ্শাহ·া কবি ইব্ন সিনা আল-মুলক প্রাচ্যীয়দের ব্যর্থতা উল্লেখ করে বলেন, "সেখানে সমকালীন স্পেনের অনুকূল পরিবেশের অনুপস্থিতিই এ ব্যর্থতার মূল কারণ।"[১]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দির ঊষালগ্নে তৎকালীন স্পেন স্থিতিশীলতা ও প্রাচুর্যের সার্বিক উপাদানে ছিল ভরপুর। স্পেনীয় সমাজ এক উন্নত জীবন প্রণালীর ছত্র-ছায়ায় বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির সংমিশ্রণে সদা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত। দেশের সর্বত্র আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা যেমন ছিল বিরাজমান, তদ্রুপ দেশের বাহিরেও তার অনন্য ভাবমূর্তি ছিল সকলের জন্য ঈর্ষার বস্তু। সুখ-স্বাচ্ছন্দে সমৃদ্ধ সমাজ প্রভার ফুলকি বহুদেশের জন্য গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। তাদের জীবনে অপূর্ব স্বর্গীয় ধারা বিদেশের মাটিতে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছিল। তখন থেকে স্পেনীয় জনগণ তাদের বুকে লালিত বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে গভীর উদ্যোগী হয়। স্বর্গীয় জীবনবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বিলাস-ভৈবব আর আমোদ-প্রমোদের অকূল পারাবারে অবগাহন করতে তারা অতি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে চিত্তাকর্ষক ও মনোহর আয়োজন আর সভ্যতার বিপুল সমাহার তাদেরকে এক অভিনব বিলাস- বিনোদন এর প্রতি অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাদের মধ্যে সঙ্গীতের সূর ও উপসর্গ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দিতে এটা বেশ সহায়তা করেছিল।[২]

প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ 'আলী ইব্ন নাফি' যিনি 'যি·রয়াব' নামেই সমধিক পরিচিত। হিজরী ২০৬ সালে উমায়্যাহ খালীফা দ্বিতীয় 'আব্দ আল রাহ·মানের শাসনামলে সর্বপ্রথম তিনি প্রাচ্য হতে স্পেনে আগমন করেছিলেন। তার এ শুভাগমন স্পেনীয় ললিতকলার ক্রমবিকাশে মূল ইন্ধন যুগিয়েছে। তিনি স্পেনে এসে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। স্পেনীয়দের গান-বাজনার প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ, হাসি-কৌতুক, ফুসমন্তর ও ললিতাকলায় নিবিড় সম্পৃক্তি এবং প্রমোদ-বিলাসী ফুলেল জীবনের সাথে আত্ম-বিলীন ও একাকার হয়ে যাবার পশ্চাতে 'যি·রয়াব' ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অবদান ছিল অপরিসীম।[৩]

কাব্যকলা হচ্ছে সমাজ জীবনের আরশী ও প্রতিবিম্ব— সকল জাতি ভেদের মূল উৎস। কাব্যে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটে—সামাজিক হাসি-কান্নার সূর প্রতিধ্বনিত হয়। অপর পক্ষে গান-বাজনার স্থিতি-স্তম্ভ হলো কবিতা। এটা ভাষার এক সুবিন্যস্ত ও সুললিত প্রকাশ ভঙ্গি, শ্রুতিমধুর ধ্বনির বাহন এবং মানব হৃদয়ে নম্র- ভাব সঞ্চালনে এক দ্রুততম চাপ।

সুতরাং হিজরী তৃতীয় শতাব্দির সমাপ্তিলগ্নে কতিপয় স্পেনীয় কবি উপরোক্ত বিলাসী উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে সমকালীন চাহিদা উপলব্ধি করে কাব্যিক রূপ-বৈচিত্রের সার্বিক শিল্প-সৌকর্য নির্গলন ক্রমে কবিতা চর্চা করে সমাজ জীবনের পরিচর্যায় এগিয়ে আসেন। তথাকার মানব সমাজ যখন থেকে আমোদ-প্রামেদ নারী-নৃত্য ও সূরা-সুরের প্রতি গভীর অনুরাগে অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়েছিল, তখন থেকে কবিগণ কিছু চটুল, সহজ ও ছোট ছন্দে সরস, সুরুচিপূর্ণ, মার্জিত ও আকর্ষণীয় কাব্য রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। এসব কাব্যে চরণগুলো একই ছন্দে আবর্তিত হওয়াটা অপরিহার্য ছিল না। পদ্ধগিত ভাবে এটা কোন সুনির্দিষ্ট একক মাত্রার অনুগামীও ছিল না। স্পেনে জাতপদ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের নিকট এ জাতীয় কবিতার কদর ছিল সর্বাধিক। এর রচনাশৈলী ও

---

১ ড: ফাওযী সা·আর ·ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (আখ-ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা·আরিফাহ আল-জামি·য়্যাহ ,১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৩।

২ ড: ·আবদ আল-·আয·ীয· ইবন ·আবদ আল্লাহ আল-·আওয়াদ, আল-শি·র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি· বাহ·র আল-·উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ২৮১

৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পদ-বিন্যাসের সাবলিলতা এবং রাগ-রাগিনীর উদ্দম উর্মিতালে তারা সকল যাদুমন্ত্রে যেন সম্মোহিত ছিল। এসব কাব্যিক শিল্পকলার উৎকর্ষতা ও রূপ-মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে সমকালীন কবিগণ এটা চর্চা ও রচনা করার প্রতি অধিক হারে প্রলোভিত হয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। ‘আরবী সাহিত্যাঙ্গনে স্পেনদেশীয় এ ধরণের কবিতাগুচ্ছকে ‘মুওয়াশশাহ'া' নামে অভিহিত করা হয়। অধ্যাপক আহ্‌মাদ দ'ায়ফ স্পেনীয় মুওয়াশশাহ'া কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ[১]

"أما من جهة أوزانه وصناعته، فقد كانت الحال فيه أسهل، فابتكروا من الأوزان فى الشعر والصناعة مالم يبتكروه فى المعانى والأغراض، وتوسعوا فى ذلك، حتى لقد يخيل إلى المطلع على الشعر العربى القديم والحديث، أن هذا انقلاب عظيم، وطور من الأطوار الحديثة التى تخطاها الشعر، ولكن ذلك أظهر مايكون فى الأوزان والقوافى، والقوانين التى وضعوها فى رقة الأسلوب، وبعض الخيالات التى لم تكن معروفة، حتى أخذ الشعر العربى صبغة حديثة، بما أدخل فيه من هذه الأنواع المختلفة الأوزان، والتقاطيع الجارية على غير ماكان معروفا فيه، وخرجوا من التقيد بنظام القوافى المعروف"

"এটার ছন্দ ও শৈল্পিক কলা-কৌশলের ব্যাপার— এ ক্ষেত্রে বিষয়টি অতি সহজ— তাঁরা যখন কাব্য ও শিল্প- সৌকর্যে নতুন ছন্দস্পন্দের উদ্ভাবন করেন, তখন ভাব, অর্থ ও বিষয়বস্তুতে নিত্য নতুন কোন কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। এ ব্যাপারে তারা কাব্যিক পরিসর বর্ধিত করতঃ প্রাচীন ও নতুন ‘আরবী কাব্যমালা পরিজ্ঞাত হতে অভিপ্রায়ী হলেন। এটা ছিল এক সাহিত্যিক মহাবিপ্লব এবং কাব্য-কলার নেতৃত্বাধীন এক নব-উত্থান। আর এ অভ্যুত্থানের পরশে ছন্দ, মাত্রা ও রচনাশৈলী এক নবরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। স্পেনীয়রা এগুলোকে সুক্ষ্ম ও সাবলিল রচনা ভঙ্গি এবং কিছু অভিনব ভাব ও কল্পনা সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রবর্তন করে ছিলেন। ফলে ‘আরবী কবিতাগুচ্ছ বিচিত্র ছন্দানুপ্রবেশ ও অদ্ভূত কাব্য-কলির বিপুল সমাহারে এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করে প্রচলিত মাত্রাপদ্ধতির আওতামুক্ত হয়ে পড়েছিল।"

তবে গবেষণায় এটাও প্রতিয়মান হয়, দক্ষিণ ফ্রান্সের ট্রুবাডুর (Troubadour) গীতিকবি বলে পরিচিত কবিদের ফরাসী তথা প্রাচীন স্পেনদেশীয় গীতিকাব্যের সহিত মুওয়াশ্‌শাহ'া কাব্যকলার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির সূচনালগ্নে ট্রুবাডুর কবিগণ যেসব গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন, এর বিষয়বস্তুর সাথে সমকালীন মুওয়াশশাহ'া কাব্যের বিষয়বস্তু তথা প্রেম-প্রণয়, প্রকৃতি, স্তুতি, বীরত্ব, গৌরব, নিন্দা ইত্যাদির সাথে সাজুয্য লক্ষ করা যায়। এ সময় স্পেনে মুওয়াশশাহ'া কাব্যেরও প্রচুর প্রসিদ্ধি ছিল। এগুলোর সাথে ট্রুবাডুর কবিদের ক'াস'ীদাহ ফর্মে রচিত ব্যালাড গাঁথা (La-ballad) ও প্রেমগাঁথা (La-chanson courtoise) কাব্যের কাঠামোগত কিছু ঐক্য বিদ্যমান ছিল। ট্রুবাডুর কবিগণ যেসব সিম্‌ত' (নরী) ও ঘুস'ন (শাখা) এর সমন্বয়ে এ দুটি কাব্যধারা রচনা করতেন, স্পেনের মুওয়াশশাহ'ার সিম্‌ত' ও ঘুস'ন এর ধারাবাহিকতা এবং ছন্দ ও মাত্রার ভিন্নতার সাথে এগুলোর অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা আরো একধাপ এগিয়ে বলতে চাই, মুওয়াশশাহ'ার উন্মেষে সঙ্গীত ও বাদ্যের যতটুকু প্রভাব ছিল, উল্লেখিত ফরাসী গীতিকাব্যের উপরও তার প্রভাব কোন অংশে কম ছিল না বরং ট্রুবাডুর কবিগণ তাদের গীতিচর্চায় গান-বাজনার উপরই অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন।[২] কিন্তু এই দুই ভিন- দেশীয় কবিতা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে কিনা- তা কেবল এ সাদৃশ্যতা থেকে উপলব্ধি করা যেমন কঠিন, তদ্রুপ প্রকৃত জট অপনোদন করার জন্য এটা যথেষ্টও নয়। আমরা মনে করি, যে সকল ভিনদেশীয় কবিতা স্পেনে মুসলমানদেরকে তার সরস মধুর ব্যঞ্জনায় পরিতৃপ্ত কিংবা তার চলমান প্রবাহে সিক্ত করেছিল, কোন কোন গবেষক তার সাথে মুওয়াশশাহ'া কাব্য-ধারার এক অটুট সম্পৃক্তির যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা ভালভাবে খুতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এটাকে ধ্রুব-সত্য বলে সন্দেহাতীত ভাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। আবার কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে এর বাস্তবতাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যাবে না। সুতরাং আমরা বলবো, যে ভাবে 'আরবী কাব্যমালা সমকালীন স্পেনীয় জীবনধারা ও সাহিত্য

---

১ অধ্যাপক আহ্‌মাদ দ'ায়ফ, বালাঘাহ আল-'আরব ফী আল-আন্দালুস (ক'ায়রো ঃ মুত'বি'আহ মিস'র, ১৯২৪ খৃ.).পৃ. ২২১-২২

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী , ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.). পৃ. ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

চর্চায় এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, ঠিক তদ্রুপ স্পেন ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদকে কেন্দ্র করে যে মনোরম সভ্যতা-সংস্কৃতির অপরূপ ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তা মুওয়াশ্শাহ'া কাব্য-কলা সৃষ্টির কল্যাণে সমকালীন যুগের সাথে হই-হুল্লা ও ক্রীড়া কৌতুকে জড়িয়ে পড়েছিল। অনুরূপ ভাবে ট্রুবাডুরী কাব্যের এক প্রচন্ড বিস্ফোরণে ইউরোপীয় কাব্যের আবির্ভাবও ঘটেছিল।[১]

যাই হোক, এটা অনস্বীকার্য যে, 'আরবী সঙ্গীত স্পেনীয় সঙ্গীতকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। যার ফ'লশ্রুতিতেই মুওয়াশ্শাহ'া ধারার উদ্ভব ও উৎপত্তি হয়েছে। স্পেনীয় সঙ্গীতে উপরোক্ত প্রভাবের নিদর্শনাবলী উদঘাটনে গবেষকদের জোর প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে।

তবে আমরা এটাও স্বীকার করি, মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যকলা উদ্ভাবনে কোন এক নতুন মধ্যস্থ বিষয় কার্যকর ছিল। যদিও অনেকে এটাকে এক 'আরবীয় কলা হিসেবে গণ্য করেছেন। আমরা নিজেকে এ বিতর্কে জড়াতে চাই না। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সমকালীন 'আরবী কাব্যমালা ভিনদেশীয় কবিতা দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত ছিল। এ বিষয়ে অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে তা 'আরবী গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিলাম। কারণ, এর জন্য এক স্বতন্ত্র গবেষণা কর্মের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া এটা সর্বোতঃ ভাবে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা প্রসূত এক বিতর্কিত বিষয়, যার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ-পত্রাদি ও দস্তাবেজের প্রচুর প্রয়োজন রয়েছে, যা খুবই জটিল।

আমরা আরো দেখতে পাই, তৎকালীন প্রাচ্যে দাওরী কাব্য (Periodical poem) নামে এক বিশেষ ধরণের 'আরবী কবিতার প্রচলন ছিল, যা প্রাচীন সনাতনধর্মী কবিতার কাঠামো ও ছন্দ হতে ভিন্ন ধরণের ছিল। এ জাতীয় কাব্যের পংক্তিগুলো সাধারণতঃ সনাতনধর্মী কবিতার পংক্তি হতে দীর্ঘ ও লম্বা হয়। মুওয়াশ্শাহ'া ও য'াজাল কাব্যধারা স্পেন থেকে প্রাচ্যে আমাদানী হলে প্রাচ্যীয় কবিগণ এগুলোকেও একত্রে দাওরী কাব্য নামে আখ্যায়িত করেন।[২]

কাঠামোগত দিক দিয়ে দাওরী কাব্য বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন- আল-মুসাম্মাত'াত এটা স্বতন্ত্র ও পৃথক স্তবকে সজ্জিত কাব্যমালা, যার মধ্যে যৌথ কিংবা কৃত্রিম কোন যোজনা নেই। আল মায·দূজ- যা দুই স্তবকে গঠিত এবং একই অন্তঃমিল সংরক্ষিত থাকে। এটা সাধারণতঃ আল-য'াজার ছন্দে রচিত হয়। আল-মুছাল্লাছ এটাও আল-মায·দূজের ন্যায় আল-য'াজার ছন্দে রচিত এবং তিন স্তবকে বিভক্ত একই অন্তঃমিল সংরক্ষিত কবিতা। আল-মুরাব্বা'—এটা প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের নিকট সুপরিচিত একবিশেষ কাব্যধারা, যা চার পংক্তি বিশিস্ট ও একক মাত্রায় রচিত। আল-মুখাম্মাস— এটাও একক মাত্রা সম্বলিত পাচ পংক্তি বিশিষ্ট এক কাব্যবিশেষ। কবি ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহ এটাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একঃ আল-মুসাম্মাত· আল-মুখাম্মাস, দুই ঃ আল-মুখাম্মাস আল মুওয়াহ·হ·াদ। তিনি বলেন, কাব্যে যখন একই শব্দে মাত্রার ঐক্যে রদ-বদল হয়ে বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণ ঘটবে, তখন একে আল-মুখাম্মাস বলে। কাব্যের অর্ধেক যখন একাধিক মাত্রায় রচিত হয়ে কোন এক মাত্রায় এসে মিলিত হয়। অতঃপর অবশিষ্ট পংক্তিগুলো ঐ মাত্রায় অনুরূপ গঠন করে কবিতার সমাপ্তি টানা হয়, তখন একে আল-মুসাম্মাত· নামে নামকরণ করা হয়। আবার একই মাত্রায় স্বতন্ত্র পংক্তি সম্বলিত কাব্যকে আল-মুখাম্মাস আল- মুওয়াহ·হ·াদ বলে। যে কবিতায় দু'টি মাত্রা রয়েছে— প্রথম চার পংক্তি একই মাত্রায় স্বতন্ত্র ভাবে গঠিত এবং পঞ্চম পংক্তি অপর মাত্রায় রচিত। আর অবশিষ্ট পংক্তিগুলো পঞ্চম পংক্তির মাত্রা অনুকরণে নির্মিত হয়, তখন একে 'আল-মুসাম্মাত· আল-মুখাম্মাস' এবং পঞ্চম পংক্তিকে 'উমূদাহ আল-ক·াসীদাহ (কাব্যস্তম্ভ) নামে চিহ্নিত করা হয়।[৩]

দাওরী কাব্য উপরোক্ত শ্রেণী বিন্যাসে আত্ম-প্রকাশ করলেও এটা উদ্ভাবনে স্পেনীয়দের কোন কৃতিত্ব ছিল বলে আমরা দাবী করতে পারি না। কেননা স্পেনীয়দের বহুপূর্বে প্রাচ্যের কবিদের নিকট এ সকল কাঠামোগত পার্থক্য ধরা পড়লে তারা এটাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। অতঃপর প্রাচ্য হতে আগত বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর সাথে এটাও স্পেনীয়দের হাতে এসে পৌছে। তারা এসব কাব্যের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচ্যের অনুকরণেই কেবল আত্ম-নিয়োগ করেননি বরং অন্ধ অনুকরণ বর্জন করে এটাকে আরো আকর্ষণীয়—

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

২ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৫

৩ ড: আল-সায়্যিদ মুস্ত·াফা গাযী, ফী উসূ·ল আল-তাওশীহ· (আখ-ইস্কান্দারিয়্যাহ, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

আরো মোহনীয় করে তুলতে গভীর মনোনিবেশ করে ছিলেন। ফলে তারা কাব্যের বিশেষ বিশেষ রীতিপদ্ধতি ও অদ্ভুত রচনাশৈলী প্রবর্তন করে মুওয়াশ্শাহ্·া নামক এক অভিনব কাব্যধারা আমাদেরকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অচিরেই আমরা আমাদের গবেষণা পত্রে তা উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব।

দাওরী কাব্যের আরো একটি বিশেষধারা হচ্ছে আল-য:াজাল। মুওয়াশশাহ্·া কাব্য হতেই এর সৃষ্টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষার বিশুদ্ধতা ছাড়া মুওয়াশ্শাহ্·া এর অন্যান্য কাঠামোর সাথে রয়েছে তার পূর্ণ সাদৃশ্য। কাব্যের এ ধারা নিয়েও আমরা (ইনশা আল্লাহ) যথাস্থানে পর্যালোচনায় অবতীর্ণ হবো।

মুওয়াশ্শাহ্·া এর সংজ্ঞা ও তার মৌলিক কাঠামো ঃ

الموشحات শব্দটি موشح শব্দের বহু বচন। وشح ক্রিয়াপদের কর্মবাচক বিশেষ্য। বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ তাজ আল-'আরূস এর মধ্যে শব্দটির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এ ভাবে[১]-

"والوشاح : باضم والكسر كرسان. من لؤلؤ وجوهر منظومان، يخالف بينهما، معطوف أحدهما على الآخر، والوشاح : أديم عريض يرصع بالجواهر، تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها."

"الوشاح শব্দটি واؤ বর্ণের উপর পেশ (ـُـ) কিংবা যের (ـِـ) স্বর চিহ্ন যোগে পঠিত হয়। এটা মণিমুক্তা খঁচিত এমন দুটি মাল্য সূতা, যা পরস্পর ভিন্ন অথচ একটি অপরটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে। ওয়াশ্শাহ· মূলতঃ মূল্যবান পাথর খচিত এক চওড়া চামড়া বিশেষ- যা মহিলাগণ স্বীয় গ্রীবাদ্বয় ও কটিদেশে বেঁধে রাখে।"

উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়ঃ[২]

"والتوشيح أن يتشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذى ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد على صدره."

"তাওশীহ· হলো- এক টুকরো কাপড় গলার সাথে এমন ভাবে ঝুলিয়ে রাখা যে, বাম কাঁধে ছড়ানো কাপড়ের প্রান্তকে ডান হাতের নীচ দিয়ে বের করে বুকের উপর আটকিয়ে দেয়া।"

এমনি ভাবে মুরুগের মধ্যে যখন 'ওয়াশ্শাহ·' এর ন্যায় ভিন্ন রঙ্গে দুটি ডোরা হয়, তখন 'আরবের লোকেরা তাকে "ثوب مؤشح" বলে। অনুরূপ ভাবে চিকন সূচি কর্মে সজ্জিত কাপড়কে তারা "ديك مؤشح" বলে।

'আল্লামা মুরতাদ·া যু·বায়দী এর সাহিত্যিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন[৩], "সাহিত্যিক পরিভাষায় তাওশীহ· বলতে স্পেনীয় কবিদের প্রবর্তিত এক বিশেষ আঙ্গিকের কাব্যমালাকে বুঝায়- যা একাধিক নরী (اسماط) শাখা (اغصان) ও ভিন্ন ভিন্ন পদ-কলি সম্বলিত 'আরবী ললিতকলার এক বিস্ময়কর উদ্ভাবনা। কবিগণ উর্ধ্বে সাতপংক্তির মধ্যে এর যবনিকা পাত ঘটান।"

এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাফি'ঈ বলেনঃ[৪]-

"والذى نراه فى أصل هذه اللفظة– الموشح– أنها منقولة من قولهم : ثوب موشح، وذلك لوشى يكون فيه، فكأن هذه الأسماط والأغصان التى يزينونه بها، هى من الكلام فى سبيل الوشى من الثوب، ثم صارت اللفظة بعد ذلك علما."

---

১ আল-সায়্যিদ মুহ·াম্মাদ মুরতাদ·া আল-যু·বায়দী, তাজ আল-'আরূস (বৈরুত ঃ মাত·াবি' দার স·াদির, ১৯৯৬ খৃ.).খ ২. পৃ. ২৪৬

২ প্রাগুক্ত।

৩ প্রাগুক্ত।

৪ অধ্যাপক মুস্ত·াফা স·াদিক· আল-রাফি·ঈ, তারীখ আদাব আল-'আরব (ক·ায়রো ঃ মুত·বি·আহ আল-ইস্তিক·ামাহ, ১৯৫৪ খৃ.).খ ২. পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা মুওয়াশ্শাহ'া শব্দের মৌলিক অর্থে দেখতে পাই, এটা 'আরব ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত কথা "ثوب موشح" থেকে গৃহীত। কাপড়ের মধ্যে চিকন সূচি কর্মের সাজ বিদ্যমান থাকার কারণেই একে "مؤشح" বলা হয়। সুতরাং মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যধারা নরী ও শাখা সমন্বয়ে সুশোভিত হওয়ার ক্ষেত্রেও কাপড়ে বিচিত্র রঙ্গের এমব্রয়ডারীর মত এটা যেন বিচিত্র কথাকলির এমব্রয়ডারী। পরবর্তীতে শব্দটি এক বিশেষ্য রূপে পরিণত হয়।"

প্রখ্যাত কবি ইবন সিনা আল-মুলক স্বীয় গ্রন্থ দার আল-তি·রায· এর মধ্যে মুওয়াশ্শাহ'া এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এ ভাবে[১]-

"الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ابتدى فيه بالاقفال والأقرع ما ابتدى فيه بالأبيات."

মুওয়াশ্শাহ'া হলো বিশেষ ছন্দে গ্রথিত এমন কতিপয় বাক্যমালা, যা উর্ধে ছয়টি ক'াফল ও পাঁচটি বায়ত বা দাওর এর সমন্বয়ে সন্নিবেশিত। একে আল-তাম বলা হয়। আর নিম্নে তা পাঁচটি ক'াফল ও পাঁচটি বায়ত বা দাওর এর সমন্বয়ে বিন্যস্ত থাকে। যাকে আল-আক·রা' বলে। সুতরাং ক'াফল দিয়ে সূচিত কাব্যকে আল-তাম এবং বায়ত বা দাওর দিয়ে সূচিত কাব্যকে আল-আক·রা' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

এ সম্পর্কে ড: আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"وقد سمي هذا الوزن بالموشح، لما فيه من ترصيع وتزيين، وتناظر وصنعة، فكأنهم شبهوه بوشاح المرأة المرصع باللؤلؤ والجواهر."

"উক্ত ছন্দস্পন্দের মধ্যে পদ-বিন্যাস, সাজ-ভূষণ, রচনায় কবিদের পরস্পর প্রতিযোগিতা এবং শিল্প-নৈপুণ্য বিদ্যমান থাকার কারণে তাকে মুওয়াশ্শাহ'া নামে নামকরণ করা হয়েছে। তারা যেন এটাকে নারীদের মনিমুক্তা খচিত চওড়া চামড়া খন্ডের সাথে তুলনা করেছেন।"

ড: 'আবদ আল-'আযী·য· মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যের সংজ্ঞায় বলেনঃ[৩]

"الموشح كلام منظوم أنيق، لم يلتزم في نظمه ووزنه النهج العروضي المعروف"

"মুওয়াশ্শাহ'া হলো এমন সুবিন্যস্ত কাব্যকথা, যার রচনাশৈলী ও ছন্দ-স্পন্দে তথাকথিত 'আরবী কাব্যালংকারের রীতিনীতি প্রয়োগে কোন বাধ্য বাধকতা নেই।"

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা মুওয়াশ্শাহ'া এর মৌলিক ও সাহিত্যে ব্যবহৃত উভয় অর্থের মধ্যে বেশ সাজুয্য লক্ষ্য করি। শব্দটির মধ্যে এ সাজুয্য মূলতঃ দুভাবে আবর্তিত হচ্ছে। এক ঃ ওয়াশশাহ· এবং মুওয়াশ্শাহ'া উভয় বিন্যাস প্রক্রিয়ার ভিন্নতায় পরস্পর সাদৃশ্য পূর্ণ। অর্থাৎ ওয়াশ্শাহ· বলতে যেমন দুটো পরস্পর ভিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রথিত মাল্যফিতাকে বুঝায়, তদ্রুপ মুওয়াশ্শাহ'া বলতে নরী ও শাখার সমষ্টির মধ্যে ছন্দ ও মাত্রা বিন্যাসের ভিন্নতা বজায় রেখে রচিত এক বিশেষ কাব্যকলাকে বুঝায়। এ দিক দিয়ে উভয় অর্থে সাজুয্য রয়েছে।

দুইঃ অপরূপ সাজে সজ্জিত করণে উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাজুয্য রয়েছে। অর্থাৎ মণিমুক্তা খঁচিত মাল্যফিতা ও মুওয়াশশাহ'া কাব্য-ধারার মধ্যে রূপ-সমৃদ্ধি ও অলংকারের ক্ষেত্রে পরস্পর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মণিমুক্তার দ্বারা মাল্যফিতাকে যেমন সুসজ্জিত করা হয়। তদ্রুপ মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে নরী ও শাখার মধ্যে ছন্দ-মাত্রা বিন্যাসের রূপ- বৈচিত্রেও অনুরূপ বাক্যালংকার পরিদৃষ্ট হয়।

---

১ হিবাহ আল্লাহ ইবন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি·রায·, সম্পা, জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ২৫-২৬

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৯৩

৩ ড: 'আবদ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত'বি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য-বিশারদদের অভিমত অনুযায়ী ক·াসী·দাহ ফর্মে রচিত প্রতিটি কাব্যের ছন্দ ও মাত্রায় ঐক্য থাকাটা বাঞ্চনীয়। পক্ষান্তরে মুওয়াশ্শাহ·া কবিতা এক নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে রচিত। এর ছত্র ও বিন্যাস কাঠামোর সার্বিক পরিচিতির জন্য আমাদের আলোচনায় কিছু কাব্যিক ভাষ্যের অভিযোজন প্রয়োজন বলে মনে হয়। যেমন আ'মা আল-তুত·ায়লী তার রচিত এক মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যে বলেনঃ[১]

ضاحك عن بهان	سافر عن بدر	ضاق عن الزمان	وحواه صدرى
স্বরাংশ-১	স্বরাংশ-২	স্বরাংশ-৩	স্বরাংশ-৪

১নং (যৌগিক স্বরাংশ) - آه مما أجد شفنى ما أجد

২নং (যৌগিক স্বরাংশ) - قام بى وقعد باطش متئد

৩নং (যৌগিক স্বরাংশ) - كلما قلت قد قال لى أين قد

"মুক্তার মত দাঁত বের করে আর চাঁদের মত এক সুন্দর মুখ দেখিয়ে সে হাসিতে মুখরা হয়ে আছে। প্রিয়ার শোভা ধরে রাখতে সময়ের পাত্র খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়লেও তা আমার বুকে গাঁথা রয়েছে।"

"আহা! আমি যা পাই তা আমাকে স্বচ্ছ ও মিহি করেছে।"

"আমি যা পাই তা আমার জন্য এগিয়ে এসেছে। আর পরাক্রম সাহায্যকারী সে-তো হাত গুটিয়ে বসে আছে। আমি যখনই তা বলেছি, তখন আমাকে বলে- কই? না তো।"

উক্ত মুওয়াশ্শাহ·া এর সূচক পংক্তিটি মোট চার স্বরাংশ বা কাব্যকলিতে গ্রথিত। ব্যবহারিক পরিভাষায় একে প্রথম ক·াফল বলা হয়।

কবিতাটির পরবর্তী অংশকে আল-বায়ত বা আল-দাওর কিংবা আল-ঘুস·ন বলে। ক·াসী·দাহয় যেমন এক একটি বায়তের দু'টো করে ছত্র থাকা বাঞ্চনীয়, মুওয়াশ্শাহ·া এর 'বায়ত' এর বেলায় তেমনটি প্রয়োজন নয়।

ক·াফল একাধিক কাব্যকলি বা স্বরাংশ সমন্বয়ে গ্রথিত হয়। প্রতিটি ক·াফল অপরাপর ক·াফলের সাথে ছন্দ-স্পন্দ, মাত্রা ও কাব্যকলি বা স্বরাংশ সংখ্যায় পরস্পর সন্নিপাতি ও সদৃশ হওয়া অপরিহার্য। মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের সূচক ও সমাপনি ক·াফলকে যথাক্রমে মাত্·লা' ও খারজাহ নামে অভিহিত করা হয়।

মুওয়াশ্শাহ·া এর 'দাওর'গুলো একক কিংবা যৌগিক স্বরাংশে সুবিন্যস্ত থাকে এবং প্রতিটি 'দাওর' তার অপরাপর 'দাওর' এর কেবল ছন্দ ও স্বরাংশ সংখ্যায় সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়। তবে মাত্রায় ঐক্য রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।[২]

আমরা যখন একটি পূর্ণাঙ্গ মুওয়াশ্শাহ·া কবিতা আবৃত্তি করি, তখন তার মধ্যে মোট ছয়টি ক·াফল পুনঃ ধ্বনিত হয় এবং সবগুলো ছন্দ, মাত্রা ও স্বরাংশের সংখ্যায় পরস্পর মিলযুক্ত পাওয়া যায়। অনুরূপ ভাবে 'দাওর'গুলোও মোট পাঁচবার পুনরাবৃত্ত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্রার ঐক্যে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা পরিলক্ষিত হয় না।

এরূপ মুওয়াশ্শাহ·াকে তাম্মাহ বলে। যেহেতু ক·াফল দ্বারা এর সূচনা ও সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু যার সূচনা হয় দাওর দ্বারা এবং পরিসমাপ্তি ঘটে ক·াফলের উপর, তাকে আল-আক·রা' নামে চিহ্নিত করা হয়। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছি।

প্রতিটি ক·াফল নিম্নে দুই,- উর্ধে আট থেকে দশটি স্বরাংশ সমন্বয়ে গঠিত হয়। আর দাওরগুলোর প্রতিটি নিম্নে সাধারণতঃ তিনটি ছত্র- আবার কদাচিত দুটি ছত্র নিয়ে গঠিত হয়। কোন কোন সময় এর মধ্যে পূর্ণ তিন ছত্র ও অর্ধেক তথা সাড়ে তিন ছত্র বিদ্যমান থাকে। তবে তা কেবল যৌগিক কাব্যকলি বা স্বরাংশ যুক্ত কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। আর উর্ধ্বে পাঁচটি ছত্র নিয়ে এক একটি দাওর রচিত হয়।

ক·াফল এর স্বরাংশগুলো কেবল একক হয়। পক্ষান্তরে দাওর এর স্বরাংশগুলো কখনো একক, আবার কখনো যৌগিক হয়। একক ও যৌগিক স্বরাংশগুলোকে যথাক্রমে বাসীত· ও মুরাক্কাব বলে। যৌগিক স্বরাংশগুলো

---

১ হিবাহ আল্লাহ ইবন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি·রায·, সম্পা. জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ৪৩

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

কমপক্ষে দুই/ তিন/ চার বাক্যাংশ সমন্বয়ে গঠিত হয়। আবার কদাচিত পাঁচটি বাক্যাংশের সমন্বয়ও পাওয়া যায়।[১]

যে মুওয়াশ্শাহ·া কবিতাটি উদাহরণ হিসেবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা তাতে দেখতে পাই- ক:াফলে রয়েছে মোট চারটি কাব্যকলি বা স্বরাংশ, আর দাওর এ রয়েছে দুটি বাক্যাংশের সমন্বয়ে গঠিত পর পর তিনটি যৌগিক স্বরাংশ।

সুতরাং আমরা নিম্নে ক·াফল ও দাওর এর কাঠামোগত রূপ-বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত চিত্র পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি ঃ

আল-ক·াফল ঃ

এটা নিম্নে দুই, ততোর্ধে আট কিংবা দশ স্বরাংশ নিয়ে গঠিত হয়। কবি ইব্ন সিনা আল-মুলক এর স্বরাংশ সংখ্যা উর্ধে এগার পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কাব্যের সূচক ক·াফলকে মাত·লা· বলে। এটার মধ্যে কবিতার উদ্দেশ্য কিংবা মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। আবার মুওয়াশ্শাহ·া এর সমাপনি ক·াফলকে খারজাহ বলে। এটা কাব্যের এক পরিপূরক অঙ্গ। এর মাধ্যমে কবিতার যবনিকাপাত ঘটে। উক্ত চরণ-অঙ্গে রাগ-রাগিনীর মূল্যায়ন থাকে সর্বাধিক। আমরা পরবর্তীতে এক স্বতন্ত্র শিরোনামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ক·াফলের অপর নাম সিমত· । এটা কাব্যের এক কেন্দ্রীয় পংক্তি। এর উপর ভিত্তি করে এক একটি দাওর এর সূচনা ও পরিসমাপ্তি ঘটে। অধিকাংশ সময় এটা দু'ছত্রে আবার কখনো কখনো চার ছত্রে বিভক্ত হয়।[২]

আল-দাওর ঃ

এটার অন্য নাম ঘুস·ন। এটা দুই প্রকার- (১) বাসীত· (২) মুরাক্কাব।

দাওরগুলো যদি একক স্বরাংশে গঠিত হয়, তবে তাকে বাসীত· (একক) বলে। আর যদি এর স্বরাংশ গুলো দুই বা ততোধিক বাক্যাংশ নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে তাকে মুরাক্কাব (যৌগিক) বলে।

বাসীত· দাওরে সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচটি স্বরাংশ পাওয়া যায়। তিনটি স্বরাংশ সমন্বয়ে গঠিত 'বাসীত· দাওর' এর উদাহরণ কবি ইব্ন বাকী[৩] রচিত নিম্নের কবিতায় পাওয়া যায়ঃ[৪]

عبث الشوق بقلبى فاشتكى ألم الوجد فلبت أدمعى

(দ্বি স্বরাংশে গঠিত ক:াফল)

তিন স্বরাংশে গঠিত দাওরে বাসীত:

أيها الناس فؤادى شغف
(১ম স্বরাংশ)
وهو فى بغى الهوى لاينصف
(২য় স্বরাংশ)
كم أداريه ودمعى يكف
৩য় স্বরাংশ

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

২ ড: 'আবদ আল-'আযী·য· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি·র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি· বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ২৯৩

৩ তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দির একজন স্পেনীয় কাব্য-তারকা ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ বাকর ইয়াহ·য়া ইবন মুহ·াম্মাদ ইবন 'আবদ আল-রাহ·মান । তাঁকে তাঁর প্রপিতামহ বাকী·'র দিকে সম্বন্ধ করে ইবন বাকী· নামে ডাকা হয়। তিনি তাঁর সমকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার ছিলেন। 'আরবী কাব্য গবেষকগণ তাঁর কাব্য-প্রতিভার প্রচুর প্রশংসা করেছেন। এমন কি তাঁকে অনেকে প্রাচ্যের 'আরব কবিদের উপরও প্রাধান্য দিয়েছেন। হিজরী ৫৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।(ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ, খ ২, পৃ. ৬১৫)।

৪ আল-মাক·ারী, নাফহ· আল-ত·ীব সম্পা. মুহ·াম্মাদ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·ামীদ (মিস·র ঃ মুত·বি'আহ আল-সা'আদাহ, ১৯৪৯ খৃ.), খ ৫, পৃ. ৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

أيها الشادن من علمكا بسهام اللحظ قتل السبع

(দ্বি স্বরাংশে গঠিত ক·াফল)

''অনুরাগ আমার হৃদয়ের প্রতি চোখ রাঙালো। অতঃপর প্রেমের ক্লেশে কাতর হয়ে পড়েছে। তাই তো আমার চোখাশ্রু বিন্দু খসে পড়লো।''

''হে জন-মানব! আমার অন্তর প্রেমার্দ্র। ভালবাসার উৎপীড়নে সে-তো অন্যায় অবিচারের শিকার। আমি তাকে কতইনা পরিতুষ্ট করতে চাই- যাতে আমার চোখের জল বন্ধ হয়ে যায়।''

''হে যুবা হরিণ শাবক! চাহনীর শরাঘাতে হিংস্র প্রাণী শিকার কে তোমায় শিখিয়েছে?''

আল-মুরাক্কাব দাওরে স্বরাংশ বা কাব্যকলিগুলো দুই/ তিন/ চার কিংবা পাঁচ বাক্যাংশের সমন্বয়ে যৌগিক হয়। আমরা গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছি যে, মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যে তিন বা ততোর্ধ স্বরাংশ সমন্বিত দাওর এর সমাহার পরিলক্ষিত হয় সর্বাধিক। সুতরাং দুই বাক্যাংশ (Clouse) সমন্বয়ে গঠিত তিন স্বরাংশ বিশিষ্ট যৌগিক দাওরের দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা নিম্নে কবি আল-তুত·ায়লীর একটি মুওয়াশ্শাহ·া পেশ করছি। যেমন কবি বলেনঃ[১]

كذا يقتاد سنا الكو كب الوقاد ✧✧ إلى الجلاس مشعشة الأ كواس

أقم عذرى فقد آن أن أعكف
على خمر يطوف بها أوطف
كما تدرى هضيم الحشا مخطف

দুই বাক্যাংশ সমন্বয়ে গঠিত কাব্য কলি এবং তিনটি কাব্যকলি বা স্বরাংশ বিশিষ্ট যৌগিক দাওর।

''দীপ্তমান তারার আলোকচ্ছটা পান-পাত্রের ঝলমলালি রাজদর্পকে সতীর্থ বন্ধুদের মাঝে এমনি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।''

''দাঁড় করো আমার বাহানা, ঐ মদের পেয়ালায় অবস্থান করার সময়তো আমার সমাগত- যা নিয়ে ঘন-পশমের ভ্রু ওয়ালা সাকীগণ চারপাশে ঘুর ঘুর করছে।''

''আর তা এমন ভাবে- যেমন নাড়ী ভূড়ির পরিপাক যন্ত্র কেড়ে নেয়া বস্তুকে পরিচয় করতে পারে।''

অনুরূপ ভাবে আমরা তিন বাক্যাংশ সমন্বয়ে গঠিত তিনটি যৌগিক স্বরাংশ বিশিষ্ট দাওর এর উদাহরণ কবি ইবন সিনা আল-মুলক এর গ্রন্থে উল্লেখিত নিম্নের মুওয়াশ্শাহ·া'য় দেখতে পাই। যেমন কবি বলেনঃ[২]-

"من لى به يرنو بعقلتى ساحر إلى العباد
ينأى به الحسن فينثنى نافر صعب القياد
وتارة يدنو كما احتسى الطائر ماء الثماد"

তিন বাক্যাংশে গঠিত তিনটি যৌগিক স্বরাংশ বিশিষ্ট দাওর-

''তার সাথে আমার এমন কে আছে?- যে আমার চোখের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে। সে তো মানুষের কাছে যাদুকর, তাকে দূর থেকে রূপ-সৌন্দর্য নিয়ন্ত্রণ করে। এতে বিরোধ পোষণকারী বেঁকে যায়- আর নিয়ন্ত্রক হয়ে যায় কঠোর। আর কখনো সে এমনভাবে কাছে আসে, যেন উড়ন্ত পাখী চৌবাচ্চার পানি পান করে চলে গেল।''

---

১ হিবাহ আল্লাহ ইবন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি·রায·, সম্পা. জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ৫৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখতে পাই স্পেনদেশীয় কবিরা মুওয়াশ্‌শাহ্‌া'য় ক'ফল ও দাওরের অভিনবত্ব, লালিত্ব ও শিল্প- সৌকর্যের বিপুল সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র সৃষ্টি এবং স্বরাংশের সংখ্যা ও মাত্রার ঐক্য সংরক্ষণে প্রচুর কসরত করেছেন। ফলে এটা নতুন নামধারণ করে অপরূপ বেশে আবির্ভূত হয়। ঐ নামগুলোর মধ্যে একটি হলো 'লাযি·মাহ্'। ক'ফল যখন দুটি চরণে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি চরণ মধ্যচ্ছেদে বিভক্ত থাকে। তখন উভয় চরণের অগ্রাংশ পরস্পর একই মাত্রায় যুক্ত হয়। অনুরূপ ভাবে উভয় পশ্চাদাংশও পরস্পর একই মাত্রায় প্রতিধ্বনিত হয়। মুওয়াশ্‌শাহ্‌া কাব্যের এরূপ ক:ফলাঙ্গকে লাযি·মাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। লাযি·মাহর অব্যবহিতির পর মধ্যচ্ছেদে বিভক্ত তিন ছত্রের একটি দাওর সন্নিবেশিত হয় এবং প্রতিটি অগ্রাংশে যেমন মাত্রার ঐক্য বজায় থাকে, তদ্রুপ প্রতিটি পশ্চাদাংশও পরস্পর মাত্রামিলে সদৃশ হয়। তারপর পুনরায় ক'ফলের আগমন ঘটে- তারপর দাওর- এভাবে কাব্যের যবনিকাপাত ঘটে। যেমন কবি ইবন্ যা·মরাক[1] এর কবিতায় এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। কবি বলেনঃ[2]-

লাযিমাহ

"بالله يا قامة القضيب ✧✧ ومخجل الشمس والقمر

من ملك الحسن فى القلوب ✧✧ وأيد اللحظ بالحور"

××××

من لم يكن طبعه رقيقا ✧✧ لم يدر ما لذة الصبا

فرب حر غدا رقيقا ✧✧ تملكه نفحة الصبا

نشوان لم يشرب الرحيقا ✧✧ لكن إلى الحسن قد صبا

×××××

লাযিমাহ

فعذب القلب بالوجيب ✧✧ ونعم العين بالنظر

وبات والدمع فى صبيب ✧✧ يقدح فى قلبه الشرر

"প্রভূর শপথ- ওহে ছড়ির ন্যায় সরল কাঠামো! যে সৌন্দর্যে চন্দ্রসূর্যকেও হার মানায়।"

"অন্তরে কে সুন্দরের অধিকারী? আর কে চোখের পলককে শুভ্র ত্বকের প্রতি শক্তিশালী করে তুলেছে?"

×××××

"যার স্বভাব ও রুচি তীক্ষ্ণ নয় সে ভালবাসার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারেনি।"

"বহু স্বাধিন খাঁটি লোক, যারা আহার করেছে- কোমলতা আর প্রেমের সৌরভ তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।"

"বহু নেশাখোর যারা অমৃতসূধা পান করেনি,তথাপি সুন্দরের প্রতি তারা অনুরাগী হয়ে পড়েছে।"

×××

"তাই তো বুকের ধুকধুকুনীতে অন্তরকে শাস্তি দিয়েছে।আর চক্ষুকে চাহনীর স্বাদে শান্ত করেছে।"

"এবং অশ্রুসিক্ত অবস্থায় সে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে। আর তার অন্তরে অগ্নিকণা ঝলকে দেয়া হয়।"

---

১ ইবন যা·মরাক এর পূর্ণ নাম আবূ 'আবদ আল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইবন ইউসুফ ইবন মুহ'াম্মাদ। তিনি হিজরী ৭৩৩ সালে গ্রনাডায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পেশায় একজন কর্মকার ছিলেন। ইবন যা-মরাক স্পেনের ৮ম শতাব্দির একজন প্রসিদ্ধ মুওয়াশশাহ'া গীতিকার ও স্তুতি কবি ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি কু·রআন মাজীদ হি·ফয· করেন। অতঃপর সমকালীন স্পেনের বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের ছাত্রত্ব গ্রহণ করে হ'াদীছ, ফিক·হ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বহু রাজকীয় পদ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে বিভিন্ন চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যদিয়ে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করেছেন। মন্ত্রী লিসান আল-দ্বীন ইবন আল-খাতী·ব তাঁর অন্যতম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এ স্বনামধন্য কবি হিজরী ৭৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (ড: শাওকী দ'ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুসী, পৃ. ২০৭-১০)

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ

মুওয়াশ্‌শাহ·া স্পেনীয়দের আবিষ্কৃত এক অভিনব কাব্যকলা, যা প্রাচ্যীয় কবিদেরকেও হার মানিয়েছে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দির পড়ন্তলগ্নে গভর্ণর 'আবদ আল্লাহ ইবন্ মুহ·াম্মাদ ইবন্ 'আবদ আল-রাহ·মান ইবন আল-হিকা·ম (২৭৫-৩০০হিঃ) এর শাসনামলে এটা সর্বপ্রথম আবিভূর্ত হয় এবং পূর্বদিগন্তে উদিয়মান সূর্যের ন্যায় স্পেনের কাব্যাকাশে আত্ম-প্রকাশ করে তার আলোকচ্ছটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে ইবন্ দিহ·য়াহ বলেনঃ[১]- "মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্য স্পেনের এক আনন্দঘন সামাজিক পরিবেশে জন্ম লাভ করে গায়ক-গায়িকাদের সংস্পর্শে তার সুমিষ্ট সুভাস ও সৌরভ ফুটে উঠেছিল এবং শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এটা ব্যাপক ব্যাপ্তি ও প্রচার লাভ করেছিল।"

বস্তুতঃ এটা একদিকে যেমন ছিল স্পেনের সমাজ জীবনে সভ্যতা ও সংস্কৃতিচর্চার বাস্তব প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে এটা ছিল তথাকার শিল্প-সাহিত্যের অপরূপ গুণ-বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ।

জনৈক গবেষকের ধারণা, "প্রথমতঃ ললিতকলার প্রয়োজনে দ্বিতীয়তঃ সামাজিক রূপ-বৈশিষ্ট্যের পরিণতি হিসেবে মুওয়াশ্‌শাহ·া কবিতার উৎপত্তি হয়েছে।"[২]

এটা ছিল স্পেনীয়দের রেখে যাওয়া সাহিত্যিক কৃতিত্বের এক অত্যুৎকৃষ্ট সম্পদ। এ সম্পর্কে কবি ইবন্ সিনা আল-মুল্ক বলেনঃ[৩]-

"وبعد فإن الموشحات مما ترك الأول للآخر، وسبق بها المتأخر المتقدم، وأجلب بها أهل المغرب على أهل المشرق، صار المغرب بها مشرقا لشروقها في أفقه، وإشراقها في جوه."

"মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্যমালা পরবর্তীদের জন্য পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া সম্পদ। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম এ বিষয়ে পূর্বতনদেরকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছেন। এর দ্বারা পশ্চিমারা প্রাচ্যের জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তথাকার দিগন্ত ও শূন্যাকাশে এর উদয়ন পশ্চিমা জগতকে সমুজ্জল করে তুলেছিল।"

স·ালাহ· আল-দ্বীন ইবন্ আইবিক তাঁর তাওশী' আল-তাওশীহ· নামক গ্রন্থে বলেছেন[৪]-

"الموشح : فن تفرد به أهل المغرب، وامتازوا به على أهل المشرق، وتوسعوا في فنونه، وأكثروا في أنواعه وضروبه."

"মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্যকলা পশ্চিমাদের এক অনুপম সৃষ্টি। এর মাধ্যমে তারা প্রাচ্যবাসীদের উপর স্বাতন্ত্রতা লাভ করেছে। তারা এর শিল্প-সৌকর্যের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে শ্রেণী ও ছন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।"

নাফহ· আল-ত·ীব গ্রন্থের লিখক আল-মাক্ক·ারী মুওয়াশ্‌শাহ·াকে স্পেনীয়দের উদ্ভাবিত কাব্যধারা হিসেবে কেবল গণ্য করেননি বরং এটাকে তাঁদের এক কৃতিত্ব বলেও আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[৫]-

"ومن فضائلهم اختراعهم للموشحات، التي استحسنها أهل المشرق، وصاروا ينزعون منزعهم فيها."

"মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্যধারার উদ্ভাবন ছিল তাদের অন্যতম এক কৃতিত্ব। প্রাচ্যবাসীরা এর যথার্থ মূল্যায়ন ক্রমে তাদের প্রবাহ পথের অনুগামী হয়ে এটা চর্চা করতে লাগলো।"

---

১ ইবন দিহ·য়াহ, আল-মুত·রিব মিন আশ্'আর আহ্‌ল আল-মাঘরিব (ক·ায়রো, ১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ২০৪

২ ড: আহ·মাদ হায়কাল, আল-আদাব আল-আন্দালুসী মিন ফাতহ· ইলা সুকু·ত· আল-খিলাফাহ (ক·ায়রো, ১৯৭০ খৃ.) পৃ. ১৫৬

৩ হিবাহ আল্লাহ ইবন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি·রায·, সম্পা. ড: জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ২৩

৪ স·ালাহ· আল-দ্বীন ইবন আইবিক, তাওশী' আল-তাওশীহ·, (বৈরুতঃ দার আল-ছিকা·ফাহ, ১৯৬৬ খৃ.), পৃ. ২০

৫ আল-মাক্ক·ারী, নাফহ· আল-ত·ীব (বৈরুত ঃ দার স·াদির, ১৯৬৮ খৃ.), খ ৮, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সকল যুগের বিজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক ও ইতিহাস বেত্তাগণ মুওয়াশ্শাহ·াকে স্পেনীয় কাব্যকলা বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। কিন্তু এর উৎপত্তি কি ভাবে ঘটেছিল? কোথা থেকে এর বীজ আহরণ করা হয়েছিল? এ নিয়ে গবেষকগণ পরস্পর বিরোধী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই বিষয়ে ইতিপূর্বেও আমরা কিছুটা আলোকপাত করেছি।

কোন কোন প্রাচ্যবিদদের ধারণা, মুওয়াশ্শাহ·া কবিতা মুসলিম স্পেনের অনারবী সঙ্গীতমালার একটি অনুকরণ মাত্র। ঐ সকল সঙ্গীতমালা তাঁরা যখন শ্রবণ ও পরিবেশন করতেন, তখন তাঁরা এটা অনুকরণ ও ·আরবীয় করণের চেষ্ট করতেন। অথবা ঐ সকল অনারবী সঙ্গীতমালা যখন খৃষ্টান (Golice) গায়িকাগণ কর্তৃক বিভিন্ন ক্লাব ও আনন্দাসরে মন-মাতানো সূরে পরিবেশন করা হতো, তখন গানের বিজ্ঞ সমঝদার উপস্থিতি তাদের গীত সঙ্গীতে অত্যন্ত প্রীত ও বিমুগ্ধ হয়ে তাদেরকে অনুকরণ করার প্রতি প্রলুব্ধ হতেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ জিনছালিছ এ সকল অভিমতের মর্মার্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন[১]-

"ولم نوفق – إلى تعرف المصدر الذى استو حاه مقدم عند ما ابتكر فن التو شيح، فيذهب البعض إلى أن أصل الموشح أند لسى محلى، ويذهب البعض الآ خر إلى أله جليقى، ويذهب نفر ثالث إلى أن أصله البعيد رومانى"

"কবি মুক·াদ্দাম ইব্ন মা'আফী কর্তৃক মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলা উদ্ভাবনে যে বিষয়টি তাকে অধিকমাত্রায় অনুপ্রাণিত করেছিল, তার মূল উৎস খুজে বের করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেউ বলেছেন এর মূল উৎস হলো আঞ্চলিকগীতি, কেউ বলেছেন- জালিকী (Golice) ধারা। তৃতীয় আরেক দল বলেছেন এটার আদি উৎস রোমান্টিক সঙ্গীত।"

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, উল্লেখিত প্রাচ্যবিদগণ মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যধারার উৎস-প্রবাহকে ঐ সকল আদি স্পেনীয় সঙ্গীতের সাথে যুক্ত করতে চাচ্ছেন, যেগুলো অনারবী বিশেষ করে রোমান ভাষায় রচিত হয়ে সূরারোপিত হতো। তাদের অভিমতের মূল কথা হচ্ছে, মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলার সূচনা 'আরবী ছন্দ-পদ্ধতির উপর নয়, বরং অনারবী ছন্দের উপর এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত। উপরোক্ত তত্ব কোন কোন 'আরবী গবেষকদের কাছেও বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। যেমন ড: মুস্ত·াফা 'আউয· আল কারীম বলেনঃ[২]

"ونحن أميل إلى الرأى القائل بأن الو شاحين الأوائل قد قلدوا شعر اغنائيا أعجميا كان مو جودا أمامهم سمعوه وامتلأت نفو سهم بمو سيقاه وألحانه فحاو لوا النظم على نهجه فجاءت الموشحات"

"আমরা এই অভিমত পোষণকারীর অভিমতের দিকে ঝুকে যাচ্ছি- (যারা বলেছেন), মুওয়াশ্শাহ·া'র গোড়ার কবিগণ তাদের সামনে উপস্থিত অনারবী গীতি-কাব্যের অনুকরণ করেছেন। তারা এ সকল গীতিকাব্য উপভোগ করতঃ এর সাঙ্গেতিক সূর-মাধুর্যে স্বীয় চিত্ত পরিতৃপ্ত করেছেন। অতঃপর এটার রচনাশৈলী অনুকরণ ক্রমে অনুরূপ কাব্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। এ ভাবে মুওয়াশ্শাহ·া কবিতার সৃষ্টি।"

আমরা যদিও একথা বিশ্বাস করি যে, মুওয়াশ্শাহ·া এক নিরেট স্পেনীয় কাব্যকলা। এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ স্পেনের মাটিতেই হয়েছিল। তথাপি আমরা উল্লেখিত প্রাচ্যবিদ ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত সঠিক বলে মেনে নিতে পারি না বরং এ ব্যাপারে আমরা তুখোড় অধ্যাপক 'ড: সায়্যিদ গাযী'র সাথে ঐক্যমত পোষণ

---

১ জিনছালিছ বালিনছিয়া, তারীখ আল-ফিকর আল-·'আরবী, অনু. ড: হু·সায়ন মু'নিস (ক·ায়রো, ১৯৫৫ খৃ.) পৃ. ১৫৪

২ মুস্তা·ফা 'আউয· আল-কারীম , ফান্ন আল-তাওশীহ· (বৈরুত, ১৯৫৯ খৃ.) পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

করছি। তিনি বলেন,[১] স্পেনে রচিত মুওয়াশ্‌শাহ'া কাব্য প্রবাহ মূলতঃ প্রাচ্য হতে আমদানীকৃত আল-মুসাম্মাত'াত 'আরবী কবিতা হতে উৎকলিত। অতঃপর তাদের উদ্ভাবিত রচনারীতির পরিমন্ডলে এটা উন্নয়নের পথে গতিশীল ছিল। এমন কি মুওয়াশ্‌শাহ'া'র নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি তার উষালগ্নে রচিত মুশাত্ত'ার, মুয'াফ্‌ফার, মায'দূজ ইত্যাদি কাব্যের সাথে একিভূত হয়ে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছিল। আর এগুলোর সকল রচনাশৈলী সঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্নও ছিল না বরং এগুলোর অধিকাংশ গানের সূর ও রাগ-রাগিনী থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছিল। এটা যেমন সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তদ্রুপ সঙ্গীতকেও এটা সমভাবে প্রভাবিত করেছে। মুওয়াশ্‌শাহ'া'র চিত্তহারী তান ও রসকষ এর ব্যাপক প্রসার ও প্রচারকে অতিমাত্রায় ত্বরান্বিত করেছিল এবং এর দ্বারা সাধারণ ও অভিজাত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ বিস্ময়ে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। আনন্দ-মেলা, আমোদ-প্রমোদ আর গায়ক-গায়িকাদের আসর ও আড্ডায় এর আবর্তন ও চাহিদা ক্রমবর্দ্ধিত হতে থাকে। সুতরাং মুওয়াশ্‌শাহ'া কাব্য মূলতঃ কোন অনারবী ললিত- কলা হতে সৃষ্ট নয়, বরং 'আব্বাসীয় যুগের প্রথমার্ধে কবি আবূ নাওয়াস এবং সমকালীন অন্যান্য কবিদের হাতে যে সকল মুসাম্মাত'াত কাব্যকলা সুদূর প্রাচ্যে পরিচিতি লাভ করেছিল, স্পেনে কেবল তারই চুড়ান্ত উত্তরণ ঘটেছে। ড: সায়্যিদ গাযী তার এ চিন্তাধারা আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলেন —''আমরা যখন আমাদের হাতে প্রাপ্ত মুওয়াশ্‌শাহ'া কে ঐ সকল 'আরবী মুসাম্মাত'াত কাব্যধারার সাথে তুলনা করি, যা হিজরী তৃতীয় শতাব্দির বিদায়লগ্নের বহু পূর্বে প্রাচ্য দেশে আত্ম-প্রকাশ করেছিল, তখন আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এটাই ঘোষণা করে যে, মুওয়াশ্‌শাহ'া তারই কান্ডোদগত শাখা বিশেষ। মুওয়াশ্‌শাহ'া কবি বিশেষকরে এর গোড়ার কবিগণ তাদের কতিপয় কাব্যে আঞ্চলিকতার ত্রুটি-মিশ্রিত কোন আদি স্পেনীয় উপভাষা কিংবা কোন অমার্জিত অপভাষা কেন্দ্রী পংক্তির উপর কবিতার চমৎকার যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন। আর এটা হয়তো কোন গতানুগতিক 'আরবী ছন্দ-স্পন্দ অথবা তা থেকে সৃষ্ট কোন স্বতন্ত্র ছন্দে গঠিত। সম্ভবতঃ আবূ নাওয়াস গং অন্যান্য 'আব্বাসীয় কবিগণ তাঁদের কবিতায় ফার্সী শব্দ সম্ভারের প্রয়োগ এবং প্রচলিত অপ্রচলিত ছন্দ-কাঠামোর অন্তর্ভূক্তকরণ তাদেরকেও এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছিল।''[২]

উপরোক্ত আলোচনা পর্যালোচনার পর আমরা নির্দিধায় বলতে পারি, মুওয়াশ্‌শাহ'া রচনার প্রেরণা কবিগণ 'আরবী কবিতা হতে কিংবা আদি স্পেনীয় সঙ্গীত হতে লাভ করেন না কেন, এটা এক খাঁটি স্পেনদেশীয় ললিত-কলা এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা আবিষ্কারের সকল কৃতিত্ব স্পেনীয় কবিদের। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক নিম্নের মুওয়াশ্‌শাহ'াকে প্রাচ্যের কবি ইবন আল-মু'তায· (মৃ. ২৯৫ হি.) এর রচিত বলে দাবী করেছেন, যিনি মুওয়াশ্‌শাহ'া উদ্ভব-পূর্ব কালীন সময়ের একজন নামকরা কবি ছিলেন। কবিতাটির সূচক পংক্তি হলো নিম্নরূপঃ[৩]

أيها الساقي إليك المشتكى ✧✧ قد دعوناك وان لم تسمع

''হে সাকী! তোমার প্রতি আমার অভিযোগ আমি তোমায় ডেকেছি- যদিও তুমি তা শুনতে পাওনি।''

উপরোক্ত মুওয়াশ্‌শাহ'াটি কবি ইবন আল-মু'তায· এর রচিত বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা নিছক ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণা। এর কোন বাস্তব প্রমাণ খুজে পাওয়া যায় না। মূলতঃ কবিতাটি স্পেনের প্রসিদ্ধ মুওয়াশ্‌শাহ'া গীতিকার ইবন যু·হর এর গীতিমালার অন্তর্ভূক্ত। ভূলবশতঃ এটা ইবন আল-মু'তায· এর দীওয়ানের এক নতুন সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়েছ, যা বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আর এ সংস্করণটি ক'ায়রোর আল-খেদিবিয়্যাহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এক পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক মূল্যমানের পাণ্ডুলিপি নয় এবং সংগ্রাহকের নামও তথায় উল্লেখ নেই। সর্বোপরি দীওয়ানের অন্যান্য সকল সংস্করণে এটা ইবন মু'তাযে·র বলে উল্লেখ নেই।

---

১ ড: আল-সায়্যিদ মুস্ত'াফা গাযী, ফী উসূল আল-তাওশীহ· (আল-ইস্কান্দারিয়াহ, ১৯৭২ খৃ.) পৃ. ৩৭

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৩ ইবন আবী-উস'ায়বি'আহ, 'উয়ুন আল-আনবা ফী ত'াবাক'াত আল-আতি·ব্বা (বৈরুতঃ দার আল-ফিকর, ১৯৫৭ খৃ.) খ ৩, পৃ. ১১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, উপরোক্ত পাণ্ডুলিপির অজ্ঞাত সংগ্রাহক কর্তৃক আলোচ্য মুওয়াশশাহ·াকে ইবন আল-মু'তায· রচিত বলে ইঙ্গিত করাটা এক নিতান্ত ভুল অপলাপ ছিল। আর বৈরুত থেকে প্রকাশিত নতুন সংস্করণটি ঐ পাণ্ডুলিপি থেকেই সংকলিত হয়েছে। প্রখ্যাত সংকলক আল-সু ওয়ালী (মৃ. ৩৩৫হি.) দ্বারা বিষয়টি আরো দৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একাধারে কবি আল-মু'তায· এর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দীওয়ান সংকলক এবং আল-আওরাক· গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। এতদসত্বেও তিনি উল্লেখিত মুওয়াশশাহ·াকে ইবন আল-মু'তায: এর সংকলিত কাব্যমালায় অন্তর্ভূক্ত করেননি কিংবা আল-আওরাক· গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। কবি আল-মু'তায· কোন মুওয়াশশাহ·া রচনা করলে আল সু ওয়ালী নিশ্চয় তা কবি-বন্ধুর দীওয়ানে সংকলিত করতেন। তাছাড়া এ নতুন কাব্যধারার সামান্যতম চর্চা যদি তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ কিংবা বিকাশ লাভ করতো তবে তা মানুষের অবশ্যই জানা থাকতো এবং তারা তা সংকলনও করতেন। নিদেন-পক্ষে তা আল-সু(ওয়ালী ও সমকালীন অন্যান্য প্রথিতযশা গ্রন্থকার ও সংকলক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হতো। তাদের লিখনীর বিশাল পরিসর থেকে তা কখনো কলম-বিচ্যুত হতে পারতো না।[১]

ঐতিহাসিকগণ মুওয়াশশাহ·া কাব্যকলার মূল উদ্ভাবক কিংবা আদি নির্মাতা নির্ণয়ে বেশ মতবিরোধ করেছেন। এ সম্পর্কে ইবন বাসসাম বলেনঃ[২]

"أول من صنع أوزان هذه المو شحات بأفقنا واخترع طريقتها– فيما بلغني– محمد محمود القبرى الضرير "

"আমার হস্তগত প্রমাণাদি যাচাই ক্রমে আমি যতটুকু জেনেছি- এই মুওয়াশশাহ·া কাব্যের ছন্দ, তাল ও পদ্ধতি যিনি সর্বপ্রথম উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করেছিলেন, তিনি হলেন মুহ·াম্মাদ ইবন মাহ·মূদ আল-ক·াবরী আল-দ·ারীর"

কারো মতে, "আল-'ইক·দ আল-ফারীদ গ্রন্থের লিখক আবূ 'উমার আহ·মাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ ছিলেন মুয়াশশাহ:া কাব্যকলা আবিস্কারে অগ্রপথিক।[৩]

ইবন বাসসামের সমসাময়িক আল-হি·জাযী বলেনঃ[৪]

"وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبرى، من شعراء الأمير عبد الله ابن محمد المرواني وأخذ عنه ذلك أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد، ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر وكسدت مو شحاتهما"

"স্পেনীয় ভূখন্ডে এর উদ্ভাবক কবি ছিলেন গভর্ণর 'আবদ আল্লাহ ইবন মুহ·াম্মাদ আল-মারওয়ানীর (২৭৫-৩০০ হি.) এর অন্যতম সভাকবি মুক·াদ্দাম ইবন মা'ফী আল-ক·াবরী এবং তাঁর কাছ থেকে আল-'ইক·দ আল-ফারীদ গ্রন্থের রচয়িতা আহ·মাদ ইবন 'আবদ রাব্বিহ এটা রপ্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের মুওয়াশশাহ:া গীতিকারদের আলোচনায় তারা দু'জনের নাম প্রকাশ পায়নি এবং তাঁদের রচিত ও মুওয়াশশাহ·াগুলোও কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে।"

---

১ ড: সামী মাক্কী আল-'আনী। দিরাসাত ফী-আল-আদাব আল-আন্দালুসী (১৯৭৮ খৃ.). পৃ. ১৭৭

২ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযীরাহ (ক·ায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশর, ১৯৪৫ খৃ.), খ ২, পৃ. ১

৩ প্রাগুক্ত।

৪ আল-মুকতাত·াফ মিন আয·াহির আল-ত·ারফ, সম্পা. ড: সায়্যিদ হ·ানাফী হু·সনায়ন (ক·ায়রো), পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

অতএব ইব্ন বাস্সাম এর মতে মুহ·াম্মাদ ইব্ন মাহ·মূদ আল-ক·াবরী আল-দ·ারীর হলেন মুওয়াশশাহ·া কাব্যকলার প্রথম কবি। কেউ কেউ ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহকে, আবার আল-হি:জাযী মুক·াদ্দাম ইব্ন মা'ফী আল-ক·াবরীকে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের উদ্ভাবক কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে ইব্ন 'আবদ রাব্বিহ মুক·াদ্দামকে কেবল অনুসরণ করে এর কলা-কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন। এরা তিনজনই পরস্পর সমসাময়িক এবং গভর্ণর 'আব্দ আল্লাহ আল-মারওয়ানীর সভা কবি ছিলেন।

কিন্তু উল্লেখিত মুহ·াম্মাদ ইব্ন মাহ·মূদ আল-ক·াবরী এবং মুক·াদ্দাম ইব্ন মা'আফী আল-ক·াবরী পৃথক দু'জন কবি নাকি একই কবির ভিন্ন নাম, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর সংশয়-সন্দেহ ঘনিভূত হয়েছে, এ ব্যাপারে ড: আল-রিকাবী বলেনঃ[১]

"وكنت أظن أن الرجلين رجل واحد وأن مخترع الموشح ما هو إلا محمد بن محمود القبرى كما جاء فى الذخيرة أما مقدم بن معافى الذى يورده ابن خلدون فما هو إلا تحريف لذلك الاسم"

''আমার ধারণা মতে, এরা দু'জন মূলতঃ একই ব্যক্তি। যাখীরাহ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী- মুওয়াশ্শাহ·া'র উদ্ভাবক কবি কেবল মুহ:াম্মাদ ইব্ন মাহ·মূদ আল-ক·াবরীই ছিলেন, তবে ইব্ন খালদূনের বর্ণনায় উল্লেখিত মুক:াদ্দাম ইব্ন মা'আফী কোন ভিন্ন কবি নয়, বরং তিনিই সেই মুহ·াম্মাদ ইব্ন মাহ·মূদ। এটা কেবল তাঁর নামের অপভ্রংশ।''

কিন্তু ড: 'আব্দ আল-'আযীয· আল-আহওয়ানী 'আল-আন্দালুস' নামক জর্নালে তাঁর প্রকাশিত এক নিবন্ধে বিষয়টির জটিলতা নিরসনকল্পে এর অন্তর্বাস উম্মোচিত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন[২] 'ক·াবরাহ' নামক পল্লীর দিকে সম্পর্কিত স্পেনদেশীয় উভয় কবি অতি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাদের জীবনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ আছে। মুহ:াম্মাদ ইব্ন মাহ·মূদ ছিলেন অন্ধ। কিন্তু মুক·াদ্দাম ইব্ন মা'আফী এরূপ অন্ধ ছিলেন না। তাছাড়া ইব্ন বাস্সাম ও ইব্ন খালদূন এর উল্লেখিত উভয় বর্ণনা আল-জারী হতে সংকলিত। এটার মধ্যে এই ভাষ্য ইব্ন খাতিমাহ আনসারীর লিখিত 'মারিয়্যাহ আলমারিয়াহ' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখান থেকে আল-মাক্ক·ারী 'আয·হার আল-রিয়াদ·' নামক গ্রন্থে তা সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং উভয় বর্ণনাই সঠিক।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ড: আল আহওয়ানী মনে করেন- মুক·াদ্দাম ইব্ন মা'আফীকে মুহ·াম্মাদ ইব্ন মাহ·মূদ আল-ক·াবরী নামের অপভ্রংশ বলে চালিয়ে দেয়া যাবে না।

যাই হোক, এই সন্ধানী প্রতিবেদনের সুবাধে বিষয়টির বাস্তব উপলব্ধির পর আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা স্বীকার করে নিচ্ছি- মুক·াদ্দাম ইব্ন মা'আফী এবং মুহ·াম্মাদ ইব্ন মাহ·মূদ- এরা দু'জন পৃথক ও স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি। তবে আমরা যেহেতু মুওয়াশ্শাহ·া'র প্রকৃত উদ্ভাবক ও তার নাম নিয়ে নানা জটিল সমস্যায় ভুগছি। সুতরাং আমরা প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ গারসিয়া গোমাস এর সাথে একাত্মতা পোষণ করে ক্ষণিক উল্লাসিত হতে পারি। তাঁর মতে, মুওয়াশ্শাহ·া'র উদ্ভাবক ছিলেন দু'জন স্পেনীয় কবি, যারা 'ক·াবরাহ' নামক পল্লীর বাসিন্দা এবং গভর্ণর আল- মারওয়ানীর সমকালীন যুগের ছিলেন।

কিন্তু এই অভিমতটি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারিনা। কারণ মুওয়াশশাহ·া কাব্য সৃষ্টির গোড়ায় সামাজিক, আঞ্চলিক, সাহিত্যিক, সাঙ্গেতিক ইত্যাদি বহুমুখী সৃজনী প্রবাহ ছিল গতিশীল। সুতরাং বিভিন্ন উৎস থেকে নিঃসরিত মুওয়াশ্শাহ·া'র ন্যায় শিল্পের একজন কিংবা দু'জন উদ্ভাবক থাকতে পারেনা বরং এটার উন্মেষ ঘটেছে ধীর-স্থির গতিতে। প্রথমতঃ এর উষা-লগ্নে কিছু সংখ্যক কবিদের কণ্ঠে এ জাতীয় কাব্য রচনার

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৮৮

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্নমুখী তা'লীম ও কসরত চলতে থাকে। শুধু মুওয়াশ্‌শাহ্‌'া কেন- অন্যান্য শিল্প-কলা উদ্ভাবনের গোড়ায়ও অনুরূপ প্রচেষ্টা-তদবীর লক্ষণীয়। অতঃপর হাটি হাটি পা-পা সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে হয়তো কোন এক দিন জনৈক বিজ্ঞ লোকের হাতে এটা এক চমৎকার অবয়বে আত্ম-প্রকাশ করে নব-তারুণ্যের লাস্যতায় উদ্দীপ্ত হয়।[১]

উল্লেখিত কারণে আমাদের এ দাবী করাটা অযৌক্তিক কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, মুওয়াশ্‌শাহ্‌'া কাব্যকলার উষালগ্নে উল্লেখিত দু'জন কবি ছাড়াও আরো নাম না জানা বহু কবি এই নব-আবিস্কৃত কাব্যচর্চায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এদের রচিত মওয়াশ্‌শাহা‧হগুলো আমাদের হাতে পৌছার পূর্বেই অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে। এমনকি ইবন্ 'আব্দ রাব্বিহী, যাকে ভুল বশতঃ অনেকে মুওয়াশ্‌শাহ্‌'া'র উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর রচিত মুওয়াশ্‌শাহ্‌'াগুলোর নাগালও আমরা পাইনি।

সে যাই হোক মুওয়াশ্‌শাহ্‌'া কাব্যধারা হিজরী তৃতীয় শতাব্দির শেষের দিকে (২৭৫ - ৩০০ হি.) স্পেনের এক উর্বর পরিবেশে উদগত হয়েছিল। স্পেনই ছিল এর প্রথম আতুরালয়। আর সেখান থেকে তার ব্যাপ্তি ঘটেছিল সারা 'আরব বিশ্বে। উপরোক্ত কাব্যকলা সৃষ্টির আদি ভাগে যে সকল কার্যকারণ খুবই তৎপর ছিল, তম্মধ্যে সঙ্গীত ছিল তাদের অগ্রপথিক। হিজরী তৃতীয় শতকে গোটা স্পেনে সঙ্গীতচর্চা এক অভূতপূর্ব সাফল্য ও উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। সমাজের সর্বত্র ছিল এর চূড়ান্ত আদর ও সীমাহীন জনপ্রিয়তা। সঙ্গীতের সুমিষ্ট সুরে স্পেনের বায়ুমন্ডল ছিল মাতওয়ারা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সঙ্গীত পিপাসুদের সামনে এক অভিনব অবয়বে আবির্ভূত হলো মুওয়াশ্‌শাহ্‌'া নামক রূপসী কাব্যকলা। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ইসহ্‌াক‧ আল-মু'সি‧লীর[২] সুযোগ্য শাগরেদ যি‧রয়াবের হাতেই স্পেনীয় সঙ্গীতের সোনালী অধ্যায় সূচিত হয়ে সমৃদ্ধির চূড়ায় আরোহণ করেছিল। উমায়্যাহ খালীফা দ্বিতীয় 'আব্দ আল-রাহ‧মানের শাসনামলে সুদূর প্রাচ্য হতে স্পেনে তাঁর শুভাগমনে খালীফা ছিলেন খুবই গর্বিত ও উল্লাসিত। তাঁকে যথাযত রাজকীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে তিনি কোন কার্পন্য প্রদর্শন করেননি। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সুর সম্রাট 'যি‧রয়াব' উচ্চ মর্যাদা ও প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। খালীফা তাঁর জন্য খাবার-দাবার, ঘরবাড়ী, উদ্যান-নার্সারী, ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি আরাম-'আয়শের যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারী উদ্যোগে করেছিলেন। তিনি তাঁর সকল আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনা পূরণ করে তাকে রাজকীয় সান্নিধ্যে সমাদৃত করেছিলেন। গভর্ণর ছিলেন তাঁর গানের একজন একনিষ্ঠ শ্রোতা। তিনি তাঁর সঙ্গীতের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য সকল গায়কদেরকে দরবার থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। গভর্ণনের নিকট সকল সঙ্গীত- শিল্পীদের উপর তাঁর সর্বাধিক প্রাধান্য ছিল। সুরের কিংবদন্তি নায়ক যি‧রয়ার তাঁর অপরিসীম অবদান গোটা স্পেনের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বপন করে গিয়েছেন। তিনি স্বীয় গিটারে চার তারের স্থলে অতিরিক্ত এক তার সংযোজিত করে তা পাঁচ তারে উন্নীত করেছিলেন। এতে গিটারের সুর ও রাগে অধিকতর তীক্ষ্নতা, মধুরতা ও পূর্ণতা আসে। এটা ছিল তাঁর একক কৃতিত্ব। সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনায় তাঁর কিছু স্ব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি, ভঙ্গীমা ও ষ্টাইল ছিল। গায়ক-গায়িকাগণ তা পুরোপুরি অনুসরণ করে সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনায় উদগ্র আগ্রহী ছিলেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করে 'আল্লামা মাক্ক‧ারী বলেনঃ-[৩]

"واستمر في الأندلس أن كل من افتتح الغناء يبدأ بالنشيد أول شدوه بأى نقر كان، ويـأتي إثر ه بالبسيط ويختم بالحركات والأهزاج تبعا لمر اسيم زرياب"

"স্পেনে এই প্রথা ধারাবাহিক ভাবে চালু ছিল যে, সঙ্গীতের সূচনায় তারা প্রত্যেকে গানের প্রচলিত যে কোন সুরে এর আবৃত্তি শুরু করতেন। এর পরপরই উপরোক্ত সঙ্গীতে বাসীত‧ ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে সুরারোপ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

২ ইসহ‧াক‧ আল-মু'সি‧লী 'আব্বাসীয় খালীফাহ হারুন আল-রাশীদের দরবারের শ্রেষ্ঠতম গায়ক ছিলেন।

৩ আল-মাক্ক‧ারী নাফহ‧ আল-তী‧ব, সম্পা. ইহ‧সান 'আব্বাস (বৈরুত, ১৯৬৮ খৃ.), খ ৩, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। আর যি·রয়াবের রীতি-পদ্ধতির অনুগামী রাগ-রাগিনী ও স্বরচিহ্নের সমন্বয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটাতেন।''

এভাবে গোটা স্পেনের আনাচে-কানাচে সঙ্গীতের বিপুল প্রচার ও প্রসারে যি·রয়াবের অক্লান্ত পরিশ্রম অনস্বীকার্য, তাঁর অসংখ্য শাগ্‌রেদ ও শিষ্যবৃন্দ দেশের বিভিন্ন শহর-বন্দরে ছড়িয়ে পড়েন এবং তাদের সঞ্চিত সঙ্গীত-শিল্পের অফুরন্ত ভান্ডার দ্বারা স্পেনের পুলকিত জীবন ধারাকে উষ্ণ ভাবাবেগে আরো স্পন্দিত করে তোলেন। এ সম্পর্কে ইবন্ বাস্‌সাম বলেনঃ-[১]

"فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف وطما منها بإشبيلية بحر زاخر، وتناقل منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بالأفريقية والمغرب"

''আল-ত:াওয়া'ইফদের যুগে স্পেনকে তারা তাদের সাথে নিয়ে আসা সঙ্গীত-শিল্পের উত্তরাধিকারী বানালেন এবং সেভিল নগরীর অপার সূর-সিন্ধুর উপচে পড়া উর্মিমালায় স্পেনীয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে ধূয়ে মুছে তকতকে ও স্বচ্ছ করে তোলেন। অতঃপর সেভিল নগরীর দীপ্তি বহুগুণে ম্লান হয়ে পড়লে মরক্কো ও আফ্রিকার পাহাড়ী শহরগুলোর দিকে এটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।''

সঙ্গীতের এই রেনেঁসা যুগে তার গানবাদ্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী প্রণয়নের অপর এক সাহসী উদ্যোগ সংযোজিত হলে স্পেনীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশ চরম সমৃদ্ধির পরশে জমজমাট হয়ে উঠে। যেমন কবি আবূ 'আব্দ আল্লাহ মুহ·াম্মাদ ইবন্ আল-হ·াদ্দাদ (মৃ. ৪৭০ হি.) 'ইল্‌ম আল-'আরূয· (ছন্দ-প্রকরণ শাস্ত্র) বিষয় একটি গ্রন্থ রচনা করে সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের সাথে প্রখ্যাত ভাষা-বিজ্ঞানী আল-খালীল এর দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করেছেন। কবিতার চরণ ও শ্লোক সম্পর্কে 'আল্লামা আল-সারকু·সতী'র দেয়া অভিমতগুলোর অসারতা প্রমাণ করেছেন। অনুরূপ ভাবে বিখ্যাত দার্শনিক ইবন্ বাজাহ সঙ্গীতের উপর আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে সঙ্গীতের বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের আল-ফারাবী তূল্য। তাঁর দিকেই স্পেনের সুশ্রাব্য- রোমাঞ্চকর রাগ-রাগিনীকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।[২]

এভাবে তৎকালীন যুগে বিশেষ করে আল-মুওয়াহ·হি·দূনদের আমলে ভূ-স্বর্গ স্পেনে সঙ্গীতচর্চা ও তা গ্রন্থায়নের ছড়াছড়ি অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। সুতরাং আমরা সপ্ত শতকের এক গ্রন্থ প্রণেতা ইয়াহ·য়া আল-মারসীকে দেখতে পাই, তিনি কিতাব আল-আঘানীর লিখক আবূ আল-ফারাজের ন্যায় স্পেনীয় সঙ্গীতের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এভাবে যখন সহসা সূর ও সঙ্গীতের ব্যাপ্তি ও সয়লাব গোটা স্পেনকে প্লাবিত করেছিল এবং গায়ক-গায়িকাদের সংখ্যাধিক্য চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে ছিল। ঠিক তখন স্পেনীয়রা উপলব্ধি করতে লাগলো যে, প্রাচীন ও সনাতনধর্মী ছন্দ ও মাত্রা প্রচলিত সঙ্গীতের চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তারা আরো অনুভব করতে লাগলো যে, রাগ-রাগিনী ও সঙ্গীতের এ উথাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের সামনে সনাতনধর্মী কাব্যমালা স্বীয় নব্যতা ও গভীরতা হারিয়ে নিস্পন্দ হয়ে যাওয়ায় তার ছান্দিক শৃঙ্খল অকেজো ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং একদল কবি 'আরবীকাব্যকে সঙ্গীত ও ললিতকলার প্রবল জোয়ার, দলবদ্ধ বাদক-বাদিকাদের নব-তারুণ্যে উদ্দীপ্ততা, বিচিত্র সাজে সজ্জিত পরিবেশের রাহু দশা হতে মুক্ত করার পন্থা আবিস্কারে তৎপর হয়ে উঠেন। আর এর ফলশ্রুতিতেই মুওয়াশ্‌শাহ·াত কাব্যকলার উদ্ভব হয়েছে।[৩]

---

১ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযী'রাহ (ক:ায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশার, ১৯৪৫ খৃ.), খ ১, পৃ. ২০১

২ আল-মাক্কা·রী নাফহ· আল-তী'ব, সম্পা. ইহ·সান 'আব্বাস (বৈরুত, ১৯৬৮ খৃ.), খ ৩, পৃ. ১৮৫

৩ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.), পৃ.১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দৃষ্টিতে সঙ্গীতচর্চাই হচ্ছে মুওয়াশ্শাহ্'া কাব্যধারা উৎপত্তির প্রত্যক্ষ ও মূল কারণ। আর এ বাস্তবতা অনুধাবন করে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এ, আর গিবন বলেছেনঃ[১]

"সঙ্গীত ও ললিতকলার এক অভাবনীয় উৎকর্ষতার পিছনে যেমন তৎকালীন স্পেনের বিলাস-বৈভব ও আমোদ- প্রমোদ সমৃদ্ধ সামাজিক জীবনপ্রণালী কার্যকর ছিল, ঠিক তদ্রূপ মুওয়াশ্শাহ্'া কাব্যকলার উৎপত্তির পিছনেও স্পেনীয় সঙ্গীতমালার চূড়ান্ত উৎকর্ষতার বিশেষ প্রভাব ছিল।"

কবি ইব্ন সিনা আল-মুল্ক স্পেনীয় পরিবেশে অবস্থান না করার কারণে তিনি যখন মুওয়াশ্শাহ্'া রচনায় স্বীয় ঘাটতি উপলব্ধি করলেন, তখন উপরোক্ত প্রভাবের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ-[২]

"وكيفما كان فموشحاتي تكون لتلك الموشحات (الأندلسية) كظلها وخيالها وأشهد أنـها ناقصة عن قدر كمالها .... واعذر أخاك فإنه لم يولد بالأندلس ولا نشأ بالمغرب ولاسكن بإشبيلية ولاأرسى على مرسية"

"এটা কেমন কথা? যে- আমার মুওয়াশ্শাহ্:া কবিতা ভাব, কল্পনা ও প্রতিবিম্বে ঐ সকল স্পেনীয় মুওয়াশ্শাহ্'া'র সমতুল্য হবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- সমৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপে এটা ঐ সকল মুওয়াশ্শাহ্'া হতে বহু নীচুমানের... ..। তোমার ভ্রাতার পক্ষ থেকে আমি কারণ দর্শাচ্ছি যে, তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেননি, মরক্কোতেও প্রতিপালিত হননি। না সেভিলে বসবাস করেছেন আর না মর্সিয়া নগরীতে অভিবাসীত ছিলেন।"

সে যাই হোক মুওয়াশ্শাহ্'া ধারায় প্রাআমীর কাব্যচর্চার ফসল এখন আর আমাদের হাতে বিদ্যমান নেই। কালের আবহ-গতি তার সবটুকু গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং উদ্ভাবন কালের মুওয়াশ্শাহ্'া সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। আদি ভাগের পুরো একশতাব্দি কালের মুওয়াশ্শাহ্'া কাব্য-ফসল সম্পর্কে আমরা অজ্ঞনতার অন্ধকারে ডুবে আছি। এর কোন কিছুই আমাদের হাতে অবশিষ্ট নেই।[৩]

সম্ভবতঃ এ হারিয়ে যাওয়ার পিছনে ঐতিহাসিকদের গাফলাতি অনেকাংশে দায়ী। তাঁরা এটাকে নীচুমানের কাব্যকলা ও আঞ্চলিক লোকগীতি গণ্য করে গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। তাই তো আমরা দেখতে পাই, ইব্ন বাস্সাস মুওয়াশ্শাহ্'া'র সৃষ্টিকীর্তিতে বিস্মিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আল-যাখীরাহ গ্রন্থে এর কিছুই লিপ্তিবদ্ধ করেননি। আল-ক'ালাইদ গ্রন্থ প্রণেতাও এমন করেছেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে সংক্রমিত এই রোগ জীবাণু বিদ্যমান থাকার কারণে আল- মুওয়াহ্‌হি'দূনদের যুগ পর্যন্ত এটা এমনি উপেক্ষিত ছিল। এ সম্পর্কে আল-মাররাকূশী বলেনঃ[৪]

"ولولا أن العادة لم تجر بإيراد المو شحات في الكتب المجلدة لأوردت له بعض مابقي على خاطري من ذلك"

"বৃহদাকার গ্রন্থে মুওয়াশ্শাহ্:া কাব্যকলা সংকলিত না করার প্রতি প্রচলিত প্রথা যদি বাধ্য না করতো, তাহলে আমার স্মৃতিতে ধারণকৃত এর অবশিষ্টাংশ আমি অবশ্যই গ্রন্থে উল্লেখ করতাম"

---

১ H.A.R. Gibb.Arabic Literature (London, 1926 A.C). P. 77

২ ইব্ন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি'রায', সম্পা. ড: জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ৩৯

৩ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশ্শাহ্'াত ওয়া আল-আয'জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ১৪

৪ 'আবদ আল-ওয়াহি'দ আল-মাররাকূশী ঃ আল-মু'জিব ফী তালখীস' আখবার আল-মাঘরিব, সম্পা. আল-'উরয়ান, (ক'ায়রো, ১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের পরবর্তী ইতিহাস- উৎকর্ষতা ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, আল-রামাদী, মুকাররাম ইবন সা'ঈদ, আবূ আল-হ·াসান এর দুই পুত্র ও অন্যান্য কবিগণ কাব্যের এ ধারাকে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে তাদের কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত রেখেছিলেন। এমতাবস্থায় গোটা স্পেনের কাব্য-রসিকগণ কবি 'উবাদাহ ইব্ন মা' আল-সামা (মৃ. ৪২২/১০৪০) এর ন্যায় কবির আগমনের প্রতিক্ষায় ছিলেন। তিনি এসে মুওয়াশ্শাহ·াকে এক স্বতন্ত্র-শৈল্পিক রূপধারা এবং চূড়ান্ত রচনাশৈলীর উপর প্রতিষ্ঠিত করে সুনির্দিষ্ট কিছু রীতিনীতি প্রণয়ন করে তার গতিধারায় প্রবল তরঙ্গ ও উচ্ছ্বল স্রোত সঞ্চালিত করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইব্ন বাস্সাম বলেনঃ[১]

"و كان أبو بكر (عبادة بن ماء السماء) فى ذلك العصر شيخ الصناعة وإمام الجماعة. سلك إلى الشعر مسلكا سهلا فقالت له غرائبه مرحبا وأهلا. و كانت صنعة التوشيح التى نهج أهل الأندلس طريقتها ووضعوا حقيقتها. غير مرقومة البرود، ولا منظومة العقود، فأقام عبادة هذا منآدها. وقوم ميلها وسنادها. فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه. ولا أخذت إلا عنه، واشتهر بها اشتهارا غلب على ذاته. وذهب بكثير من حسناته"

''আবূ বাকর ('উবাদাহ ইব্ন মা' আল-সামা) ছিলেন সমকালীন যুগে শিল্পকলার এক অধিপুরুষ ও দলপতি। কাব্যে সহজ-সরল ও সাবলিল এক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, যার বিস্ময়কর নৈপুণ্য তাকে স্বাগত জানিয়েছে। আর মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য কলা— এর শিল্প-নৈপুণ্য ও রচনাশৈলী নিয়ে স্পেনীয়রা প্রচুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অবতীর্ন হয়ে তার সাদামাটা এক মৌলিক ধারা প্রবর্তিত করেছিল। এটা না ছিল কাজল মাখা চোখে সজ্জিত আর না ছিল গ্রথিতবৃন্তে সুবিন্যস্ত। অতঃপর 'উবাদাহ এসে এর আসর সরগরম করলেন। এর আনত ও হেলিয়েপড়া অবস্থাকে শক্ত মেরুদন্ডের উপর সোজা করে দাঁড় করালেন। ফলে স্পেন দেশে মুওয়াশ্শাহ·া কেবল যেন তার কণ্ঠে শ্রোত এবং তারই কাছ থেকে সংগৃহীত। মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকার হিসেবে তার প্রসিদ্ধি এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যেন, এটা তাঁর আত্ম-পরিচয়কে ম্লান করে দিয়েছে এবং তাঁর বহুগুণ-বৈশিষ্ট্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।''

কবি ইব্ন মা' আল সামা যে বছর ইন্তেকাল করেন সে বছরই স্পেনে উমায়্যাহ শাসনের অংশুমালী পতন গুহায় অস্তমিত হলে তাদের সর্বশেষ খালীফা তৃতীয় হিশাম আল-মু'তামিদ বিল্লাহ (৪২২/১০৩১) সেখান থেকে বিতাড়িত হলেন। অতঃপর হিজরী পঞ্চম শতাব্দিতে মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফদের আমলে (৪০৩ - ৫৩৬ হি.) এর স্রোতধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। তৎপরবর্তী সময়ে তথা আল-মুরাবিতূ·ন এবং আল-মুওয়াহ্·হি·দূনদের যুগে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যধারার অবিশ্বাস্য উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।[২]

এভাবে হিজরী চতুর্থ শতাব্দির উষালগ্ন হতে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলা সমৃদ্ধির চূড়ায় আরোহন করতঃ স্বীয় পাখামেলে স্পেনের আকাশ সীমা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। স্পেনীয় কবিগণও তাদের কাব্যিক প্রতিভার সার্বিক কলা-কৌশল ও শিল্প-নৈপুণ্য নিয়ে এটাকে অনুসরণ করতে থাকে। তাদের মধ্যে ইব্ন মা' আল-সামা, ইব্ন আল-ক·ায্·য·ায·[৩],

---

১ ইবন বাস্সাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জায·ীরাহ (ক·ায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশর, ১৯৪৫ খৃ.), খ ২, পৃ. ১ ; মুহ·াম্মাদ ইবন শাকির আল-কাতবী, ফাওয়াত আল-ওযাফায়াত (মিস·র, ১২৯৯ হি.), পৃ. ১৯৯

২ ড: 'আবদ আল-'আয·ীয· ইবন 'আবদ আল্লাহ আল-'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ· ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ২৮৭।

৩ তিনি স্পেনের একজন মুওয়াশশাহ·া কবি ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ 'আবদ আল্লাহ মুহ·াম্মাদ ইবন 'উবাদাহ। ইবন আল-ক·ায·য·ায· নামে সমধিক পরিচিত। তিনি আলমেরিয়ার গভর্ণর আল-মু'তাসি·ম ইবন সা·মাদিহে·র সভাকবি ছিলেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন আল-লাব্বানাহ [১], আ'মা আল-তুত·য়লী[২], ইব্‌ন বাকী·, ইব্‌ন বাজা, ইব্‌ন সাহ্‌ল, লিসান আল-দ্বীন ইব্‌ন আল-খাতীব ও তার শিষ্য ইব্‌ন য·মরাক প্রমুখ কবিদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের রচিত মুওয়াশ্‌শাহ·গুলো আজও আমাদের সামনে কাব্যিক মডেল হিসেবে অম্লান বদনে বিদ্যমান রয়েছে।[৩]

তবে এটা অতি সুস্পষ্ট যে, ঐ সকল স্পেনীয় কবিগণ মুওয়াশ্‌শাহ·া রচনার রীতি-পদ্ধতির কোন বিশদ ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেননি। যদিও আমরা স্পেনের কবিত্ব ও জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ সমূহে বিশেষ করে আল-যাখীরাহ ও নাফ্‌হ· আল-ত·ীব ন্যায় গ্রন্থে এর রচনাশৈলী ও রীতিনীতির কিছুটা ইঙ্গিত দেখতে পাই। সম্ভবতঃ মিশরীয় বংশোদ্ভূত কবি ইব্‌ন সিনা আল-মুলক (৫৫০- ৬০৮ হি.) সর্ব প্রথম উক্ত বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ক·ায়রোতে জন্ম গ্রহণ করে অতি প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় সেখানে অতিবাহিত করেন। তিনি দার আল-তি·রায· নামক স্বীয় গ্রন্থে উক্ত কাব্যকলার সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি, বুনুন-পদ্ধতি ও ছন্দ-স্পন্দ নির্ধারণ ক্রমে এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, এজন্য তাঁকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মুওয়াশ্‌শাহ·া'র সুবিন্যস্ত রীতি-পদ্ধতি প্রণয়নকারী প্রথম কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। ঐতিহাসিকগণ ইব্‌ন সিনা আল-মুল্‌কের আলোচনায় তাঁকে প্রাচ্যে মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্যকলার প্রথম আমদানীকারক প্রাচ্যীয় কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সকল কৃতিত্বের অধিকারী। কিন্তু মুওয়াশ্‌শাহ·া রচনায় স্পেনীয়দের সমকক্ষতা অর্জনে তাঁর ব্যর্থতা তিনি স্বয়ং নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর রচিত কবিতা শিল্প-সৌকর্যের উচ্চাঙ্গিনতায় স্পেনে রচিত মুওয়াশ্‌শাহ·া হতে বহু নীচুমানের ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৪]

আল-মুওয়াহ্‌·হি·দূনদের যুগে মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্যকলার এক অভূত পূর্ব বিজয় সাধিত হয়েছিল। এ যুগকে মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্যের স্বর্ণযুগ বলে অবহিত করলেও কোন অত্যুক্তি হবে না। কারণ বড় বড় মুওয়াশ্‌শাহ·া কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল এ যুগেই। তাঁরা কাব্যের এক বিরাট সমৃদ্ধ ভান্ডার আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাদের রেখে যাওয়া ভান্ডারের অধিকাংশ কবিতা-গুচ্ছ কালের আবহস্রোতে ভেসে গিয়েছে। বর্তমানে আমাদের হাতে এগুলোর কেবল একশত তেপান্নটি কবিতা সংরক্ষিত আছে।[৫]

এ যুগে যে সকল মহান কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তন্মধ্যে ইব্‌ন যু·হর আল-হ·াফীদ (৫০৭- ৯৫ হি.) ছিলেন সবার শীর্ষে। তিনি ছিলেন সকলের ইমাম। তাদের মিছিলের পুরোভাগে তিনি দিয়েছেন নেতৃত্ব। বহু

মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্য ছন্দ, মাত্রা, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের দিক দিয়ে অতি চমৎকার ও উন্নতমানের ছিল। (ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুসী, পৃ. ১৫৫-৫৬)।

১ তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ বাকর মুহ·াম্মাদ ইবন 'ঈসা আল-লাখমী। তাঁর স্নেহময়ী মাতা দুধের ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কারণে তাকে লাব্বানাহ নামে ডাকা হতো। তার উপাধির সাথে সম্পৃক্ত করে কবিকেও ইবন লাব্বানাহ বলা হয়। তিনি স্পেনের একজন প্রসিদ্ধ মুওয়াশ্‌শাহ·া গীতিকার ছিলেন। সেভিলের গভর্ণর আল-মু'তামিদ এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শোকগাথা রচনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। বনূ 'আব্বাদের পতনের পর তিনি মায়ুবাক·ার গভর্ণর মুবাশ্‌শির ইবন সুলায়মানের রাজদরবার অলংকৃত করেন এবং তাঁর প্রশংসায় বহু চমৎকার কবিতা রচনা করেন। হিজরী ৫০৭ সালে কবি মায়ূবাকা·য় মৃত্যুবরণ করেন। (ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ), খ ৩, পৃ.৩৬৬

২ তাঁর পূর্ণ নাম আবূ জা'ফার আহ·মাদ ইবন 'আবদ আল্লাহ ইবন আবী হুরায়রাহ। তিনি খাঁটি 'আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষ স্পেনের সারাগোসা প্রদেশের তুত·ায়লাহ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এ জন্য তাঁকে আল-তুত·ায়লী বলা হয়। তিনি হিজরী ৪৯০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময় সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-মুরাবিতূন যুগের একজন বিখ্যাত মুওয়াশ্‌শাহ·া কবি ছিলেন। স্পেনীয় কবি আবূ বাকর ইবন বাক·ীর সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তাঁর জীবন ছিল অতি সল্প। মতান্তরে হিজরী ৫২০ সালে তিনি যুবক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৯০।

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

৫ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশ্‌শাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তাঁর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। যেমন আল-মাররাকুশী তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ[১]

"وأما المو شحات خاصة فهو الإمام المقدم فيها، وطريقته هي الغاية القصوى التي يجرى كل من بعده إليها"

"বিশেষ করে মুওয়াশ্‌শাহ্‌া কাব্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারির অগ্রবর্তী নেতা। তাঁর রচনাশৈলী এমন চূড়ান্ত পর্যায়ের উন্নত ছিল যে, পরবর্তী সকল কবিই এটার অনুগামী হয়ে পরিচালিত হয়েছেন।"

'আল্লামা মাক্ক'ারী বলেনঃ-[২]

"তিনিই সর্বপ্রথম সমকালীন মানুষের জন্য 'তাওশীহ্‌' গীতির উত্তম সুরা ও মধুর রসকষ নিংড়িয়ে ছিলেন।"

তাঁর সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য শাগরেদ ইব্‌ন দিহ্‌য়াহ বলেনঃ-[৩]

"যে কারণে আমাদের শিক্ষক মহোদয় অনুপম ও দুর্লভ হয়ে আছেন, তাঁর স্বভাব স্বীয়-কল্পনা ও ভাবকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং সকল বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গ তাঁর অনুগত ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিলেন, তাহলো (তাঁর রচিত) মুওয়াশ্‌শাহ্‌া কাব্যমালা।"

কবি ইব্‌ন যু্‌হর ছিলেন এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার পরিবারের সন্তান। তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের কাছ থেকে তিনি প্রচুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পান্ডিত্য ছিল অপরিসীম। এ সম্পর্কে ইব্‌ন দিহ্‌য়াহ বলেনঃ-[৪]

"وكان شيخنا الوزير أبوبكر بن زهر بمكان من اللغة مكين ومورد من الطب عذب معين كان يحفظ شعر ذى الرمة وهو ثلث لغة العرب مع الاشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند أصحاب المغرب مع سمو النسب وكثرة الأموال والنشب– صحبته زمانا طويلا واستفدت منه أدبا جليلا"

"আবূ বাকর ইব্‌ন যু্‌হর ছিলেন গভর্ণরের শিক্ষক মহোদয়- ভাষায় ছিলেন অতিশীর্ষস্থানে- চিকিৎসা-শাস্ত্রে ছিলেন এক সুস্বাদু ও স্বচ্ছ সলিলা ঘাট। তিনি সকল পুরাতন ক্ষয়িষ্ণু কবিতা সংরক্ষণ করতেন, যা ছিল 'আরবী ভাষার এক তৃতীয়াংশ। চিকিৎসকদের সকল অভিমতের তিনি ছিলেন অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক। পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর নিকট বংশ-অভিজাত্যে তাঁর মর্যাদা ছিল সকল উর্ধ্বে। সহায় সম্পদ ও প্রাচুর্যের আধিক্যের সাথে তাঁর ছিল দীর্ঘকালের সাহচার্য ও সম্পৃক্তি। এক মহাসাহিত্য তাঁর দ্বারা হয়েছে উপকৃত।"

আল-মুওয়াহ্‌হি্‌দূনদের যুগে ইব্‌ন শারাফ, ইব্‌ন মালিক আল-সারকুসতী্‌, ইব্‌ন 'উতবা আল-ইশবিলী, ইব্‌ন সাহল, আবূ আল-মুত'াররিফ ইব্‌ন 'উমায়রাহ প্রমুখ কবিগণ মুওয়াশ্‌শাহ্‌া গীতিকার হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কবি ইব্‌ন সা'ঈদ বলেনঃ,

---

১ 'আবদ আল-ওয়াহি্‌দ আল-মাররাকুশী, আল-মু'জিব ফী তালখীস্‌ আখবার আল-মাঘরিব, সম্পা. আল-'উরয়ান, (ক'ায়রো, ১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ১৪৬

২ আল-মাক্ক'ারী, নাফহ্‌ আল-ত'ীব, সম্পা. ইহ্‌সান 'আব্বাস (বৈরুত, ১৯৬৮ খৃ.), খ ২, পৃ. ২৫০

৩ ইবন দিহ্‌ইয়া; আল-মুত্‌রিব মিন আশ'আর আহল আল-মাঘরিব, সম্পা. আল-ইবয়ারী (ক'ায়রো, ১৯৫৪ খৃ.), খ ২, পৃ. ২৫০।

৪ প্রাগুক্ত; পৃ. ২০৬-০৭

Dhaka University Institutional Repository

"তাঁর কতিপয় সরস ও অভিনব মুওয়াশ্শাহ্‌'া কাব্য রয়েছে, যা বিভিন্ন অঞ্চলে সংগীতের সুরে পরিবেশিত হয়।"[১]

তাঁর এ কথা থেকে মুওয়াশ্শাহ্‌'া কাব্যকলার উচ্চাঙ্গিনতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময় ইব্‌ন 'আরবী, আল-শুশ্‌তারী, ইব্‌ন আল-সি'বাগ প্রমুখ সূফীবাদে উজ্জীবিত মরমী কবিগণও মুওয়াশ্শাহ্‌'া কবিতার প্রতি প্রবল অনুরাগে আত্ম-বিভোর ছিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, মুওয়াশ্শাহ্‌'া কাব্যকলার উন্মেষ ও শৈল্পিক-সমৃদ্ধি যেমন হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন দুর্ঘটনা কিংবা বজ্রপাত নয়। তদ্রূপ এটা সাহিত্য সমালোচকদের বিরোধিতা কিংবা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই রচিত নয় বরং রক্ষণশীল সাহিত্যিকগণ এটাকে প্রাচীন ও বনেদী পদ্ধতি বহির্ভূত এক অদ্ভুত কাব্যিক কল্পনাবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এটাকে দূর্বল অভিব্যক্তি ও সাহিত্যিক অধঃপতনের বাস্তব মহড়া বলে গণ্য করেছেন।

আমরা বল্‌বো, মুওয়াশ্শাহ্‌'া কাব্যকলা উদ্ভবকালে 'আরবী ভাষা বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে স্বীয় কৌলিন্য ও অভিজাত্য হারিয়ে পান্ডুর চাঁদের ন্যায় অনেকটা ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছিল— নিঃ সন্দেহে। কিন্তু আমাদের এ কথাটি ভুল্‌লেও চলবে না যে, এটা নাগরিক সভ্যতার এক অভূতপূর্ব শানদার মহাসম্মেলনে যোগদান করার অভিপ্রায়ে প্রাচীন ও পুরাতন সকল বেশভূষা খুলে ফেল্‌তে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। সুতরাং মুওয়াশ্শাহ্‌'া কাব্যকলা যখন সনাতন রীতিনীতি উপক্ষো করে অবাধ ও মুক্ত প্রবাহে সামনের দিকে দ্রুত বেগে এগুচ্ছিল, তখন রক্ষণশীল কবি-সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে এটা কাব্যিক বিকৃতি ও অবনতির পরিচায়ক হিসেবে গণ্য হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু স্পেনীয়দের নিকট এটা তাদের প্রবৃত্তি ও মেজাজের অধিক উপযোগী ও মানানসই হওয়ার কারণে তারা এটা রচনায় গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ জন্য আমরা দেখতে পাই, স্পেনের বিলাস-ভৈবব, আমাদ-প্রমোদ ও নাচ-নৃত্যের সাথে কবিদের নিবিড় সম্পৃক্তির সাথে সাথে স্পেনীয়দের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রেম-ভালবাসা এবং পার্থিক জীবনবোধে স্বর্গীয় অনুভূতির ইঙ্গিতময়তা মুওয়াশ্শাহ্‌'া কাব্যকলার উন্মেষে প্রচুর ইন্ধন যুগিয়েছে। ফলে তারা ভাষার সকল দূর্বলতা ভূলে গিয়ে এবং সমালোচকদের প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার কোন তোয়াক্কা না করে মুওয়াশ্শাহ্‌'া'র ভিন্নমূখী কাব্যিক বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে অবগাহন করতে কোন রূপ ক্ষয়ক্ষতির সন্ধান পাননি। সম্ভবতঃ তারা 'আরবী ভাষার জন্মভূমি ও মূল লালন ক্ষেত্র হতে বহু দূরে অবস্থান করার কারণে এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির জলাধারে অবগাহন করতে এসে এর স্রোত প্রবাহে নিজেদের গা ভাসিয়ে দেয়ার ফলে মাতৃভাষার ঐক্য ও কৌলিন্যে কোন কলংক তাদের চোখে ধরা পড়েনি। তাই মুওয়াশ্শাহ্‌'া কাব্যকলা স্পেনীয়দের নিকট নিজেদের মন-মানসিকতা, অভিরুচি, আবেগ ও উচ্ছ্বাসের এক পুষ্টিকর আহারে প্রতিয়মান হয়। ফলে এর সাঙ্গেতিক সূর ও তালে তারা ছিলেন আত্ম-বিভোর। আর এটার উত্থান ও চুড়ান্ত বিকাশ ছন্দ ও মাত্রার সনাতনধর্মী রীতি-পদ্ধতি হতে মুক্তির আন্দোলনে ছিল যেন এক নব বিজয়।

---

১ ইবন সা'ঈদ ঃ ইখতিসা'র আল-কা'দহ আল-মু'আল্লী ফী তারীখ আল-মাহ'াল্লী, সম্পা. ম্ল-ইবয়ারী (কা'য়রো, ১৯৫৯ খৃ.), পৃ. ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুওয়াশ্শাহ:া কবিতার শ্রেণী বিভাগ ঃ

আল-ত·াওয়া'ইফ এবং আল-মুরাবিতূ·ন এর যুগে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন প্রণয়, স্তুতি, প্রকৃতি, মদ ইত্যাদি। কিন্তু আল-মুওয়াহ·হি·দূনদের যুগে এটা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ব্যাপকতা লাভ করে। এ যুগের কবিগণ তাদের কাব্যচর্চায় এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন, যা তাদের পূর্বতন কবিদের মুওয়াশ্শাহ·া'য় ছিল অনুপস্থিত। যেমন- সূফীবাদ, কৃচ্ছতা, বৈরাগ্য, না'তে রাসূল ইত্যাদি বিষয়। আর এ কারণেই মুওয়াশ্শাহ·া-কাব্য সনাতনী কাব্যের প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং সার্বিক ক্ষেত্রে তার অবাধ উপস্থিতি সকলকে মুগ্ধ করতে পেরেছিল। এ সম্পর্কে কবি ইব্ন সিনা আল-মুল্ক বলেনঃ-[১]

"الموشحات يعمل فيها ما يعمل فى أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والخمر والزهد– وما كان منها فى الزهد يقال المكفر – والرسم فى المكفر خاصة أن لايعمل الاعلى وزن موشح معروف وقوافى أقفاله ويختم بخرجة ذالك الموشح ليدل على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره ومستغفره"

"যে সব বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে 'আরবী কাব্যচর্চা হয়েছে, স্পেনীয় মুওয়াশ্শাহ·াও অনুরূপ বিষয়বস্তুর ওপর রচিত। যেমন প্রণয়, স্তুতি, শোক, নিন্দা, রম্য ও বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ও সুফীবাদী মুওয়াশ্শাহ·াকে আল-মুকাফ্ফির নামেও অভিহিত করা হয়। আল-মুকাফ্ফির কাব্য রচনার বিশেষ পদ্ধতি হলো তাতে কেবল সুপরিচিত মুওয়াশ্শাহ·া'র ছন্দ ও তার ক·াফলের মাত্রার সার্বিক প্রয়োগ হবে এবং খারজাহ নামক এক সমাপনী ক·াফলের উপর কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে যা তার পাপমোচনকারী হিসেবে ইঙ্গিত করবে এবং কবির পক্ষ থেকে স্বীয় প্রভূর নিকট ক্ষমা ও মুক্তির মিন্তি বলে প্রতীয়মান হবে।"

ইব্ন সিনা আল-মুল্ক এর উল্লেখিত উক্তিটি প্রমাণ করে—যে সকল সনাতনধর্মী বিষয়বস্তু কাব্যিক রূপায়নে চিরভাস্বর হয়ে আছে, তার সবক'টিকে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যধারা স্বীয় আঁচল-গীটে বেঁধে নেয়ার পুর্ণ ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া ললিতকলার প্রবাহপথে যেহেতু মুওয়াশ্শাহ·া'র এক অভূতপূর্ব উন্মেষ ঘটেছিল, তাই স্বাভাবিক ভাবে এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর উপর কাব্যচর্চা হয়েছে সর্বাধিক। আমরা এখানে মুওয়াশ্শাহ·া কবিতার সনাতনধর্মী ও নব্য বিষয়বস্তুর বাস্তব চিত্র ও বৈশিষ্ট্য বনেদী কাব্যধারার সাথে এক তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো

প্রণয়মূলক মুওয়াশ্শাহ·া গীতি ঃ

যে সকল বিষয় নিয়ে কবিগণ মুওয়াশ্শাহ·া গীতি রচনা করেছেন, তন্মধ্যে প্রণয়ের স্থান সর্বাগ্রে। তাদের অধিকাংশ মুওয়াশ্শাহ·া প্রণয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। এর উপরই স্থাপিত হয়েছে 'আরবী সঙ্গীতের ভিত্তি। আর গায়ক-গায়িকাদের কোকিল-কণ্ঠে এর রস ও সুর অস্তিত্ব লাভ করেছে। কারণ প্রণয়ের সাথে সঙ্গীতের রয়েছে সর্বাধিক মিল ও নিবিড় সঙ্গতি। এ জন্য মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ প্রথম প্রথম প্রণয়ের প্রতি অধিক আত্ম-নিবেশ করেছিলেন। তারা প্রণয়কে নিয়েই বহুল পরিমাণে কাব্যচর্চা করে মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকে উপরোক্ত

---

১ হিবাহ আল্লাহ ইবন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি·রায·, সম্পা. জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আর এদিকে ইঙ্গিত করে ঐতিহাসিক ইবন্ বাস্সাম মুওয়াশ্শাহ্া কবিতার সংজ্ঞায় বলেনঃ[১]

"وهى أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لها فى الغزل والنسيب، تشق على سماعها مصونات الجيوب، بل القلوب"

"এগুলো এমন কতিপয় ছন্দ, যাকে স্পেনীয়রা প্রেম ও প্রণয়ে অধিক ব্যবহার করেছেন। এটা শ্রবণে বুকে সংরক্ষিত বিষয় ফেটে চৌচির হয়ে যায়—এমনকি হৃদয়তন্ত্র গুলোও।"

প্রেম ও প্রণয় বর্তমান যুগেও মুওয়াশ্শাহ্া কাব্যের এক বিশাল আঙ্গিনায় অবিরত পায়চারী করে চলছে। কবিগণ স্তুতিমুলক মুওয়াশ্শাহ্ায় একে যেমন অন্তর্ভূক্ত করেছেন, তদ্রুপ প্রণয়কে কেন্দ্র করে পৃথক ও স্বতন্ত্র মুওয়াশ্শাহ্া গীতিও সমভাবে রচিত হয়েছে। মাদহি·য়্যাহ কাব্যে স্তুতি ও প্রণয়ের সমান্তরাল গতিবেগ সৃষ্টি প্রাচীন বনেদী কবিদের এক সাধারণ অভিরুচি ছিল। তারা প্রণয়ের সাথে প্রশংসার সংমিশ্রণে বেশ বৈচিত্র প্রদর্শন করেছেন এবং কোন কোন সময় মাদহি·য়্যাহ কাব্যে তাদের প্রণয়ী ভাবাবগ এত প্রকট আকার ধারণ করে যে, তা স্তুতির মাত্রা ছাড়িয়ে এর অপমৃত্যু ঘটাতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্তুতিমূলক মুওয়াশ্শাহ্া গাঁথার আলোচনায় তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হবে।

আমরা যখন প্রণয়মূলক মুওয়াশ্শাহ্া'র মূল প্রতিবাদ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করি, তখন একে ক·াস·ীদাহ ফর্মে রচিত প্রণয়গীতির বিষয়বস্তু বলে মনে হয়। প্রাচীন কবিদের কাব্যিক ভাবার্থ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, কাঠামো ও আকৃতি ইত্যাদির সার্বিক বিচারে মুওয়াশ্শাহ্া গীতি কবিদের হৃদয়ে উত্থিত ভাবাবেগ, কল্পনা ও অনুভূতির প্রায় কাছাকাছি বলে প্রতিয়মান হয়। এতে কোন অভিনবত্ব কিংবা মৌলিকত্ব নেই। তার কারণ একজন মুওয়াশ্শাহ্া রচয়িতা মুওয়াশ্শাহ্া রচনার পূর্বে হয়তো কবি ছিলেন। নতুবা তারা দু'জন একই সরোবরে অবগাহন ক্রমে স্থান ও কালের অভেদে একই ভাবাবেগে আবর্তিত হয়েছেন। [২]

মুওয়াশ্শাহ্া কাব্যধারায় একজন সুন্দরী রমনীর ফুটফুটে চাদ্নি মুখ এবং দৈহিক গড়ন প্রতিমার যে চিত্র পাওয়া যায়, অনুরূপ ভাবে সনাতনধর্মী কাব্য ধারায়ও এর হুবহু চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রাচীনধর্মী কবিদের ন্যায় একজন মুওয়াশ্শাহ্া কবিও নারীদেরকে পূর্ণিমার চাঁদ, সূর্য্য, প্রভাত ইত্যাদির সাথে তুলনা করেছেন এবং তাদের দৈহিক ছিমছাম গড়ন, অঙ্গশ্রী, গোলাপ-কপোল, তীক্ষ্ণ চাহনীর সম্মোহন প্রভৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। আমরা কবি ইবন্ শারাফ এর মুওয়াশশাহ্া'য় এ ধরণের কিছু চিত্রের সন্ধান পাই। যেমন তিনি বলেনঃ[৩]

من أطلع البدرا ✧✧ على جبينك

وأودع السحرا ✧✧ بين جفونك

وروع السمرا ✧✧ بفرط لينك

يا لك من قد ✧✧ مهما تأود

أهدى إلى الزهر ✧✧ خدا مورد

"কে সে? তোমার ললাটের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত করেছে।"

---

১ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ্াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ২২

২ প্রাগুক্ত।

৩ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ. ২,পৃ.২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

''তোমার আখি তারায় যাদুর সম্মোহন গচ্ছিত রেখেছে''।

''রাত-জাগা গাল-গল্পকে তোমার কোমলতার আতিশয্যে অনুপ্রাণিত করেছে।''

''ওহে ব্যক্তি ! যিনি তোমাকে যখন- যেমন ভাগ্যোদ্যম করেছেন।''

''আর পুষ্পকলিকে এক গোলাপী গন্ড উপহার দিয়েছেন।''

অনুরূপ ভাবে কবি ইব্ন যু·হর তাঁর এক প্রণয়মুলক মুওয়াশ্শাহ·া'য় প্রাচীন কবিদের কাছ থেকে ধারকরা কতিপয় সনাতনধর্মী নারী চিত্রে চমৎকার ভাবে সূরারোপ করেছেন। প্রেয়সী সদা তার কাছে আধার ফুঁড়ে আলোচ্ছটা বিকিরণী পূর্ণিমার চাঁদ সদৃশ। কবি তার কোমল-মসৃণ দেহাবয়বকে তুলতুলে মানবাঙ্গের সাথে এবং গন্ডদ্বয়কে ফুটন্ত গোলাপ পুষ্পের সাথে উপমা দিয়ে বলেনঃ[১]

من لى به بدرا تجلى فى الظلام

علقت من وجناته بدر التمام

وعلقت من أعطافه لدن القوام

كالقضيب الناعم لم يستطع حمل الوشاح

''আমার জন্য তার সাথে পূর্ণিমার চাঁদ এমন আর কে আছে? যিনি অন্ধকার চিড়ে আলো উদ্ভাসিত করবেন।''

''যার কোমল গন্ডে কিরণবিকাশী চন্দ্র ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে।''

''আর তার অঙ্গে স্নিগ্ধ মসৃন কাঠামো-দন্ড জড়িয়ে রয়েছে''

''সে যেন কর্তিত এমন এক নরম ডালি, যা মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকার বহন করতে সক্ষম হয়নি''

এমনি ভাবে কবি ইব্ন সাহ্লও তাঁর মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যে নারী-সৌন্দর্যকে প্রচলিত ভাবাবেগ ও কল্পনা সিঞ্চনে চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি নারীকে চঞ্চলা হরিণীর সাথে উপমা দিয়ে স্বীয় প্রাণ ও হৃদয়কে এক উর্বর উদ্যান ও চারণ ক্ষেত্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। তিনি নারীকে মিষ্টি তামাটে অধর, পটলচেরা চোখ, দুধে আলতো মিশানো রক্তিম কপোল, তন্দ্রাচ্ছন্ন পলক, ভারী নিতম্ব, ডেইজি ফুলের ন্যায় স্বচ্ছ-সুবিন্যাস্ত দন্তরাজি, সুপেয় সূরার ন্যায় মুখ-নিসৃত মধুর লালা ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত কাব্যিক বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। যেমন কবি বলেনঃ[২]

"النصح للاحى مباح ✧✧ أما قبوله فلا

علقتها وجه صباح ✧✧ ريق طلا عينى طلا

ياظبى خذ قلبى وطن ✧✧ فأنت فى الانس غريب

وارتع فدمعى سلسل ✧✧ ومهجتى مرعى خصيب

* * * * *

بين اللمى والخور ✧✧ منها الحياة والأجل

سقت مياه الخفر ✧✧ فى خدها ورد الخجل

---

১ ইবন আবী উস·ায়বি'আহ, 'উয়ুন আল-আনবা ফী-ত·াবাক·াত আল-আতি·ব্বা' (ক·ায়রো, ১৮৮২ খৃ.), খ ২, পৃ.৭২

২ দীওয়ান ইবন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

غرسته بالنظر ✧✧ وأجتنيه بالأمل

فى لحظه الساجى وسن ✧✧ أسهر أجفان الكئيب

والردف فيه ثقل ✧✧ خف له عقل اللبيب

''ভর্ৎসনাকারীর প্রতি উপদেশ খায়রাত অনুমোদন যোগ্য। তবে তার গ্রহণ করাটা অনুমোদিত নয়।''

''তার উজ্জ্বল প্রভাতী চেহারায় মুখের সুস্বাদু লালা আর কাজল মাখা আখি যুগল জড়িয়ে রয়েছে।''

''হে মৃগ! ধরো মোর অন্তর- বাজাও ঘন্টা। তুমি মানুষের মধ্যে অদ্ভুত।''

''তুমি সুখে থাকো, আমার অশ্রু ঝরে ফোটায় ফোটায় আর আমার অন্তর এক উর্বর চারণ ক্ষেত্র।''

''তার তামাটে অধর আর পটল-চেরা নয়ন মাঝে নীহিত রয়েছে (আমার) জীবন ও মৃত্যু।''

''সে লাজুকতার আকণ্ঠ পান করেছে। তার গন্ডে রয়েছে আড়ষ্টতার এক গোলাপ পুষ্প ।''

''দৃষ্টির চাষাবাদে তা বপন করেছে আর তার ফসল তুলেছে আশার ঝুড়িতে।''

''তার প্রশস্ত চাহনীতে ছড়িয়ে রয়েছে এমন তন্দ্রাবেশ, যা অবসাদগ্রস্ত চোখের পাতাগুলোকে বিনিদ্র অবস্থায় রজনী কাটিয়েছে।''

''আর নিতম্ব- তা তো এমন মোটা, যার প্রতি প্রাজ্ঞ লোকের বুদ্ধি-বিবেকও দুর্বল হয়ে পড়েছে।''

এভাবে মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ বনেদী কবিদের সাথে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছেন। তারা নারীদেরকে সুরক্ষিত দূর্গের ন্যায় দুর্ভেদ্য, রক্ষণশীলা ও অভিমানী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু প্রেমিক তার অভিমান ভাঙ্গাতে কখনো পরিশ্রান্ত হয় না কিংবা সন্তুষ্টির পোশাকে তাকে সজ্জিত করতে কখনো কুণ্ঠিত হয় না। অধিকাংশ মুওয়াশ্শাহ'া গীতিমালায় এ জাতীয় চিত্রের ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন কবি ইব্ন যু'হর বলেনঃ[১]

أهيم بمن يطغيه ✧✧ على الجمال

أداريه أستر ضيه ✧✧ فيأبى الدلال

لقد عذلونى فيه ✧✧ وقالوا وقالوا

على حين قد ألهانى ✧✧ عن قال وقيل

ليل الصد والهجران ✧✧ ويوم الرحيل

''সুন্দর রূপের গর্বে যে উৎপীড়ন করে, আমি তার প্রেমে কাতর।''

''আমি তাকে সন্তুষ্ট করতে বারংবার অনুপ্রাণিত হয়েছি। কিন্তু সে অভিমান ভরে তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়।''

''আমাকে তারা এ ব্যাপারে অপবাদ দিয়ে সময়ে সময়ে বললো ''

''আমাকে ভূলিয়ে দিয়েছে সকল কথা''

''বঞ্চনা ও বিরহ-রজনী আর বিচ্ছেদ দিবস।''

অনুরূপ ভাবে কবি ইব্ন মালিক তাঁর সহচরীর সৌন্দর্য-পেলবতায় অতি চিত্তাকর্ষক মুওয়াশ্শাহ'া ধরণের সঙ্গীত পারিবেশন করেছেন। তবে তিনি তাকে কৃপণ অভিসারিণী এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অঙ্গিকার পূরণের টালবাহনায় পটিয়সী মহিলা বলে অপবাদ দিতেও কোন সংকোচ বোধ করেননি। যেমন কবি বলেনঃ[২]

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু'লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ'য়ফ (ক'য়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ১, পৃ.২৭৪

২ আল-সাফদী, জায়শ আল-তাওশীহ', সম্পা. নাজী ওয়া মাদু'র (তিউনিস, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

اعزل ✧✧ يثير غرامى

أكحل ✧✧ رخيم الكلام

يبخل ✧✧ حتى بالو صال

مستزيد ✧✧ من مطل المو اعيد

وعهود ✧✧ منها الخلف معهود

"তুমি কেটে পড়ো। আমার ভালবাসা আকুল হবে।

কথার বিনয় মাল্যকে কাজল মাখিয়ে রঞ্জিত করো।

সে কৃপণতা প্রকাশ করে- এমনকি মিলনেও।

অঙ্গিকার পূরণের টালবাহানায় সে এক বিলম্বিতা।

আর প্রতিজ্ঞাগুলো- এর ভাঙ্গন অবধারিত।"

কবি ইব্‌ন আল-মারিনীও স্পেনীয় কাব্য জগতে মুওয়াশ্‌শাহ্‌া গীতিকার হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কবি তাঁর জনৈকা প্রণয়িনীর সান্নিধ্য লাভে আশার হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি স্বীয় মুওয়াশ্‌শাহ্‌া কাব্যে এর চমৎকার বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এবং তাতে রূপক অর্থ ব্যবহার করে কাব্যকে অতি হৃদয় গ্রাহী করে তুলেছেন। তিনি প্রণয়িনীর আড়-চোখে তাকানোকে এমন এক নিক্ষিপ্ত তীরের সাথে তুলনা করেছেন, যা প্রেমাচ্ছন্ন ব্যক্তিবর্গের বুক বিদ্ধ হয়ে তাদের হৃদয় অন্ত্রগুলো ফুটো করে দেয়। ফলে তারা মারাত্মক আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে মৃত লাশে পরিণত হন। যেমন তিনি বলেনঃ[১]

هيهات أين الأمل ✧✧ من غادة رود

تزهو بورد الخجل ✧✧ وقد أملود

أصمت بسهم المقل ✧✧ فؤاد معمود

فكم لها من قتيل ✧✧ بسحر أجفان

ومثخن من جر اح ✧✧ رهين أحزان

"আহা! কোথায় গেল ছলনাময়ী তরুণীর আশা।"

" সে তো লাজুক গোলাপ বেশে অপরূপা- কোমলাঙ্গিনী।"

"নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে দীক্ষিত অন্তরকে বধির বানিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"চোখের পাতার যাদু মন্ত্রে কত যে তার রয়েছে নিহত ব্যক্তি।"

"আর কত যে আঘাতে দুর্বল, নিরস্ত্র ও বিষন্নতার প্রতিভূ।"

আমরা আরো বহু প্রণয়মূলক মুওয়াশশাহ্‌া'য় অনুরূপ চিত্রের সন্ধান পাই। তাছাড়া মুওয়াশ্‌শাহ্‌া গীতিতে প্রেম ও প্রণয় আরো একটি ভিন্ন ফ্যাশনে পরিলক্ষিত হয়। সেখানে প্রেম ও ভালবাসা প্রেমিকের সামনে মরণ-ছলে আবির্ভূত হয়, আর প্রেয়সী সদা কঠিন, নির্দয় ও অভিমানী হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করে। এসব কাব্যমালার খারজাহ নামক সমাপনি পক্তিতে কবি সনাতনধর্মী 'আরবী কাব্যের রীতিনীতি লংঘন করে এক ভিন্ন রচনাশৈলী

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দায়ফ (কায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ২, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগে তা গ্রথিত করেন। এ সকল কাব্য-সঙ্গীতে আমরা আরো প্রত্যক্ষ করি যে, নারী ও যুবতিগণ তরুণ-যুবকদের কাছে অহরহ প্রেম নিবেদন করতঃ স্বীয় অনুরাগের স্বচ্ছ সরোবরে সাধ মিটিয়ে অবগাহন করতে তাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে। এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ:া'য় প্রণয়িনী প্রেমিকের কাছে প্রেম-দাত্রীর বদলে হয় প্রেমভিখারিনী। পক্ষান্তরে বনেদী কাব্যে এর ঠিক বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সেখানে কবিগণ পুরুষকে সর্বদা ভালবাসার প্রস্তাবক হিসেবে প্রতিয়মান করেছেন। তবে উমায়্যাহ কবি 'উমার ইবন আবী রাবী'আহ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর কাব্যে নিজেকে প্রণয়-ভাজন এবং প্রেয়সীকে প্রণয়াকাংখিনী রূপে চিত্রিত করেছেন। এতে সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁর কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে একে 'আরবী কাব্যের রীতিনীতি বিরুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ইবন রাশীক· এদিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ[১]

"قال بعضهم– العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت وعادة العجم أن يجعلوا المرأة هي الطالبة والراغبة والمخاطبة وهذادليل كرم النحيزة فى العرب وغيرتها على الحرم"

''জনৈক ব্যক্তি বলেছেন- 'আরবদের প্রথা হলো, কবি হবেন একজন কাঁতর প্রেম-নিবেদক। আর অনারবদের নিয়ম হলো, কবিতায় নারী হবে প্রেম-প্রার্থিনী, প্রণয়াভিলাষিণী এবং আবেদক। আর এটা 'আরবদের আভিজাত্য, কৌলিন্য, পৌরুষত্ব ও আত্ম-মর্যাদাবোধেরই প্রমাণ বহন করে।''

উপরোক্ত বিষয় হতে আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে মোড় নিলে আমরা দেখতে পাই, একপাল গায়িকা ও কুমারী তরুণী মুওয়াশ্শাহ:া কাব্যে প্রণয়ের এক বিশাল অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। এ জাতীয় প্রণয়গীতির এতবেশী বিকাশ ও সমৃদ্ধি সমকালীন স্পেনে নাচ-নৃত্যের উদ্দম মেলাঙ্গনের কাছে বহুলাংশে ঋণী ছিল— এতে কোন সন্দেহ নেই। উল্লেখিত গায়িকাদের কতিপয় নামাবলী মুওয়াশ্শাহ:া কবিতার প্রণয়মূলক শিল্প-কলায় বেশ জোরে-সূরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ওরা ছিলেন স্পেনীয় কাব্যের মূল আকর্ষণ। যেমন হাস্সানাহ নাম্নী এক রূপসী গায়িকার প্রেমে সমকালীন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবূ হ:াফস· 'উমার ইবন 'আব্দ আল্লাহ আল-সুলামী হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এ সম্পর্কে ইবন সা'ঈদ বলেনঃ, তাঁকে (হাস্সানাহ) কেন্দ্র করে আবূ হ:াফস·ের অতি প্রসিদ্ধ বেশ কিছু মুওয়াশ্শাহ:া রয়েছে, যা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সুমধুর সূরে পরিবেশিত হয়। তাঁর এমনি এক মুওয়াশশাহ:া'র সূচনা পংক্তি ছিল নিম্নরূপঃ[২]

حسانة رخيمة ✧✧ عانقت منها البانه

والنقى الرجراج ✧✧ واشوقى لحسانة

''কোকিল কণ্ঠী হাস্সানাহ বাহু ডোরে আলিঙ্গন করলো। আর তার রয়েছে নিখাঁদ শুভ্রতা ও নির্মল শিহরণ। আহা! হাস্সানার প্রতি আমার কতই না প্রণয়াসক্তি রয়েছে।''

এমনিভাবে কবি ইবন যু·হরও সিমাক নাম্নী অপর এক গায়িকাকে নিয়ে প্রণয়মূলক মুওয়াশ্শাহ:া গীতি রচনা করে বলেনঃ[৩]

ياسماك حسبك أو حسبى

قدقضيت فى حبكم نحبى

---

১ ইবন রাশীক·, আল-'উমদাহ ফী মাহ·াসিন আল-শি'র ওয়া আদাবিহ, সম্পা. মুহ·াম্মাদ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·ামীদ (ক·ায়রো, ১৯৩৯ খৃ.), খ ২, পৃ.১১৮

২ ইবন সা'ঈদ আল-ঘুসূ·ন আল-ইয়ানি'আহ ফী মাহ·াসিন শু'আরা আল-মিয়াহ আল-সাবি'আহ, সম্পা. ইবয়ারী (ক·ায়রো ঃ ১৯৪৫ খৃ.), পৃ. ৯৩

৩ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো ঃ ১৯৫৭ খৃ.),খ ১, পৃ.২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

واحتسبت نفسى فى الحب
إنها نفسى لذا الحب أماره
وبالسوء أماره

"হে সিমাক! তুমি ও আমি যথোচিত। তোমার প্রেমে আমার জীবন-প্রহর কাটিয়ে দিয়েছি। আর প্রণয়ের ব্যাপারে আমি আত্ম-সমালোচনা করেছি। এ হৃদয়টা তো কেবল প্রণয়ের প্রতীক, আবার শোকেরও চিহ্ন।"

আমরা প্রাচীন বনেদী কবিতার ন্যায় স্পেনদেশীয় মুওয়াশ্শাহ·া গীতিতেও ইন্দ্রিয়জ প্রণয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। যেমন কবি ইব্ন হারওয়াদিস তাঁর কাব্যে প্রেয়সীর একান্ত সান্নিধ্যে রাত্রি যাপন, অভিসার ও মিলনের অপূর্ব স্বাদ ইত্যাদি উপভোগ্য বিষয়াবলী সুনিপুণ কলা-কৌশল প্রয়োগে গ্রথিত করেছেন। কবি বলেনঃ[১]

كم بت فى ليلة التمنى
لاأعرف الهجر والتجنى
ألثم ثغر المنى وأجنى
من فوق رمانتى نهود زهر الخدود

"আমি বহু আকাংখিত রজনী কাটিয়েছি। কিন্তু অভিযোগ ও বিরহের কোন পরিচয় পাইনি।"

"অভিলাষী দন্তে কত চুম্বন করি, আর আমার ডালিম থেকে গন্ডপুষ্পের উপহার পেড়ে নেই।"

অনুরূপভাবে মুওয়াশ্শাহ·া কবিতায় নির্মল পূত-পবিত্র প্রেমের ধ্বনিও সমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ জাতীয় কবিতায় কবিগণ একদিকে চারিত্রিক পবিত্রতা ও রক্ষণশীল মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, অপরদিকে প্রেমের পীড়া ও যাতনার করুণ অভিব্যক্তিও চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা কবি 'উরওয়াহ ইব্ন হি·য·াম, জামীল ইব্ন মা'মার প্রমূখ তরুণী-আসক্ত কবিদেরকে প্রেমের প্রতীক ও মডেল হিসেবে প্রতিস্থাপিত করে কাব্যে তাদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেমন কবি ইব্ন শারাফ তার এক মুওয়াশ্শাহ·া'য় বলেনঃ[২]

أن أكن ✧✧ مت بالحب عنوه
فالشجن ✧✧ قدقضى منه عروه
وهو من ✧✧ لى فيه أسوه
وجميل ✧✧ قد مات كما قيل الردى ✧✧ به والحب قد أودى

"আমি যদি প্রেমের পীড়নে মরে যাই, তবে তো 'উরওয়াহর উপর দিয়ে মর্মস্পর্শী ব্যথা (ইতিপূর্বে) বয়ে গেছে। প্রেমের পান্থ পথে সে তো আমার জন্য আদর্শ প্রতিরূপ।"

"জামীলও তো মৃত্যুবরণ করেছে। তার সম্পর্কে যেমন বলা হয়, সে পানসে ছিল। প্রেম তাকে বিনাশ করেছে।"

উপরোক্ত জামীল ও 'উরওয়াহর উপর কবি ইব্ন আল-ফারাসও ছিলেন সম-ব্যথী। তিনি উভয়ের ব্যাপারে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। আবার প্রেমিকদেরকেও তিনি সতর্ক হয়ে নিজেদের মান-মর্যাদা রক্ষা করে চলতে উপদেশ দিয়েছেন এবং প্রণয় নির্ভরশীল না হয়ে তাদেরকে এর বিকল্প হিসেবে চারিত্রিক পবিত্রতা অবলম্বন করার তাগিদ দিয়েছেন। যেমন কবি বলেনঃ[৩]

---

১ প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ.২১৫

২ আল-স·াফদী, জায়শ আল-তাওশীহ·, সম্পা. নাজী ওয়া মাদু·র (তিউনিস, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ.১০৫

৩ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ২, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

أما هواكم ففى قلبى مصون
ليست مرجمة فيه الظنون
إن لم أصنه أنا فمن يكون
نزهت فيه مقامى عن خوض أهل الملال
أين منى جميل وعروة بن حزام

"তোমার ভালবাসা তো আমার অন্তরে নিরাপদ ও সংরক্ষিত রয়েছে। তাতে কোন চিন্তা-ভাবনা ও সন্দেহের অবকাশ নেই।"

"আমি যদি তা রক্ষণাবেক্ষণ না-ই করি, তবে করবে কে? "

"এ বিষয়ে আমার পদ-মর্যাদা ব্যথিত জনের অপলাপ হতে পবিত্র রেখেছি।"

"জামীল ও 'উরওয়াহ ইব্ন হি·য·াম এর সাধ ও কল্পনা গেল কোথায়?"

অনুরূপভাবে আমরা ইব্ন আল-ফারাস এর মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যে নিষ্কাম ও ব্যর্থ প্রেমের কতিপয় গুণ-বৈশিষ্ট্যেরও সাক্ষাত পাই। যেমন এ ক্ষেত্রে প্রিয়পাত্র হয় দুর্লভ ও মিলনে কৃপণ। আর যে প্রেমাকাংখী, সে হয় প্রেমানলে দগ্ধিভূত। এতদসত্ত্বেও প্রেমভাজন ব্যক্তি তার ভালবাসার রজ্জু ছিন্ন করতে চায়। কিন্তু প্রেম-কামী ব্যক্তি তার অপচ্ছায়ার প্রতি কেবল ক্ষণিকের দর্শন ও দৃষ্টি বুলিয়ে ভালবাসার তৃষ্ণা নিবারণ করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায়। এ জাতীয় ভাবার্থ উগরিয়ে কবি ইব্ন আল-ফারাস তাঁর এক কাব্যে বলেনঃ[১]

يا من أغالبه والشوق أغلب
وأرتجى وصله والنجم أقرب
سددت باب الرضا عن كل مطلب
زرنى ولو فى المنام وجد ولو بالسلام
فأقل القليل يبقى ذما المستهام

"ওহে আমার প্রতিযোগী! প্রেম তো বিজয়ী।"

"আর আমি তার সান্নিধ্য কামনায় অধীর। অথচ তারকারা আরো নিকটতর।"

"সকল অভিযাচনা হতে আমি সন্তুষ্টির দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছি।"

"তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করো, যদিও তা হয় স্বপ্নে। আর আমাকে ভালবাসো, হোক না তা সালাম জানিয়ে।"

"তা তো নিদান বাড়িয়ে দিয়েছে। আর প্রেমেন্মোত্ত ব্যক্তি রেখে গেছে কেবল এক নিন্দা ও তিরস্কার।"

আমরা এ জাতীয় অধিকাংশ মুওয়াশ্শাহ·া'য় নারীদের প্রতি এক ধরণের সমীহ, সম্মান ও পবিত্রতার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। কোন কোন গবেষকদের ধারণা এ জাতীয় প্রণয়ী ভাবধারা পরবর্তী কালে ট্রুবাডুরী কবিদেরকেও বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে।[২]

মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ এ ধরণের গীতিমালায় কবি শারীফ আল-রাদী· ও মিহয়ারের রচনাশৈলী অনুসরণ ক্রমে প্রেয়সীর বাড়ীঘর, বাস্তভিটার ধ্বংসাবশেষ, হি·জায· প্রদেশীয় লোকালয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ, যাযাবর ও

---

১ প্রাগুক্ত।

২ মুজাল্লাহ আল-মা'হাদ আল-মিস·রী, মাদ্রিদ, সংখ্যা-১৪, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

বেদুঈন জীবন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। যেমন কবি ইবন আল-ফাদ.ল তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহ.া'য় বলেনঃ[১]

عرج بالحمى واسأل بالكثيب

عنهم أينما

* * * **

هذى الأربع

منهم بلقع

أين الأدمع

ضرجها دما وقم بالنحيب

نقم مأتما

"হি.মা নগরীতে একটু দাঁড়িয়ে- তারা যেথায় থাকুক তাদের সম্পর্কে তথাকার বালিয়াড়ীকে একটু জিজ্ঞেস করো। ওরা ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরপুর। এখন তারা বিধ্বস্ত। কোথায় চোখের জল? একে রক্তে রঞ্জিত করো। সম্ভ্রান্ত ও কৌলিন ব্যক্তির জন্য তুমি একটু দাঁড়াও। আমিও দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করি।"

অনুরূপভাবে কবি ইবন মালিক তাঁর রচিত এক প্রণয়মূলক মুওয়াশ্শাহ.া'য় বন্ধু-বান্ধবদের প্রস্থান প্রসঙ্গ আলোচনা করতঃ তাদের বিদায় মূহূর্ত চিত্রায়নে বেশ অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি নিজেকে প্রেমাঘাতে জর্জরিত এমন ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন, যিনি শত চেষ্টার পরও তার অন্তরের ছাইচাপা প্রেমাগ্নি গোপণ রাখতে পারেননি। যেমন কবি বলেছেনঃ[২]

لله قلبى ✧✧ يفنى بحر اشتياقى والهوى ينمى

وكل عتب ✧✧ أراه فيما ألاقى غاية الظلم

كتمت حبى ✧✧ لكن يوم الفراق خانني كتمي

أذاع سرى ✧✧ مذآذنوا بالرواح دمعى الهتان

واهتاج حزنى ✧✧ فلم تشك اللواحى أننى غيلان

"আমার অন্তর আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হোক। আমার প্রেমের সাগর শুকিয়ে যায়, অথচ প্রেম বর্দ্ধিত হয়।"

"আমার উপর আপতিত প্রতিটি অনভিপ্রেত সংকটকে আমি চূড়ান্ত আধার হিসেবে গণ্য করি।"

"ভালবাসাকে সদা লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু বিরহ-দিবসে আমার গোপণীয়তা আমাকে প্রতারিত করেছে।"

"তারা যখন বিদায়ের ঘন্টা বাজিয়েছে, ঠিক তখন আমার গোপণ ভেদ প্রকাশ পেয়েছে। চোখাশ্রুও অঝোর ধারায় বেরিয়ে পড়েছে।"

"আর আমার দুর্ভাবনা হয়েছে ঘনিভূত। আমার নিন্দুকেরা আমি প্রবঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করেনি।"

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু.লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ.য়ফ (ক.ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.),খ ২, পৃ. ২৯০

২ আল-স.াফদী, জায়শ আল-তাওশীহ., সম্পা. নাজী ওয়া মাদু.র (তিউনিস, ১৯৬৭ খৃ.). পৃ.৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন স্পেনীয় গায়ক-গায়িকা ও কাব্যমোদীদের পরিসরে অনুরাগের ঢল ছিল লক্ষণীয়। তাদের নিকট প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিদায়কালীন করুণ মূহুর্তের মূল্যায়ন ছিল সর্বাধিক। আর সম্ভবতঃ এজন্য স্পেনীয় কবিগণ তাদের প্রণয়মূলক মুওয়াশ্শাহ'া গীতিতে বিদায় মূহুর্তের চিত্রাংকনে গুরুত্ব দিয়েছেন অত্যধিক। তাদের কাব্যে ব্যথা-বেদনার করুণ সূর ধ্বনিত হলে শ্রুতাদের হৃদয় কোণে এক অব্যক্ত ও অস্ফুট স্মৃতি এসে ভিড় জমাতো। এ সময় তাদের প্রিয় মূহুর্ত ও স্থানগুলো স্মরণ হয়ে তাদের ভাবাবেগকে উস্কিয়ে দিতে এবং হৃদয়ের পরিমন্ডলে তা গভীর ভাবে আন্দোলিত হতো। যেমন কবি ইবন যু·হর তাঁর রচিত এক মুওয়াশশাহ'া'য় বিদায় মূহুর্তকে এক স্বতন্ত্র বৈচিত্রে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে বলেনঃ[১]

هل لقلبى قرار

والأحبه ساروا رواحا

* * *

يا فؤادى عزاء

كان ما الله شاء

هل تر دالقضاء

فلتوال الدعاء

أن ير د القطار

فيعود المزار سراحا

"আমার অন্তরে কি কোন শান্তি আছে? বন্ধু-বান্ধবেরা তো বিদায় নিয়ে চলে গেছে।"

"ওহে আমার উদাসী হৃদয়! আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়েছে তা। অদৃষ্টকে কি তুমি ফিরাতে পার?"

"প্রার্থনা ক্রমাগত চালিয়ে যাও, যেন বিদায়ী মুসাফির দল ফিরে আসে। এতে সিদ্ধান্তের পরিবর্তনে হয়তো মেলাঙ্গন পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে।"

কবি ইবন যু·হর প্রণয়মূলক মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-গীতিকার ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যে নিঃসরিত-প্রেম আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ছিল টই-টুম্বুর। তিনি নিজেকে 'প্রেমে প্রাণোৎসর্গ শাহীদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মুওয়াশ্শাহ'া গীতি অপূর্ব শব্দ-বিন্যাস, সুক্ষ্ম ও সাবালিল রচনাশৈলীর রূপ-বৈচিত্রে বিশেষ ভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে আছে। প্রেম ও তাঁর উদ্দীপ্ত ভাবের সঠিক চিত্রায়নে তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে। যেমন কবি বলেনঃ[২]

فدع الدمع السفوح سدى ✧✧ وضرام الشوق تتقد

"অযথা অশ্রু প্রবাহিত করা থেকে বিরত হয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্জলিত করো।"

পুরুষের প্রতি প্রণয়াবেদনমূলক মুওয়াশ্শাহ'া ঃ

কিশোর ও তরুণদের প্রতি প্রেমাকুতি স্পেনীয় মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে চমৎকার অবয়বে প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন স্পেনে নবীন ও তরুণ সাকীদেরকে কেন্দ্র করে শুড়িখানা, মদের আসর ও ক্রীড়া-কৌতুক

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

২ ইবন আবী উসা'য়বি'আহ, 'উয়ুন আল-আনবা ফী ত'াবাকা'ত আল-আতি·ববা' (ক'ায়রো, ১৮৮২ খৃ.), খ ২, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব আসর ও মেলাঙ্গন সাহিত্য সেবীদের অবাধ ও মুক্ত পদচারণায় ছিল মুখরিত। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন কবি। আমাদের কাছে এদের সুন্দর প্রীতি ও রুচিবোধে অনেকটা বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তারা নারী-লাবণ্যের চেয়ে কিশোরদের রূপ-সৌন্দর্যে ছিলেন অধিক মাত্রায় বিমোহিত ও অনুরক্ত। ফলে স্পেনীয় প্রণয়মূলক মুওয়াশ্শাহ্‌া কাব্যে কিশোর-প্রীতির প্রাবল্য প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। মুওয়াশ্শাহ্‌া কবিগণ একদিকে যেমন মদের প্রশংসায় রচিত কাব্যে তরুণ সাকীদের বিচিত্র বর্ণনা সন্নিবেশিত করেছেন, তদ্রুপ এদের সাথে কবিদের মাখামাখি, প্রেমোম্মত্ততা ও প্রণয়াসক্তির মনোরম রূপ-চিত্রের সার্বিক প্রতিফলন ঘটিয়ে স্বতন্ত্র মুওয়াশ্শাহ্‌া গীতিও রচনা করেছেন। এ জাতীয় কাব্যে কবিগণ উঠতি বয়েসের বালকদের মোহনী রূপ-মাধুর্যকে গভীর প্রেমানুভূতির আর্দ্রতায় সিক্ত করতে সনাতনধর্মী 'আরব প্রণয়-কবিদের হুবহু অনুকরণ করেছেন। তাদের কবিতায় নারী-প্রেম নর-প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। এ জাতীয় কাব্যে তরুণদের ছিমছাম গড়ন, চিকন কমর, মায়াবী চাহনী, ইষৎ রক্তিম লালা, সুমিষ্ট সূর ইত্যাদির প্রতি কবি-হৃদয়ে ভালবাসার উচ্চনাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মুওয়াশ্শাহ্‌া কবিগণ তাদেরকে কখনো নারী, কখনো মৃগ-শাবক, আবার কখনো হরিণীর সাথে তুলনা করেছেন।[১]

স্পেনের প্রখ্যাত কবি ইব্‌ন যুহ্‌র তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহ্‌া গীতিতে 'আলী' নামক জনৈক কিশোরের কতিপয় অনুপম বৈশিষ্ট্যকে নারী-বৈশিষ্ট্যের সাথে সমন্বয় সাধন করে তার রূপ-সৌন্দর্যকে হাযরাত ইউসুফ (আ.) এর রূপের সাথে তুলনা করেছেন। কবি তার প্রতি প্রেমাবেদনে তার গাঢ় কৃষ্ণকেশ, চাদ মুখ, সুঠাম দেহাকৃতি, মার্জিত পোষাক, স্নিগ্ধ-হাসি ইত্যাদি বিষয় চমৎকার ভাবে চিত্রিত করেছেন। এর সাথে কিছু পৌরুষদীপ্ত গুণাগুণ যেমন যুদ্ধপটু, দুঃসাহসী, উদার চিত্তাধিকারী প্রভৃতি বিষয় যুক্ত করে স্বীয় কাব্যকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। যেমন কবি বলেনঃ[২]

يوسفى الحسن ✧✧ عذب المبتسم
قمرى الوجه ✧✧ ليلى اللمم
عنترى البأس ✧✧ علوى الهمم

"তার রয়েছে ইউসুফী সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ-হাসি, চাদ মুখ আর রজনী-কৃষ্ণ দীর্ঘ কেশরাজি। সে যুদ্ধে 'আনতারা তুল্য ও দুঃসাহসী।"

মুওয়াশ্শাহ্‌া কবিগণ তাদের প্রণয়গীতিতে তরুণদের শ্মশ্রুর বর্ণনায় বেশ বৈচিত্র প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এ জাতীয় কাব্যে তারা যে সব উপমা-উৎপ্রেক্ষার অবতারণা করেছেন, তা প্রাচীন সনাতনধর্মী কবিদের কবিতায়ও সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন কবি ইব্‌ন হারীক তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহ্‌া'য় গন্ডের দু'পাশে গজিয়ে উঠা দাড়িকে পুষ্পকুঞ্জের প্রতিরক্ষা বেষ্টনী এবং পৃষ্ঠার উপর অংকিত 'লাম' বর্ণের সাথে তুলনা করে বলেনঃ[৩]

سل حارسى روضة الجمال ✧✧ وصولجى ذلك العذار
من توج الغصن بالهلال ✧✧ وأنبت الورد فى البهار
أى أقاح وجلنار ✧✧ حاما على منهل الرباب

---

১ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশ্শাহাত ওয়া আল-আযজাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৩৬

২ ইয়াকূত, মু'জাম আল-উদাবা (কায়রো, ১৯৩৬-৩৭ খৃ.), পৃ. ২১৮-২১।

৩ ইব্‌ন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হুলা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দায়ফ (কায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ২, পৃ. ২৩৯ ও তৎপরবর্তী।

Dhaka University Institutional Repository

وأى صلين من عذار ✧✧ دبا كلامين فى كتاب

وأى ماء وأى نار ✧✧ ضمتهما نعمة الشباب

فقل حيا مورد زلال ✧✧ يحرسه الثغر بالشفار

''রূপ-কুঞ্জের দুই পাহারাদার আর এ শ্মশ্রুশোভিত রাজটিকাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করো।''

''বৃক্ষশাখায় নব-চন্দ্রের মুকুট কে পরিয়েছে? এবং বসন্তের আগমনে গোলাপ পুষ্প কে ফুটিয়েছে?''

''কোন ডেইজী ফুল ও ডালিম পুষ্প উদভ্রান্ত হয়ে বাদ্যের তালে আবর্তিত হয়েছে?''

''শ্মশ্রুমন্ডিত কোন অস্থিদ্বয় গ্রন্থের মধ্যে দু'টো 'লাম' বর্ণ অংকনের ন্যায় প্রতিফলিত হয়েছে?''

''এটা কেমন পানি আর আগুন? যৌবনের শোভা যাদেরকে সম্মিলিত করেছে।''

''তুমি সুপেয় জলঘাটকে অভিবাদন জানাও, যাকে দন্তরাজির তীক্ষ্ণতা পাহারা দেয়।''

আমরা এখানে কবির বর্ণনায় এক প্রাকৃতিক চিত্র ও শব্দ-চয়নের সুক্ষ্মতা পর্যবেক্ষণ করি। কবি তরুণ বালকটিকে পত্র-পল্লব ও ফলে-ফুলে সুশোভিত এমন এক নিকুঞ্জের সাথে তুলনা করেছেন, যার প্রতিটি বস্তুর সাথে তার অঙ্গশ্রীর রয়েছে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যতা। তার দৈহিক কাঠামো ডালির ন্যায়, গন্ডদ্বয় গোলাপের ন্যায়, দন্তরাজি ডেইজী ফুলের ন্যায় আর তার কপোল যুগল দু'জন পাহারাদারের ন্যায় কানন-আঙ্গিনায় অবস্থান করছে।

অপর দিকে কবি উক্ত কাব্যে প্রচুর রূপ-চিত্র ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমাবেশও ঘটিয়েছেন। তাঁর কল্পনায় তরুণ বালকটি সুপেয় মুদিরা তুল্য। তার মুখ-নিসৃত লালা স্বচ্ছ শীতল ও বিশুদ্ধ আকণ্ঠের এক দুষ্প্রাপ্য ঝর্ণাধারা। কবি তার দন্তরাজিকে এমন এক তীক্ষ্ণ ধারালো ফলক হিসেবে প্রতীয়মান করেছেন, যা প্রেমিক প্রবরদেরকে তার উপর ঝাপিয়ে পড়া কিংবা কাছে ঘেষা থেকে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে।[১]

মুওয়াশ্শাহ্'া কবিগণ এ জাতীয় প্রণয় কাব্যে কেবল কিশোর তরুণদের রূপলাবন্য ও চোখ-ধাঁধানো পেলবতা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাদের প্রতি কিশোর-কচি মনে প্রবল অনুরাগ, চরম উচাটন হাবভাব এবং সাত্যিকার প্রেমে তরুণদের মধ্যে লায়লী-মজনুর উস্কোখুস্কো চেহারার এক বাস্তব চিত্রাংকনেও বেশ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। এ জন্য আমরা দেখতে পাই, প্রেমে তারা ভাগ্যাহত। সান্নিধ্য দানে মনিবরা তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ ও কৃপণ। এ জাতীয় কাব্যে কবিগণ বিরহ-বিচ্ছেদে তরুণদের ভোগান্তি এবং মিলনের আকাংখায় তাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার এক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন কবি ইব্ন হা-ইয়্যান তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহ্'া'য় বলেনঃ[২]

محمدعبدك المنيب

يدعوك وأنت لا تجيب

لقد شقيت فيك القلوب

فسهل الهوى صعب المراع ✧✧ هى الشمس نيلها محال

تلقى العيون بالشعاع ✧✧ فيمنعها من أن تنال

---

১ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ'াত ওয়া আল-আয'জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৩৮

২ ইব্ন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু'লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ'ায়ফ (ক'ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.),খ ১, পৃ. ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

* * * * * *

ألم يان يلين قلبك

فيلتذ بالكرى محبك

فلو أنه ينام صبك

وتعتنقان فى المنام ✧✧ لأقنع ذالك الخيال

"তোমার আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস 'মুহাম্মাদ' তোমাকে আহবান করছে। অথচ তুমি তার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না।"

"তোমার অনুরাগে অন্তরগুলো হয়েছে বিড়ম্বিত। ফলে প্রেম অতি সহজ আর লক্ষ্য-অর্জন কঠিন রূপে নির্ণীত হয়েছে। এটা তো সূর্য্য-তূল্য, যার প্রাপ্তি অবাস্তব।"

"আলোর প্রতিবিম্বে দৃষ্টি হয় প্রতিফলিত। কিন্তু তাকে তা ধরা ছোয়া থেকে বারণ করে দেয়।"

"তোমার অন্তর কি বিগলিত হওয়ার উপক্রম হয়নি? যাতে তোমার প্রেমিক নিদ্রার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।"

"অতঃপর সে যদি ঘুমিয়ে যায়, তা'হলে তোমাকে সিক্ত করবে। আর যদি সপ্নের মাঝে উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করো, তা'হলে ঐ কল্পনাটি হবে পরিতুষ্ট।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, সমকালীন মুওয়াশ্শাহা কবিদের প্রণয়গীতিতে কবি-হৃদয়ের এক স্বচ্ছ, নির্মল, কোমল ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি নির্গলিত হয়েছে। চাই সেটা কোন নারী-প্রেম হোক কিংবা কিশোর-বালকদের প্রতি আকুল প্রেমার্তি হোক। এ জন্য কবি ইব্ন হারীক· ও ইব্ন হায়্যুন তাদের মুয়াশ্শাহা'য় যে সকল ভাবার্থ প্রতিফলিত করেছেন, তা সরল ও সুরুচি সম্পন্ন প্রণয় কবিদের ভাবাবেগ থেকে ভিন্ন নয়। আবার এটা কোন ভোগ-বিলাসী চিত্র কিংবা নিরস বর্ণণা কিংবা অনিহা ও সহজাত আবেগের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও নয় বরং তা অনির্বাণ প্রেমানল, অদম্য স্পৃহা, নৈতিক চেতনা ও প্রবৃত্তির এক বাস্তবমূখী চিত্র।

কবি ইব্ন হ·ায·মূন[১] এর মুওয়াশ্শাহা'য় পুরুষের প্রতি পুরুষের অনুরাগ ও প্রেমাসক্তির এক ভিন্নমূখী চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তাঁর এ জাতীয় প্রণয়গীতি চপলতা ও হাস্য-রসে ভরপুর হয়ে আছে। তিনি কিশোরদেরকে নির্লজ্জ, লম্পট, যথেচ্ছাগামী, বল্গাহীন ও উশৃংখল হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মুলতঃ এ সকল মুওয়াশ্শাহা সমকালীন স্পেনে প্রচলিত আচার-আচরণ কিংবা স্বভাব-প্রকৃতির অনুকূলে রচিত কোন সঙ্গীত ছিল না বরং তা হাসি-কৌতুক ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করার অভিপ্রায়ে নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত রসিক, ভাঁড় ও খেয়ালী লোকের আসর ও আড্ডায় ছড়িয়ে দিতে প্রণীত হয়েছে। বর্তমান যুগে যেমন কিছু অপরাধ প্রবণ কিশোর, তরুণ ও নীতি ভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে রম্য কবিতা রচিত হয়, তদ্রুপ ঐ মুওয়াশ্শাহা গুলোর সাথেও এ জাতীয় রম্য রচনার অনেকটা সাযুজ্য রয়েছে। যেমন কবি ইব্ন হ·ায·মূন তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহা'য় লম্পট তরুণদেরকে ব্যঙ্গ ও পরিহাস করে বলেনঃ[২]

لايرقد الامرد ✧✧ اذا راى اللابط

إلا إذاأسند ✧✧ ظهرا إلى الحائط

---

১ তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আল-হ্াসান 'আলী ইবন 'আবদ আল-রাহ·মান ইবন হ·ায·মূন ছিল। তিনি স্পেনের আলমেরিয়া প্রদেশে ৬ষ্ঠ শতাব্দির শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন। হিজা ও নিন্দা সূচক কাব্য রচনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কাব্যচর্চা করে তিনি অঢেল ধন-সম্পদ ও সুনাম কুড়িয়েছেন। তাঁর নিন্দা ও ব্যঙ্গকে সবাই ভয় করতো। হিজরী ৭ম শতকের দ্বিতীয়- তৃতীয় দশকের কোন এক সময় কবি ইবন হ·ায·মূন মৃত্যুবরণ করেন।

২ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ৪৬-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

و كل من عود ✧✧ إحليله الغائط

يدور بالربوة ✧✧ كدورة الذيب

ويدخل القسطاط ✧✧ من غير مرغوب

* * * * *

كم أمرد مجذول ✧✧ بحالنا عزا

لما أتى محمول ✧✧ بامرنا اغترا

تناول المأكول ✧✧ وأرشف الخمرا

وبات ذا نشوه ✧✧ تحت الجلابيب

كحقة الخرائط ✧✧ بين الأنابيب

* * * * *

ياحبذا إلفى ✧✧ ما لم يزل هين

من ذالك الصنف ✧✧ السلس اللين

مرد من القلب ✧✧ حناهم بين

أستاهم رخوه ✧✧ من طول تقليب

كأنها أسفا ط ✧✧ أهل الأعاجيب

"পদাঘাতকারী ব্যক্তি যখন দেখলো, কিশোরটি নিদ্রা হতে জাগ্রত হচ্ছেনা।"

"যখন তার পিঠ প্রাচীরের গায়ে ঠেকিয়ে দিল, কেবল তখনই সে ঘুম হতে উঠলো।"

"তার মলমাখা মুত্রনালী নেকড়ের ঘুর্নিপাকের ন্যায় টিলার উপর ঘোরে ফিরে প্রতিবার ফিরে আসে। আর তা পানসে ও অনিহা ভরে পট-মন্ডপে ঢুকে পড়ে।"

"কত প্রফুল্ল তরুণ আমাদের নাগপাশে নিবিড় হয়ে রয়েছে। আর আমাদের ব্যাপারে উত্থিত উচ্ছ্বাসের আগমনে তারা হয়েছে প্রতারিত।"

"তারা আহার্য গ্রহণ করতঃ মাদক-সূরা পান করে লম্বা গাউনের নীচে মাতাল হয়ে রাত কাটিয়েছে। তারা যেন টবের ভিতর মানচিত্রের একটা গুটানো পুটলি।"

"আহ! কী চমৎকার আমাদের দোস্তি- যতক্ষণ তা সাবলিল থাকে।"

"এই সহজ-কোমল প্রজাতির প্রতি অন্তর বিদ্রোহ করেছে। অথচ তাদের অনুরাগ অতি নির্মল ও স্বচ্ছ।"

"পাশ-ফিরা অবধি তাদের নিতম্ব ও মলদ্বার থাকে নরম তুলতুলে। তা যেন জাদুকরদের অলৌকিক ঝুড়ি।"

এভাবে কবি ইবন হ:যমূন কিশোরদেরকে নিয়ে প্রণয়মূলক মুওয়াশশাহা রচনায় নিজের কবিত্বকে সদা ব্যাপ্ত রাখেন এবং বিদ্রুপাত্মক রসালো বর্ণনার প্রচুর রসেকষে তা ব্যাপক হারে সিক্ত করেন। কবি এ জাতীয় কাব্যে একদিকে যেমন মতিভ্রষ্ট ও যৌন বিকৃতির উপসর্গে আক্রান্ত পুরুষদের আলোচনা করেছেন, অপরদিকে পুরুষ সুলভ রূপ-লাবন্য ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করতঃ ব্যভিচার ও নারী সম্ভোগের উপর সমকামীতা ও কিশোর সম্ভোগের প্রাধান্য নিয়েও কাব্য-নোলক অলংকৃত করেছেন। কিন্তু এ সব কিছুই ছিল

Dhaka University Institutional Repository

হাস্য-রসিকতা ও ক্রীড়া-কৌতুকচ্ছলে রচিত। এতে বাস্তব অবস্থার প্রতিবিম্বায়ন ছিল অনেকটা অনুপস্থিত। এ সম্পর্কে ড: ফাওযী সা'আর বলেনঃ[১]

"هذه الموشحات لم تنظم للغناء بطبيعه الحال وإنما نظمت للتداول فى مجالس المجان والخلعاء بقصد الضحك والدعابة"

"ঐ সকল মুওয়াশ্শাহ'া কাব্য বিরাজমান পরিবেশের অনুকূলে সঙ্গীতের জন্য রচিত হয় নি বরং তা হাস্য-রসিকতার উদ্দেশ্যে ক্রীড়া-কৌতুক ও প্রমোদাসরে ছড়িয়ে দেয়ার নিমিত্তে রচিত হয়েছে।"

প্রকৃতি বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ'া ঃ

মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ তৎকালীন স্পেনের নাগরিক পেলেবতা, চাকচিক্য এবং প্রকৃতির নয়নাভিরাম নৈশর্গিক সৌন্দর্য উপভোগে সনাতনধর্মী কবিদের সাথে ছিলেন সম-অংশিদার। সুতরাং তথাকার বনেদী প্রকৃতি কাব্যে আমরা যেমন পুষ্প-কানন, সবুজ-শ্যামল মাঠ-প্রান্তর, প্রমোদাগার, নদ-নদী প্রভৃতি মনোরম ও বর্ণালী দৃশ্যাংকন এবং এর সাথে সূরা, প্রণয় ও প্রেম-প্রীতির সংমিশ্রিত রূপ-বৈচিত্র পর্যবেক্ষণ করি, ঠিক তদ্রুপ মুওয়াশ্শাহ'া গীতিতেও এর বাস্তব প্রতিফলন লক্ষণীয়। আর প্রকৃতির সাথে কবি-মানসের গভীর সম্পৃক্ততাই ছিল এর মুলকারণ। ফলে সনাতন-ধর্মী কবি ও মুওয়াশ্শাহ'া গীতিকার উভয়ই প্রকৃতির সাথে তাদের আত্মা ও অনুভূতির অবিচ্ছেদ্য জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে প্রকৃতি চিত্রায়নকে স্বীয় কবিত্ব ও সঙ্গিতচর্চার এক মৌলিক বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[২]

এ জাতীয় কাব্যে কবিগণ কেবল প্রকৃতির রূপচর্চা করেই ক্ষান্ত হননি বরং এর সাথে মদ ও সূরার রসভরা বর্ণনা সংযুক্ত করে তাদের কবিত্বকে আরো শানিত ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। কারণ, সমকালীন স্পেনে মদ্য-পানের আড্ডা সাধারণতঃ নিলাভ আকাশের নীচে উন্মুক্ত আঙ্গিনা ও প্রাকৃতিক চারাতলায় জমে উঠতো। আর এ সময় মাদকসেবীদের সামনে স্নিগ্ধ-হাস্যে প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর রূপ-প্রদর্শন, পালাক্রমে রঙিন পানির পেয়ালা-বদল এবং মদ্যপদের মাতলামী নিরাভরণ হলে মাদকাসক্ত কবিদের অন্তরে এক অস্ফুট স্মৃতি জাগ্রত হয়ে তাদের আবেগ ও অনুভূতিকে বিকাশমান করে তুলতো। এতে কবিদের মনন ও চিন্তায় প্রেম-প্রীতি, মদ ও প্রকৃতি পরস্পর এমন ভাবে একিভূত রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো, যার পৃথকীকরণ তাদের কাব্য-প্রতিভার পক্ষে সম্ভাবপর ছিল না। যেমন কবি ইব্ন শারাফ এর এক মুওয়াশ্শাহ'া'য় আমরা সূরা ও প্রকৃতির সমন্বিত কাব্য-রূপের এক চমৎকার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। কবি বলেনঃ[৩]

أدر أكؤس الخمر
عنبرية النشر
إن الروض ذو بشر
وقد درع النهر ✧✧ هبوب النسيم
* * * * *
وسلك على الأفق

১ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ'াত ওয়া আল-আয'জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ৪৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৩ আল-মুকতাত'াফ মিন আয'াহির আল-ত'ারফ, সম্পা. ড: সায়্যিদ হানাফী হুসনায়ন (ক'ায়রো), পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

يد الغرب والشرق

سيوفا من البرق

وقد أضحك الثغرا ✧✧ بكاء الغيوم

''আমি সুগন্ধ ছড়ানো মদের পেয়ালার চারপাশে ঘোরা-ফেরা করছি। তাতে নিশ্চয় পুষ্পকুঞ্জ প্রফুল্লে আটকানা। আর ঝির-ঝির বায়ূপ্রবাহ নদীকে বর্ম-পোষাকে অবগুণ্ঠিত করেছে।''

''আর পূর্ব-পশ্চিমের হস্তখানা দিগন্তপাশে বিদ্যুতের এক তরবারী বের করেছে এবং মেঘমালার ক্রন্দিত জল দন্ত-মূখে হাসি ফুটিয়েছে।''

এখানে কবি প্রকৃতি ও সূরাকে এমন ভাবে সংযুক্ত করেছেন, যেন একটি অপরটির পরিপুরক। তবে মুওয়াশ্শাহ'া গীতিকারদের এ জাতীয় রূপায়ন সনাতনধর্মী প্রকৃতি কাব্যে চিত্রিত অবয়ব হতে ভিন্ন নয়। সুতরাং উপরোক্ত মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে নদীর উপকূলকে মৃদু-মন্দ বায়ূ প্রবাহের বর্মাচ্ছাদন আর বিদ্যুতকে তরবাররি সাথে তুলনা করা কোন অভিনব উপমা নয় বরং সনাতনধর্মী কাব্যেও এরূপ উপমা-উৎপ্রেক্ষার উপস্থিতি সমভাবে লক্ষণীয়।

প্রকৃতি বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে অনুসন্ধান চালালে প্রতিয়মান হয়, মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ রূপসী প্রকৃতির চিত্রাংকনে মদের বর্ণনাকে যেন এক অপরিহার্য তুলি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে ড: ফাওযী সা'আর বলেনঃ[১]

"وكثير اما يتخذ الوشاح من الخمر سبيلا إلى وصف الطبيعة أويجعل منهاأداة لتذكر مجالى الفتنة "

''অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুওয়াশ্শাহ'া কবি প্রকৃতির বর্ণনায় মদকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন কিংবা তাকে রূপ- লাবণ্যের আঙ্গিনা আলোচনার কল-কবজা রূপে প্রতিয়মান করেছেন।''

উপরন্তু মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ তাদের কাব্যে প্রকৃতির সাথে প্রেম ও প্রণয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যেন সোনায় সোহাগা মাখিয়েছেন। দেশ ও মাটির রূপসী চেহারা তথা প্রকৃতির অলৌকিক কারুকার্যের প্রতি মানব-আত্মার রয়েছে এক নিবিড় আত্মীয়তা। আর এই নিগুঢ় আত্মীয়তার বন্ধনে মুওয়াশ্শাহ'া গীতিকারগণও তাদের কাব্যে হৃদয়ের ব্যাকুল প্রেমাকুতি অতি সাবলিল ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। বিখ্যাত মুওয়াশ্শাহ:া কবি ইবন যু-হর এর এমনি এক কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবিমনের এক গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। কবি তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সবুজ-শ্যামলিমায় মন্থিত তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতি চারণ করতে স্বদেশের সম্মোহনী রূপ-সৌন্দর্যের চমৎকার বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

ما للموله ✧✧ من سكره لايفيق ✧✧ ياله سكران

من غير خمر ✧✧ باللكئيب المشوق ✧✧ يندب الأوطان

* * * * * *

هل تستعاد ✧✧ أيامنا بالخليج ✧✧ وليا لينا

إذا يستفاد ✧✧ من النسيم الأريج ✧✧ مسك دارينا

---

১ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ'াত ওয়া আল-আয'জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৪৯

২ আল-মুকতাত'াফ মিন আয'হির আল-ত'ারফ, সম্পা. ড: সায়্যিদ হ'ানাফী হু'সনায়ন (ক'ায়রো), পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

وإذ يكاد ✧✧ حسن المكان البهيج ✧✧ أن يحيينا

نهر أظله ✧✧ دوح عليه أنيق ✧✧ مورق الأفنان

والماء يجرى ✧✧ وعائم وغريق ✧✧ من جنى الريحان

''প্রেমাচ্ছন্ন লোকটির কি হলো? সে কি তার মাতলামী থেকে জেগে উঠতে পারে না? আহা— মদের চুমুক ছাড়াই সে কতটা মাতাল! আহা ! ব্যথিত লোকটা কেন যে কামনায় অধীর আর দেশের চিন্তায় বিভোর?''

''পরিখার পাশে আমদের অতীতের দিন ও রাত্রিগুলো কি আর ফিরে আসবে?''

''যখন আমাদের 'দারী' নগরীর কস্তুরীর আকুলিত সৌরভের ন্যায় ঝিরঝির মলয়ের মৃদু স্পর্শে মন হতো উচাটন।''

''আর যখন সেই মনোহর ভূমির শোভা থেকে আমরা প্রায় এক নতুন প্রানের সন্ধান পেয়ে ছিলাম।''

''যেখানে নদী তার তটের ঘন-সবুজ পত্রপল্লবে ভরা মহান বৃক্ষের সারি থেকে ছায়া পায়।''

''নদীর পানি বয়ে চলে। নিজের বুকে ও তলায় নিমগ্ন ও বিচ্যুত রয়েছে মারটেল পাতা।''

এভাবে মুওয়াশ্‌শাহ·া কবিগণ সনাতনধর্মী কবিদের অনুকরণে প্রকৃতির উপর এক দিকে যেমন স্বতন্ত্র ধরণের মুওয়াশ্‌শাহ·া গীতি রচনা করেছেন, অপরদিকে ভিন্ন বিষয়বস্তু তথা মদ ও প্রণয়ের উপরও প্রকৃতি-বিষয়ক মুওয়াশ্‌শাহ·া'র সোরম্য প্রাসাদ নির্মিত করেছেন। বস্তুতঃ তাঁরা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে সনাতনধর্মী কবিদের এক উজ্জল প্রতিবিম্ব ছিলেন। তাঁদের নির্ঝরিণী বর্ণনা প্রকৃতিকে নাদুস-নুদুস চেহারায় অলংকৃত করতে কোন কমতি করেনি। তাঁরা মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্যমালায় বাগ-বাগিচা, বন-বাদাড়, ফল-ফুল, নদ-নদী ইত্যাদির এক জীবন্ত চিত্র অংকিত করেছেন। এ সম্পর্কে ড: ফাওযী সা'আর বলেনঃ[১]

"وجعلو ها مسرحا لعشقهم وطربهم ولهوهم، كما جعلو ها مرآة تعكس حنينهم الدائب وتعلقهم الشديد بوطنهم"

''এ ধরণের মুওয়াশ্‌শাহ·া যেমন তাদের মনের স্বভাবসিদ্ধ কোমল-বৃত্তি ও স্বদেশের সাথে অটুট সম্পৃক্তির বাস্তব প্রতিবিম্বের এক জমকালো আরশী ছিল, ঠিক তদ্রুপ তাঁরা এটাকে নিজেদের প্রেম-ভালবাসা, সুখানন্দ ও ক্রীড়া-কৌতুকের এক উর্বর চারণভূমি হিসেবেও প্রতিয়মান করেছেন।

মদ ও সূরা বিষয়ক মুওয়াশ্‌শাহ·া ঃ

মদের বর্ণনা স্পেনে রচিত মুওয়াশ্‌শাহ·া কাব্যের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। এর উপর প্রচুর মুওয়াশ্‌শাহ·া গীতি প্রণীত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, মুওয়াশ্‌শাহ·া কবিগণ তাদের কাব্যগুচ্ছে মদের সাথে প্রকৃতিকে এমনভাবে একিভূত করেছেন, যার পৃথকীকরণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এ সম্পর্কে ফাওযী সা'আর বলেনঃ[২]

"فلا ندرى هل يقصد الوشاح ا لتغنى بمفاتن الطبيعة أم وصف الخمر أم يقصد الغرضين معا"

''মুওয়াশ্‌শাহ·া গীতিকার তাঁর গীতিকাব্যে কেবল প্রকৃতির রূপ-লাবণ্যে সূরারোপ করেছেন, নাকি কেবল মদের বর্ণনা দিয়েছেন, নাকি উভয়ের রূপায়ন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তা বলা আমাদের জন্য খুবই মুশকিল।''

---

১ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশ্‌শাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৫৩

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে তাঁরা যেমন মদের বর্ণনাকে প্রকৃতির সাথে জড়িয়ে নিয়েছেন, তদ্রুপ মদের সাথে প্রণয়কেও সংযুক্ত করেছেন। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: ফাওযী সা'আর বলেনঃ[১]

"فلا تكا د موشحة خمرية تخلو من التغزل فى السقاة الذين كانت مجا لس الغنا ء واللهو تعج بهم"

''সঙ্গীতানুষ্ঠান ও প্রমোদাসরে মদ পরিবেশনকারী সাকীদের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগের আকুল আর্তি হতে মদ-বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ'া গীতি কখনো শূন্য হয়নি।''

অধিকন্তু স্তুতি ও প্রশংসার সাথেও এ জাতীয় কাব্যকলার রয়েছে অতি নিগূঢ় সম্পর্ক। ফলে মদ ও সূরা প্রশংসা সূচক মুওয়াশ্শাহ'া গীতিরও এক বিশেষ উপাদান হিসেবে বিরেচিত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে আমরা যথাস্থানে আরো বর্ধিত পরিসরে আলোচনার চেষ্টা করবো।

খামর-বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে কবিদের প্রবল মাদকাসক্তির এক বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন কবি আবূ আল-হ'াসান ইবন মুসলিমাহ মদের পেয়ালা ও তাঁর নিজের মধ্যে উদগ্র প্রেমের এক সীমাহীন সম্পর্ক স্থাপন করে গোলাপ-পুষ্পের সুরভিত আঙ্গিনায় মাতালামীতে সময় ক্ষেপন করা নিয়ে চমৎকার সঙ্গীত রচনা করেছেন। কবি বলেনঃ[২]

الكأس أعشق عمر ى

عليه ساعات سكر ى

مابين ورد وزهر

فما لى نيه فى غير هذا الحساب

''মদের পেয়ালাকে আমি আমার জীবনভর ভালবেসে যাচ্ছি। আমার মাতলামীর মূহুর্তগুলো গোলাপ ও পুষ্পের সুরভিত পরিবেশে কাটিয়েছি। ফলে এ হিসাব বহির্ভূত আমার কোন অভিপ্রায় নেই।''

অনুরূপভাবে কবি ইবন সাহল তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহ'া গীতিতে মদকে এমন কিরণ-বিকাশী সূর্য্য হিসেবে প্রতিয়মান করেছেন, যা মানবজীবনের শোকাধার সাগরকে আলোকিত করে দেয়। তিনি তাঁর কবিতায় সকল মানুষকে লাগামহীন, উশৃংখল ও স্বেচ্ছ াচারীতা হতে বারণ করেছেন এবং অপরাধে জড়িয়ে দেয়— এমন কর্মাচরণ হতেও বিরত থাকার জোরালো আহবান জানিয়েছেন। তাছাড়া কবি তাঁর কাব্যে জীবনের দিবা নিশিগুলোর সংক্ষিপ্ততা তুলে ধরে মানুষকে জাগতিক দূর্ভাবনায় জর্জরিত হয়ে কুলুর বলদের ন্যায় কঠোর খাঁটুনী ও পরিশ্রম করার অসারতাও ব্যক্ত করেছেন। উপরোক্ত মুওয়াশ্শাহ'া'র সূচনা পংক্তি ছিল নিম্নরূপঃ[৩]

رحب بضيف الأنس قد أقبلا واجل دجى الهم بشمس العقا ر

ولا تسل دهرك عما جناه فما لنا لى العمر إلاقصار

''মিশুক ভাবাপন্ন অতিথি নিয়ে মুক্ত আঙ্গিনা আবির্ভূত হয়েছে এবং মর্ত্য-রবির দ্বারা শোকের অন্ধকারকে আলোকিত করে দিয়েছে।''

''তোমার জীবন যা কিছু অপরাধ করেছে, তা নিয়ে বেশী ভেবোনা। জীবন-রজনী তো কেবলই সংকীর্ণ।''

এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ'া মদ পরিবেশনকারী তরুণ-তরুণীদের আলোচনায় ভরপুর। কবিগণ তাদের মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যগুচ্ছে সাকীদের রূপ-লাবণ্যের রূপায়ন প্রাচীন বনেদী কাব্যধারায় অংকিত চিত্র হতে আরো

---

১ প্রাগুক্ত।

২ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু'লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ'ায়ফ (ক'ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.),খ ১, পৃ. ৪২৪

৩ দীওয়ান ইবন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ৩১১

Dhaka University Institutional Repository

অধিক হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় ও সাবলিল ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবিদের দৃষ্টিলোকে সাকীরা ছিল অদ্ভূত সুন্দর, চিকন-কটি বিশিষ্ট, ছিমছাম গড়ন ও অতি মিশুক। এমনকি তাদেরকে দেখে মনের ভিতর অধরোষ্ঠে চুম্বন ও বাহুডোরে আলিঙ্গন করার এক উদগ্র কামনা ও শিহরণ জাগে। যেমন কবি ইবন হাবীব আল-কাসারী বলেনঃ[১]

لاتشرب الكأس دون ساق ✧✧ تسبيك من وجهه فتن

مهفهف الخصر ذو نطاق ✧✧ يجول منه بكل فن

وقف على اللثم والعناق ✧✧ يصلح فى مذهب الحسن

يهتز فى قده النضير ✧✧ على كثيث يسبى النظر

يا قوم هل من مجير ✧✧ فليس لى عنه مصطبر

"তুমি সাকী ছাড়া মদিরা পান করো না। তার রূপসী আনন তোমায় বিমোহিত করবে।"

"তার কটিদেশ মেখলা পরিহিত ও চিকন। আর সে তা নিয়ে নৃত্যকলার সার্বিক দোলন চাপে ঘুরে-ফিরে চলে।"

"চুম্বন ও কুলাকুলি করতে সে দাড়ালো। নন্দনতত্ত্বে তা মানান-সইও বটে।"

"সে তার ফুলেল গুড়ন বালিয়াড়ীর উপর এমন ভাবে দোলাতে থাকে যে, তথায় দৃষ্টি আটকিয়ে যায়।"

"হে জাতি। কোন ত্রাণকর্তা আছে কি? এ ব্যাপারে আমার ধৈর্যের কোন উপায় নেই।"

আমরা 'আরবী কাব্যমালায় গভীর অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই, সনাতনধর্মী মদ-বিষয়ক কবিতায় মহিলা সাকীর আলোচনার বেশ নিদান রয়েছে। পক্ষান্তরে মুওয়শ্শাহা গীতিতে এ জাতীয় আলোচনা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন কবি ইবন 'ঈসা তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহা কাব্যে মদ-পরিবেশনকারিনী এক রূপসী তরুণীর প্রতি প্রেম নিবেদন করে বলেনঃ[২]

ألابأبى نورية البرد

بلبتها لآلىء العقد

تطوف بها مليحة القد

تخال الصباح ✧✧ فى وجهه عنا

وإن أعرضا ✧✧ حسبته غصنا

"ওঃ! পোষাকে সজ্জিত পুষ্প মুকুলের প্রতি আমার পিতা হোক উৎসর্গ, যার বক্ষ মাঝে রয়েছে মৃতির মালা আর এক কমনীয় দৈহিক গড়ন, তা নিয়ে সে ফেরী করে বেড়ায়।"

"উষালগ্ন সাগ্রহে তাঁর চোহারার সাথে মিতালী করেছে। আর সে এগিয়ে এলে, আমার ধারণায় তা এক বৃক্ষ ডালি।"

সাকীদের প্রতি প্রেম নিবেদন করতে মুওয়াশ্শাহা কবিগণ এমন কিছু নারী বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা দেখে সাকীকে তরুণ কিংবা তরুণী হিসেবে চিহ্নিত করা খুবই মুশকিল। যেমন সাকীকে তারা মৃগ-শাবক ও হরিণীর সাথে তুলনা করে তার হাল্কা-সরু কোমর, ছিমছাম গড়ন, যাদুকরী চোখ, রক্তিম কপোল ইত্যাদি নারী বিশেষণের অবতারনা করে এর প্রতি গভীর প্রণয়াসক্তি ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এসব কাব্যে সাকীর নাম কিংবা স্ত্রী বাচক শব্দ ছাড়া লিঙ্গ নির্ণয় করা কঠিন।

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হুলা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দায়ফ (কায়রো, ১৯৫৭ খৃ.).খ ১. পৃ.২৯৮

২ প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

রম্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গাত্মক মুওয়াশশাহ্‌া ঃ

রম্য-কৌতুক কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ মুওয়াশশাহ্‌া কাব্যমালার এক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। কবি ইবন হ্‌ায়মূন এর মুওয়াশশাহ্‌া কবিতায় তা অতি চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি সমকালীন যুগের সুপ্রসিদ্ধ মুওয়াশশাহ্‌া কাব্যামালার পদ-বিন্যাস, ছন্দ ও মাত্রা উলট-পালট করে তা এক নতুন আঙ্গিকে পুনরায় রচনা করতেন। আর এ ব্যাপারে তিনি কবি আবূ 'আবদ আল্লাহ ইবন হ্‌াজ্জাজ আল-বাগদাদীর[১] কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।[২] কাব্যিক পরিবর্তনের এ কৃতিত্ব কেবল 'ইবন হ্‌ায়মূন' এর একক পাওনা নয় বরং তাঁর সাথে 'আবূ আল-হ্‌াজ্জাজ ইউসুফ ইবন মাওরাতীর' নামক এক কবিও অংশীদার ছিলেন। তাঁকে ইবন আবী উস্‌ায়বি'আহ নামেও ডাকা হতো, যিনি হাস্য ও কৌতুক প্রেমী একজন সু সাহিত্যিক ছিলেন। ক্‌াযী আবূ মারওয়ান আল-বাজী তাঁর কবিতা পরিবর্তনের একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ[৩]

আমরা কোন এক সময় আল-নাসি্‌র আল-মুওয়াহ্‌হি্‌দীর সাথে তিউনিসে ছিলাম। সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য-শষ্য ও ভুট্টা কমে গিয়ে রসদের অভাব দেখা দিল। একদিন কবি 'ইবন মাওরাতীর' আল নাসি্‌রের দরবারে একটি মুওয়াশশাহ্‌া আবৃত্তি করলেন, যার মধ্যে কবি ইবন যু্‌হর রচিত কোন এক মুওয়াশশাহ্‌া'র চরণকে কিছুটা পরিবর্তন করে আনা হয়েছিল। আর এ চরণটি ছিল নিম্নরূপঃ

ماالعيد في حلة وطاق ✧✧ و شم طيب

وإنما العيد في التلاقي ✧✧ مع الحبيب

"পোশাক, চাদর ও সুরভী দ্রব্যের মাঝে কোন আনন্দ নেই। প্রকৃত ঈদের খুশী তো কেবল প্রেমিক সান্নিধ্যেই রয়েছে।"

কবি ইবন মাওরাতীর উক্ত চরণের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে বললেনঃ

ماالعيد في حلة وطاق ✧✧ من الحرير

وإنما العيد في التلاقي ✧✧ مع الشعير

"পোষাক ও রেশমী চাদর সাজে কোন আনন্দ নেই বরং ভূট্টা-শস্যের সাক্ষাতের মাঝেই রয়েছে সুখানন্দ।"

কবিতাটি শুনে আল-নাসি্‌র কবির জন্য দশ মুদ পরিমাণ ভূট্টা পাঠিয়ে দিলেন। সমকালীন সময়ে যার মূল্য ছিল প্রায় পঞ্চাশ দিনার।

উপরোক্ত ঘটনাটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, এ সময় কবিদের মধ্যে শিল্পোত্তীর্ণ মুওয়াশশাহ্‌া গুলো পরিবর্তন করে পুনরায় রচনা করার রেওয়াজ চালু ছিল এবং দেশের আমীর উমারাগণ এ জাতীয় কাব্যের উপর কবিদেরকে মূল্যবান উপহার উপঢৌকনে ভূষিত করে তাদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও বিভিন্ন ভাবে অভিনন্দিত করতেন। অধিকন্তু এ ধরণের কাব্যকলা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বিষয়াবলীও স্বীয় ছন্দ-স্পন্দে অন্তর্ভূক্ত করতে কোন কার্পণ্য করেনি।

---

১ তিনি চতুর্থ শতাব্দির একজন 'আরব ব্যঙ্গ কবি। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ 'আবদ আল্লাহ আল-হ্‌াসান ইবন আহ্‌মাদ ইবন আল-হ্‌াজ্জাজ ছিল। 'আল্লামা ছা'আলিবী তাঁর বিখ্যাত আল-ইয়াতীমাহ গ্রন্থে তাঁকে কবি ইবন আল-সাকরাহ আল-হাশিমীর সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন। তারা উভয়ই ব্যঙ্গ রচনায় ছিলেন প্রবাদ পুরুষ।

২ 'আবদ আল-ওয়াহি্‌দ আল-মাররাকুশী, আল-মু'জীব ফী তালখীস্‌ আখবার আল-মাঘরিব, সম্পা. আল-'উরইয়ান (ক্‌ায়রো, ১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ৩৭৩

৩ ইবন আবী উস্‌ায়বি'আহ, 'উয়ূন আল-আনবা ফী ত্‌াবাক্‌াত আল-আতি্‌ববা' (ক্‌ায়রো, ১৮৮২ খৃ.), খ ২, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

কবি ইবন্ হ·ায·মূনের এ জাতীয় হাস্য-ব্যঙ্গাত্মক তিনটি মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য ইবন্ সা'ঈদ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়ে আছে। কবি তাঁর রচনাশৈলীতে ব্যঙ্গ-কাব্যের প্রবাদ কবি ইবন্ আল-হা·জ্জাজের হুবহু অনুকরণ করেছেন। তাঁর ঠাট্টা বিদ্রুপ সাধারণত লাম্পট্য, জননেন্দ্রিয়, কমণিয়তায় নারীর উপর তরুণদের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। যেমন তিনি তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যে বলেনঃ[১]

لم يسب قلبى برقع ✧✧ ولا الدلال والخضاب
بل ضرطة تفرقع ✧✧ من شادن عذب الرضاب
يا معشر المرد اسمعوا ✧✧ مقالتى فهى الصواب
حدث أهل العقول ✧✧ أنالنقاح كا لبرك
وخوض تلك الغدر ✧✧ فرض علىهذه البرك

* * * * *

يامن شكا برد الكلا ✧✧ دع عنك ربات الحجال
وإن هفا أير إلى ✧✧ ثقب الجمان واللآل
لا تقصدن إلى طلا ✧✧ وقل له عند الفعال
ماذا يراه ذكرى ✧✧ إذا تولى ذكرك

* * * * *

كم ذا لنا فى المرد من ✧✧ نوادر ومن حيل
من التحى فقد أمن ✧✧ من النكاح والقبل
كم منشد لما طعن ✧✧ بالأير منى فى الكفل
ياصاحب الأير الطويل ✧✧ للمعتلى ما أبطرك

"কোন ঘোমটা আমার হৃদয়কে বন্দী করেনি। আর না কোন ছলনা ও প্রসাধন।"
"তবে সুমিষ্ট লালা বিশিষ্ট হরিণ-শাবকের ফুটানো পায়ূ (আমাকে বন্দী করেছে)।"
"ওহে পুরুষের দল! আমার সত্য কথাটি মনোযোগ সহকারে শুনো।"
"জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ বলেছেন, সংস্কারক ও সংশোধক সরোবর তুল্য।"
"আর এ সরোবরের জন্য জলমগ্ন হওয়া একান্ত অপরিহার্য।"
"ওহে জীর্ণ পোষাকের অভিযোগকারী ! তুমি রূপসী নারী পরিত্যাগ করো।"
"যদিও পুরুষ মনিমুক্তার ঔজ্জ্বল্যের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে।"
"তুমি কখনো রং-রূপে অনুরাগী হয়ো না। আর যৌন-কর্মে লিপ্ত হবার মূহুর্তে তাকে বলো।"
"তোমার পুরুষাঙ্গ যখন অনুরক্ত হয়ে ধাবিত হয়, তখন আমার জননেন্দ্রিয় তাকে কি ভাববে ?"
"আমার জন্য পুরুষের মধ্যে রয়েছে কতই না বিস্ময়কর উপাখ্যান আর উৎসাহ ও আবেগ।"
"আর যার শ্মশ্রু গজিয়েছে, সে তো যৌন-সম্ভোগ আর চুম্বন হতে রেহাই পেয়েছে।"

---

১ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

"এমন কত গায়ক রয়েছে, যারা আমার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত তরুণকে বাক্যবাণে জর্জরিত করেছে।"

"হে দীর্ঘাঙ্গী তরুণের অধিপতি ! এমন কোন্ বস্তু তোমাকে দাম্ভিক হওয়ার প্রতি উদ্ধত করলো।"

ইবন্ হ়'য'মূন এর এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ়' প্রাচ্যের কবি আবূ নাওয়াস, মুতী' ইবন্ আয়াস, হ়'ম্মাদ আজরুদ প্রমূখ ব্যঙ্গ কবিদের কাব্যমালা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারাও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন।

কবি ইবন্ হ়'য'মূনের ব্যঙ্গ কবিতাগুলো মূলতঃ সমকালীন যুগের জনপ্রিয় মুওয়াশ্শাহ়' গুলোরই বিবর্তিত রূপ। আর এ ধরণের বিবর্তন ও রূপান্তর তৎকালীন সময়ে অনুমোদিত ছিল। সুতরাং বর্তমান যুগে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের জনপ্রিয় গানগুলো যে ভাবে নকল করা হয়, তদ্রুপ তৎকালীন স্পেনে মুওয়াশ্শাহ়' গুলোও নকল করা হতো এবং হাস্য-রসিকতা করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। কারণ, স্পেনীয় জনগণ বিলাস-বৈভব ও আমোদ-প্রমোদে উম্মত্ত আর বল্গাহীন জীবন যাপনের ফলে ক্রীড়া-কৌতুক, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি তাদের রুচি ও অনুভূতির সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে 'আল্লামা মাক্ক'ারী বলেনঃ[১]

"ومع كون اهل الاند لس سباق حلبة الجهاد مهطعين الى داعية من الجبال والوهاد فكان لهم في الترف والنعيم والمجون .... محل وثير"

"স্পেনীয় জনগণ জিহাদের ময়দানে দক্ষ রণবীর, পাহাড়-পর্বত , সমতল ও নিম্নভূমিতে রণরণের প্রতি দ্রুত ধাবিতকারী হওয়া সত্বেও তাদের জীবনে বিলাস-বিনোদ, বিত্ত-বৈভব ও হাস্য-রসিকতা ছিল এক আনন্দ-মহল।"

তৎকালীন স্পেনে স্বর্গপুরী সেভিল নগরী ও অন্যান্য কতিপয় শহর-বন্দর আমোদ-প্রমোদী জীবনধারাকে স্বাগত জানাতে অপরাপর লোকালয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কথিত আছে যে, সেভিল নগরী তৎকালীন বিশ্বের সুন্দরতম শহর ছিল। আর তথাকার অধিবাসীরা ছিল বিলাসিতা ও খোশগল্পে অবসর সময় কাটানোর প্রবাদ পুরুষ। সেখানকার মুক্ত মাঠ-প্রান্তর, পুষ্প-কুঞ্জ, আনন্দ মেলা ও প্রমোদাগারগুলোই তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল।[২] এ সময় সেভিল নগরীর রূপসী উদ্যানগুলোতে হাস্য-রসিকতার যে সকল হাট-বাজার জমে উঠতো, 'আল্লামা মাক্ক'ারী এর এক চমৎকার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে বলেনঃ[৩]

"যুবরাজ আবূ জা'ফার ইবন্ সা'ঈদ তাঁর পিতার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে সেভিল নগরীতে পদার্পন করলে শষ্য-শ্যামলিমায় ঢাকা তথাকার উদ্যানগুলোর নৈশর্গিক সৌন্দর্যে অভিভুত হয়ে পড়েন এবং তিনি সেখানে প্রমোদাগার, বিনোদ-আসর ও পুষ্প-কাননগুলোর মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-কৌতুকের জৌলুস উপভোগ করার অভিপ্রায়ে কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদা রাতে তিনি এক প্রমোদাগারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে তথাকার হৈ-হুল্লোড় ও গান-বাজনার আওয়াজ এসে পৌছলো। তিনি সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং তা উপভোগ করার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে সেখানে রাত্রি যাপনে গভীর আগ্রহী হলেন। তিনি এক প্রমোদ-ডিঙ্গিতে হেলান দিয়ে বসা। তাঁর পিতৃ-বন্ধুগণও সেখানে নিজেদের নিম্ন-মর্যাদার তফাৎ বজায় রেখে বসে আছেন। এমন সময় জনৈক পেশাদার লম্পট কিশোর তার মাথা বের করে সজোরে পায়ু নিক্ষেপ করলো। যুবরাজ তখন মাতাল অবস্থায় স্বীয় মস্তক উঠালেন। তিনি ছিলেন নগরীর সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি। বললেন, হে আহাম্মক! আমার পরিচয় লাভের পূর্বে তুমি কি এ রকম একটি নিন্দনীয় কাজ করলে? তখন অপর এক কিশোর তাকে জড়িয়ে ধরলো এবং তার পুরুষাঙ্গের কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললো, হে ওয়াযীর মহোদয়! আপনি কে? আমাকে পরিচয়

---

১ আল-মাক্ক'ারী নাফহ' আল-তীব, সম্পা. ইহ'সান 'আব্বাস (বৈরুত . ১৯৬৮ খৃ.), খ ১. পৃ.১৯০

২ প্রাগুক্ত, খ ৩. পৃ.৩৮১

৩ প্রাগুক্ত, খ ৪. পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া পর্যন্ত এটা আপনার নিকট গচ্ছিত রাখুন। অতঃপর সে তার নিতম্বের আচ্ছাদন খুলে বললো এদিকে কাজে লিপ্ত হোন .....। ”

আল-মাক্কারী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাটি স্পেনীয় সমাজ-জীবনে আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের এক সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সুতরাং যে সকল সনাতনধর্মী ও মুওয়াশশাহ'া কবিগণ স্পেনীয় জীবন ধারার বিলাস-বিনোদ ও রংতামাশা নিজেদের কাব্যগুচ্ছে প্রতিবিম্বায়ন করেছেন, তাঁরা সকলই এসব আমোদ- ফুর্তিতে ছিলেন মত্ত। ফলে তাঁরা তাঁদের কাব্যে এরই বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এজন্য কবি ইবন হ'ায'মূন ও তাঁর রচিত মুওয়াশশাহ'াগুলোকে এর ব্যতিক্রম বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রশংসা সূচক মুওয়াশশাহ'া ঃ

মুওয়াশশাহ'া কবিগণ যে সকল বিষয়বস্তুর উপর সঙ্গীতচর্চা করেছেন, তন্মধ্যে স্তুতি ও প্রশংসা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সনাতনধর্মী কাব্যের ঝিমিয়ে পড়া সূরের সাথে প্রতিযোগিতা করে এ জাতীয় কাব্য রচনা করেছেন। আর মুওয়াশশাহ'া ললিতকলার উদ্ভাবনকাল হতেই স্তুতি ও প্রশংসা এর এক অপরিহার্য বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে ড: ফাওয'ী সা'আর বলেনঃ[১]

"ونحن نرجح أن يكون المدح من الموضوعات التى عالجها الوشاحون منذ وقت مبكر ومما يقوى هذا الظن لدينا أن الوشاحين الأوائل – مقدم بن معافى ومحمد بن محمود وابن عبد ربه – كانوا من شعراء البلاط المروانى، فليس من المستبعد أن يكونوا قد اصطنعوا المدح بموشحاتهم بعد أن أكثروا من نظمها فى الغزل والنسيب وتوجهوا بها إلى أمرائهم وأخذوا يتغنون بصفاتهم المعنوية والحسية ويمدحونهم مدحا هو إلى الغزل اقرب منه إلى المدح فجاءت موشحة المدح أشبه بأغنية طريفة تجمع بين المدح والغزل، وتنطوى على تجديد فى مضمونها إلى جانب التجديد فى شكلها"

''আমাদের ধারণা, প্রশংসা সূচক মুওয়াশশাহ'া চর্চার সূত্রপাত মুওয়াশশাহ'া কাব্য কলার উদ্ভাবন কালেই হয়েছিল। কারণ এর উদ্ভাবক কবি মুক'াদ্দাম ইবন মা'ফী, মুহ'াম্মাদ ইবন মাহ'মূদ এবং ইবন 'আবদ রাব্বিহ মারওয়ানীদের রাজকীয় কবি ছিলেন। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, তাঁরা তাঁদের কাব্যগুচ্ছে প্রেমাকুতি অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত করলেও স্তুতিকীর্তনই ছিল তাঁদের মুল লক্ষ্য। আর এ জাতীয় কবিতা তাঁরা তাঁদের আমীর উমারাদের প্রতিই নিবেদন করেছেন এবং তাঁদের বিভিন্ন গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে প্রণয়াকৃতিতে স্তুতিকীর্তন করার চেষ্টা করেছেন। এতে প্রশংসাসূচক মুওয়াশশাহ'া প্রণয় ও স্তুতির সমন্বয়ে এক রসপূর্ণ সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করতঃ বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে এক অভিনব কাব্যে পরিণত হয়েছে।''

মুওয়াশশাহ'া গীতির ঊষালগ্নে রচিত কাব্যামালা অধ্যয়ন করলে প্রতিয়মান হয় যে, প্রশংসা সূচক মুওয়াশশাহ'া সমকালীন আমীর উমারাদের সামনে পরিবেশন করা হতো এবং তাঁরা এর চমৎকারিত্বে বিমুগ্ধ হয়ে কবিদেরকে বিভিন্ন মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করতেন। প্রখ্যাত দার্শনিক ইবন বাজাহ'র একটি ঘটনা এর এক চমৎকার উদাহরণ। তিনি আল-মুরাবিতূ'ন যুগের একজন মুওয়াশশাহ'া রচয়িতাও ছিলেন। একদা কবি সারাগোসার শাসক `আবূ বাকর ইবন তীফালউইত` এর এক সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বরচিত এক মুওয়াশশাহ'া কোন এক গায়িকাকে দিয়ে পরিবেশন করিয়েছিলেন। যার সূচনা পংক্তি ছিল নিম্নরূপঃ

جرر الذيل أيها جر

---

১ ড: ফাওয'ী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ'াত ওয়া আল-আয'জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

وصل السكر منك با لسكر

"রাজকীয় পোষাককে তুমি তার খুশীমত টেনে নিয়ে যেতে দাও এবং প্রেমের মাতলামীকে সুরার মাতলামীর সঙ্গে যুক্ত হতে দাও।"

উক্ত মুওয়াশশাহ·াটি শুনে গভর্ণর আবূ বাকর খুবই মুগ্ধ হন। আর কবি ইবন বাজাহ কবিতাটির যবনিকাপাত করেন এভাবেঃ

عقد الله راية النصر

لأمير العلا أبى بكر

"খোদা যেন মহান আমীর আবূ বাকরের পক্ষে বিজয়ের পতাকা উড়ান।"

সঙ্গীতটির পরিবেশনা শেষ হলে 'ইবন তীফালউইত' চিৎকার দিয়ে উঠলেন ঃ বাঃ কী মর্মস্পর্শী! আনন্দের আতিশয্যে আবেগাপ্লুত হয়ে নিজের পোষাক ছিড়ে বললেন, কী চমৎকার সূচনা আর শেষ! অতঃপর গভর্ণর শপথ করে বললেন, ইবন বাজার বাড়ী যাওয়ার পথ তিনি স্বর্ণ দিয়ে মুড়ে দিবেন। দার্শনিকের আশংকা হলো, এর পরিণতি বোধ হয় ভাল হবে না। তাই নিজের জুতোয় সোনা ভরে বাড়ীতে হেটে যাবার ছল তিনি অবলম্বন করলেন।[১]

এভাবে আল-মুরাবিতূ·ন যুগের মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণও তাঁদের পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ ক্রমে প্রশংসাগীতি রচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগে এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছিল। এ সময় এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ·া'র পরিধি বর্ধিত হয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের সয়লাবে চতুর্দিক ছেয়ে যায় এবং রাজ দরবারগুলো এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠে। সাহিত্যসেবী ও সংস্কৃত- মনা আমীর উমারাগণ মুওয়াশ্শাহ·া গীতির প্রতি প্রবল অনুরাগী ছিলেন। ফলে স্পেনের রাজ দরবারগুলো বহু মুওয়াশশাহ·া কবিদেরকে দারুণভাবে আকর্ষিত করেছিল। তারা কেবল মুওয়াহ·হি·দূনদের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হননি বরং গভর্ণরদের স্তুতিকীর্তনের পাশপাশি ইবন মারদানিশ ও ইবন হামশুক এর ন্যায় বহু সামন্ত ও ভূ স্বামীদের প্রশংসায়ও প্রচুর মুওয়াশ্শাহ·া রচনা করেছেন। সুতরাং এ ধরণের মুওয়াশ্শাহ·া গীতি যেমন প্রাচীন বনেদী ক·াস·ীদাহর অনুকরণ করেছে, ঠিক তদ্রুপ কখনো কখনো তা নিজের সরস ব্যঞ্জনায় ক·াস·ীদাহকেও ছাড়িয়ে গেছে।[২]

মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ প্রশংসাগীতি রচনায় বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রথমতঃ তাঁরা উপরোক্ত বিষয়বস্তুতে কোন স্বতন্ত্র মুওয়াশ্শাহ·া গীতি রচনা করেননি বরং প্রণয় ও মদের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে স্তুতিকীর্তনে অবতীর্ণ হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ তারা প্রণয়ার্তির ধারাবাহিকতায় প্রশংসার সূত্রপাত ঘটিয়ে স্তুতিকীর্তনে আত্ম-নিয়োগ করেছেন এবং পুনরায় প্রণয়ার্তির সন্নিবেশনে মুওয়াশ্শাহ·া'র যবনিকাপাত করেছেন। মূলতঃ মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ তাদের প্রশংসাগীতিকে প্রেম ও প্রণয়ের সুদৃশ্য মোড়কে উপস্থাপন করাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন। যেমন মুওয়াশ্শাহ·া কবি ইবন শারাফ প্রণয়ার্তির মাধ্যমে তাঁর রচিত এক প্রশংসাগীতির সূচনা করেছেন এভাবেঃ[৩]

قدك مايثنى الوشاح ✧✧ أم غصن بان

---

১ আল-মুকতাত·াফ মিন আয·াহির আল-ত·ারফ, সম্পা. ড: সায়্যিদ হ·ানাফী হু·সনায়ন (ক·ায়রো), পৃ. ১৫

২ ড: ফাওযী সা·আর ·ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা·আরিফাহ আল-জামি·য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৬৮

৩ আল-স·াফদী, জায়শ আল-তাওশীহ·, সম্পা. নাজী ওয়া মাদূ·র (তিউনিস, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

علله الصبي براح ✧✧ حتى سقاني

"তোমার দেহ-সৌষ্ঠব কি মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকারদের অনুপ্রাণিত করেছে, নাকি তা এমন এক ডালি, যাকে এক কিশোর বালক সুপেয় সূরায় পরিতৃপ্ত করেছে। এমনকি আমাকেও তা পান করিয়েছে।"

কখনো কখনো এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ·ায় কবিগণ কোন ভূমিকা ও আয়োজন ছাড়াই সহসা প্রণয় থেকে প্রশংসায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। আবার কখনো তারা বনেদী স্তুতি ক·াস·ীদাহর অনুকরণে কোন সুনির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করে প্রণয় থেকে প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন 'আবূ ইসহ·াক· ইব্ন হামশুক' এর প্রশংসায় রচিত এক মুওয়াশ্শাহ·া র সূচনায় কবি ইব্ন মালিক বলেনঃ[১]

كم تصيد ✧✧ ألحاظ المها الغيد

من أسود ✧✧ بأحداقها السود

"মায়াবী চোখের বাঁকা চাহনী তার কৃষ্ণ তারায় কত কিছুই না শিকার করে।"

এ প্রণয়ী ভূমিকার পর পরই কবি তাঁর প্রত্যক্ষ প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছেন এ ভাবেঃ[২]

دع صبا ✧✧ نجد وأنس رياه

صف أبا ✧✧ إسحاق وعلياه

مرحبا ✧✧ بمن جل مثواه

يستفيد ✧✧ منه العيس والبيد

ووجود ✧✧ شخص الباس والجود

"প্রণয়রে কথা ছেড়ে দিয়ে তার সৌরভে বিমোহিত ও অনুপ্রাণিত হও।"

"আবূ ইসহ·াক· ও তাঁর উচ্চ মহিমার গুণকীর্তন করো।"

"ঐ ব্যক্তির প্রতি মোবারকবাদ- যিনি তাঁর স্থায়ী আবাসকে মহিমান্বিত করেছেন।"

"উষ্ট্রিপাল ও বন-বনানী তার দ্বারা উপকৃত হয়।"

"আর রণবীর ব্যক্তির জীবন এবং উদারতাও।"

প্রশংসা সূচক মুওয়াশ্শাহ·ার সূচনায় এ জাতীয় প্রণয়াবেদনের অন্তর্ভুক্তি কবিদের কোন স্বভাবসিদ্ধ রীতি ছিল না বরং তাঁরা কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কবিতার সূচনায় মদের বর্ণনা যুক্ত করে সহসা স্তুতিকীর্তনে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাতে প্রেম-প্রীতির কোন আলোচনা নেই। যেমন কবি ইব্ন মালিক সারাগোসী তাঁর অপর এক প্রশংসা গীতির সূচনা করেছেন এ ভাবেঃ[৩]

حث كأس الطلا على الزهر

وأدرها كالأنجم الزهر

"সুপেয় শরাব পেয়ালা পুষ্পের উপর প্রেরণা যুগিয়েছে এবং শুক্রগ্রহ ও নক্ষত্র পুঞ্জের ন্যায় তাকে বৃত্তাকারে আবর্তিত করেছে।"

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত পংক্তিদ্বয়ে কবি নিছক শরাবের বর্ণনা উপস্থাপন করার পর মূল বিষয়বস্তু তথা প্রশংসার প্রতি আত্ম-নিবিষ্ট হন।

কবিগণ এ ধরণের উপক্রমনিকা রচনায় মদের সাথে কখনো সাক্ব'ীদের বর্ণনাও যুক্ত করেছেন। যেমন কবি ইবন সাহল এক প্রশংসা সূচক মুওয়াশ্‌শাহ'া গীতির সূচনায় বলেনঃ[1]

أجذوة تشعل ✧✧ أم بنت دن تشرق

هذبها الحسن ✧✧ فنارها لا تحرق

"সে জলন্ত অঙ্গার নাকি উজ্জল জোনাকী পোকা।"

"রূপ-মঞ্জুরী তাকে সুবিন্যস্ত করেছে। ফলে বহ্নি-শিখা তাঁকে দহন করে না।"

উপরোক্ত আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, প্রশংসা সূচক মুওয়াশ্‌শাহ'া গীতি তার বিষয়বস্তুতে খাঁটি ও অবিমিশ্রিত ছিল না বরং তা গৌরচন্দ্রিমার দিক দিয়ে সনাতনধর্মী প্রশংসাগীতির ন্যায় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এমন কি প্রাআমীর যুগের কতিপয় মুওয়াশ্‌শাহ'া রচয়িতা তাঁদের এ জাতীয় কাব্যে প্রাচীন সনাতনধর্মী প্রশংসাগীতির অনুকরণে মামদূহে'র পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষে দাড়ানো, তাঁর সান্নিধ্যে পৌছার ভ্রমণ কাহিনী, পথিমধ্যে বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুঃখকষ্টের শিকার ইত্যাদির বর্ণনা চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন।[2]

আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি যে, প্রশংসা সূচক মুওয়াশ্‌শাহ'া চর্চার পরিধি ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং তা এক নব-উদ্ভাবিত শিল্পকলার ন্যায় শাসকশ্রেণী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার প্রধান আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। এ জাতীয় কাব্যের লালিত্য ও লাস্যতা অবলোকনে তাঁরা ছিলেন আত্ম-হারা ও আত্ম-বিভোর। আমরা যখন প্রশংসা সূচক মুওয়াশ্‌শাহ'ার বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং ক'াসীদাহ ফর্মে রচিত বনেদী মাদহি'য়্যাহ কাব্য-শাখার সাথে এর তুলনামূলক পর্যায়লোচনা করি, তখন আমরা দেখতে পাই, প্রথমতঃ মাদহি'য়্যাহ ক'াসীদাহ চর্চার মূল অবলম্বন ধর্মীয় ভাবধারার উপর এর কোন নির্ভরশীলতা নেই। দ্বিতীয়তঃ 'আরবী প্রশংসা গীতিতে আম্বিয়া-ই-কিরামদের কেচ্ছা-কাহিনী উল্লেখ করা এবং এর সাথে প্রশংসিত ব্যক্তির যুগসূত্র স্থাপন করার প্রতি সনাতনধর্মী কবিদের মধ্যে বেশ কৌতুহল লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে মুওয়াশ্‌শাহ'া রচয়িতাদের মধ্যে এ ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। তৃতীয়তঃ আল-মুওয়াহ'হি'দূন শাসকবর্গের দরবারী ও বনেদী কবিগণ তাদের প্রশংসাগীতিতে সমকালীন রাজকীয় কামনা-বাসনা ও চিন্তা-চেতনার শৃংখলে ছিলেন আবদ্ধ। অপর দিকে মুওয়াশ্‌শাহ'া কবিগণ তা থেকে অনেকটা প্রভাব মুক্ত ও স্বাধীন ছিলেন। চতুর্থতঃ সনাতনধর্মী প্রশংসাগীতি অতিরঞ্জন ও কৃতিমতার স্পর্শে ছিল উজ্জীবিত। পক্ষান্তরে এ ধরণের মুওয়াশ্‌শাহ'া গীতি অনেকটা কৃত্রিমতা বিবর্জিত ও বাস্তবতা আশ্রিত ছিল। এ জন্য দেখা যায়, এ জাতীয় কাব্য মামদূহ'কে মানুষ্য প্রকৃতির গন্ডি থেকে দূরে ঠেলে দেয়নি এবং মাদীহ' ও মামদূহে'র মধ্যে অনুরাগের এমন এক প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে দেয়, যা উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান বহুগুণে কমিয়ে আনে। ফলে আমরা এ জাতীয় কাব্যে মামদূহ' ও কবি উভয়ের মধ্যে অনুরাগের এক অটুট সম্পৃক্তি ও ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করি। কবি তাঁর মুওয়াশ্‌শাহ'ায় নিজেকে একজন সত্যিকার প্রেমিক হিসেবে চিত্রিত করে প্রশংসার বদন-বিন্যাসে প্রণয়ের হাল্কা পোষাক পরিয়ে এবং উগ্র-প্রসাধনীর সাজন-শিল্পে এত চমৎকার ও অপরূপ অবয়বে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে প্রশংসা ও প্রণয়ের পার্থক্য নির্ণয় করা আমাদের মত কাব্য-রসিকদের পক্ষে

---

১ দী'ওয়ান ইবন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ৩১৪

২ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশ্‌শাহ'াত ওয়া আল-আয'জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

অতি দুরূহ ও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সুতরাং 'আরবী সাহিত্যের তুখোড় অধ্যাপক ড: 'আবদ আল-'আযীয· আল-আহওয়ানী এ দৃশ্য অবলোকন করে বলেনঃ[১]

"إن مديح كثير من الأندلسيين في التوشيح تأثر بالغزل وامتزج به، فكانوا يؤثرون في صفات الممدوح أقربها إلى صفات المحبوب، وهي الصفات التي تخف على النفس وتتجه إلى الشمائل الإنسانية المحببة في الممدوح بحيث يشتبه الأمر أحيانا على القارىء، أهو مديح أو غزل"

"স্পেন দেশীয় প্রশংসা সূচক অধিকাংশ মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য প্রণয়দ্বারা প্রভাবিত এবং এর সাথে একিভূত হয়ে আছে। কবিগণ মামদূহে·র গুণাবলীর বর্ণনায় একজন প্রেমিকের অতি অনুকূল গুণ-বৈশিষ্ট্যেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এ সব গুণাবলী হৃদয়কে অধিক হারে পুলকিত করে এবং মামদূহে·র মধ্যে বিরাজমান মানব চরিত্রের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। এতে ঐ ব্যাপারটি কখনো পাঠকের কাছে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে যে, এটা কি কোন প্রশংসা নাকি প্রণয়ার্তি?"

এমনি ভাবে আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগের অধিকাংশ মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রশংসায় রচিত কাব্যে মামদূহ·কে এমন একজন বীর সেনানী বাহাদূর, দক্ষ অশ্বারোহী ও সুনিপুণ রণ-কৌশলী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন, যাকে কোন পার্থিব কর্মব্যস্ততা কিংবা সহায়-সম্বলের-মোহ জিহাদ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তাঁর কাছে রূপসী নারীর উছলে পড়া যৌবনের কোন মূল্য নেই বরং তীর ও তরবারীর গুরুত্ব রয়েছে সর্বাধিক। যেমন কবি ইবন মালিক তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহ·ায় বলেনঃ[২]

صل ثناء على أبي زيد
بطل في الحروب ذو أيد
لم يهم بالحسان والسمر
إنما هام بالقنا السمر

"আবু য·ায়দের উপর ক্রমাগত ভাবে গুণকীর্তন চালিয়ে যাও। রণক্ষেত্রে তিনি অতি বাহাদূর ও শক্তিধর।"

"রূপসী ও পিঙ্গল চোখে তাঁর তো কোন আসক্তি ও লোভ নেই বরং কৃষ্ণ তীরেই রয়েছে তাঁর প্রবল আগ্রহ।"

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা একথা নির্দিধায় বলতে পারি যে, তৎকালীন প্রশংসা সূচক স্পেনীয় মুওয়াশ্শাহ·া গীতি তার আঙ্গিনার বিশাল বিস্তৃতি এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে সনাতনধর্মী মাদহি·য়্যাহ কাব্যেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এর মধ্যে বনেদী মাদহি·য়্যাহ কাব্য ধারার প্রচুর ভাবাবেগ প্রতিধ্বনিত হলেও তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। যেমন প্রণয়ের সাথে স্তুতির নিখুঁত ও চমৎকার সংমিশ্রণ, মাদীহ· ও মামদূহে·র মধ্যে বিভেদ ও ফারাক সৃষ্টিকারী শক্ত প্রতিবন্ধকের অপসারণ, অতিরঞ্জন ও কৃত্রিমতা বর্জন ইত্যাদি। সুতরাং এ সকল বিষয় বিবেচনা করলে প্রতিয়মান হয়, মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ সকল জটিলতা ও দূর্বোধ্যতা পরিহার করে সঙ্গীতের অনুকূল সহজ-সরল ভাষা ও সাবলিল ব্যঞ্জনার সমন্বয়ে তাঁদের প্রশংসাগীতিকে অলংকৃত করেছেন। অধিকাংশ সময় এ জাতীয় প্রশংসাগীতি মামদূহে·র সামনে গানের ভঙ্গিমায় পরিবেশন করা হতো। এ সম্পর্কে ড: ফাওযী সা'আর বলেনঃ[৩]

---

১ ড: 'আবদ আল-'আযীয· আল-আহওয়ানী, ইবন সিনা আল-মুলক ওয়া মুশকিলাহ আল-'আক·ম ওয়া আল-ইবতিকার ফী আল-শি·র (ক·ায়রো, ১৯৬২ খৃ.), পৃ. ২১২

২ আল-স·াফদী, জায়শ আল-তাওশীহ·, সম্পা. নাজী ওয়া মাদূ·র (তিউনিস, ১৯৬৭ খৃ.),পৃ. ২১৩

৩ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি·য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

"وإن كانت هناك موشحات أخرى لم تتخذ مادة للغناء، وإنما كان يكتفى بإنشادها أمام الممدوح"

"অন্যান্য মুওয়াশশাহ্‌া গীতি তথায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা সঙ্গীতের মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য হতো। একমাত্র প্রশংসা গীতিই মামদূহে্‌র সামনে সাঙ্গেতিক সূরে পরিবেশন যোগ্য ছিল।"

শোক গাঁথা জাতীয় মুওয়াশশাহ্‌া ঃ

শোক-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা মুওয়াশশাহ্‌া রচয়িতাদের কাব্যচর্চার এক অনুপম বিষয়বস্তু ছিল। এ বিষয়ে তাঁরা সনাতনধর্মী কবিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুওয়াশশাহ্‌া রচনা করেছেন। এক উন্মুক্ত পরিসরে তাঁদের কাব্য চর্চার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা এটা প্রমাণ করে যে, মুওয়াশশাহ্‌া কাব্যকলা কেবল মাত্র সঙ্গীতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু তথা প্রণয়, মদ, স্তুতি ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তা সনাতনধর্মী কবিতার সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল। চাই সেটা সঙ্গীতধর্মী হোক বা না-ই হোক।

জনৈক গবেষক শোক গাঁথা জাতীয় মুওয়াশশাহ্‌া উপর অনুসন্ধান চালিয়ে মুওয়াশশাহ্‌া কাব্যকলার শক্তি ও সামর্থের উপর সন্ধিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে বলেনঃ[১]

"هل يستطيع فن أنشيء أصلا ليكون وسيلة لبعث النشوة فى مجلس طرب أو خلق الا بتهاج فى مجال قصف ومجون وخلاعة وإقبال على الدنيا وانكبات على الملذات أن يعبر عن حزن وأسى ولوعة على فراق عزيز وموت حبيب دلف إلى دار أخرى؟"

"আনন্দ মেলায় পুলক ছড়ানো কিংবা ভূরিভোজন, ক্রীড়া-কৌতুক, বিলাস-বিনোদ এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের উৎসবাদিতে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে নির্মিত মৌলিক শিল্পকলার পক্ষে শোক-দুঃখ, ক্লেশ-যাতনা, প্রিয় ব্যক্তির বিরহ-বিচ্ছেদ এবং প্রেমিকের মৃত্যু ও পরপারের যাত্রায় কবি-মানসে উদগত ব্যথা-বেদনা ব্যক্ত করা কি সম্ভব হবে?"

উপরোক্ত গবেষকের ধারণা অনুযায়ী মুওয়াশশাহ্‌া কাব্যকলা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। সুতরাং তিনি এদিকে ইঙ্গিত করে আরো বলেনঃ[২]

"فلا علينا من بأس إذا ما افتقدنا بغيتنا فى التوشيح فى هذا المجال، وليس على الوشاح بدوره من بأس إذا فشل فى أن يحزن، لأنه فى هذا المجال مكلف الأشياء غير طابعها"

"মুওয়াশশাহ্‌া কাব্যে শোক দুঃখের অভিব্যক্তি না পাওয়াটা আমাদের জন্য কোন পরিতাপের বিষয় নয় এবং এর মাধ্যমে ব্যথা-বেদনা প্রকাশ করার ব্যর্থতা মুওয়াশশাহ্‌া রচয়িতাদের জন্যও কোন আক্ষেপের কারণ নয়। কেননা তা এ জাতীয় কাব্যের জন্য কঠিন, অবাস্তব ও রুচি বিরুদ্ধ বিষয়।"

এ অভিমতটি নিয়ে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ ভাবে হারিয়ে যাওয়া স্পেনীয় মুওয়াশশাহ্‌া কাব্যমালার সাথে প্রচুর শোকগাঁথাও কালের আবর্তে তলিয়ে গেছে। বর্তমানে এর খুবই যৎসামান্য আমাদের হাতে বিদ্যমান রয়েছে। এ অল্প সংখ্যক শোকগাঁথায় অনুসন্ধান চালালে দেখা যায়, মুওয়াশশাহ্‌া রচয়িতাগণ এ ক্ষেত্রে সনাতনধর্মী কবিদের থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নন। তাঁরা তাদের মুওয়াশশাহ্‌া শোকাঙ্গিনার কোন বিশেষ দিক প্রতিফলিত করেই ক্ষান্ত হন নি বরং সনাতনধর্মী কবিদের মত শোক-দুঃখের সার্বিক চিত্র অংকিত করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, মুওয়াশশাহ্‌া কাব্যে কবিগণ স্বীয় পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের বিরাহ-বিচ্ছেদ যেমন প্রচুর রোদন ও বিলাপ করেছেন, ঠিক তদ্রুপ হারিয়ে যাওয়া

---

১ ড: আহ্‌মাদ হায়কাল, আল-আদাব আল-আন্দালুসী মিন আল-ফাতহ্‌ ইলা সুকূত্‌ আল-খিলাফাহ (কায়রো,১৯৭০ খৃ.),পৃ.৪৩৬ ও তৎপরবর্তী।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্য, ক্ষমতা, হৃত গৌরব এবং জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতেও হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা ও আর্ত চিৎকার অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যেমন বালান্‌সিয়ার সেনাপতি আবু আল-হ·ামলাত খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন এক যুদ্ধে শাহাদত বরণ করলে কবি ইবন্ হ·ায·মূন তাঁর উপর এক মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা রচনা করে বলেনঃ[১]

ياعين بكى السراج ✧✧ الأزهرا النيرا اللامع

وكان نعم الرتاج ✧✧ فكسرا كى تنثرا مدامع

* * * * *

من آل سعد أغر ✧✧ مثل الشهاب المتقد

بكى جميع البشر ✧✧ عليه لما أن فقد

والمشرفى الذكر ✧✧ والسمهرى المطرد[২]

شق الصفوف وكر ✧✧ على العدو متئد

ماء المدامع صاب ✧✧ عليك أولى أن يجود

سقى البرية صاب ✧✧ رزء أحلك اللحود

فكل خلق أصاب ✧✧ إلا النصارى واليهود

ناديت قلبا مصاب ✧✧ يجرى على الميت العهود

* * * * *

ياقلبى المهتاج تصبرا ✧✧ زان الثرى مدافع

ابن أبى الحجاج فهل ترى ✧✧ لما جرى مدافع

"হে নয়ন! তুমি কাঁদো সজ্জিত দীপে, যা অতি উজ্জল ও আলোকময়। বিশাল ফটকটি কতইনা সুন্দর ছিল। কিন্তু তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আর তাতে যেন কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেই।"

"সে সা'দ বংশীয়, শিখা অনির্বানের মত ঝলমল করছে। সে হারিয়ে গেলে সকল মানুষ তাঁর জন্য ক্রন্দন করতে করতে অস্থির হয়ে পড়েছে। সে এক স্মরণীয় তরবারী আর নিক্ষিপ্ত বল্লম, যা শত্রু পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে শান্ত ও অবিচল পদে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে।"

"তোমার উপর ঝরিত অশ্রু, সৃষ্টির পরিতৃপ্তির আকণ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর। ভাগ্যের এক বিড়ম্বনা তোমাকে আঘাত করে সমাধিগর্তে আবদ্ধ করেছে। খৃষ্টান ও ইয়াহুদী ব্যতিত সৃষ্টির সকল মানুষ তাতে দুঃখে ভারাক্রান্ত। আমি হৃদয়ের প্রতি আর্তনাদ করেছি। বিপদ তো মৃত ব্যক্তির উপর যুগ যুগ ধরে চলছে।"

"হে আমার ব্যাকুল অন্তর! ধৈর্য ধরো। ত্রাণকর্তা ইবন্ আবী আল-হ·াজ্জাজ ভূ-আঙ্গিনাকে অলংকৃত করেছেন। রক্ষক যখন চলেন, তুমি কি তাকে দেখতে পাও?"

এটা কবি হ·ায·মূন এর এক অভিনব ও মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা জাতীয় দীর্ঘ মুওয়াশ্‌শাহ·রই অংশ বিশেষ। বীর সেনাপতি 'আবূ আল-হ·ামলাত' এর মৃত্যুতে বালান্‌সিয়া ও মার্‌সিয়াবাসী যে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, এখানে কবি তাঁর গভীর অনুভূতি ও আবেগের তুলিতে এর বাস্তব ও বেদনা-বিধূর চিত্র চমৎকার ভাবে অংকিত করেছেন।

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ২, পৃ. ২১৭ ও তৎপরবর্তী।

২ المشرفى ঃ তরবারী। السمهرى ঃ বল্লম, বর্শা।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত সেনাপতি যুদ্ধের ক্লেশ সহজে বরণ করে নিয়ে রণ-ক্ষেত্রে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বীর-বিক্রমে শত্রু-নিধন করতে করতে প্রভূর তরে নিজের প্রাণোৎসর্গ করে দিলেন। এখানে দেখা যায়, কবি তাঁর মুওয়াশ্শাহ·ায় কেবল রোদন ও বিলাপ করেই থেমে থাকেন নি বরং বাহাদুর সেনাপতি যুদ্ধের ভয়াবহতা উপেক্ষা করে নির্বিঘ্নে শত্রু শিবিরে হানা দিয়ে যে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, তার এক সাঙ্গেতিক পরিবেশনাও উপস্থাপন করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ড: ফাওয·ী সা'আর 'ঈসা বলেনঃ[১]

"وتبقى موشحة ابن حزمون بعد ذلك دليلا قويا يبرهن على قدرة الوشاحين ونجاحهم فى معالجة فن الرثاء بصورة لاتقل عن مثيلتها فى الشعر هذا إن لم تتفوق عليها فى بعض الأحيان"

''অবশেষে ইবন হ·ায·মূন এর মুওয়াশ্শাহ·াটি এমন এক মজবুত দলীল হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যা শোকগাঁথা রচনায় মুওয়াশ্শাহ·া কবিদের যোগ্যতা ও সফলতা প্রমাণ করে। অনেক সময় তাঁরা কাব্যের এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে সনাতনধর্মী কবিদের উপর প্রাধান্য লাভে ব্যর্থ হলেও এ ক্ষেত্রে সতীর্থ বনেদী কবিদের থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নন।''

ধর্ম বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ·া ঃ

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি, মুওয়াশ্শাহ·া রচয়িতাগণ প্রণয়, মদ, ক্রীড়া-কৌতুক, রম্য, প্রকৃতি, স্তুতি ও শোঁককে কেন্দ্র করে তাঁদের কবিত্ব অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু তা তাঁদের কাব্যচর্চার চূড়ান্ত পরিসীমা নয় বরং প্রাচীন বনেদী কবিরা যে সব বিষয়বস্তুর উপরই কবিতা রচনা করেন না কেন, মুওয়াশ্শাহ·া রচয়িতাগণও তাতে নির্দিধায় অংশ গ্রহণ করে স্বীয় কবিত্বকে প্রচুর পরিমানে শানিত করেছেন। সুতরাং স্পেনদেশীয় মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ বৈরাগ্য, সূ·ফিবাদ, না'তে রাসূল ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়বস্তুকেও নব-উদ্ভাবিত মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলার স্বচ্ছ-মসৃণ আরশীতে প্রতিফলিত করতে সামান্যতম পিছপা হননি। যদিও এর বিভিন্ন দিক ও বিষয় অতি জটিল এবং দূর্বোধ্য ছিল, তথাপি ধর্মের প্রতি তাঁদের প্রবল অনুরাগ ও ভালবাসা কাব্য-প্রসাধনে এ কঠিনতম কর্মের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব করে তুলেছিল। এ ক্ষেত্রে স্পেনীয় তিনজন কবি- ইবন 'আরবী, আল-শুশ্তারী ও ইবন আল-স·াব্বাগ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন স্পেনের সাধক ও মরমী কবি। তাঁদের রচিত বহু মুওয়াশ্শাহ·া আমাদের হাতে সংরক্ষিত আছে। এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ·ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ড: ফাওয·ী সা'আর 'ঈসা বলেনঃ[২]

"والموشحة الدينية لاتختلف فى مضمونها عن الشعر الدينى، فهناك الموشحات التى تتناول مديح النبى صلعم، وهناك الموشحات التى تعالج الزهد، وهناك الموشحات التى تقال فى التصوف"

''এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ·ার বিষয়বস্তু প্রাচীন-বনেদী ধর্মীয় কাব্য হতে ভিন্ন নয় বরং এ ধরণের মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যও ধর্মবিষয়ক বনেদী কবিতার ন্যায় না'তে রাসূল, যু·হদ ও সূ·ফিবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।''

কবি ইবন আল-স·াব্বাগ রাসূল (সা.) এর প্রশংসাগীতি রচনায় ছিলেন অতি দক্ষ ও সিদ্ধ হস্তের অধিকারী। এ ক্ষেত্রে তিনি বহু চমৎকার মুওয়াশ্শাহ·া রচনা করেছেন। যেমন কবি তাঁর এক মুওয়াশ্শাহ·ায় বলেনঃ[৩]

بأرض طيبة معهد

---

১ ড: ফাওয·ী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি·য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৮২

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

شوقي إليه مجدد

* * *

هل لي بتلك الطلول

من زورة ومقيل

ياقبر خير رسول

متى يراك فيسعد

صب ببعدك مكمد [১]

* * *

مذ قد يراه انتزاح

وقص منه الجناح

له إليك ارتياح

بالغرب أضحى مقيد

والضعف والشيب يشهد

''পূণ্যভূমিতে রয়েছে শিক্ষালয়। যার প্রতি আমার অনুরাগ নব-প্রাণে উদ্দীপ্ত হয়।''

''আমার জন্য ঐ ধ্বংসস্তুপগুলো পরিদর্শন ও তথায় অবকাশ যাপনের কি কোন সুযোগ রয়েছে?''

''মহোত্তম নবীর হে সমাধি কক্ষ! সে কখন যে তোমার দেখা পাবে, আর তাতে সে সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠবে।''

''শোকে মর্মাহত তোমার দূরত্বকে অশ্রু জলে সিক্ত করো।''

''অনন্তর প্রবাসে গমণ তাকে অতি কাহিল করেছে। আর তার ডানাগুলো কেটে দিয়েছে।''

''তোমার প্রতি রয়েছে তার সন্তুষ্টি। কিন্তু পশ্চিমা দেশে সে এখন বন্দী হয়ে পড়েছে। দুর্বলতা ও বার্ধক্য এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।''

এখানে কবি হৃদয়ে রাসূল (সা.) এর রাওযা মোবারাক যিয়ারাতের এক ঐকান্তিক কামনা এবং রিসালাতে মুহাম্মাদীর পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত আধ্যাত্মিক লোকালয় ও মাঠ প্রান্তরগুলো দর্শনের এক উদগ্র বাসনা চমৎকার ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কবি তাঁর স্বরচিত না'তে রাসূলে দূরদেশে অবস্থানের ফলে তাঁর ব্যক্তিগত বিরহ-বিচ্ছেদের এক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা তুলে ধরেছেন। রাসূল (সা.) এর রাওযা মোবারাক যিয়ারাতে কবির অসামর্থতায় তাঁর সকল আশা দুরাশার চোরাবালিতে আটকা পড়েছে। আর এ অসামর্থতার কারণ হিসেবে তিনি শারিরিক দুর্বলতা ও বার্ধক্যপনাকে দায়ী করেছেন।

অনুরূপভাবে এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহায় কবিগণ রাসূল(সা.) এর প্রতি তাঁদের প্রেম-ভালবাসা এবং তাঁর মহান গুন-বৈশিষ্ট্যের সার্বিক রূপায়ন ঘটিয়ে প্রাচীন সনাতনধর্মী কবিদের হু বহু অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। মহান নবীর স্তুতিকীর্তন ও স্মৃতি-চারণে তাঁরা ছিলেন গভীর অধ্যবসায়ী ও গর্বিত। এ জাতীয় কবিতায় নবীর প্রতি মুসলিম উম্মার অন্তরে মহান মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং তাদের উপর নবীর বিরাট অবদান ও অনুদান অতি সাবলিল ভঙ্গিমায় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কবি ইবন আল-সাব্বাগ তাঁর অপর এক মুওয়াশ্শাহায় বলেছেন[২]-

---

১ مكمد: বেদনা বিধুর, শোকাহত।

২ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহাত ওয়া আল-আয-জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

لأحمد المصطفى مقام
جل علاه فلا يرام
بنوره يهتدى الأنام
فأى شمس وأى بدر ✧✧ قد أطلعته لنا السعود
* * * * *
بنوره تشرق الشموس
فى حبه تخلع النفوس
يا أيها المسمع الرئيس
أدر علينا كئوس فخر ✧✧ من ذكره تعط ماتريد
* * * * *
أمداح خير الورى نعيم
نحن أناس بها نهيم
يا مادحيه بالله قوموا
خوضوا بنا موج بحر فخر ✧✧ من مات فيه فهو شهيد

"আহ্‌মাদ আল-মুস্তাফার মহিমা সুমহান। তাঁর চূড়া অতি উঁচু, যা কামনা করা যায় না। আর তাঁরই নূরে জগতবাসী সঠিক পথের সন্ধান পায়।"

"সে কেমন সূর্য্য ও পূর্ণিমার চাঁদ? যাকে সৌভাগ্য আমাদের জন্য উদিত করেছে।"

"তারই নূরে সূর্যালো ছড়িয়ে পড়ে। আর তারই প্রেমে মর্মবাঁধন ছিড়ে যায়।"

"হে প্রধান গায়ক! তাঁর স্মৃতি-চারণের গর্বপেয়ালা আমাদের মাঝে একের পর এক চক্রাকারে বিলিয়ে দাও। তুমি যা চাও, তা-ই পাবে।"

"সৃষ্টির সেরা মানবের গুণগান- তাতো খোদারই দান। আমরা মানব জাতি তো এর প্রতি অতি লোভী।"

"হে তাঁর প্রশংসাকারী ব্যক্তিবর্গ! খোদার নামে দাড়াও সবাই। আর গৌরব সাগরের উর্মি মাঝে আমাদের সাথে ডুব দাও। তথায় যে ডুবে মরলো, সে তো হল শাহীদ।"

এমনি ভাবে বৈরাগ্য ও সূ·ফীবাদকে কেন্দ্র করেও এ জাতীয় প্রচুর ও অভিনব মুওয়াশশাহ·া রচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইবন 'আরবী ও আল-শুশতারী নামক দু'জন উচ্চাঙ্গের স্পেনীয় সাধক বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের মুওয়াশশাহ·ায় সূ·ফীবাদের সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মূলক জটিল চিত্র অতি স্বচ্ছ, সাবলিল ও তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনায় চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত করেছেন। এ সম্পর্কে ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা বলেনঃ[১]

"وقد سلكت موشحات التصوف سبيل الشعر الصوفى، فاصطنع الوشاحون أسلوب الرمز والإشارة فى التعبير عن حقائقهم وأسرارهم، وتغنوا بالحب الإلهى ووصفوا لحظات السكر والجذب والشطح والفناء، ولكن موشحات التصوف قد تختلف عن الشعر الصوفى فى كونها أقرب إلى الفهم، وأدنى إلى

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

البساطة والسهولة ولعل ذلك يرجع إلى أن بعض هذه الموشحات كان يتغنى بـه فكـان طبيعيـا أن يتخفـف من الرموز الصعبة والمعانى المستغلقة "

''সূ·ফীবাদী মুওয়াশ্শাহ·া মূলতঃ সনাতনধর্মী মরমী-কাব্যের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং মরমী রচনাশৈলীতে মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ তাঁদের আধ্যাত্মিক রহস্য ও তত্ত্বের সুক্ষ্ম অনুভূতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং তা অতি মনোরম ভঙ্গিমায় সুবিন্যস্ত করেছেন। আর তাঁরা প্রভূর ভালবাসায় সূরারোপ করতঃ খোদা-প্রেমে তঁদের অন্তরে অনুভূত মাদকতা, আকর্ষণ, উদভ্রান্তি ও জীবন বিধংসের এক সরস বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু এগুলো ভাব ও অর্থের সহজ-সরল অভিব্যক্তি ও বোধগম্যতায় সনতানধর্মী মরমী কাব্যধারা হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর যেহেতু এ ধরণের কতিপয় মুওয়াশ্শাহ·া সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে এ জাতীয় কাব্যে জটিল ও কঠিন ভাবার্থ পরিহার করাটা ছিল স্বাভাবিক।''

উপরোক্ত অভিমতটি মরমী মুওয়াশ্শাহ·ার এক বাস্তব চিত্র আমরাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। তাছাড়া আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, স্পেনীয় মরমী মুওয়াশ্শাহ·া র বিষয়বস্তু কেবল মাত্র সূ·ফীবাদে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এগুলোর অধিকাংশ বৈরাগ্য, সূ·ফীবাদ ও না'তে রাসূল এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে সংমিশ্রিত রূপে উজ্জীবিত হয়ে আছে। যেমন কবি ইবন 'আরবী তাঁর এক মুওয়াশ্শাহ·ায় সাধকী প্রার্থনার ভঙ্গিমায় বলেছেনঃ[১]

يامنير القلوب

بشموس الغيوب

نفحات الحبيب

تتوالى عليا

فزيني الحق طلق المحيا

''হে হৃদয়ের জ্যোতি! অলৌকিক কিরণে প্রেমিকের সৌরভ আমার উপর ক্রমাগত গড়িয়ে পড়ছে। আর তা আমাকে হাসি-ভরা মুখে সত্য পথের সন্ধান দেয়।''

করি ইবন 'আরবীর এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ·ায় অর্থের মধ্যে কিছু দূর্বোধ্যতা লক্ষণীয়। কারণ তাঁর অধিকাংশ মরমী কবিতায় প্রেমান্ধত্বের তীব্র অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক ভাবার্থের উচ্চাঙ্গিন অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার সাধক ও সত্য-অনুসন্ধানী। ফলে আমরা তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিক প্রেরণা, ভোগবাদী জীবনের প্রতি অনিহা ও বৈরাগ্য-ভাব বহুল পরিমাণে উপলব্ধি করি। যেমন কবি বলেনঃ[২]

يا لطيفا بعبده

و كريما بوفده

ووفيا بعهده

أعط عبدا رزيا

إنه ماجاء شيئا فريا

''স্বীয় বান্দার প্রতি হে,মহানুভূতিশীল ও সহায়তা দানে উদার।''

''ওহে প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী সত্তা! এক বিপদগ্রস্ত দাসের উপর দান করো, যে কোন মিথ্যাচারীতার আশ্রয় নেয়নি।''

---

১ দীওয়ান ইবন 'আরবী (ক·ায়রো ঃ বুলাক·, ১৮০৫ খৃ.), পৃ. ৮৯

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলার সাধক কবিগণ প্রেমাকণ্ঠের মধুর-স্বাদ গ্রহণে ব্যর্থ প্রেমিক কবিদের সনাতনধর্মী কাব্য ধারার অনুকরণে নিজেদের মুওয়াশ্শাহ·া চর্চা অব্যাহত রেখে ছিলেন। তাঁরা প্রেমিকের পক্ষ হতে প্রাপ্ত সকল ক্লেশ ও যাতনা সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করে নিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। এ ধরণের প্রণয়ার্তির উপস্থাপনায় স্পেনের বিখ্যাত সাধক কবি আল-শুশ্তারী ছিলেন অতি পারদর্শী। সুক্ষ্ম শব্দচয়ন ও সহজ-সরল বাচনভঙ্গির সৌকর্যে এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ·া প্রণয়নের রীতি-পদ্ধতির প্রতি তিনি ছিলেন অতি কৌতুহলী। যেমন কবি তাঁর এমনি এক মুওয়াশ্শাহ·ায় বলেনঃ[১]

"ياحبيبى بحياتك ✧✧ بحياتك ياحبيبى

رق لى وانظر لحالى ✧✧ أنت أدرى بالذى بى

أنت دائى ودوائى ✧✧ فتلطف ياطبيبى

إن يكن يرضيك قتلى ✧✧ فاجعل القتل بقربى

إننى بالوصل أفنى ✧✧ هكذا حال المحب

''হে প্রিয়তম! তোমার জীবন দিয়ে,- তোমার জীবন দিয়ে হে প্রিয়তম! আমার প্রতি দয়া করো। আর আমার অবস্থার প্রতি চেয়ে দেখ।''

''আমার সাথে যা আছে, সে সম্পর্কে তুমি ভাল ভাবে অবগত আছ। তুমি তো আমার পীড়া আর রোগের ঔষধও বটে।''

''অতএব হে আমার চিকিৎসক! আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। আমার হত্যায় তুমি যদি সন্তুষ্ট হও, তবে যম-নিধনকে আমার নিকটবর্তী করে দাও।''

''আমি তো নিশ্চিত ধ্বংস হয়েছি মিলনের বাসনায়। আর সত্যিকার প্রেমিকের পরিণতি তো এমনি হয়।''

এভাবে আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও সাধকদের পরিভাষা মরমী-মুওয়াশ্শাহ·া গীতিতে কবিদের নিষ্কলুষ অন্তরের উর্মিতালে আছড়ে পড়েছে। তাঁদের অকৃত্রিম প্রেমানুভূতি ও পবিত্র অনুরাগ বহনে তা এক সার্থক শিল্পকলা। বিষয়বস্তুর এ জটিল ও নব-আঙ্গিনা পরিভ্রমণ এবং সনাতনধর্মী মরমী ক·াসীদাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত প্রচুর যোগ্যতা এর রয়েছে। এমন কি সাঙ্গেতিক লালিত্য, ভাবার্থের সারল্য, শব্দচয়নে সুক্ষ্মতা, স্পেনীয় আধ্যাত্মিক- জীবন চিত্রের প্রতিবিম্বায়ন, গতানুগতিক ছন্দরীতির আওতা মুক্তি প্রভৃতি কাব্য-বৈচিত্র ও শিল্প সুষমায় তা ক·াসীদাহর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষত্ব লাভ করেছে।[২]

মুওয়াশ্শাহ·া কবিতার শিল্পরূপ ঃ

ছন্দ-মাত্রা ঃ প্রাচীনকাল থেকে মুওয়াশশাহ·া কাব্যধারা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত 'আরবী কাব্যমালা আল-খলীল প্রবর্তিত গতানুগতিক ছন্দ ও একক মাত্রার সীমাবদ্ধতায় শৃংখলিত ছিল। পরবর্তী কালে এই সীমাবদ্ধতার বিরোদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিলে শুরু হলো মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যধারার সুনিপুণ কলা-কৌশলের প্রয়োগিক তেলেসমাতি। ভেঙ্গে গেল সকল সেকেলে কাব্যিক পরিবেষ্টন। সঙ্গীত ও সুর-লহরীর ধারাবহিক উৎকর্ষতার প্রচণ্ড ধাক্কায় কাব্য-শরীর হতে ছন্দ-স্পন্দের প্রাচীন আবরণ অনেকটা খসে পড়লো। ফলে আঞ্চলিক গীতিকে কেন্দ্র করে ছন্দ ও আঙ্গিকের এক নব-আভরণে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যধারার সূত্রপাত ঘটে। এগুলো সাধারণতঃ 'দাওর' ও 'ক·াফল' এর সমন্বয়ে গঠিত হয়। আর এর প্রত্যেকটি একাধিক ছত্রাংশে বিভক্ত থাকে। এ

---

১ দীওয়ান আল-শুশ্তারী, সম্পা. ড: 'আলী আল-নাশশার (আল-ইস্কান্দারিয়াহ, ১৯৬০ খৃ.), পৃ. ৩৬০

২ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সকল ছত্রাংশকে 'দাওর' এর মধ্যে 'ঘুস্·ন' এবং 'ক·াফল' এর মধ্যে 'সিমত·' নামে অভিহিত করা হয়। আর যে সমাপনী ক·াফলে কবিতার পরিসমাপ্তি ঘটে, ওকে 'খারজাহ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সকল কাঠামো গত পরিচয় নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 'খারজাহ' নামক ক·াফলাঙ্গে বিশুদ্ধ 'আরবী ভাষা ব্যবহারে কোন বাধ্যকতা নেই। কবিগণ এটার মধ্যে কখনো চলন-রহিত 'আরবী উপভাষা, আবার কখনো অনারবী ভাষা প্রয়োগ করেছেন। আমরা পরবর্তীতে খারজাহ ক·াফলাঙ্গের এ সকল বিষয় সম্পর্কে আরো বিশদ পর্যালোচনা পৃথক শিরোনামে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। সে যাই হোক, মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ 'আরবী কবিতার গতানুগতিক ছন্দ-স্পন্দের ব্যাপক সংস্কার এবং কাব্যিক মাত্রায় বিপুল বৈচিত্র সাধন করেছেন। সুতরাং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ইবন্ বাস্সাম এর দৃষ্টিতে মুওয়াশ্শাহ·ার অধিকাংশ ছন্দ 'আরবী বনেদী কাব্যালংকারের বোঁটা বৃন্ত হতে ভিন্ন ছিল।[১] তবে কবি ইবন্ সিনা আল-মুলক তাঁর এক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়ে ছন্দমাত্রার ভিন্নতায় মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একঃ 'আরবী কবিতার গতানুগতিক ছন্দরীতি অনুসরণে রচিত মুওয়াশ্শাহ·া। দুই, ঐ সকল মুওয়াশ্শাহ·া গীতি, যার মধ্যে ছন্দ-মাত্রার কোন রীতিনীতি অনুসৃত হয়নি। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

"প্রথম প্রকারের মুওয়াশ্শাহ·া বলতে এমন কতিপয় কাব্যগুচ্ছকে বুঝানো হয়েছে, যা প্রচলিত ছন্দরীতি অনুসরণে রচিত। কিন্তু তা কবিদের নিকট পরিত্যক্ত কাব্য হিসেবে গণ্য হয়। তাঁদের দৃষ্টিতে এ জাতীয় কবিতাগুলো প্রাচ্যীয় পঞ্চপদী কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তা কেবল অপরিপক্ষ ও দুর্বল মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকারই রচনা করে থাকেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের মুওয়াশ্শাহ·া বলতে ঐ সকল কবিতাগুচ্ছকে বুঝায়, যার মধ্যে 'আরবী ছন্দরীতির কোন প্রতিফলন নেই। আর এ জাতীয় কাব্য এত বহুল পরিমাণে রচিত হয়েছে, যার সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব নয়। "

কবি ইবন্ সিনা আল-মুলক তাঁর গ্রন্থে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলার বহুরূপী অবস্থার কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করেছেন। তাঁর মতে মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ প্রচলিত ছন্দ-রীতি অনুকরণে রচিত কাব্যমালায় কোন শব্দ কিংবা স্বরচিহ্ন যুক্ত করে একে ছন্দ-রীতির মাপকাঠি থেকে বের করে দিতেন। ফলে এগুলো ছন্দ ও মাত্রার ভিন্নতার কারণে সনাতনধর্মী পঞ্চপদী কবিতার পরিমন্ডল বহির্ভূত হয়ে এক নতুন আমেজ সৃষ্টি করতো। আর ছন্দ-স্পন্দে এ ধরণের কিছুটা রদবদল ও ব্যতিক্রম করাটা মুওয়াশ্শাহ·া কবিদের দৃষ্টিতে শৈল্পিক মান-দন্ডের অনুকূলও ছিল।[৩] যেমন মুওয়াশ্শাহ·া কবি ইবন্ বাকী তাঁর এক কাব্য-চরণে বলেনঃ[৪]

"صبرت والصبر شيمة العانى ولم أقل للمطيل هجرانى معذبى كفانى"

"আমি ধৈর্য ধরেছি। আর ধৈর্যধারণ তো শোকাহত ব্যক্তির চরিত্রও বটে। নমনীয় হওয়ার জন্য আমি কোন কটু কথাও বলিনি। আমার নিপীড়নই আমার জন্য যথেষ্ট।"

উপরোক্ত পংক্তিটি 'আল-মুনসারিহ·' ছন্দে রচিত। কিন্তু "معذبى كفانى" শব্দের যোজনা একে তার ছন্দ কাঠামো থেকে বহিস্কৃত করেছে।

---

১ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযী·রাহ, সম্পা. ড: ইহ·সান ·আব্বাস (বৈরুত), খ ১, পৃ.১-২

২ ইবন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি·রায· ফী জুআমাল আল-মুওয়াশশাহ·াত, সম্পা. ড: জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯), পৃ. ৩৫

৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ.৩০০

৪ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কবি ইবন সিনা আল-মুলক অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় প্রকার মুওয়াশ্শাহ'ার সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা তুলে ধরে বলেনঃ[১]

"ليس لها عروض إلا التلحين ولا ضرب إلا الضرب، ولا أوتاد إلا الملاوى، ولاأسباب إلا الأوتار. وبهذه العروض – في زعمه يعرفون الموزون من المكسور، والسالم من المزحوف"

"রাগ-রাগিনী ছাড়া এর কোন ছন্দ নেই, বাদ্য ব্যতিত এর কোন তাল নেই, সূরাকর্ষণ ব্যতিত এর কাব্যকলির কোন অনুবন্ধী ও সন্ধিচ্যুতি নেই। বাদ্য তারের যোজনাই এর একমাত্র কাব্যিক চাপল্য। আর এ সকল ছন্দরীতির মাধ্যমেই ছন্দচ্যুত হতে ছন্দবদ্ধ ও শ্লথ গীতিবেগ থেকে নিরাপদ বাক্যকে পরিচয় করা যায়।"

উপরোক্ত আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, কবি ইবন সিনা আল-মুলক মুলতঃ বিখ্যাত পন্ডিত ইবন বাস্সামের অভিমতের পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। তাঁরা উভয়ের অভিমত হচ্ছে, অধিকাংশ মুওয়াশ্শাহ'া কবিতা গতানুগতিক 'আরবী ছন্দ-পদ্ধতি বহির্ভূত। এজন্য ইবন সিনা আল-মুলক মুওয়াশ্শাহ'া রচনার মৌলিক মাপকাঠি ছন্দ-পদ্ধতির পরিবর্তে সূর-লহরীকে নির্ধারণ করেছেন তাঁর মতে, অধিকাংশ মুওয়াশ্শাহ'া কাব্য রাগ-রাগিনীর নিক্তি ব্যতিত সঠিক পরিমাপ করা যায় না। এ ব্যাপারে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"أن العرب إنما اخترعوا الموشحات من أجل الغناء، فيجدر بنا إذن ألا نطلب من الشاعر الوشاح أن يتقيد بوزن قديم معروف تقيدا شديدا إن الذى يميز هذا الفن ويكسبه جمالا ليس العروض المقنن بل حرية الوزن"

(স্পেনীয়) 'আরবরা সঙ্গীতের আহবানে সাড়া দিয়েই মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যকলা আবিস্কার করেছিল, সুতরাং আমাদের জন্য উচিত হবে, মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণকে প্রচলিত প্রাচীন ছন্দ-রীতির আওতাভূক্ত করার অযথা চেষ্টা না করা। কেননা এই কাব্যকলা যে কারণে স্বাতন্ত্রতা ও উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, তা সীমিত ছন্দরীতি নয় বরং তা ছিল ছন্দ-স্পন্দের সীমাবদ্ধতা ডিঙ্গিয়ে অবাধ ও মুক্ত কাব্য চর্চা "

তাদের এ চিন্তাধারা প্রাচ্যবিদদের পরিমন্ডলেও প্রচুর স্বীকৃতি লাভ করেছিল। যেমন অধ্যাপক গার্সিয়া গোমেস সহ কতিপয় পশ্চিমা পন্ডিতদের ধারণা, সূর ও সঙ্গীত ব্যতিত মুওয়াশ্শাহ'ার অন্য কোন ছন্দ নেই। এগুলো মূলতঃ স্পেনদেশীয় প্রাচীন কাব্যকলার ছন্দ পদ্ধতির উপরই নির্ভরশীল।[৩]

তবে বিষয়টি নিয়ে সুক্ষ্ম ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত চিন্তাধারাটি ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে যাবে এবং 'আরবী কাব্যকলার প্রচলিত ছন্দ-নিক্তিই মুওয়াশ্শাহ'া রচনার সঠিক মাপকাঠি বলে প্রতিয়মান হবে। বস্তুতঃ এর শাব্দিক সৌকর্য ও রূপ-বৈচিত্র সৃষ্টি এবং পদ মর্যাদার সার্বিক মূল্যায়নে মুওয়াশ্শাহ'া গীতিকারগণই প্রশংসার যোগ্য- গায়ক-গায়িকারা নয়।[৪]

আমরা দেখতে পাই, মুওয়াশ্শাহ'া কবিদের সংস্কারমূলক তৎপরতা 'আরবী ছন্দ-শাস্ত্রের সীমানা অতিক্রম না করে এর উর্মিতালে সীমাবদ্ধ ছিল। কবিরা যখন উপলব্ধি করলেন, 'আল্লামা খালীল প্রবর্তিত ছন্দ-রীতিগুলো গায়ক গায়িকাদের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তখন তাঁরা উপরোক্ত ছন্দ-স্পন্দের পরিমন্ডলে অবস্থান করে কিছু রীতিনীতি সংস্কারের পরিকল্পনা হাতে নিলেন। সুতরাং 'আল্লামা খালীলের ছন্দ-পদ্ধতি হতে যে রূপ 'মাশতূ'র', 'মানহুক', 'যাহ'াফাহ' ইত্যাদি ধারণার উদ্ভব হয়েছিল, ঠিক তদ্রুপ স্পেনীয় মুওয়াশ্শাহ'া

---

১ ইবন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি'রায' ফী 'আমাল আল-মুওয়াশশাহ'াত, সম্পা. ড: জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯), পৃ.৩৫

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ.৩০২

৩ মুজাল্লাহ আল-মা'হাদ আল-মিস'রী (মাদ্রিদ, ১৯৭২খৃ.), সংখ্যা ১৮, পৃ.২১৭

৪ ড: আল-সায়্যিদ মুস্ত'াফা গাযী, ফী উসূ'ল আল-তাওশীহ' (আল-ইস্কান্দারিয়াহ, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যধারাও তা থেকে উৎকলিত হয়েছে। যেমন প্রখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ হার্টম্যান মুওয়াশ্শাহ'া সম্পর্কে তাঁর লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যকলার ১৪৬টি ছন্দপ্রকরণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, যার সবকয়টি 'আরবী কাব্যমালার গতানুগতিক ষোড়শ ছন্দতাল হতে উদগত হয়েছে।[১]

মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ প্রচলিত ও অপ্রচলিত উভয় প্রকার প্রাচীন 'আরবী কাব্যতালের সংস্কারের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে এর নতুন নতুন মানদন্ড দাঁড় করিয়েছিলেন, যা 'আরবী ছন্দ-শাস্ত্রের রীতি-পদ্ধতির ছত্র-ছায়ায় পরিচালিত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে এক প্রচন্ড সাহিত্যিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়ে তা সঙ্গীত ও ললিতকলার অভূতপূর্ব বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করেছিল।

'আরবী মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যধারা ও বনেদী কাব্যকলা উভয়ই 'আরবী ছন্দরীতি অবলম্বনে রচিত হওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত। এ সম্পর্কে অধ্যাপক গাযী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা মুওয়াশ্শাহ'ার সাথে 'আরবী ছন্দের নিবিড় সম্পৃক্তির উপর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তিনি বলেনঃ[২]

"أن الموشحات الأندلسية المختومة بخرجات أعجمية أو عامية لم تنظم على أوزان الشعر الأسباني، وإنما نظمت على أوزان عربية، أو على أوزان مولدة من العروض العربي، شأن الموشحات المختومة بخرجات معربة"

"স্পেনীয় মুওয়াশ্শাহ'া কাব্য— অনারবী কিংবা 'আরবী চলন-রহিত উপভাষায় প্রণীত, খারজাহার উপর যার সমাপ্তি ঘটে। তা স্পেনদেশীয় প্রাচীন কবিতার কোন ছন্দে রচিত হয়নি, বরং এটা মু'আররাব শব্দে নির্মিত খারজাহ্ ক'াফলাঙ্গ দ্বারা সমাপ্ত মুওয়াশ্শাহ'ার অনুরূপ মুল 'আরবী ছন্দ কিংবা 'আরবী ছন্দরীতি হতে উদগত কোন শাখা-ছন্দে রচিত হয়েছে।

এভাবে স্পেনের মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ 'আরবী ছন্দ-পদ্ধতির বাঁকে বাঁকে নিজেদের সংস্কারমূখী তৎপরতা যুক্ত করে (আমাদেরকে) এমন এক বিচিত্র ছন্দের উপহার দিয়েছেন, যার শিল্প-নৈপুণ্য আমাদেরকে দস্তুরমত তা'জ্জুব বানিয়ে দেয়। তাঁরা এই সংস্কার প্রবাহে প্রমত্তা স্রোত-স্বীনির গতি সঞ্চার করতে বিভিন্ন কাব্যিক ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে মুওয়াশ্শাহ'া কাব্য ধারাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। যেমন— তাঁরা কাব্য-তালের বিভক্তি কলিগুলো (تفعلات) খন্ডিত করে তা থেকে স্বতন্ত্র মাত্রায় স্বতন্ত্র শাখা-ছত্র (ঘুস্'ন) তৈরী করতেন। আবার কোন কোন সময় তারা বিশেষ কোন ছন্দের তাল-বিভক্তি কলির সংখ্যায় হেরফের করেও ছন্দের মধ্যে বৈচিত্র আনার চেষ্টা করতেন। যেমন তাঁরা কোন ছন্দের একটিমাত্র তাল-বিভক্তি কলি দিয়ে একটি স্বতন্ত্র ঘুস্'ন রচনা করে অপর দুটো কলির দ্বারা এর পাশাপাশি এক ভিন্ন ঘুস্'ন রচনা করে কবিতাকে অধিক আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করে তুলতেন। উদাহারণ হিসেবে কবি ইবন হ'ায'মূন এর এমনি একটি চরণ উদ্ধৃত হলো, কবি বলেনঃ[৩]

يا عين بكي السراج ✧ الأزهرا ✧ النيرا ✧ اللامع

وكان نعم التاج ✧ فكسرا ✧ كي تنثرا ✧ مدامع[৪]

উপরোক্ত চরণটি 'রাজায' ছন্দে রচিত। কিন্তু কবি এখানে নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম করে ছন্দের "تفعلات" গুলোকে সমঅংশে খন্ডিত না করে অসম অংশে বিভক্ত করেছেন। যেমন দুটো বিভক্তি কলির সমন্বয়ে

---

১ Hartmann, Das Muwassah (Weimar, 1897 A.C.), P. 199-202

২ ড: আল-সায়্যিদ মুস্ত'াফা গাযী, ফী উসূ'ল আল-তাওশীহ' (আল-ইস্কান্দারিয়াহ , ১৯৭৬ খৃ.), পৃ.৪৩ ও তৎপরবর্তী।

৩ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু'লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ'ায়ফ (ক'ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.),খ ২, পৃ.২১৭

৪ অনুবাদ দ্রষ্টব্য ঃ থিসিস, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

"ياعين بكى السراج" ঘুস্‌নটি পৃথকভাবে প্রণীত হয়েছে। আবার এই ছন্দেরই অবশিষ্ট একটি কলির সমন্বয়ে পরবর্তী প্রতিটি ছত্রাংশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মুওয়াশ্‌শাহ্‌া কবিগণ প্রাচীন ও পরিত্যক্ত 'আরবী ছন্দতালের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়ে কিছু অভিনব ছন্দ উপহার দিয়েছেন। যেমন তারা 'তাভীল' ছন্দ তাল হতে মুমতাদ মুনসারিদ, মুত্তায়িদ, মুসতাতী়ল ইত্যাদি ছন্দ-স্পন্দ সৃষ্টি করেছেন। কবি মুতা-রৃরিফ একটি মুওয়াশ্‌শাহ্‌া এ জাতীয় এক ছন্দে রচনা করেছেন এভাবেঃ[১]

قلوب تصابت ✧✧ بألحاظ تصيب

فقل كيف تبقى ✧✧ بلا وجد قلوب

"স্নেহ প্রবণ দৃষ্টির প্রতি অন্তর গুলো প্রেমাসক্ত। আচ্ছা তুমি বলো, অনুরাগ ব্যতিত অন্তরগুলো কিভাবে থাকতে পারে?"

মুওয়াশ্‌শাহ্‌া কবিরা তাঁদের কাব্য রচনায় একটি মাত্র ছন্দের উপর নির্ভর করেননি। চাই সেটা প্রচলিত কিংবা অপ্রচলিত হউক, অথবা নব-সৃষ্ট হউক বরং তাঁরা একই ছন্দ-তালের দু'টো ধারা অথবা ভিন্ন দু'টো ছন্দ-তালের দুটি ভিন্নধারা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাদের রচিত মুওয়াশ্‌শাহ্‌া গীতিতে দাওর ও ক্বাফলের কাব্যাঙ্গগুলো কখনো একই ছন্দে আবার কখনো ভিন্ন ভিন্ন পৃথক ছন্দে পরিলক্ষিত হয়।[২]

অনেক ক্ষেত্রে এ জাতীয় কবিতায় নতুন ছন্দ সৃষ্টির তাগিদে ছন্দের গতানুগতিক রীতিপদ্ধতি লংঘন করতে কবিদের কোন তোয়াক্কা ছিল না বরং এতে আল-খালীল প্রবর্তিত কাব্যরীতি উপেক্ষা করে বিভিন্ন ছল-চাতুরী ও কলা-কৌশল অবলম্বন করতে তাঁরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

যেমন কবিতায় অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে অযথা আবশ্যিক করা, স্বর-চিহ্ন ছেদী বর্ণের দ্বিতকরণ, কখনো পাঠ্যস্বরের বিলুপ্তি- আবার কখনো সংযুক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন শৈলী চাতুর্য প্রয়োগ করে তাঁরা নতুন নতুন ছন্দতালের জন্ম দিতেন। মাশতূ্‌র নামক এমনি এক ছন্দ প্রয়োগ করে কবি ইবন্‌ আল-ফারাস একটি চমৎকার মুওয়াশ্‌শাহ্‌া রচনা করেছেন। মুওয়াশ্‌শাহ্‌াটি ছিল নিম্নরূপঃ[৩]

يامن أغالبه والشوق أغلب

وأرتضى وصله والنجم أقرب

سددت باب الرضا عن كل مطلب

زرنى ولو فى المنام وجد ولو بالسلام

فاقل القليل يبقى ذما المستهام[৪]

উপরোক্ত কাব্যের ছন্দটি 'আল-মুজতাছ' কাব্যতাল থেকে উৎকলিত। এর তাল বিভক্তিগুলো হলো ঃ "مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن"

নতুন ছন্দে রচিত অধিকাংশ মুওয়াশ্‌শাহ্‌া 'মাশতূ্‌র' ও 'মানহুক' ছন্দতাল হতে নিঃসরিত। কবিরা কখনো কখনো মুওয়াশ্‌শাহ্‌ার ক্বাফলাঙ্গে উপরোক্ত তালদ্বয়কে একত্রে সংযোজিত করেছেন। কিন্তু ক্বাফলের স্বরাংশের পরিমাণে সমতা রক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। ফলে এর কোন কোন ছত্র অধিক লম্বা

---

১ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশ্‌শাহ্‌াত ওয়া আল-আয্‌জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.).পৃ. ১০৬

২ প্রাগুক্ত।

৩ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু্‌লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ্বায়ফ (ক্বায়রো. ১৯৫৭ খৃ.). খ ২. পৃ.১২২

৪ অনুবাদ ঃ থিসিস. পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা অধিক খাঁট করে রচিত হয়েছে। সম্ভবতঃ রচনাশৈলীর এরূপ ভঙ্গিমায় কাব্যমালার ভিড় ঠেলে ক:াফলাঙ্গের পরিচিতি ফুটিয়ে তোলা এবং রাগ-রাগিনীর বিচিত্র-স্বাদে কবিতার যবনিকাপাত ঘটানো কবিদের মূল লক্ষ্য ছিল।[১] যেমন সাধককূল শিরোমনি ইবন 'আরবীর নিম্নের মুওয়াশ্শাহ'ায় আমরা এর বাস্তব চিত্র দেখতে পাই। তিনি বলেনঃ[২]

بقديم العناية

لرجال الولاية

لاح نور الهداية

لاح شيا فشيا

حين خروا سجدا وبكيا

''শাসকবর্গের হিদায়াতের নূর বুনিয়াদি যত্ন ও সতর্কতায় চমকে উঠলো। আর যখন তাঁরা অশ্রুসিক্ত নয়নে শিরাবনত বন্দনায় ধ্বসে পড়লো, তখন তা ক্রমান্বয়ে দীপ্ত হলো।''

উপরোক্ত মুওয়াশ্শাহ'ায় কবি প্রথম নরীকে শাখার অনুরূপ "فاعلن فاعلاتن" তালে প্রণয়ন করেছেন।

আর দ্বিতীয় নরীকে "فاعلاتن فاعلن فاعلاتن" তালে সন্নিবেশিত করেছেন।

অনেক সময় মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ তাঁদের কাব্যচরণকে সনাতনধর্মী ক'াসীদাহর ন্যায় দ্বি-ছত্রেও বিভক্ত করেছেন। যেমন কবি ইবন সাহল এর এক মুওয়াশ্শাহ'া'য় সূচক পংক্তি ছিল নিম্নরূপঃ[৩]

"هل يلحى فى حمل مايلقى ✧✧ عذرى أبدى الصبا عذره

قد سر الحبيب أن أشقى ✧✧ وأنا راض بما سره"

''যা কিছু আমার 'উযার-আপত্তি নিক্ষেপ করেছে, তা বহন করে কি তিরস্কার করা যায়? প্রেমের তাড়না তার 'উযার প্রকাশ করে দিয়েছে।''

''আমার ভাগ্য বিড়ম্বনায় প্রেমিক তো খুশী হয়েছে। আর যা তাকে প্রফুল্ল করেছে, আমি তাতে সন্তুষ্ট।''

উপরোক্ত কবিতায় "فعولن مستفعلن فعلن" ছন্দতালটি দ্বিত হয়েছে।

এভাবে মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ প্রাচীন ছন্দ-পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক রদ-বদল ঘটিয়ে মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যের ছন্দ-স্পন্দে বিপুল বৈচিত্র সাধনে কর্মতৎপর ছিলেন। অনুরূপ ভাবে মাত্রাবৃত্তেও তাঁরা প্রচুর সংস্কার সাধন এবং নানা রকমের রসকষ সিঞ্চনে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা 'আরবী কাব্যতীরে গাঁট-বন্ধী একক মাত্রার ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে দিয়ে সঙ্গীতের প্রাঞ্জল-সরল বর্ণনা ও পুলক বিন্দুর শিশির পাতে স্বীয় মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যকে একাধিক মাত্রার প্রচুর অভিনবত্ব ও লালিত্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। মুওয়াশ্শাহ'ার কাঠামো গত ভিন্নতায় এর চরণের মাত্রায়ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দুই থেকে দশটি মাত্রায় এক একটি কবিতা নির্মিত হয়। ঘুস'ন উর্ধে পাঁচটি আর সিমত' উর্ধে আটটি মাত্রাবৃত্তে দুলতে থাকে। এ মাত্রাগুলো কখনো পরস্পর সদৃশ, আবার কখনো বৈসদৃশ হয়।[৪]

---

১ ড: আল-সায়্যিদ মুস্তাফা গাযী, ফী উসূ'ল আল-তাওশীহ' (আল-ইস্কান্দারিয়াহ, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ.৬১ ও তৎপরবর্তী।

২ দীওয়ান ইবন 'আরবী (ক'ায়রো ঃ বুলাক', ১৮০৫ খৃ.), পৃ. ১৯৭-৯৮

৩ দীওয়ান ইবন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ২৯৯

৪ ড: আল-সায়্যিদ মুস্তাফা গাযী, ফী উসূ'ল আল-তাওশীহ' (আল-ইস্কান্দারিয়াহ, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ১১ ও তৎপরবর্তী।

Dhaka University Institutional Repository

মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ কবিতার মাত্রা নির্বাচনে তাদের উন্নত, পরিশীলিত ও পরিপক্ষ রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাত্রাকে প্রসাধিত করতেন। অনেক সময় তাঁরা নিজেদের কাব্যকলাকে সঙ্গীতের বিচিত্র ভূষণে সজ্জিত করতে এবং নিজেদের শিল্প-নৈপূণ্য ও সাহিত্যিক পরিপক্কতা প্রমান করার অভিপ্রায়ে 'নরী' ও 'শাখা'র মাত্রায় সমরূপ ও সমপ্রকৃতি বিধানে কর্মতৎপর ছিলেন। যেমন কবি ইবন সাহল এর এ জাতীয় একটি মুওয়াশ্শাহ·া'য় আমরা এর এক বাস্তব চিত্র দেখতে পাই। তিনি বলেনঃ[১]

هو اك يافتنة الانام نام والصبر زور
أتيت مستبعد المرام رام ✧✧ سهم الفتور
وجئت بالسحر فى انتظام ظام ✧✧ الى الصدور
والزهر فيك على الجبين يتلى ✧✧ مفصلا
خذ راية الحسن باليمين—

''হে সৃষ্টির গ্লানী! তোমার প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ধৈর্য ধারণ- তা তো অনর্থক মিছামিছে।''

''তুমি তো আশার আলো বহুদূর ভেবে আগমন করেছো। সে তো অস্বস্থির এক তীর ছুড়ে মেরেছে''

''যাদু মন্ত্র নিয়ে তোমার আগমন হয়েছে বিধি সম্মত। আর আওয়াজ- সে তো বুক দাবা করেছে।''

''তোমার মুখে ললাটের উপর গোলাপ পুষ্প বিশদ ভাবে (তোমার) গীতিগান করছে।''

''সুতরাং সুখের পতাকা ডান হাতে তুলে লও''

এভাবে মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ কাব্য-মাত্রায় চোখ ধাঁধাঁানো বৈচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের চাতুর্যপূর্ণ ও কর্মোদ্দম প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা 'আরবী সনাতনধর্মী কাব্য-রীতি পুরোপুরি বর্জন কিংবা পরিবর্তন না করে এর আংশিক অভিনব সংস্কারের মাধ্যমে নিজেদের কাব্যিক পরিপক্কতার প্রাচুর্য প্রমাণ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁদের কাব্যচর্চা গতানুগতিক কাব্যরীতির সীমাবদ্ধ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে রাগ-রাগিনীর উন্মুক্ত প্রান্তরে সঙ্গীতের সাহচর্যতায় মুওয়াশ্শাহ:ার নবীনাভরণে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। এর ছন্দ-স্পন্দে সাবলিল ভঙ্গিমা ও নৃত্যদোলন গতিময়তা, শব্দচয়নে সহজ-সরলতা, কাব্য-বিন্যাসে অপূর্ব শিল্প নিপুণতা প্রভৃতি কাব্য-রসিকদের তনুমন স্বীয় আঁচল গীটে বেঁধে নিয়েছিল।

আল-খারজাহ ঃ

আল-মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের সর্বশেষ ক:াফলাঙ্গকে আল-খারজাহ বলে। এটা কবিদের নিকট মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের এক গুরুত্বপূর্ণ পংক্তি। প্রাচীন কবিদের নিকট ক·াসী·দাহ ফর্মে রচিত কাব্যে মাত·লা' (সূচক পংক্তি) এর যতটুকু গুরুত্ব, মুওয়াশ্শাহ·া রচয়িতাদের দৃষ্টিতে খারজাহ'র মূল্যও ততটুকু ছিল।[২] কবিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রথমে খারজাহ নামক কাব্যাঙ্গ নির্মাণ করে এরই ভিত্তিতে কবিতার অপরাপর অংশ রচনা করতেন। এ সম্পর্কে ইবন বাসসাম বলেনঃ[৩]

''প্রাথমিক যুগের মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ চলন-রহিত উপভাষা কিংবা অনারবী ভাষায় যে পংক্তিটি রচনা করতেন, তাকে মারকায· (কেন্দ্র) নামে অভিহিত করা হয়। আর এর উপরই গোটা মুওয়াশ্শাহ·া কবিতা প্রতিস্থাপিত হতো।''

---

১ দীওয়ান ইবন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ৩৩৫

২ ড: 'আবদ আল-'আযী·য· আল-আহওয়ানী, আল-য·াজাল ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.) পৃ. ৬

৩ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

খারজাহ পংক্তিতে ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দ মুওয়াশ্শাহ·া'র অন্যান্য পংক্তির ভাষা ও শব্দ হতে ভিন্ন হয়। কবিগণ এর মধ্যে চলন-রহিত উপভাষা ও অপভাষা কিংবা অনারবী ভাষার শব্দগুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন।

উক্ত কাব্যাঙ্গের খারজাহ নামটি অতি প্রাচীন। কবি ইবন ক·ায·মান তাঁর দীওয়ানে এ নামটি উল্লেখ করেছেন।[১] তবে আমাদের কাছে অগ্রগণ্য অভিমত হলো, কবি ইবন ক·ায·মানের বহুপূর্বে এ নামের প্রচলন ছিল। কিন্তু এ অভিমতটিকে প্রমাণিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দলীল-দস্তাবেজ আমাদের হাতে নেই। যাই হোক, খারজাহ নামের তাৎপর্যও একাধিক হতে পারে। সম্ভবতঃ এই পংক্তিতে মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ বিশুদ্ধ ভাষার পরিমন্ডল থেকে বের হয়ে অপভাষা কিংবা অনারবী ভাষার প্রতি ঝুকে পড়া, অথবা শব্দের ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে মনোনিবেশ করা, অথবা গুণ-কীর্তন থেকে বের হয়ে প্রণয়ের সন্নিবেশ ঘটানো ইত্যাদি কারণে এটাকে খারজাহ নামে নামকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এটা গায়ক-গায়িকাদের পরিভাষাও হতে পারে। যেহেতু মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকারগণ উক্ত পংক্তিকে এক বিশেষ সাঙ্গেতিক সূরে পরিবেশনার মাধ্যমে কবিতার সমাপ্তি, ঘোষণা করেন, এজন্য এটাকে খারজাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

কবি ইবন সিনা আল-মুলক মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলায় খারজাহ কাব্যাঙ্গকে অপরিসীম মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে বলেনঃ[৩]

"খারজাহ হচ্ছে মুওয়াশ্শাহ·া'র উপ্তবীজ, সরস উক্তি, মাদকতা, কস্তুরী ও আম্বরী সুবাস। এটা কাব্যের পরিণতি, আর তা প্রশংসনীয় হওয়া উচিত। এটা কাব্যের উপসংহার অথচ প্রারম্ভিকা। যদিও এর অবস্থান সর্বশেষে, কিন্তু তা পূর্বকথা। সুতরাং হৃদয়ে তার প্রতিফলন পূর্বে ঘটানো উচিত হবে। আর মুওয়াশ্শাহ·া রচিয়তার কাব্য রচনা এবং ছন্দ ও মাত্রায় খারজাহকে অবরোদ্ধ করার পূর্বে তা তাঁর জানা থাকবে। কাব্য যখন ছাড়পত্র পাবে, সহজ-ব্যঞ্জনার রূপ পরিগ্রহ করবে এবং বন্ধন মুক্ত স্বাধীন অভিব্যক্তির ধারক হবে, তখন এর শব্দ ও ছন্দ কিভাবে অন্তরে সুক্ষ্ম হয়, শ্রুতি মধুর ও সুরুচিপূর্ণ হয় ইত্যাদি বিষয় পূর্ব থেকে ঠিক করে রাখতে হবে।"

তিনি খারজাহ রচনায় কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে বলেনঃ[৪]

"والمشروع بل المفروض فى الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثبا واستطرادا وقولا مستعارا على بعض الألسنة إما ألسنة الناطق أو الصامت أو على الاغراض المختلفة الأجناس، وأكثر ماتجعل على ألسنة الصبيان والنسوان السكرى والسكران، ولابد فى البيت الذى قبل الخرجة من : قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت"

"খারজাহর মধ্যে উপযোগী বরং আবশ্যিক বিষয় হচ্ছে, কবি যেন কাব্যের মূল ভাষ্য হতে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ঝাপ দিয়ে জনৈক ব্যক্তির রূপক-ভাষ্যে খারজাহয় এসে উপনীত হন। এটা কোন প্রাণী কিংবা জড়বস্তুর ভাষ্য হতে পারে অথবা ভিন্ন কোন বিষয়ও হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কিশোর-কিশোরী ও নেশাগ্রস্ত মাতাল রমনীদের ভাষ্যে রচিত হয়। খারজাহ পংক্তির প্রারম্ভে "قلت، قال বা قالت অথবা غنى বা غنيت শব্দগুচ্ছের কোন একটি প্রয়োগ করা পরিহার্য।"

---

১ দীওয়ান ইবন ক·ায·মান (বার্লিন, ১৮৯৬ খৃ.), পৃ. ৫২

২ ড: আল-সায়্যিদ মুস্ত·াফা গাযী, ফী উসূ·ল আল-তাওশীহ· (আল·-ইস্কান্দারিয়াহ , ১৯৭৬ খৃ.), পৃ.২৮৬ ; ড: 'আবদ আল-'আযী·য· আল-আহওয়ানী, আল-য·াজাল ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.) পৃ.৩১

৩ ইবন সিনা আল-মুলক, দার আল-তি·রায· ফী 'আমাল আল-মুওয়াশশাহ·াত, সম্পা, ড: জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯), পৃ.৩২

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য গবেষকগণ খারজাহ নামক ক·ফলাঙ্গকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। যথা (১) আল-‘আমিয়্যাহ, (২) আল-রোমিয়্যাহ, (৩) আল-মু‘আররাবাহ, (৪) আল-মুক·তাবিসাহ বা আল-মুতাদাভিলাহ।

কবি ইবন সিনা আল-মুলক আল-‘আমিয়্যাহ খারজাহ’র মধ্যে তা এক অভিনব প্রবর্তনা হওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেনঃ[১]

"والشرط فيها أن تكون حجاجية[৩] من قبل السخف، قزمانية[২] من قبل اللحن، حارة محرقة، حادة منضجة، من ألفاظ العامة، ولغات الداصة،"

“এটার মধ্যে শর্ত হলো, চপলতায় তা হবে হ·াজ্জাজী, রাগ-রাগিনীর দিক দিয়ে হবে ক·ায·মানী আর চলন-রহিত শব্দ ও অপভাষার দিক দিয়ে হবে এক আতশী প্রদাহ, সুতীক্ষ্ণ ও পরিপক্ক।”

আল-‘আমিয়্যাহ খারজাহ স্পেনীয় সকল মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের এক সাধারণ গুণ-বৈশিষ্ট্য হলেও বিশেষভাবে আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগে রচিত মুওয়াশ্শাহ·ায় এর সর্বাধিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। এ যুগে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যাপক ব্যপ্তি ও উত্তরণই ছিল এর একমাত্র কারণ। এ সময় বিশুদ্ধ ভাষাভাষী লোক আঞ্চলিক ভাষার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে তাদের পারস্পরিক কথা-বার্তা, ভাব-বিনিময় ও দৈনন্দিন লেন-দেনে তা সর্বোতঃভাবে প্রয়োগ করতে থাকে। তাছাড়া এ সকল উপভাষায় আঞ্চলিক লোকগীতি রচিত হয়েও তা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ-বাসর ও উৎসবাদিতে পরিবেশন করা হতো। এভাবে এটা ক্রমান্বয়ে মুওয়াশ্শাহ·া গীতিতেও অনুপ্রবেশ করে সাহিত্যিক শিল্প-সৌকর্যের মর্যাদা লাভ করেছিল।[৪]

মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ তাদের ‘আমিয়্যাহ খারজাহকে বিভিন্ন উৎস প্রবাহে সিক্ত করেছেন। কোন কোন কবিতা স্ব-উদ্ভাবিত ভঙ্গিমা ও শব্দচয়নে নির্মাণ করেছেন। আবার কেহ কেহ স্পেনের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আঞ্চলিক লোকগীতি থেকে তা সংগ্রহ করেছেন। আবার অনেকে তা ঘরের অভ্যন্তরে মহিলাদের গীত-সংগীত কিংবা প্রসিদ্ধ মুওয়াশ্শাহ·া গীতি থেকে চয়ন করেছেন।[৫]

আমরা আল-‘আমিয়্যাহ খারজাহর মধ্যে সাধারণতঃ সহজ-সরল ভাবাবেগের এক সীমাহীন আকুতি লক্ষ্য করি। যার মধ্যে অতিরিক্ত কোন সাজগুজ, কৃত্রিমতা কিংবা কোনরূপ কপটতা খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের অন্যান্য অঙ্গে তা বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কবি ইবন যু·হর এর এ জাতীয় একটি মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য—যার সূচনা পংক্তি হলোঃ[৬]

كل له هواك يطيب
أنا وعاذلى والرقيب

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২ কর্ডোভার প্রসিদ্ধ য·াজাল কবি ইবন ক·ায·মান এর দিকে ইঙ্গিত করে ক·ায·মানিয়্যাহ বলা হয়েছে। তিনি য·াজাল গীতি-কাব্যে কর্ডোভার একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। অধ্যাপক নিকলসন সহ বড় বড় সাহিত্যিক তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। পারিবারিক ঐতিহ্যে তাঁর ধমনীতে সাহিত্যের শোণিত ধারা প্রবাহমান ছিল। বস্তুতঃ তাঁর হাতেই স্পেনে ‘আরবী য·াজাল গীতির উন্মেষ ঘটেছিল। কাব্যচর্চা করে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। হি. ৫৫৫/খৃ. ১১৬০ সালে আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগে এই স্বনাম-ধন্য কবির ইন্তেকাল ঘটে। (মুজাল্লাহ আল-মাশরিক·, স-৩, ১৯৪৮খৃ. পৃ. ৩৭৫)।

৩ কবি আবূ ‘আবদ আল্লাহ আল-হ·াজ্জাজ আল-বাগদাদী (মৃ.৩৯১/ ১০০০) এর দিকে ইঙ্গিত করে হ·াজ্জাজিয়্যাহ বলা হয়েছে। তিনি রম্য কবিতা রচনায় অতি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

৪ ড: ফাওযী সা‘আর ‘ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা‘আরিফাহ আল-জামি‘য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ১১৫

৫ প্রাগুক্ত।

৬ আল-স·াফদী, জায়শ আল-তাওশীহ·, সম্পা. নাজী ওয়া মাদূ·র (তিউনিস, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

"তোমার অনুরাগ সকলের মন খুশিতে ভরে দেয়। আমিও আমার নিন্দুক তো কেবল পর্যবেক্ষণকারী।"

এখানে কবি বিশুদ্ধ ভাষায় তাঁর প্রণয়নগীতিটি অব্যাহত রেখে দাওর এর শেষ প্রান্তে যখন উপনীত হন, তখন খারজাহ ক·াফলাঙ্গের পূর্বে غناء শব্দের সমার্থক "أنشد" শব্দটি ভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করে বলেনঃ

قالت سماك أنت ملول

فقلت ودك المستحيل

فأنشد النصوح يقول:

"সিমাক বললো, তুমি তো ক্লান্ত। আমি বললাম, তোমার অনুরাগ- তা তো অসম্ভব। 'নাসূ·হ·' তখন গানের সূরে গেয়ে বলে:।"

অতঃপর কবি 'আল-নাসূ·হ·' এর ভাষ্যে আল-'আমিয়্যাহ খারজাহটি সন্নিবেশিত করে কবিতার যবনিকাপাত করেন। এভাবেঃ

من خان حبيبه الله حسيب

الله يعاقبه أو يثيب

"যে তার বন্ধুকে প্রবঞ্চিত করে, আল্লাহ হলেন তার নিরীক্ষক, তার শাস্তি কিংবা প্রতিদান আল্লাহই দিবেন।"

খারজাহ কাব্যাঙ্গে আমরা আরো দেখতে পাই, একজন তরুণীর ভাষ্যে তার তরুণ প্রেমিকের প্রতি প্রেম-নিবেদনের এক অভিনব দৃশ্য। তরুণী তার যুব-নায়ককে স্বীয়-স্বচ্ছ ও নির্মল প্রেম-সরোবরে অবগাহন করতে উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আর মায়ের কাছে তার প্রেম-জ্বালা, হৃদয়ের আকুতি ও ইচ্ছা অকপটে খুলে বলছে। পক্ষান্তরে 'আরবী সনাতনধর্মী কবিতায় আমরা কোন তরুণীকে তার প্রেমিকের কাছে প্রেম নিবেদন করতে দেখিনি বরং প্রেমিককে দেখিছি সদা ভালবাসার কাঙ্গাল। প্রেমের থলি নিয়ে প্রেয়সীর পিছনে পিছনে ভিক্ষুকের ন্যায় কাকুতি মিনতি করছে। আর রূপসী প্রেয়সী লাজুক লাজুক ভাবে অতি সংকোচিত হয়ে তাকে সান্নিধ্য দানে সদা কৃপণতা ও অনিহা ভাব প্রকাশ করছে। কবি ইবন শারাফ রচিত মুওয়াশ্শাহ·ায় এরূপ একটি খারজাহর উপস্থিতি লক্ষণীয়। যেমন কবি এক তরুণীর ভাষ্যে বলেনঃ[১]

"هكدا يا أمي نشقى ✧✧ والحبيب ساكن جواري

إن أمت يا قوم عشقا ✧✧ فخذوا أمي بثاري"

"হে মা! আমাকে তুমি এভাবে দুর্ভাগা করছো। অথচ প্রেমিক আমার অতি কাছে বসবাস করছে।"

"হে জাতি! আমি যদি প্রেমাঘাতে মরে যাই, তাহলে তোমরা আমার মার কাছ থেকে আমার প্রতিশোধ নিও।"

উপরোক্ত খারজাহয় আমরা দেখি, একজন তরুণী তার প্রেম-প্রবাহে মায়ের পক্ষ থেকে কঠোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় সে তার মায়ের উপর থেকে প্রতিশোধ নিতে উদ্ধত হয়েছে।

আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগের স্তুতিমূলক মুওয়াশশাহ·া কাব্যমালায় 'আমিয়্যাহ খারজাহর বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। যদিও কবি ইবন সিনা আল-মুলক এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ·ায় মু'আররাব খারজাহর প্রণয়নকে উত্তম ও অগ্রগণ্য বলে ধারণা করেছেন। অধিকন্তু এ জাতীয় খারজাহয় স্পেনের সমকালীন জীবন প্রণালী, কৃষ্টি-কালচার এবং আঞ্চলিক রীতি-নীতির প্রতিও বিশেষভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২] যেমন কোন কোন 'আমিয়্যাহ খারজাহর মধ্যে কোন এক রমণীর ভাষ্যে তার প্রেমিকের যুদ্ধ-জিহাদে অংশগ্রহণ কিংবা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কিংবা

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

২ ড: 'আবদ আল-'আযীয· আল-আহওয়ানী, আল-য·াজাল ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.) পৃ.১২ও তৎপরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

হাটবাজার ও অলিগলিতে প্রেমিকের অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয়াবলীর আলোচনা রয়েছে, যা স্পেনের সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

আমরা মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যমালায় অনারবী বা রোমিয়্যাহ নামে আরেক প্রকার খারজাহর সাক্ষাত পাই। কবি ইবন সিনা আল-মুলক এ প্রসঙ্গে বলেনঃ[১]

"وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ، بشرط أن يكون لفظها أيضا في العجمي سفهسافا نفطيا، ورماديا زطيا"

''খারজাহ কাব্যাঙ্গ কখনো অনারবী শব্দে প্রণীত হয়। তবে শর্ত হলো- অনারবী ভাষায়ও এর শব্দগুলো অশালীন, বিরক্তিকর, মলিন ও শ্রুতি কটু হতে হবে।''

'ইবন সিনা আল-মুলক' এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ স্পেনের আঞ্চলিকগীতি ও সাধারণ লোকদের কথাবার্তা থেকে সংগৃহীত অনারবী অপভাষা কিংবা উপভাষা দিয়ে তাদের 'রোমিয়্যাহ খারজাহ' রচনা করতেন। তৎকালীন স্পেনে 'আরবীর পাশাপাশি অনারবী ভাষাও প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে মুসলিম শাসনামলে তথাকার খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের ধারাবাহিক যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল হতে আগত স্থানীয় অনারবী নারী, তরুণী ও ক্রীতদাস-দাসীদের দ্বারা তা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। অধিকন্তু স্পেনের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যে সকল মিশ্র 'আরবী বিধর্মী লোকজন পূর্ণ নিরাপত্তায় বসবাস করছিল, তারাও তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় এবং আমীর-উমারা, বিচারপতি ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও তাদের বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে অনারবী ভাষা বহুল পরিমানে প্রয়োগ করতে লাগলেন। এমনকি গায়ক-গায়িকারাও অনারবী বা রোমান শব্দগুচ্ছে সঙ্গীত রচনা করে বিবাহ ও অন্যান্য পারিবারিক উৎসবাদিতে তা চমৎকার ভাবে পরিবেশন করতেন।[২]এ জাতীয় খারজাহ যদিও রোমান ভাষায় রচিত, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা 'আরবী শব্দে রচিত খারজাহরই অনুরূপ ছিল। তা ছাড়া এর মধ্যে 'আরবী কাব্যরীতি ও ছন্দপদ্ধতিরও কোন ব্যতিক্রম ছিল না। প্রেম ও প্রণয়কে ঘিরেই এ গুলো আবর্তিত হয়েছে।

আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগে 'রোমিয়্যাহ খারজাহ'র সমন্বয়ে প্রচুর মুওয়াশ্শাহ'া রচিত হয়েছিল। কিন্তু কালের আবহ আবর্তে এ জাতীয় খারজাহ প্রচুর পরিমাণে হারিয়ে গেছে। প্রাচ্যের মুওয়াশ্শাহ'া সংকলন গুলোর মধ্যে যেমন কোন 'রোমিয়্যাহ খারজাহ' পরিদৃষ্ট হয় না। তদ্রুপ মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যের অন্যতম প্রধান সংকলক 'ইবন সিনা আল-মুলক' এর গ্রন্থটিও রোমিয়্যাহ খারজাহ বিশিষ্ট মুওয়াশ্শাহ'া হতে একেবারে শূন্য। আমরা দেখতে পাই, প্রাচ্যের সাহিত্যিকগণ 'আমিয়্যাহ খারজাহ'র পঠন ও অর্থ উদঘাটন তাঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে তাঁরা এটাকে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন করেছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে রোমিয়্যাহ খারজাহ'র ভাষাও তাদের না জানা থাকার কারণে সম্ভবতঃ তাঁরা এটাকে তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না।[৩]আমাদের গবেষণায় আরো প্রতিয়মান হয় যে, সূ·ফীবাদ ও বৈরাগ্য বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ·ায় কোন 'অনারবী খারজাহ'র উপস্থিতি নেই। এর দু'টি কারণ হতে পারে, প্রথমতঃ সূ·ফীবাদ ও বৈরাগ্য বিষয়ক মুওয়াশ্শাহ·ার অধিকাংশ প্রাচ্যে রচিত হয়েছিল। আর প্রাচ্যীয়দের মধ্যে ভাষার রক্ষণশীলতা-বোধ অধিক মাত্রায় কার্যকর থাকার কারণে তারা কোন অনারবী শব্দ ব্যবহার করেননি। দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় বিষয়ের সাথে প্রচলিত মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যধারার বেশ বৈপরীত্য ছিল। মুওয়াশ্শাহ'া'য় ব্যবহৃত অনারবী খারজাহ'র সম্পর্ক ছিল প্রণয় ও রম্য রচনার সাথে। পক্ষান্তরে ধর্মীয় কাব্যধারার বিষয়বস্তু ছিল পার্থিব হাস্য-রসিকতা হতে পুতঃপবিত্র, গুরু-গম্ভীর ও স্বর্গীয়

---

১ ইবন সিনা আল-মূলক, দার আল-তি·রায· ফী ·আমাল আল-মুওয়াশশাহ·াত, সম্পা. ড: জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯ খৃ.), পৃ.৩২

২ ড: আল-সায়্যিদ মুস্ত·াফা গাযী, ফী উসূ·ল আল-তা·শীহ· (আল-ইস্কান্দারিয়াহ, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ.৯৪

৩ ড: ফাওযী সা·আর ·ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা·'আরিফাহ আল-জামি·য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। ফলে কবিগণ এ জাতীয় মুওয়াশ্শাহ'া'য় অনারবী বা রোমিয়্যাহ খারজাহ'র ন্যায় এত হালকা ও চপল বিষয় অন্তর্ভূক্ত করেন নি।[১]

আল-মু'আররাব খারজাহটি বিশুদ্ধ ভাষার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে উল্লেখিত খারজাহাগুলো হতে ভিন্ন ছিল। এ জাতীয় খারজাহ'র সমন্বয়ে গঠিত মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যটি বিশুদ্ধ 'আরবী কাব্য হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু মু'আররাব শব্দের কারণে এর শৈল্পিক মূল্য কিছুটা হ্রাস পেয়ে সরস-ব্যঞ্জনা ও কাব্যিক রমণীয়তা অনেকটা হারিয়ে ফেলতো। এজন্য কবি ইবন সিনা আল-মুলক মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে এ জাতীয় খারজাহ'র অন্তর্ভূক্তি নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত কিছুটা পাল্টিয়ে কেবল স্তুতিমূলক মুওয়াশ্শাহ'া'য় প্রশংসীত ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকার শর্তে মু'আররাব খারজাহ সংযোজিত করে কাব্য রচনার বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ[২]

"فإن كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال خرج المؤشح من أن يكون موشحا اللهم إلا إن كان مؤشح مدح وذكر الممدوح فى الخرجة فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة"

"যদি তা মু'আররাব শব্দে গঠিত হয়, যা পূর্ববর্তী বায়ত ও ক'াফলাঙ্গ সমূহের বিন্যাস-পদ্ধতির অনুরূপ সন্নিবেশিত হয়েছে। তাহলে মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যটি তার লাবণীয়তা হারিয়ে ফেলবে। তবে মুওয়াশ্শাহ'াটি যদি স্তুতিগাঁথা হয় এবং খারজাহ'র মধ্যে প্রশংসীত ব্যক্তির উল্লেখ থাকে, তাহলে খারজাহটি মু'আররাব শব্দে রচিত হওয়াটাই উত্তম।"

প্রশংসা সূচক মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে এ জাতীয় খারজাহ'র প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কবি ইবন শারাফ তাঁর রচিত এক মুওয়াশ্শাহ'া'র সূচক পংক্তিতে বলেনঃ[৩]

يا ربة العقد ✧✧ متى تقلد

بالأنجم الزهر ✧✧ ذاك المقلد

"হে মাল্যহারের মালিক! শুকতারায় গ্রথিত এ হার তুমি কখন পরবে?"

এভাবে তার মুওয়াশ্শাহ'া এগিয়ে চলে। শেষ 'দাওর' এ এসে বললেনঃ

انعم من الحسنى ✧✧ بكل حسن

فى الشرف الأسنى ✧✧ وظل أمن

يا صدق من غنى ✧✧ وأنت يعنى

"তুমি তাকে কল্যাণে পুরস্কৃত করো তথা সুউচ্চ মহান মর্যাদা ও নিরাপত্তার স্নিগ্ধ ছায়ার সার্বিক কল্যাণে।"

"ওহে ঐ ব্যক্তির সততা! যাকে উপলক্ষ্য করে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। তুমিই তো মুল লক্ষ্য।"

অতঃপর কবি মু'আররাব খারজাহ সন্নিবেশিত করে এর মধ্যে প্রশংসিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললেনঃ

"ما كوكب المجد ✧✧ إلا محمد

فراية الأمر ✧✧ عليه تعقد

---

১ প্রাগুক্ত, ১২১

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৯৮

৩ আল-স'াফদী, জায়শ আল-তাওশীহ, সম্পা. নাজী ওয়া মাদু'র (তিউনিস, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ.৭২

Dhaka University Institutional Repository

"মুহাম্মাদই কেবল মহিমা তারকা। শাসন পতাকা তাঁরই উপর টানানো হয়েছে।"

কোন কোন সময় প্রশংসিত ব্যক্তির নামের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও খারজাহ নামক কাব্যাঙ্গটি মু'আররাব শব্দে প্রণীত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, শব্দগুলো হতে হবে প্রবল প্রণয়ার্তি ব্যঞ্জক, শিহরণ উদ্দীপক, যাদুমন্ত্রের ন্যায় সম্মোহণকারী ও চিত্তাকর্ষক। খারজাহ ও প্রেমোচ্ছ্বাসের মাঝে থাকবে এক নিবিড় আত্ম-মিশ্রন। আর এটা খারজাহ'র এমন এক অপরিহার্য ও বিস্ময়কর ভূষণ, যা মাত্র দু'তিনটি মুওয়াশ্শাহা কবিতা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। যেমন কবি 'ইবন বাকী' বলেনঃ[১]

"ليل طويل وما معين ✧✧ يافلب بعض الناس أما تلين

"রাত্রি বড়ই দীর্ঘ, কোন সাহায্যকারী নেই। হে জনৈক ব্যক্তির হৃদয়! তুমি কি নমনীয় ও নির্গলিত হবে না?"

মুওয়াশ্শাহা কবিগণ খারজাহ কাব্যাঙ্গের পদকলিগুলো কখনো সনাতনধর্মী কবিতা ও আঞ্চলিক লোক-গীতি কিংবা সমকালীন ও পূর্বতন কবিদের প্রসিদ্ধ মুওয়াশ্শাহা'র কাব্যমালার খারজাহ হতে ধার করা শব্দগুচ্ছে রচনা করতেন। আর কাব্যে এগুলো অন্তর্ভূক্ত করার সময় তা কিছুটা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নিতেন। এভাবে খারজাহ কাব্যাঙ্গের প্রণয়ন মূলতঃ প্রাচ্যের কবিদের মধ্যে প্রথম পরিলক্ষিত হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির 'আব্বাসীয় কবিদের কাব্যে এ ধরণের সংযোজন পাওয়া যায়। যেমন কবি আবূ নাওয়াস তাঁর খামরিয়াত কবিতায় সমাপনি চরণকে খারজাহ চিত্রে সন্নিবেশিত করেছেন এবং চরণটির পূর্বে "غناء" শব্দের সম অর্থবোধক কোন শব্দ যুক্ত করে তা কোন এক তরুণ বা তরুণীর ভাষ্যে বিবৃত করেছেন। আর কোন সঙ্গীত কিংবা প্রসিদ্ধ কবিতা হতে ধার করা শব্দগুচ্ছ সংমিশ্রিত হয়ে উপরোক্ত চরণটির পদকলি নির্মিত হয়েছে। সে যাই হোক, মুওয়াশ্শাহা কবিগণ খারজাহ কাব্যাঙ্গের বেশ ভূষায় অপরূপ বর্ণালী বৈচিত্র সৃষ্টিতে তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কোন কমতি করেন নি। এটা শব্দ, অর্থ ও বিষয়বস্তুতে অপরাপর কাব্যাঙ্গ হতে অদ্ভূত, চমৎকার ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। এর মধ্যে সমকালীন স্পেনীয় প্রকৃতি ও পরিবেশে বিরজামান কোলাহল ও হই-হুল্লোড় এক অভিনব চিত্রে প্রতিফলিত হয়ে আছে। তথাকার মুসলিম ও অমুসলিম জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন ও উঠাবসার ফলে যে সম্প্রীতি ও ভাষার ঐক্য গড়ে উঠেছিল, খারজাহ কাব্যাঙ্গ তার প্রমাণ বহন করে।[২]

শিল্প-বৈশিষ্ট্য ঃ

মুওয়াশ্শাহা কাব্যকলায় একমাত্র সমাপনি পংক্তি ব্যতিত অন্যান্য সকল পংক্তি বিশুদ্ধ 'আরবী ভাষায় রচিত হতো। আমরা এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যেহেতু স্পেনীয় সঙ্গীত ও ললিতকলার মোকাবেলায় কবিগণ মুওয়াশ্শাহা কাব্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তাই স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা এর মধ্যে সঙ্গীতের অনুকূল সহজ-সরল শব্দচয়ন করার চেষ্টা করেছেন। ফলে মুওয়াশ্শাহা কাব্যের ভাষা ও অর্থ দুর্বোধ্য-জটিলতা বিমুক্ত তীক্ষ্ণ ও হাল্কা ছিল। কিন্তু পরিহিত উর্দির বৈচিত্রে তা ছিল অতি সূক্ষ্ণ ও মনোহর। কল্পনার উচ্চাঙ্গিনতা আর প্রকৃতির বর্ণালী রূপ-মাধুর্যে লালিত তার লাবণী চিত্র স্পেনীয়দের উন্নত ও পরিশীলিত রুচিবোধের পরিচয় বহন করে। এ জাতীয় কবিতা মূলতঃ প্রকৃতি থেকেই তার সৌরভ, লাস্যতা ও অনুপম আকৃতি ধারণ করেছে।[৩] কোন কোন গবেষকদের ধারণা, মুওয়াশ্শাহা কাব্যকলার ভাবার্থে কোন অভিনবত্ব ও গভীরতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। বায়ান ও বাদী' শাস্ত্রের বিচিত্র কলা-কৌশলের এক বাহ্য-প্রলেপ এটাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। কিন্তু কবি এই প্রলেপ মাখাতে প্রচুর কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে তাদের মুওয়াশ্শাহা কাব্যমালা মাত্রাতিরিক্ত সাজ-গুজ ও উগ্র প্রসাধনে সজ্জিত এক তন্বী তরুণীর অবয়ব ধারণ

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২৯৮-৯৯

২ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহাত ওয়া আল-আয-জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'রিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ১২৪-২৬

৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ ১৯৭৫ খৃ.), পৃ.৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। এতে তার স্বাভাবিক লাবণ্যতা বহুলাংশে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সঙ্গীত ও ললিত কলার তীক্ষ্ণ ও হাল্কা রসালো সূর উদগীরণে প্রচুর সফলতা লাভ করেছিল।[১] এ সকল গবেষকদের দৃষ্টিতে এই তীক্ষ্ণতা ও সহজ-সরলতা কাব্যের ভাব ও অর্থকে এলোমলো করে দিয়েছে। কাব্যের মাদকতা ও কোমলতার সাথে উগ্র, চটুল ও আমোদী প্রলাপ সংমিশ্রিত হয়ে এর ভাষাকে পাঁচ মিশালী বানিয়ে দিয়েছে। এ সম্পর্কে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"فلغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة . وهي في لينها وحريتها وانتلافها مع روح العامة قادت اللغة الشعرية إلى الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية . فأصبح الشاعر الوشاح لا يجد حرجا في التساهل اللغوى طالما يبغى إرضاء الأذواق العامة"

"মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যের ভাষায় দুর্বলতা ও বিকৃতি প্রকট হয়ে আছে। এর কোমলতা, উন্মুক্ত চর্চা এবং সাধারণ ভাব ও চৈতন্যের সাথে এর সংগতি কাব্যিক ভাষাকে বিকৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'আরবী ভাষার আভিজাত্য ও কৌলিন্য বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ সাধারণ কাব্যমোদীদের পছন্দ ও রুচি পরিতৃপ্ত করার অভিপ্রায়ে ভাষাকে ত্রুটিযুক্ত করতে মোটেও কুণ্ঠিত হন নি।"

অন্যান্য আরো কতিপয় গবেষক এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁদের ধারণা, মুওয়াশ্শাহ'া কবিতা সাধারণ জনগণের ভাষা ও কথার অতি কাছাকাছি অবস্থান করার ফলে এটা তাদের মর্মাকুতি ও সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এ কারণে এ জাতীয় কাব্যের সাথে 'আরবী বিশুদ্ধ ও অভিজাত ভাষারূপের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল এবং এটা 'আরবী ভাষার ঐক্য বিধ্বংসী এক জীবানু বহন করছিল।[৩]

উপরোক্ত অভিমত দু'টি প্রগলভতায় ভারাক্রান্ত- এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে সাদাসিদে ভাষারূপ ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল মনে করা যেমন এক ভ্রান্ত অপলাপ, ঠিক তদ্রুপ এর ক'াফলাঙ্গে চলন-রহিত উপভাষা কিংবা অপভাষা ব্যবহারকে 'আরবী ভাষার ঐক্য বিধ্বংসী জীবাণু মনে করাটাও মারাত্মক বিবেক বিভ্রাটের পরিচায়ক। আমরা দেখতে পাই, মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ তাঁদের কাব্য মেরুদন্ডে বিশুদ্ধ ভাষারূপই অনুপ্রবিষ্ট করেছেন। এতে কোন বত্যয় ঘটেনি। তবে স্বাভাবিক কারণে তাঁরা এর ভাষাকে সমকালীন চেতনা ও প্রাণ চাঞ্চল্যের সাথে নিবিড় ঘনিষ্টতায় একিভূত করেছিলেন এবং সঙ্গীতের চাহিদা মেটাতে এর শব্দগুচ্ছে সহজ-সরল ব্যঞ্জনা যুক্ত করে কৃত্রিমতা ও অতিরঞ্জন সার্বিক ভাবে বর্জন করেছিলেন।[৪] এ ব্যাপারে কবি ইব্ন হ'ায'মূন চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ[৫]

"ما الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلف"

"মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যকলা কৃত্রিমতা বিবর্জিত না হওয়া পর্যন্ত মুওয়াশ্শাহ'া হতে পারে না।"

কবি এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন এভাবেঃ[৬]

يا هاجرا ✧✧ هل إلى الوصال ✧✧ منك سبيل

---

১ প্রাগুক্ত।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-০৬

৩ আহ'মাদ দা'য়ফ, বালাঘাহ আল-'আরব ফী আল-আন্দালুস (ক'ায়রো, ১৯৩৮ খৃ.) পৃ. ২৩০

৪ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ'াত ওয়া আল-আয'জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'রিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ১২৮

৫ আল-মুক'তাত'াফ মিন আয:াহির আল-ত'ারফ, সম্পা. ড: সায়্যিদ হ'ানাফী হু'সনায়ন (ক'ায়রো), পৃ. ১৫২

৬ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

أو هل يرى ✧✧ عن هواك سال ✧✧ قلبى العليل

"হে পরিত্যাগী! তোমার কাছে সান্নিধ্য লাভের কোন পথ খোলা রয়েছে কি?"

"অথবা সে কি দেখেছে? তোমার প্রেমের বন্ধন ছিড়ে আমার পীড়িত অন্তর ভেসে গেছে।"

উপরোক্ত ক·াফলাঙ্গটি ইবন হ·ায·মূন এর মুওয়াশ্শাহ·ারই অন্তর্ভূক্ত। কবি এটার মধ্যে বিশুদ্ধ `আরবী ভাষা প্রয়োগ করে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল শব্দ গুচ্ছে তা রচনা করেছেন। তা'তে কোন জটিলতা ও কৃত্রিমতা স্থান পায়নি।

এ কথাটি অনস্বীকার্য যে, মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের পালক ভাঁজে সহজ-বোধগম্যতার আশ্রয়, দুর্বোধ্যতার বহিস্কৃতি এবং গদ্যশৈলীর সাথে এর বাচনভঙ্গির অধিক মাখামাখি ইত্যাদি দৃশ্যমান হওয়াটা সাহিত্য-সমালোচক ও মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকার উভয়ের নিকট ছিল সমভাবে কাম্য। যেমন স্পেনদেশের জনৈক সাহিত্য-সমালোচক বিষয়টির বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করে কোন এক কাব্যের টিকায় বলেনঃ[১]

"ومن أظرف ما وقع له فى خلالها من حسن الالتئام وسهولة النظام مايندر وجود مثله فى منثور الكلام"

"এটার মাঝে চমৎকার পরিচর্যা ও সহজ-বিন্যাসে যে চাতুর্য প্রদর্শন করা হয়েছে, গদ্যশৈলীর মধ্যেও এর অনুরূপ উপস্থিতি বিদ্যমান থাকাটা কোন আচমকা রীতি নয়।"

সুতরাং মুওয়াশ্শাহ·া কবি ও স্পেনীয় সাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের অভিরুচি পরিতৃপ্ত ও আকৃষ্ট করতে কাব্যের ভাষাকে সহজ সাধন করা কোন অপরাধ ছিল না বরং তা ছিল মুওয়াশ্শাহ·া'র গুণাগুণ বিচারের এক গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড।

কবিগণ মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যধারাকে চপলতা ও কোমলতায় পরিপূর্ণ করতে এবং গদ্যশৈলীর সাথে এর দূরত্ব কমিয়ে আনতে বেশ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা কাব্যের এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করতেন। পদাবলীর পারস্পরিক বিন্যাস-সম্বন্ধকে দুর্বল করে দিতে তাঁরা ছোট ছোট কাব্যকলির মধ্যে নিঃস্পন্দ বিরাম চিহ্ন প্রয়োগ করেছেন এবং এমন কিছু শব্দ নির্বাচন করেছেন, যার স্বর-চিহ্ন সমাপ্তি সাধারণতঃ উহ্য থাকে। আর এ দু'টো পদ্ধতি শব্দগুচ্ছের বিন্যাস-সম্বন্ধকে দুর্বল করে দেয় এবং মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের ভাষাকে স্বাভাবিক ভাবে প্রচলিত দৈনন্দিন কথাবার্তার কাছাকাছি নিয়ে আসে। আমরা বিভিন্ন মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যে এ জাতীয় দৃশ্য অবলোকন করে থাকি।[২] যেমন কবি ইবন সাহল তার এক মুওয়াশ্শাহ·া'য় বলেনঃ[৩]

الطرف	بالنور قاصر	عن ربرب	تلك المقاصر
تخف	بها خواطر	وتتعب	فيهاخواطر
الحتف	غرور فاتر	لا أرهب	غرار باتر

"দৃষ্টি ঐসব অবরোধবাসিনী নিলাভ গাভীর প্রতি আলোকপাত করতে অপারগ, যারা ভাবাবেগকে চারদিকে অবরোদ্ধ করে রাখে। আর আবেগ তাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে।"

"মরণ- সেতো অনবহিত অহমিকা। আমি কোন ছেদনী অসিধারকে ভয় করি না।"

---

১ ড: ফাওযী সা·আর `ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা·রিফাহ আল-জামি·য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ১২৮

২ ড: ইহ·সান `আব্বাস, তারীখ আল-আদাব আল-আন্দালুসী `আস·র আল-ত·াওয়া'ইফ ওয়া আল-মুরাবিতু·ন (বৈরুত, ১৯৬৯খৃ.), পৃ. ২৪৪

৩ দীওয়ান ইবন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ৩০২

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত মুওয়াশ্‌শাহ্‌'র প্রতিটি কাব্যকলির শেষে বিরাম চিহ্ন যুক্ত হয়েছে। এতে পদাবলীর বিন্যাস-সম্বন্ধ দুর্বল- এমনকি হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে।

মুওয়াশ্‌শাহ্‌ কবিগণ তাদের কাব্য ও গদ্য শৈলীর দূরত্ব কমিয়ে আনতে এক ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁরা কাব্যের প্রতিটি কলির শেষে বিরাম চিহ্ন যুক্ত করার সাথে সাথে এর প্রতিটি কলি ও ছত্রকে পরস্পর এমন ভাবে সংলগ্ন ও সংযুক্ত করেছেন যে, এর প্রতিটি তার পরবর্তী কলির সমন্বয় ছাড়া অর্থ প্রকাশে অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। এতে কবিতাটির ভাষা গদ্যরীতির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। যেমন আমরা কবি ইবন আল-ফাদ্‌ল এর এক কবিতায় এর বাস্তব চিত্র দেখতে পাই। কবি বলেনঃ[১]

شاقني البروق

لثغر يروق

فمن للمشوق

بأن يلثما   ومن للجديب

عاء السما

* * *

لم يدر الكئيب

من أين أصيب

لكن الحبيب

درى إذ رمى   ياعيني حبيبي

مو تي أنتما

"বিদ্যুতের চমক আমাকে এমন দন্ত রাজীর প্রতি আসক্ত করেছে, যা সদা চকচক করে।"

"আর অভিলাষে ব্যগ্র ব্যক্তি যেন তাতে চুম্বন এঁকে দেয় এবং নিরস-উষর যিনি, তাকে যেন বৃষ্টির জল দ্বারা আলিঙ্গন করে।"

"ব্যথিত ব্যক্তি জানতে পারে নি যে, কোথা হতে বিপদ ঘটলো? কিন্তু প্রেমিক তা জেনেছে, যখন সে তীর ছুড়ে মেরেছে।"

"হে আমার চোখ ও প্রেমিক! তোমরা উভয়ই তো আমার যম।"

উক্ত মুওয়াশ্‌শাহ্‌ কাব্যে আমরা দেখতে পাই, এর প্রতিটি পদকলি একক। কিন্তু এগুলোর শেষে বিরাম চিহ্ন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী অংশের সাথে মিলিত না হয়ে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না। ফলে এটা পরস্পর সংলগ্ন গদ্য কথার সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ ধরনের বিন্যাস-পদ্ধতি 'আরবী বনেদী কাব্যে প্রায় অনুপস্থিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতিটি চরণ অর্থ প্রকাশে স্বয়ং সম্পূর্ণ। তবে দু'একটি কাব্যে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অতি নগন্যতার কারণে এটা আমাদের হিসাব বহির্ভূত।

যাই হোক, মুওয়াশ্‌শাহ্‌ কাব্যকলির মধ্যে পরস্পর সংযুক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাক্য-গঠন ও বিন্যাসে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে মুওয়াশ্‌শাহ্‌ কবিদের বিপুল শিল্প-নৈপুণ্য ও কাব্যিক ছল-চাতুরী প্রতিফলিত হয়ে আছে। তাঁরা প্রায়ই ক্রিয়া, কর্তা ও সম্বন্ধ পদের মধ্যে বিভাজন ও দূরত্ব সৃষ্টি করতে সদা

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ'য়ফ (ক'য়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ২, পৃ.২৯০

Dhaka University Institutional Repository

পেরেশান ছিলেন। এদের একটি কোন ঘুস·ন এ উল্লেখ করার পর অপরটি এক, দুই বা তিন ঘুস·ন পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কবি ইবন যু·হর এ ধরনের একটি চরণ রচনা করে বলেনঃ[১]

على حين قد ألهانى ✧✧ عن قال وقيل

ليل الصد والهجران ✧✧ ويوم الرحيل

"সংযম ও বিরহ-রজনী আর বিদায়-দিবস আমাকে যখন ভাল-মন্দ আলোচনা করা থেকে ভুলিয়ে দিল।"

এখানে কবি (ألهى) ক্রিয়া এবং (ليل) কর্তার মধ্যখানে একটি ঘুস·ন দ্বারা বিভাজন সৃষ্টি করেছেন।

অনুরূপভাবে মুওয়াশ্শাহ·া'র রচনা শৈলীতে প্রাকৃতিক অভিধান থেকে কিছু শব্দ চয়ন করে তা প্রণয়, সূরা, স্তুতি ও সূ·ফীবাদী কাব্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া সূ·ফীবাদী মুওয়াশ্শাহ·া'য় সাধক ও মরমী কবিদের কিছু নতুন নতুন পরিভাষাও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।[২]

আমরা আরো দেখতে পাই, মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের রচনাশৈলী ও শব্দচয়নে বাদী' শাস্ত্রের প্রচুর শাব্দিক অলংকার বিকাশমান রয়েছে। কোন কোন মুওয়াশ্শাহ·া কবি তাঁদের কবিতাকে মোহিনী অলংকারে সজ্জিত এবং বাচনভঙ্গি ও বর্ণনা পদ্ধতিকে শিল্প-সৌকর্যের অঢেল মাল-মসলায় অপূর্বরূপে প্রসাধিত করতে নিজেদের শিল্পী-সুলভ দক্ষতা ও পরিশীলিত রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তাঁদের মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যাঙ্গে বিশেষ করে 'দাওর' ও 'ক·াফল' এর মাত্রায় বাদী' শাস্ত্রের অন্যতম শাব্দিক-সৌকর্য জিনাস ও তি·বাক· শৈলী অধিকহারে আবর্তিত হয়েছে। কবি ইবন যু·হর, এর এমনি এক মুওয়াশ্শাহ·া'র ক·াফলাঙ্গের মাত্রায় জিনাস এর অবস্থান লক্ষণীয়। কবি বলেনঃ[৩]

وعين تنهل بالتبر

وسيوف هام العدى تبرى

"প্রতিশ্রুতি পরিতুষ্ট হয় ভাঙ্গাচুরায়। আর তছনছকারীর তরবারী শত্রুদেরকে উদ্ভ্রা ন্ত করে দিয়েছে।"

অনুরূপ ভাবে আমরা কবি ইবন সাহল এর একটি ক·াফলাঙ্গে তি·বাক· শৈলীর কারুকার্যতা দেখতে পাই। যেমন তিনি বলেনঃ[৪]

فهو عندى عادل إن ظلما ✧✧ وعذولى نطقه كالخرس

"অন্যায় অবিচার করলেও তিনি আমার কাছে ন্যায়বান। তিনি তো আমার নিন্দুক। তাকে কথা বলিয়েছে বোবার মত।"

কখনো কখনো মুওয়াশ্শাহ·া কবিগণ তাঁদের কবিতায় কু·রআনের আয়াত সংযোজন করে এর পেলবতা ও মাধুর্য অধিক মাত্রায় বর্ধিত করার চেষ্টা করেছেন, যেমন কবি ইবন সাহল বলেনঃ[৫]

قطعت القلوب لك ✧✧ وقيل ماهذا بشر

"তোমার জন্য অন্তর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। আর বলা হলো— সে তো কোন মানব নয়।"

---

১ প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ.২৭৪

২ ড: ফাওযী সা·আর ·ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-ম·ারিফাহ আল-জামি·য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ১৩০-৩১

৩ আল-স·াফদী, জায়শ আল-তাওশীহ·, সম্পা. নাজী ওয়া মাদু·র (তিউনিস, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ২১৩

৪ দীওয়ান ইবন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), পৃ. ২৮৪

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আমরা যদি মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যের বিষয়বস্তুর গভীরেও অনুপ্রবেশ করি, তাহলে দেখতে পাই, মুওয়াশ্শাহ'া কবিগণ নিজেদের কাব্যিক রূপ-চিত্রের প্রতি খুবই মনোযোগী ছিলেন। যেমন ইবন যু'হর, ইবন সাহল, ইবন বাকী, লিসান আল-দ্বীন ইবন আল-খাতীব প্রমুখ কবিগণ মুওয়াশ্শাহ'া গীতিতে বিষয়বস্তুর যথার্থ রূপায়নে অতিদক্ষ ও সুনিপুণ কৌশলী ছিলেন। তাঁরা বহু কবিতায় অনুপম রূপ-বৈচিত্রের সন্ধান ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটাতে সনাতনধর্মী কবিদের রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁদের রচিত মুওয়াশ্শাহ'া'র শিল্প-নৈপুণ্য এত উচ্চাঙ্গিন ছিল, যার সমরূপ বা সমকক্ষ কোন সনাতনধর্মী স্পেনীয় কাব্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমরা কবি ইবন সাহল এর এরূপ এক প্রসিদ্ধ মুওয়াশ্শাহ'া'র সূচক পংক্তির ভাবার্থ ও শিল্প রূপের দিকে গভীর পর্যাবেক্ষণ করলে দেখতে পাই, তিনি সেখানে হৃদয়ের ধড়-ফড়ানী ও উদ্বিগ্নতাকে এমন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন, যাকে নিয়ে পুবালী বাতাস তার প্রাকৃতিক খেলায় জড়িয়ে পড়েছে। যেমন তিনি বলেনঃ[১]

هل درى ظبى الحمى أن قد حمى ✧✧ قلب صب حله عن مكنس

فهو فى حر وخفق مثلما ✧✧ لعبت ريح الصبا بالقبس

"আল-হি'মার হরিণী কি জানে যে, সে এক প্রেমিকের হৃদয় জ্বালিয়েছে? যেখানে তার অধিবাস।"

"এখন তা এক জ্বলন্ত ফলকের মত জ্বলছে আর কাঁপছে, যার সঙ্গে পূবালী হাওয়া খেলা করে।"

উপরোক্ত কাব্যচিত্রে আমাদের বিস্মিত হবার কারণ, এর বাহ্যিক রূপ-বৈচিত্রের চটক কিংবা দিপ্তী নয় বরং প্রাচীন সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী প্রেমের পূলক ও শিহরণের যে চূড়ান্ত তুলনা ও উপমা কবি তাতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন আমরা এতে আশ্চর্যবোধ না করে পারিনা।

সুতরাং উপররের বিশদ আলোচনায় আমরা মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে এমন কিছু স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, যা 'আরবী সনাতনধর্মী কাব্যে ছিল অনুপস্থিত। গদ্য ও পদ্যের গতানুগতিক ভাষায় যেমন রয়েছে বিস্তর ফারাক, তদ্রুপ মুওয়াশ্শাহ'া ও সনাতনধর্মী 'আরবী কবিতার রচনাশৈলী, বাচনভঙ্গি ও বর্ণনায়ও রয়েছে বিরাট তফাৎ। পদ-বিন্যাসের অভিনবত্ব, পদ-সংযুক্তির পারস্পরিক দুর্বলতা, স্বর-চিহ্ন সমাপ্তির অধিকহারে বিলুপ্তি, খারজাহ ক'াফলাঙ্গে অনারাবী শব্দমালার সমন্বয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষার চমৎকার উপস্থাপন ইত্যাদি রূপ-চিত্রে মুওয়াশ্শাহ:া কাব্য কলা 'আরবী সাহিত্যাগগনে নিশি-আধাঁরে উদিয়মান চন্দ্রের ন্যায় বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে আছে।

---

১ দীওয়ান ইবন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.). পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ স্পেনে য·াজাল গীতি-কাব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ ঃ

'য·াজাল'[১] স্পেনদেশীয় এক মৌলিক ললিতকলা। তার উৎপত্তি, আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ স্পেনেই ঘটেছে। পরবর্তীকালে তা মুওয়াশ্শাহ·া গীতির ন্যায় প্রাচ্যে গমন করে তথাকার বিদগ্ধ জনে স্বীয় গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'ইবন খালদূন' 'য·াজাল গীতি'র উৎপত্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ[২]

'ولما شاع فن التو شيح فى أهل الأندلس، وأخذ به الجمهور لسلا سته وتنميق كلامه، وتصر يع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله، ونظموا على طر يقته بلغتهم الحضرية، من غير أن يلتزموا فيه إعرابا، واستحدثوا فنا سموه بالز جل'

''স্পেনীয় অধিবাসীদের কাছে মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য যখন বেশ আদরণীয় হয়ে উঠে এবং এর স্বচ্ছন্দ গতি, ভাষার কৌশল ও অভ্যন্তরীণ ছন্দ-স্পন্দ এটাকে জনপ্রিয় করে তোলে, তখন শহরের সাধারণ লোকেরাও এর চর্চায় মেতে উঠে। এ সময় স্বর-বর্ণ সমাপ্তি ছাড়া নিজেদের শহুরে মিশ্র-ভাষায় তারা মুওয়াশ্শাহ·া ধরনের কবিতা লেখা আরম্ভ করলে এক নতুন কাব্যরূপের সৃষ্টি হয়। এটাকে তারা য:াজাল নামে আখ্যায়িত করেন।''

'ইবন খালদূন' এর উপরোক্ত মন্তব্যটি 'য·াজাল গীতি'র উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছিল- এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, 'য·াজাল' 'মুওয়াশ্শাহ·া গীতি'রই কান্ডোৎগত এক শাখা বিশেষ এবং 'মুওয়াশ্শাহ·া'র অনুকরণে নব-উদ্ভাবিত এক অনুপম কাব্যকলা। তাছাড়া এ অভিমতের সমর্থনে আরো বহু দলীল-দস্তাবেজ রয়েছে যে, য·াজাল রচয়িতাগণ তাঁদের এ গীতিকাব্যের আঙ্গিক, কাঠামো, ছন্দ ও মাত্রার ক্ষেত্রে মুওয়াশ্শাহ·া গীতিকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তাদের 'য·াজাল' চর্চায় সুপ্রসিদ্ধ মুওয়াশ্শাহ·া কাব্য-মালার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। তাঁরা মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের খারজাহ নামক ক·াফলাঙ্গ স্বীয় য·াজালগীতিতে ধার করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলার সাথে এর কোন বৈপরীত্য কিংবা তফাৎ নেই। তবে চলন-রহিত উপভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং ক·াফল ও মাত্রার দিক দিয়ে কিছু স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য রয়েছে। আমরা তা পৃথক শিরোনামে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

য·াজাল গীতির উৎপত্তি কখন হয়েছিল? তা নিয়ে স্পেনীয় ঐতিহাসিকগণ তেমন কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি। তবে প্রখ্যাত অধ্যাপক ড: 'আবদ আল-'অ·াযীয· আল-আহওয়ানী য·াজাল গীতির উদ্ভাবন কাল নির্ণয় করতে গিয়ে বলেনঃ[৩]

'أن الز جل ظهر فى الوقت الذى أخذ فيه التو شيح يتجه إلى التعقيد والتكلف ويبتعد عن البساطة الأولى'

''মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলা যখন জটিলতা ও কৃত্রিমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে লাগলো এবং পূর্বের সারল্য ও লালিত্ব হারাতে বসলো, ঠিক তখনই য·াজাল গীতির উদ্ভব ঘটে।''

---

১ 'য·াজাল' 'আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ভজন-গীত, সঙ্গীত ও হই-হুল্লোড় করা। 'আরবী সাহিত্যের পরিভাষায় মুওয়াশশাহ·া'র অনুরূপ সাধারণ্যে পরিবেশিত এক বিশেষ ধরনের 'আরবী কাব্যকলাকে য·াজাল নামে আখ্যায়িত করা হয়, যার উৎপত্তি মুসলিম স্পেনে ঘটেছিল।

২ ইবন খালদূন, মুক·াদ্দিমাহ আল-'ইবার (ক·ায়রো, ১৯৩০ খৃ.), পৃ. ৫২৭

৩ ড: 'আবদ আল-'অ·াযীয· আল-আহওয়ানী, আল-য·াজাল ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অভিমত অনুযায়ী হিজরী চতুর্থ শতাব্দির শেষের দিকে কবি 'উবাদাহ ইবন মা' আল-সামা এবং কবি ইউসুফ ইবন হারূণ আল-রামাদীর সমকালীন সময়ে এটা প্রথম আত্ম-প্রকাশ করেছিল। ইবন বাস্সাম এর মতে উল্লেখিত কবি দু'জন মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যে পরিবর্তন এনেছিলেন।[১]

য:াজাল গীতির উদ্ভাবক কবি কে ছিলেন? তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সাহিত্য-গবেষক স'াফী আল-দ্বীন আল-হু'লী বিষয়টি তুলে ধরে বলেনঃ[২]

"اختلفوا فيمن اخترع الزجل، فقيل إن مخترعه ابن غرلة، وقيل بل يخلف بن راشد، وقيل : مدغليس"

''য'াজাল কাব্যধারার আবিস্কার নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন এর উদ্ভাবক ইবন গারালাহ্ কেউ বলেছেন ইয়াখলুফ ইবন রাশিদ, আবার কেউ বলেছেন মাদগাল্লীস।''

ইবন হ'াজ্জাহ আল-হ'ামাভী এসব অভিমত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ[৩]

''মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যধারা হতে য'াজালগীতির উৎপত্তি। কারণ, মুওয়াশ্শাহ'া'র যেমন মাত'লা', ঘুস্'ন ও খারজাহ রয়েছে, য'াজালগীতির গঠন-কাঠামোও ঠিক তদ্রুপ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল সূর ও স্বর-চিহ্ন সমাপ্তির। মুওয়াশ্শাহ'া'য় রয়েছে স্বর-চিহ্ন সমাপ্তি, আর য'াজাল এ আছে লিহ্'ন ও সূর''। তিনি আরো বলেনঃ,[৪] অনেকের মতে এর উদ্ভাবক ছিলেন কবি ইবন গারালাহ। কেউ বলেছেন, য'াজাল সম্রাট ইয়াখলুফ ইবন রা'শিদ ছিলেন এর মূল প্রবর্তক। আবার অনেকের ধারণা, কবি ইবন ক'ায'মান ছিলেন এর অগ্রপথিক। তিনি অতি তীক্ষ্ণ ও চপল ভাষায় য'াজালগীতি রচনা করে সাধারণ কাব্যমোদীদের আকৃষ্ট ও বিমোহিত করতেন। ফলে তাকে সতীর্থ কবিদের নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়।''

এ সকল অভিমত গুলো বিষয়টিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছে। কেননা আমরা জানি, মাদগাল্লীস ও ইবন গারালাহ দু'জনই সমসাময়িক। কিন্তু কবি ইবন ক'ায'মান তাদের পূর্ব যুগের ছিলেন। বস্তুতঃ য'াজালগীতির উদ্ভাবক কবি নির্ণয় করাটা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইবন ক'ায'মানের চেয়েও উন্নত, দক্ষ ও পরিপক্ক আরো বহু য'াজাল কবি ইতিপূর্বে স্পেনে বিদ্যমান ছিলেন। কবি ইবন ক'ায'মান নিজেই এটা স্বীকার করে তাঁর দীওয়ানের ভূমিকায় বলেছেন,[৫]

''আমি লোকদেরকে প্রত্যক্ষ করতাম যে, তারা পূর্বতনদের প্রতি অতি কৌতুহল বোধ করে এবং এদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতঃ গগন তারায় প্রতিস্থাপন করেছে। তারা মনে করতো, এদের মহান মর্যাদা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। অথচ এরা রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে ছিল অনবহিত। কি'বলা ছেড়ে পূর্ব-পশ্চিমে যাতায়াত করতো ..... আমি তাদেরকে না পেয়েছি কোমল স্বভাবের, না পেয়েছি সতেজ ও উর্বর। যে ব্যক্তি এটাকে সাত পাকে প্রদক্ষিণ করলো, সে-ই আখত'াল ইবন নুমারাহ রাজ্যটির নেতৃত্ব লাভের অধিক যোগ্য। কারণ, তিনি পদ্ধতিকে কণ্ঠকমুক্ত করেছেন এবং প্রচুর চর্চার মাধ্যমে তা সুন্দরভাবে রূপায়িত করে এটার মধ্যে ঝকঝকে ভাবার্থ, পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সন্নিবেশিত করেছেন... .. ..।''

সুতরাং উপরোক্ত শিল্প-কলায় যারা কবি ইবন ক'ায'মানকে ছাড়িয়ে গেছেন, এখানে কবি তাঁদের একজন তথা আখত'াল ইবন নুমারার নেতৃত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এ সকল য'াজাল রচয়িতাদের হাত থেকে কবি

---

১ প্রাগুক্ত।

২ স'াফী আল-দ্বীন আল-হু'লী, আল-'আতি'ল আল-হ'ালী ওয়া আল-মুরাখখাস' আল-ঘালী (১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ১৬

৩ ড: রিদ'া আল-কু'রায়শী, আল-য'াজাল ফী আল-মাশরিক' (আল 'ইরাক', ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ১৫

৪ প্রাগুক্ত।

৫ দীওয়ান ইবন ক'ায:মান (বার্লিন, ১৮৯৬ খৃ.), পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

ইবন্ ক'য'মান য'জালগীতির পতাকা গ্রহণ করে তা নিয়ে সাহিত্য-শিল্পের চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ য'জাল কাব্যে তাঁর অনুপম ও বিস্ময়কর পান্ডিত্য ও অবদান একবাক্যে স্বীকার করেছেন। ইবন্ সা'ঈদ তাকে স্পেনীয় য'জালী কবিদের শীর্ষ নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেনঃ, য'জাল কাব্যধারার উৎকর্ষ বিধানে তিনি ছিলেন অগ্রপথিক।[১] ইতিপূর্বে স্পেনে যদিও এ কাব্যকলার প্রচলন ছিল, কিন্তু তার সুমিষ্ট রস-ধারা তখনো বিকাশ লাভ করেনি।[২] ইবন্ আল-খাত়ীব তাঁর প্রশংসা করে বলেনঃ[৩]

"ইবন্ ক'য'মান সাহিত্য ও রচনাশৈলীর নিপুণতায় একক ও অনুপম বুনানী ছিলেন। তাঁর য'জাল কাব্যের গঠন-রীতি এত চমৎকার ছিল যে, 'বিস্ময়কর'- এ উপাধি যেন এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কবির উপর যেসব রীতি- পদ্ধতি জটিল বলে প্রতিয়মান হয়, এটা ও গুলোকে বহুগুণে সহজ ও উন্মুক্ত করে দেয়। এ ক্ষেত্রে আবূ বাকর ইবন্ ক'য'মান যে শীর্ষ চূড়ায় উপবেশন করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্যদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন এর এক অলৌকিক নিদর্শন ও চূড়ান্ত প্রমাণ, সফল ও নির্ভিক শিক্ষক এবং এর সূচনাকারী ও পরিপূরক।"

কবি ইবন্ ক'য'মান এর একটি কাব্য-সংকলন আমাদের হাতে সংরক্ষিত আছে। এটা কবির জীবন ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে। এটা এমন এক জীবন্ত-চিত্র, যার সমকক্ষ অন্য কোন স্পেনীয় কাব্য-সংকলন খুঁজে পাওয়া যায় না।[৪]

স্পেনের আল-মুরাবিতূ়ন শাসকবর্গ 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনে ছিলেন খুবই তৎপর। বস্তুতঃ তাঁদের হাতেই য'জালগীতির বিকাশ ও উন্মেষ ঘটেছিল। এ সময় য'জাল চর্চার উপায় উপকরণগুলো ছিল সহজলভ্য। যার কারণে য'জালী কবিদের কাব্য পরিবেশনার হাট-বাজারগুলো সদা সরগরম থাকতো। সুতরাং এ যুগে কবি ইবন্ ক'য'মানও সমকালীন আমীর-উমারাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের গুণকীর্তন করে য'জাল কবিতা রচনা করে প্রচুর পরিতোষক লাভ করেছিলেন। এমনকি তাঁর কাব্য সংকলনটিও জনৈক আমীর আল-ওয়াশাকীর তরে নিবেদন করেছেন।

পরবর্তীতে আল-মুওয়াহ়হি়দূন যুগের শাসকবর্গ খাঁটি 'আরবীয়-সংস্কৃতি সংরক্ষণে গভীর অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও য'জালগীতি রচনায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি এবং কবিদের সামনে য'জাল চর্চার দ্বারও রুদ্ধ করে দেননি। এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, একদা কতিপয় য'জাল কবি 'আবদ্ আল-মু'মিনের প্রাসাদে একত্রিত হয়ে তাঁর সামনে য'জালগীতি পরিবেশন করে শুনালেন। কবি ইবন্ ক'য'মান ও মাদগাল্লীস ছিলেন এর উদ্যোক্তা। উপরন্তু এই বর্ণনায় এও ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'আবদ্ আল-মু'মিন য'জালগীতি পরিবেশনায় গায়কদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন।[৫]

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতা আল-মুওয়াহ়হি়দূন কর্তৃক য'জালগীতির যথাযথ মূল্যায়ন এবং রচয়িতাদেরকে অনুপ্রাণিত করার উপর এক সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এ যুগে য'জাল কবিদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত সফল কবি ছিলেন 'আবূ 'আবদ আল্লাহ আহ়মাদ ইবন্ আল-হা়জ্জাজ'। তিনি মাদগাল্লীস নামেই সমধিক পরিচিত। আল-মাক্ক়ারী তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেনঃ[৬]

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু়লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ'ায়ফ (ক'ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ১, পৃ. ১৭৬

২ ইবন খালদূন, মুক'াদ্দিমাহ আল-'ইবার (ক'ায়রো , ১৯৩০ খৃ.), পৃ. ৫২৭

৩ আল-মাক্ক'ারী, নাফহ় আল-তী'ব, সম্পা. ড: ইহ়সান 'আব্বাস (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), খ ৪, পৃ. ২৪

৪ ড: 'আবদ আল-'অ'যীয় আল-আহওয়ানী, আল-য'জাল ফী আল-আন্দালুস (ক'ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৭০

৫ ড: রিদ'া আল-কু়রায়শী, আল-য'জাল ফী আল-মাশরিক় (আ । 'ইরাক়, ১৯৭৭ খৃ.), পৃ. ২১

৬ আল-মাক্ক'ারী, নাফহ় আল-তী'ব, সম্পা. ড: ইহ়সান 'আব্বাস (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.), খ ৩, পৃ. ৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

'كان مدغليس هذا مشهورا بالانطباع والصنعة فى الأزجال، خليفة ابن قزمان فى زمانه. وكان أهل الأندلس يقولون : ابن قزمان فى الزجالين بمنزلة المتنبى فى الشعراء، ومدغليس بمنزلة أبى تمام بالنظر إلى الإنطباع والصناعة فابن قزمان ملتفت للمعنى ومدغليس ملتفت للفظ، وكان أديبا معربا مثل ابن قزمان، ولكنه لما رأى نفسه فى الزجل أنجب اقتصر عليه'

"এই মাদগাল্লীসই য·াজাল কাব্যে চিত্রাংকন ও শিল্প-নৈপুণ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ। সমকালীন সময়ে তিনি ছিলেন কবি ইব্ন ক·ায·মান এর যোগ্য উত্তরসূরী। স্পেনের জনগণ পরস্পর বলাবলি করতো যে, য:াজালগীতিতে ইব্ন ক·ায·মান এর স্থান সনাতনধর্মী কাব্যে কবি মুতানাব্বীর অনুরূপ। আর সঠিক চিত্রায়ন ও শিল্প-বৈচিত্রে মাদগাল্লীসের মর্যাদা ছিল 'আবূ তাম্মাম' এর মত। সুতরাং কবি ইব্ন ক·ায·মান ছিলেন ভাবার্থের প্রতি বিশেষ যত্নশীল এবং মাদগাল্লীস ছিলেন শব্দ ও বাক্য-বিন্যাসে অধিক মনোযোগী। তবে তিনি ছিলেন ইব্ন ক·ায·মান এর মতই 'আরবী ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ একজন সাহিত্যিক। তিনি যখন নিজেকে য·াজাল কাব্যকলার প্রতি অধিক অনুরক্ত ও রুচিশীল বলে অনুভব করলেন, তখন তিনি তাতেই জড়িয়ে গেলেন এবং অবরোদ্ধ হলেন।"

তাঁর য·াজালগীতি সম্পর্কে ইব্ন সা'ঈদ বলেনঃ যে, মাদগাল্লীসের য·াজালকাব্য ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বভাব সঙ্গীত।[১] তাঁর কাব্যিক মডেলে এ জাতীয় কাব্যধারার কিছু মৌলিক কবিতা সংরক্ষিত হয়ে আছে। এসব কাব্যের কতিপয় তাঁর সামাজিক আত্ম-নিবিষ্টতা এবং সমকালীন সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে।[২]

কবি মাদগাল্লীস আমোদ-প্রমোদ, ক্রীড়া-কৌতুক, নারী ও সূরার প্রতি ছিলেন বেশ আসক্ত। তাঁর কতিপয় কাব্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩]

তবে তিনি ক·াসীদাহ ফর্মে রচিত এক অভিনব য·াজালগীতিতে ব্যাপক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এগুলোকে কা·সা·ইদ মুক·সি·দাহ (قصائد مقصدة) নামে অভিহিত করা হয়। এ জাতীয় য·াজালকাব্য প্রাচীন 'আরবী ছন্দরীতি ও এককমাত্রা সমন্বয়ে গঠিত এক অপূর্ব ও অনন্য ললিতকলা। এর মধ্যে·সূর ও চলন-রহিত শব্দমালায় কোন বৈপরীত্য নেই।[৪]

আল মুওয়াহ·হি·দূন যুগে আরো বহু য·াজাল কবি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তন্মধ্যে 'আবূ আল-হ·াসান 'আলী ইব্ন জাহ·দার' এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইব্ন সা'ঈদ এর মতে, তিনি য·াজালগীতিতে ছিলেন একজন স্বভাব কবি। সেভিল নগরীতে তাঁর সাথে কবির সাক্ষাত হয়েছে এবং কবি একটি কাব্য পরিবেশন করেও তাঁকে শুনিয়েছেন।[৫] অন্যত্র তিনি আরো উল্লেখ করেনঃ[৬]

---

১ ইব্ন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ২, পৃ. ২১৪

২ ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ (ইস্কান্দারিয়াহ ঃ দার আল-মা'আরিফাহ আল-জামি'য়্যাহ , ১৯৯০ খৃ.),পৃ. ১৪২

৩ প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫

৪ স·াফী আল-দ্বীন আল-হু·লী, আল-'আতি·ল আল-হ·ালী ওয়া আল-মুরাখখাস· আল-ঘালী (১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ১৭

৫ ইব্ন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), খ ১, পৃ.২৬৭

৬ ইব্ন সা'ঈদ, ইখতিসার আল-ক·াদহ· আল-মা'আল্লী ফী আল-তারীখ আল-মাহ·াল্লী, সম্পা. আল-ইবয়ারী (ক·ায়রো, ১৯৫৯ খৃ.), পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

"كثر اشتهاره بالإنطباع في الزجل وهو ممن جال ورحل، وكان حافظا للنكت متعلقا بالأدب قائلا من الشعر مايستحلى في بعض الأوقات ويكتب فيما ينتخب، وكانت وفاته سنة٦٣٨ م"

"য·াজালগীতির সাথে নিবিড় সম্পৃক্তির কারণে তাঁর যশ ও খ্যাতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। যারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও চষে বেড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু তত্ত্বাবলী স্মৃতিতে সংরক্ষণকারী। তাঁর কাছে যা সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ বলে মনে হত, মাঝে মধ্যে তিনি তা কাব্যে বর্ণনা করতেন। যা নির্বাচিত করতেন, তাই লিখতেন, হিজরী ৬৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।"

ইব্‌ন সা'ঈদ এর উপরোক্ত বর্ণনায় এটা স্পষ্টতঃ যে, ইব্‌ন জাহ·দার সমকালীন য·াজাল রচয়িতাদের মধ্যে শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল-মুক্‌তাত·াফ গ্রন্থে তিনি এদিকে পুনরায় ইঙ্গিত করে বলেনঃ[১]

"তিনি ছিলেন সমকালীন য·াজালগীতির প্রধান"

এভাবে আবূ 'আলী আল-হ·াসান ইব্‌ন আবী আল-নাস·র আল-দাব্বাগ একজন প্রসিদ্ধ য·াজাল-গীতিকার ছিলেন। য·াজালগীতির উপর তিনি একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। ইব্‌ন সা'ঈদ উক্ত গ্রন্থ থেকে আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগের বহু য·াজালী কবিদের কিছু কিছু জীবন-বৃত্তান্ত সংকলন করেছেন। যেমন কবি ইব্‌ন নাজিয়াহ আল-লাওরাকী·। তাঁকে তিনি য·াজাল কবিদের অন্যতম শীর্ষ নেতা, যুগের প্রধান ও ইব্‌ন ক·ায·মান এর সুযোগ্য প্রতিনিধি বলে বর্ণনা করেছেন।[২] হিজরী সপ্তম-শতাব্দিতে এমনি এক কবি ছিলেন ইয়াহ·ইয়া ইব্‌ন 'আব্‌দ আল্লাহ-ইব্‌ন আল-বাহ·বাদাহ। তিনি সদা রাজকার্যে ব্যস্ত থাকতেন। কবি তাঁর কিছু য·াজালগীতি তুরীবাদ্য বাজিয়ে পরিবেশন করতেন।[৩] অনুরূপ ভাবে স্পেনে আল-বালারিজ নামে আরো একজন য·াজাল কবির সন্ধান পাওয়া যায়। ক্রিমিয়া নগরীতে ইব্‌ন সা'ঈদ এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল এবং তাঁকে কবি একটি য·াজালগীতি পরিবেশন করেও শুনিয়েছিলেন।[৪]

এভাবে ইব্‌ন সা'ঈদ তাঁর গ্রন্থে আবূ বাকর ইব্‌ন স·া-রিম,[৫] আবূ 'আমর ইব্‌ন আল-য·াহিদ,[৬] আবূ 'আব্‌দ আল্লাহ ইব্‌ন খা-তি·ব, আবূ বাকর ইব্‌ন আল-হি·স·ার প্রমুখ য·াজাল রচয়িতাদের আলোচনাও সন্নিবেশিত করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিয়মান হয়, স্পেনদেশীয় মুওয়াশ্‌শাহ·া গীতি, কোন এক সময় তার ছন্দ-তালে ডিগবাজি খেতে খেতে চলন-রহিত উপভাষা যুক্ত আঞ্চলিকগীতিতে রূপান্তরিত হয়ে য·াজাল নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পরবর্তী যুগে এটা স্পেনের সামাজিক জীবন, দৈনন্দিন কথাবার্তা ও সাহিত্যচর্চায় অতি সহজে অনুপ্রবেশ করে এক শিল্প-সমৃদ্ধ নব্য-রূপ কাব্যকলার আকৃতি ধারণ করেছিল এবং স্পেনীয় কাব্যাঙ্গনে স্বীয় প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

---

১ আল-মুক·তাত·াফ মিন আযা·হির আল-তা·রাফ, সম্পা. ড: সায়্যিদ হ·ানাফী হ·সনায়ন (ক·ায়রো), পৃ.১৫০

২ ইব্‌ন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হ·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো ঃ দারআল মা'আরিফ, ১৯৫৭ খৃ.).খ ২, পৃ.২৮৩

৩ প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ. ১৭৭

৪ প্রাগুক্ত, খ ১, পৃ. ৩০০

৫ স·া-রিম সেভিল নগরীর একজন য·াজাল কবি ছিলেন। ধর্মদ্রোহীতার অপরাধে তার বিরুদ্ধে হত্যার নির্দেশ জারী হয়েছিল। প্রাণের ভয়ে তিনি স্পেন থেকে প্রাচ্যে পালিয়ে যান এবং একটি ঘরে আত্ম-গোপন করে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ ঘরটিতে আগুন ধরলে তিনি পুড়ে মারা যান।

৬ ইব্‌ন আল-য·াহিদ ছিলেন সেভিল নগরীর অন্যতম য·াজাল কবি। কবি আল-দাব্বাগ তাঁর কাব্যের প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

য·াজালগীতির বিষয়বস্তু ঃ

প্রণয় ঃ প্রেম ও প্রণয় য·াজালগীতির আঙ্গিনায় সনাতনধর্মী গায·ল কাব্যের পথ ধরে সমতালে অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং কোন কোন য·াজালগীতিতে প্রেম ও প্রণয়কে যেমন এক স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পাওয়া যায়, ঠিক তদ্রুপ প্রশংসাসূচক য·াজালগীতির গৌরচন্দ্রিমা রচনায়ও এর আংশিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। উভয় অবস্থাতেই এগুলোর ভাবার্থ ও আঙ্গিক প্রাচীন ʿআরবের বনেদী কবিদের প্রণয়ানুভূতির সাথে একিভূত হয়ে রয়েছে। সুতরাং আমরা স্পেনের বিখ্যাত য·াজাল কবি মাদগাল্লীস এর কাব্যে দেখতে পাই যে, তিনি একদিকে ক্লান্তি, বিরহ ও বিনিদ্র রজনী কাটানোর আলোচনা করেছেন, অপরদিকে প্রেমানন্দের পুলক, শিহরণ এবং জ্বালা-যন্ত্রনার অভিযোগ উথাপন করেছেন। যেমন কবি এক য:াজাল ক·াস·ীদাহর ভূমিকায় বলেনঃ[১]

يفضح العشق أش يفدنى الجحود ✧✧ والدموع والنحول عليا شهود

وشهودا أخر على بذا ✧✧ سهرى الليل وقلبى المو قود

والمليحه تغلق لى باب الوصال ✧✧ ثم تفتح لى ألف باب للصدود

"আহ! ভালবাসা আঘাত দেয়। আর বঞ্চনা আমার মুক্তিপণ আদায় করে। চোখের জল ও কৃশকায় দেহ এর মহান সাক্ষী।"

"নোংরামীর উপর অপরাপর সাক্ষী হলো- আমার বিনিদ্র রজনী ও জাগ্রত অন্তর।"

"রূপ-সৌন্দর্য আমার জন্য মিলনের দুয়ার সেটে দিয়ে ব্যথা বেদনার হাজারো ফটক উন্মুক্ত করে দিয়েছে।"

অনুরূপ ভাবে কবি মাদগাল্লীস তাঁর অপর এক প্রণয়গীতিতে বিরহ-বিচ্ছেদের মর্মান্তিক মূহূর্তগুলো এবং প্রেমান্ধ অন্তরের প্রেম-স্পৃহার চমৎকার চিত্র ও সাবলিল বর্ণনা সন্নিবেশিত করেছেন। আমরা এর একটি চরণ এখানে উদ্ধৃত করলাম, কবি বলেনঃ[২]

ومضى عنى من نحبو وودع ✧✧ ولهيب الشوق فى قلبى قد اودع

"আমি যাকে ভালবাসি, সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আর আমার অন্তরে প্রেমের অনল-শিখা গচ্ছিত রেখেছে।"

উক্ত য·াজালগীতির সাথে সনাতনধর্মী প্রণয় কাব্যের প্রচুর সাজুয্য রয়েছে। উভয়ের ভাবার্থ ও রচনাশৈলী প্রায় এক ও অভিন্ন। এর বাহ্যিক আঙ্গিক তথা ছন্দ ও এককমাত্রা রক্ষার ক্ষেত্রেও সনাতনধর্মী ক·াস·ীদাহর সাথে কোন বৈপরীত্য নেই। তবে চলন-রহিত উপভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপরোক্ত য·াজালগীতির সাথে সনাতনধর্মী প্রণয় কবিতার কিছুটা বিরোধ রয়েছে।

নারী-চিত্র বনেদী প্রণয় কবিদের দৃষ্টিলোকে যে অবয়বে প্রতিভাত হয়েছে, য·াজাল রচয়িতাদের কল্পলোকেও তা সমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন উভয়শ্রেণীর কবিগণ নারীকে কখনো হরিণী কিংবা পূর্ণিমার চাঁদ, আবার কখনো বৃক্ষ-শাখার সাথে তুলনা করেছেন। আমরা আরো দেখতে পাই, য·াজালী কবিগণ নারী-সত্তার নৈতিক- বৈশিষ্ট্যের চেয়ে দৈহিক-সৌন্দর্য তথা রূপ-লাবণ্য, পুরুষ-ঘাতক মায়াবিনী চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের রূপায়নে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন কবি মাদগাল্লীস এর একটি প্রণয়গীতিতে এ জাতীয় ব্যঞ্জনার চমৎকার দৃশ্য অবলোকিত হয়। কবি বলেনঃ[৩]

---

১ স·াফী আল-দ্বীন আল-হ·ুলী, আল-ʿআতি·ল আল-হ·ালী ওয়া আল-মুরাখখাস· আল-ঘালী (১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ২৫

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩ প্রাগুক্ত, পৃ.২০৯

Dhaka University Institutional Repository

ترضى أن تقتلنى عينيك ✧✧ وماء الحياة من فمك

من يذوق ذيك الشفيفات ✧✧ لس يرى للموت أمارة

بالشراب مزج لعابك ✧✧ منهاجا لذيذ وفايح

وانبث الصبا فى صدرك ✧✧ فى عوض نهود وتفافخ

ففى فمك الشريبه ✧✧ وفى صدرك التماخ (؟)

منها هو قدك منعم ✧✧ وعويناتك سكاره

"তোমি তোমার জোড়া চোখে আমাকে হত্যা করতে আনন্দ পাও। অথচ তোমার মুখে রয়েছে সঞ্জীবনী সুধা।"

"তোমার শীতল ও নীরস শুষ্কতার স্বাদ যে গ্রহণ করে, সে তো দেখতে পায় মরণের প্রতিক।"

"তোমার মুখের লালা শরাবের সাথে এমনভাবে মিশে আছে, যা রীতি-পদ্ধতির দিক দিয়ে অতি মনোরম ও বিস্তৃত।"

"তোমার বক্ষ উত্থিত স্তনধারী ও মুকুলিত হবার বিনিময়ে প্রেমাবেগ তাতে ছড়িয়ে পড়েছে।"

"তোমার মুখে রয়েছে সুপেয় শরবত আর অন্তরে রয়েছে তিক্ত স্বাদ।"

"এ সবের মাঝেই তো তোমার দৈহিক কাঠামো সুখে শান্তিতে ডুবে আছে। আর ছোট ছোট চোখগুলো তো নেশায় বিভোর।"

<u>প্রকৃতি</u> ঃ স্পেনীয় য·াজাল রচয়িতাগণ স্বদেশের চোখ ধাঁধাঁনো মনোহর সৌন্দর্য এবং তথাকার অপরূপ রূপসী প্রকৃতির মোহন-মূর্তি তাদের কাব্যকলায় চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। পুষ্পকানন, বৃক্ষ-লতাপাতা আর ফুল-ফলালীর বর্ণনায় তাঁরা প্রাচীন সনাতনধর্মী কবিদের পদাংক পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। প্রকৃতির সাথে তাঁরা মদ ও সূরার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বনেদী কবিদের রচনাশৈলীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। যেমন কবি আবূ 'আলী আল-দাব্বাগ তাঁর রচিত এক য·াজালগীতিতে পুষ্প-কুঞ্জের রূপায়ন করেছেন এভাবেঃ[১]

'لاشراب إلا فى بستان ✧✧ والربيع قد فاح نوار

يبكى الغمام ويضحك ✧✧ أقحوان مع بهار

والمياه مثل الثعابين ✧✧ فذاك السواق دارو

والنسيم عذرى الأنفاس ✧✧ قد نحل جسم وقد رق

وعشيه مليح فتن ✧✧ عنه المسك ينشق'

"বাগান তলা ছাড়া কোন পানোৎসব হয় না। আর এটা বসন্তকাল, পুষ্পের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।"

"মেঘমালা ক্রন্দন করছে আর ডেইজী ফুল ঝকমকিয়ে হাসছে।"

"আর জলরাশি আঁকাবাঁকা চলচে ভূজঙ্গের ন্যায়, তাই তো এই চালক বৃত্তাকারে ঘুরছে।"

"নির্মল বায়ূ তো আমার প্রেম-পীড়ার নিঃশ্বাস। আর দেহ কৃশ ও হাল্কা হয়ে পড়েছে।"

"তার জীবন তো অতি সুন্দর ও মোহনীয়, আর কস্তুরী তা থেকে চিরে বের হয়।"

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৭ খৃ.), খ ১, পৃ.৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেনঃ[১]

ونحن فى طيب مدام ✧✧ قوم جلوس وآخر يميل

ونديم يسقى نديم ✧✧ وخليل يهوى خليل

وعذار الليل قد شاب ✧✧ لما أنه دنا الرحيل

ودليل الصبح قدام ✧✧ قدركب جواداً ابلق

"আমার শরাবের সৌরভে মেতে আছি। একদল বসে আছি, আরেক দল ঝুকছি।"

"শরাব চুমুকী সাথীরা একে অপরকে পানীয় দিয়ে তৃপ্তি করে। আর অনুরাগে বন্ধু টানে বন্ধুকে।"

"রাতের শ্মশ্রু গজিয়েছে, যখন সে বিদায়ের কাছাকাছি হয়েছে।"

"আর সম্মূখে রয়েছে ভোরের বার্তা এবং তা সাদা কালো দাগকাটা অশ্বে আরোহণ করেছে।"

উপরোক্ত য'াজাল গীতিটি প্রকৃতি কাব্যের এক স্বচ্ছ ও শিল্প-সমৃদ্ধ পটচিত্র, এখানে কবি আল-দাব্বাগ একটি পুষ্পকুঞ্জের বাসন্তি জাগরণে পাখ-পাখালির কোলাহল, ফুল-ফলালীর সমারোহ, ঝিরঝির বাতাসের স্নিগ্ধ-পরশ ইত্যাদি রূপ-বৈচিত্রের চমৎকার ছবি অংকন করেছেন। সাথে সাথে মদ ও সূরার সংমিশ্রন ঘটিয়ে এটাকে সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্রের সঙ্গে একিভূত করার চেষ্টা করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, য'াজালী কবির বর্ণিত চিত্র সনাতনধর্মী কবিদের সাধারণ কাব্য-প্রতিভা এবং কবিত্বেরও অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং মেঘমালার ক্রন্দন ও ডেইজী ফুলের হাঁসির মাঝে পরস্পর সম্মিলন 'আরবী কাব্য-কাননে যেমন কোন নতুন সংযোজন নয়, তদ্রুপ গড়িয়ে পড়া পানির আঁকা-বাঁকা গতির সাথে সর্পের তুলনাও কোন ব্যতিক্রমধর্মী উপমা নয় বরং তা 'আরবী কাব্যমালার গতানুগতিক বিষয়বস্তু রূপায়নের এক নব আতরণ মাত্র। এজন্য আমরা একথা দাবী করতে পারি যে, উল্লেখিত য'াজাল গীতিটি একদিকে যেমন য'াজাল রচয়িতা ও বনেদী কবিদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার অভিন্নতা প্রমাণ করছে, অপর দিকে এটা য'াজাল গীতির ভাবার্থ ও বিষয়বস্তুর উপর সনাতনধর্মী কবিতার গভীর প্রভাব ছিল বলেও প্রমাণ করছে।

কবি 'মাদগাল্লীস' অপর এক য'াজাল কবিতায় প্রকৃতির নৈশর্গিক সৌন্দর্যের রূপায়ন ঘটিয়েছেন এভাবেঃ[২]

ورذاذاً دق ينزل ✧✧ وشعاع الشمس يضرب

فترى الواحد يفضض ✧✧ وترى الآخر يذهب

والنبات يشرب ويسكر ✧✧ والغصون ترقص وتطرب

وتريد تجى إلينا ✧✧ ثم تستحى وترجع

"মিহি বৃষ্টি পড়ে আর সূর্য্য রশ্মিকে আঘাত করে। একটাকে তুমি দেখবে রূপালী, অপরটাকে দেখবে সোনালী।"

"তরুলতা তা পান করে আর মাতাল হয়ে যায়। বৃক্ষশাখাগুলো তো আনন্দ ও উত্তেজনায় দোল খায়।"

"তারা আমাদের কাছে আসতে চায়। তারপর লজ্জা পেয়ে ফিরে যায়।"

---

১ প্রাগুক্ত।

২ প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ.২২০

Dhaka University Institutional Repository

শরাব ঃ অধিকাংশ য·াজাল রচয়িতা শরাবের বর্ণনায় ছিলেন পঞ্চমুখ। শরাব পানে তাঁরা ছিলেন অতি দুরন্ত ও বল্গাহীন। এ জাতীয় কাব্যে তাঁদের চরম মাদকাসক্তি এবং মাদকদ্রব্য সেবনে মাত্রাতিরিক্ত কৌতুহল চমৎকার ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন কবি 'মাদগাল্লীস' শরাবের বর্ণনায় বহু য·াজালগীতি রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে কবি মদের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং নেশাপানে উৎসাহ ও উদগ্র বাসনা অতি মনোরম ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন। এর সাথে সাথে- যিনি তাঁকে এ মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগে উপদেশ খায়রাত করেন, তাকেও কবিতায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। কবি তাঁর এমনি এক য·াজাল গীতিতে বলেনঃ[১]

لاح الضيا والنجوم حيارى ✧✧ فقم بنا ننزع الكسل

شربت ممزوجا من قراعا ✧✧ أحلى هى عندى من العسل'

* * * * *

'يامن يلمنى كما تقلد ✧✧ قلدك الله بما تقول

يقول بأن الذنوب مولد ✧✧ وأنه يفسد العقول

لأرض الحجاز يكون لك أرشد ✧✧ إش ما ساقك لذى الفضول

مرأنب للحج والزيارا ✧✧ ودعنى فى الشرب منهمل

من ليس له قدره ولا استطاعا ✧✧ النيه أبلغ من العمل'

"এসেছে সূর্যালোক, আর তারারা সব বিভ্রান্ত। আমাদের সাথে উঠে পড়ো, আমরা গা থেকে আলস্য ঝেড়ে নেই।"

"একটু মিশ্রিত বোতলের মদ পান করেছি। আমার কাছে মদে হয়, তা মধুর চেয়েও মিষ্টি।"

"ওহে ব্যক্তি যে আমার নিন্দা করছো। খোদা যেন তোমাকে তোমার কথা মাফিক চলবার তাওফীক দেন।"

"তুমি বলো- মদে আছে পাপ আর মদ বুদ্ধিবৃত্তি ধ্বংস করে।"

"হি·জাযে· যাও! সেখানে তুমি ভাল থাকবে। আমার সাথে কেন অনাবশ্যক কথা বলছো?"

"তুমি তীর্থ করতে মক্কাহ মাদীনায় যাও, আর তা দেখে এসো। কিন্তু আমাকে মদে চুর হয়ে থাকতে দাও।"

"ভাল স্বভাব ও ব্যবহারের ক্ষমতা থেকে যদি কেউ বিচ্যুত হয়, তবে কর্মের চেয়ে ইচ্ছা হয় বেশী কার্যকরী।"

অনুরূপভাবে কবি আবূ বাকর ইবন আল-হি·স·ার তাঁর এক য·াজাল গীতিতে মদ ও প্রণয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন অতি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায়। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

'الذى نعشق مليح ✧✧ والذى نشرب عتيق

المليح ابيض سمين ✧✧ والشراب اصفر رقيق

لا شراب الا قديم ✧✧ لا مليح الا وصول

إذ نقول روحك نريد ✧✧ لس يخالف مانقول

والزيارة كل يوم ✧✧ لاملول ولا بخيل

من زياره بعد ✧✧ قد رجع بكل صديق'

---

১ ইবন খালদূন, মুক·াদ্দিমাহ আল-'ইবার (ক·ায়রো, ১৯৩০ খৃ.), পৃ. ৫২৮

২ ইবন সা·ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ·ায়ফ (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৫৭ খৃ.),পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা যাকে ভালবাসি, সে সুন্দর ও সুদর্শন। আর আমরা যা পান করি, তা অতি পুরাতন।"

"সুদর্শন প্রেমিক দেখতে শুভ্র ও মোটাতাজা। আর শরাব তো তরল-পাতলা ও স্বর্ণালী বর্ণের।"

"শরাব তো কেবলই পুরাতন হয়। আর প্রেমিকের সৌন্দর্য তো কেবলই নিবিড় সান্নিধ্যে।"

"আমরা যখন বলি, তোমার মন ও আত্মাকে চাই, তখন সে আমাদের কথার বিরোধিতা করে না।"

"প্রতিদিনের দেখাশুনায় নেই কোন ক্লান্তি ও অলসতা। আর তার সাক্ষাতের দূরত্ব দেখে অলস বন্ধু ফিরে আসে।"

মদের বর্ণনায় রচিত য:াজালগীতির সাথে শরাব-বিষয়ক সনাতনধর্মী ক·াসী·দাহরও বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। য·াজাল রচয়িতাগণ যেভাবে মদকে ব্যথা-বেদনা নির্বাপক ও খুশি উদ্দীপক মহৌষধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এর সাথে প্রকৃতি ও প্রণয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁদের বর্ণনাকে আরো মোহনীয়- আরো সাবলিল করে তুলেছেন। ঠিক তদ্রুপ পূর্বতন কবিদের বনেদী কাব্যেও এ সকল অর্থ, কল্পনা ও ভাবাবেগ সমভাবে পরিলক্ষিত হয়।

প্রশংসা ঃ স্পেনীয় য·াজালগীতি কাব্যের অন্যান্য বিষয়বস্তুর সাথে স্তুতি ও প্রশংসাকে কেন্দ্র করেও রচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে য·াজালী কবিগণ ছিলেন সনাতনধর্মী ও মুওয়াশশাহ·া কবিদের এক নিখুঁত প্রতিবিম্ব। তাঁরা প্রশংসিত ব্যক্তিবর্গের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় য·াজাল চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। এটা ছিল তাঁদের অর্থোপার্জনের এক কৌশল ও মাধ্যম। বড় বড় পরিতোষক লাভের আশায় কবিগণ বিভিন্ন ধনাঢ্য ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের স্তুতিকীর্তন করাকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহী পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ জাতীয় য:াজালগীতিও গতানুগতিক 'আরবী কাব্যধারা হতে বিচ্ছিন্ন নয় বরং তাও সনাতনধর্মী ক·াসী·দাহ অনুসরণে রচিত। যেমন কবি একটি প্রণয়মূলক ভূমিকার অবতারণা করার পর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তথা প্রশংসার দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। তবে একমাত্র মাদগাল্লীস এর কতিপয় প্রশংসাসূচক য·াজালী ক·াসী·দাহ ছাড়া এ জাতীয় কাব্যের তেমন কিছু আমাদের হাতে এসে পৌছেনি। তিনি এগুলো সমকালীন স্পেনের বড় বড় আমীর উমারাদের স্তুতিকীর্তন করে রচনা করেছেন। যেমন সেনাপতি ইব্ন স·ানাদীদ এর প্রশংসায় কবি একটি য·াজালগীতি রচনা করে এর সূচনায় প্রণয়মূলক ভূমিকার সংযুক্তি ঘটিয়েছেন এভাবেঃ[১]

'الهوى حملنى مالا يحتمل ✧✧ ترد الحق لسن لمن يهوى عقل

لس نقع فى مثها مادمت حى ✧✧ إن حمانى من ذا تأخير الأ جل'

"অনুরাগ আমাকে এক অবাস্তব বিষয়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে। আর বাকপটুতা সত্যকে ঐ ব্যক্তির প্রতি ফিরিয়ে দেয়, যাকে বুদ্ধি-বিবেক ভালবাসে।"

"যে মৃত্যুর ক্ষণ পিছিয়ে দেয়, সে যদি আমাকে রক্ষা করে, তাহলে আমি যতদিন বেচে আছি তার রূপ-প্রসাধনে উষ্ঠ-স্বাদ পরিতৃপ্ত হবে।"

উপরোক্ত ভূমিকা সপ্ত-চরণে সমাপ্ত করে কবি স্তুতিকীর্তনে অবতীর্ণ হয়েছেন এভাবেঃ[২]

'أب عبد الله الذى أسس لوجاه ✧✧ بن صناديد تبنا واحتفل

ولو همه قد علت فوق الهمم ✧✧ فهو لايرضى الثريا عن نعل

الرفيع الماجد الحر الشريف ✧✧ الشجاع الفارس الليث البطل

وجهه البدر وأيامه السرور ✧✧ وإديه الرزق والسيف الأجل

لثلاث أشياء هو كفو اليمين ✧✧ للعطايا والمنايا والقبل'

---

১ স·াফী আল-দ্বীন আল-হু·লী, আল-·আতি·ল আল-হ·ালী ওয়া আল-মুরাখখাস· আল-ঘালী (১৯৫৫খৃ.), পৃ.১৯

২ প্রাগুক্ত, পৃ.২০

Dhaka University Institutional Repository

"আবদ আল্লাহর পিতা যিনি ইবন স'নাদীদ এর খ্যাতির জন্য তরুলতা বপন করেছেন। আর তা জড়ো করেছেন"

"তাঁর সংকল্প যদিও সকল সংকল্পের উপর প্রাধান্য পেয়েছে, তবুও তিনি জুতোর পরিবর্তে ঝাঁড়বাতি পেয়ে খুশী নন।"

"তিনি মহান আদর্শবান, আভিজাত্যে মার্জিত, দুঃসাহসী অশ্বারোহী আর সিংহবীর।"

"পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় তাঁর মুখাবয়ব, যুদ্ধ-বিগ্রহের দিনগুলো হলো তাঁর আনন্দ, বিষম দুর্দৈব হলো তাঁর জীবিকা আর তরবারী হলো মৃত্যুর নির্দিষ্ট দিনক্ষণ।"

"তিনটি বস্তু তথা দান, বাসনা ও ক্ষমতা হলো তার ডান হস্তের মুঠোর ভিতর।"

এখানে কবি ইবন স'নাদীদ এর প্রশংসায় তাঁর বীরত্ব, সংকল্পে দৃঢ়তা, সাহস, রণ-নৈপূণ্য, দয়াদাক্ষিণ্য, উদারতা ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্যের চমৎকার রূপায়ন করেছেন। তবে এ বর্ণনাগুলো ভাবার্থের দিক দিয়ে সনাতনধর্মী স্তুতি গীতি হতে ভিন্ন নয়।

<u>হিজা ও নিন্দা</u> ঃ হিজা বা নিন্দা স্পেনীয় য'াজালগীতির বিষয়ববস্তুতে এক নতুন সংযোজন ছিল। অশ্লিল নিন্দা- সূচক য'াজালগীতিতে কবি আবূ 'আলী আল-দাব্বাগ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে পন্ডিত ইবন সা'ঈদ বলেনঃ[১]

"امام فى الهجو على طريقة الزجل والقول فى اللياطة "

"তিনি য'াজাল কাব্যের রীতি-পদ্ধতিতে নিন্দা, অভিশাপ ও তিরস্কার করার ক্ষেত্রে ছিলেন শীর্ষ নেতা।"

তার দু'টো য'াজাল কবিতা আমাদের হাতে সংরক্ষিত হয়ে আছে। এর একটি 'আল-জারনীস আল-নায়্যার' নামক এক ব্যক্তির মায়ের নিন্দায় রচিত। মহিলাটি মৃত্যবরণ করলে কবি আল-দাব্বাগ তার অশ্লিল নিন্দায় অবতীর্ণ হন। কবি তাকে লম্পট, অমিতাচার, দুশ্চরিত্রা, কাফির, অপরাধ প্রবণ ইত্যাদি দোষে অভিযুক্ত করে চরম ভাবে তিরস্কৃত করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

عزوا ابليس ونوح ياكفار
وماتت أم الجرنيس النيار
* * * * * *
أى عجوز لقد فجع فيها!
كل شاطر إن كان فى ذا الجيها
حلف الموت ألا يخيلها
وأى رزيا جرت على الشطار
* * * * * *
بيها كان الر بض يفوح ..... ك
إن دعيت للفسوق تقول لبيك
وتزين قبح المعاصى إليك

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হুলা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ'ায়ফ (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৭ খৃ.), খ ১, পৃ. ৪৩৮।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০ ও তৎপরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

"হে কাফিরের দল! ইবলিসকে স্বান্তনা দাও আর বিলাপ করো, আল-জারনীস আল-নায়্যার এর মা মৃত্যুবরণ করেছে।"

"কোন্ সে বুড়ো তার মৃত্যুতে ব্যথা পেয়েছে। যদিও সব প্রবঞ্চক এ ব্যাপারে তাকে আশ্রয় দিয়েছে।"

"মৃত্যু শপথ করেছে যে, তাকে আর কল্পনা করবে না এবং ধৃষ্ট ও উগ্রের কোন সে বিপদ জারী হয়েছে।"

----------********----------

"তোমাকে পরিবেশ যৌনোত্তাপে উত্তেজিত করেছে। তুমি ব্যভিচারে আহূত হলে লাব্বায়কা বলে সাড়া দাও। আর পাপের কদর্য তোমার কাছে সুশোভিত হিসেবে প্রতিয়মান হয়।"

এখানে কবি আল-দাব্বাগ মহিলাটির নৈতিক-অবক্ষয় ও ধর্মীয় অধঃপতনকে কেন্দ্র করে তাঁর নিন্দাগীতিকে অতিমাত্রায় শাণিত করেছেন। নিন্দিত মহিলাকে ধর্মদ্রোহীতার শরাঘাতে আহত করেছেন। তাকে শয়তানের দলভূক্ত অনুচর হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যভিচার ও পাপাচারে তীব্র আসক্তির অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন। উপরোক্ত য·াজাল কাব্যে নগ্ন-নিন্দার এমন এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিচ্ছবি অংকন করেছেন, যার কোন কাব্যিক দৃষ্টান্ত সমকালীন সনাতনধর্মী কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

কবি আল-দাব্বাগের অপর য·াজালগীতিটি জনৈক চিকিৎসকের নিন্দায় রচিত। এটা ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও পরিহাসের তীক্ষ্ণতা এবং রচনাশৈলীর বিন্যাসে পূর্বে উল্লেখিত য·াজালগীতি হতে একটু ভিন্ন আমেজে প্রণীত। এখানে কবি নিন্দিত চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা, হাতুড়িপনা এবং এর নির্মম ও অশুভ পরিণতি নিয়ে পরিহাসচ্ছলে এক চমৎকার নিন্দনীয় চিত্র তুলে ধরেছেন। যেমন কবি বলেনঃ[১]

'قد حلف ملك الموت بجميع ايمان

ألا يبرح ساعه من جوار دكان

ويريح روح ويعظم شأن

وفساد النيا تحت ذاك التو بيخ

* * *

بقياس الفاسد وبدين الخمروج

يخذ الصفراوى ويرد مفلوج[২]

للصحيح لس يسمح بر يقة فروج[৩]

ويحيل الحموم على أكل البطيخ

"যমদূত পূর্ণ ঈমান নিয়ে শপথ করেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্যও দোকানের প্রতিবেশীত্ব ছেড়ে যাবে না।"

"আত্মা হবে প্রশান্ত আর মর্যাদা হবে মহান। তবে এ হুমকির নীচে লুকিয়ে আছে আত্ম-বিশ্বাসের ভাঙ্গন।"

"ভুল মানদন্ড ও হ:মরূজ ধর্মের ভিত্তিতে রুক্ষ কিটকিটে মেজাজে মুখমন্ডল কুঞ্চিত করে এবং পক্ষঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি ফিরে আসে।"

"সুস্থ বক্তির জন্য বাচ্চা-মুরগের সোপ অনুমোদন করে না। অথচ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে তরমুজ খাবার ব্যবস্থাপত্র দেয়।"

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

২ صفراوى : صفراوى المزاج : রুক্ষ মেজাজী, مفلوج : পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

৩ فروج : মোরগীর বাচ্চা।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত য·াজালগীতিতে কবি হাসি-ঠাট্টার ছলে সমকালীন স্পেনীয় সমাজের কিছু তিক্ত অথচ বাস্তব ছবি অংকিত করেছেন। যেমন ডাক্তার খানায় যমদূতের বসে থাকা, সুস্থ ব্যক্তিকে মোরগের-সুপ খেতে ডাক্তারের নিষেধ করা, জ্বরের রোগীকে তরমুজ খাবার ব্যবস্থাপত্র দেয়া ইত্যাদি সমকালীন চিকিৎসকদের জুয়া-চুরির এক চমৎকার ব্যঙ্গ চিত্র।

সূ·ফীবাদ ঃ স্পেনে য·াজালগীতি আল-মুওয়াহ·হি·দূন যুগে সর্বপ্রথম সূ·ফীবাদ ও আধ্যাত্মিকতার প্রান্তরে অনুপ্রবেশ করে ছিল। এ জাতীয় গীতিকাব্যের সাথে মরমী কবি আল-শুশ্তারীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সম্পর্কে মেসনিকগণ বলেনঃ[১]

"الناقل الحقيقى للزجل من الموضوعات الدنيوية الحسية كالعشق الحسى، والغزل فى الصبيان إلى جوسام، هو تمجيد الله والهيام فى حبه"

"পার্থিব ভোগবাদী বিষয়বস্তু তথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রণয় ও কিশোর প্রেম থেকে য·াজালী কাব্যমালাকে অতিন্দ্রিয় পরিবেশে স্থানান্তরের মূল বাহক ছিল খোদার মহত্ব ও তাঁর প্রেমে প্রবল আসক্তি।"

এটাও ইঙ্গিত করা উচিত যে, য·াজালগীতির আঙ্গিনায় কবি আল-শুশ্তারী সমকালীন যুগের একমাত্র মরমী কবি নন বরং সাধককূল শিরোমনি ইব্ন 'আরবীও উক্ত বিষয়ে প্রচুর য·াজালগীতি, রচনা করেছেন। যেমন তিনি তাঁর রচিত এক য·াজাল কাব্যে বলেনঃ[২]

يا طالب التحقيق ✧✧ أنظر وجودك

ترى جميع الناس ✧✧ عبيد عبيدك

"হে সত্যানুসন্ধানী! তোমার অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করো, দেখতে পাবে সকল মানুষকে তোমার ভৃত্যের পূজারী।"

তবে কবি আল শুশ্তারী ছিলেন মরমী য·াজালগীতির মুল প্রশিক্ষক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তাঁর রচিত মরমী কাব্যে নিজের সুচিন্তিত অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। এই মহান সাধক কবি তাঁর এ জাতীয় কাব্যের মাধ্যমে সুক্ষ্ম ও জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন এবং মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি ও পবিত্রতার স্তর-বিন্যাসের যথার্থ চিত্র অংকিত করেছেন। তিনি এ সকল মরমীকাব্য রচনা করে সাধারণতঃ পথে-ঘাটে ও হাটে-বাজারে সাধারণ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। আর তারা অতি আগ্রহ ভরে তা বিভিন্ন পাবলিক সভা সমিতিতে পরিবেশন করতো।

সূ·ফীবাদী য·াজালগীতি কবি আল-শুশতারী'র দীওয়ানে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। আর তা সংখ্যায় প্রায় এক শতকের কাছাকাছি হবে। পক্ষান্তরে তাঁর অন্যান্য সনাতনধর্মী কবিতার সংখ্যা ৪০/৪১টির বেশী নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কবির উপর সনাতনধর্মী ক·াসি'দাহর চেয়ে য·াজাল কাব্যধারার প্রভাবই ছিল বেশী।

কবি আল-শুশতারী তাঁর মরমী য·াজাল কাব্যে সূ·ফীবাদী জীবনের এক জীবন্ত-চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একজন সূ·ফী দরবেশ সাধারণঃ নিঃস্ব ফকীর, ন্যাড়া মাথা, ছেড়া কাপড় খন্ড পরিহিত এবং জীর্ণ রুমাল ঘাড়ে ঝুলিয়ে ছদ্মাবেশে জীবন যাপন করেন। পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি তার কোন সংশ্রব থাকে না। মানবজীবনের এসব নিরানন্দ দিকগুলো তাঁর য:াজালী কবিতায় সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন কবি বলেনঃ[৩]

---

১ ড: 'আবদ আল-'অ·াযীয· আল-আহওয়ানী, আল-য·াজাল ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ১৩১

২ দীওয়ান ইবন 'আরবী (ক·ায়রো ঃ বুলাক·, ১৮০৫ খৃ.), পৃ. ২১৪

৩ দীওয়ান আল-শুশতারী, সম্পা. ড: 'আলী আল-নাশশার (আল-ইস্কান্দারিয়্যাহ, ১৯৬০খৃ.), পৃ. ১৮ ও তৎপরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

'فقير مثلي ✧✧ وفي عنقوا شرشوح
صدروا مخلي ✧✧ ومن الهم مشروح
رأسي محلوق ✧✧ وغشي موله
نطلب في السوق ✧✧ أو في دار مرفه'

"আমার মত নিঃস্ব ফকীর- ঘাড়ে ঝুলিয়েছে চামড়ার থলে। বুকে জড়িয়েছে কোষযুক্ত মোটা কাপড়, আর দূর্ভাবনা স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান।"

"আমার মাথা মুন্ডানো- আমি উন্মুত্ত হয়ে ঘুরে ফিরি আর হাটে বাজারে কিংবা প্রমোদাগারে খুঁজে বেড়াই।"

সাধক কবি আল-শুশতারী তাঁর মরমী য'জালগীতির মাধ্যমে মানুষের আবেগানুভূতিতে প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বীয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও 'আকী·দাহ-বিশ্বাসের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। মূলতঃ এ জাতীয় কবিতাগুলো ছিল আমাদের দেশে প্রচলিত জারী গানেরই মূর্ত-প্রতীক। জারী গানে একজন গায়ক যেমন সঙ্গীতের এক টুকরো কলি বলার পর অন্যান্য সহ-শিল্পীবৃন্দ সম্মিলিত কণ্ঠে তা পুনরাবৃত্তি করেন, তদ্রুপ য:জালী কবিগণও তাঁদের রচিত য'জালগীতি সম্মিলিত কণ্ঠে পরিবেশন করতেন, যেমন কবি শুশতারী সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি একা কিংবা দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন হাট-বাজার ও লোকালয়ের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমনাগমন করতেন। হাতে থাকতো এক বাদ্যযন্ত্র। তাতে তিনি য'জাল ও অন্যান্য কাব্যগীতি সাঙ্গেতিক সুরে পরিবেশন করার সময় তাঁর সাথে থাকা মরমী গায়ক দলও সঙ্গীতটি সম্মিলিত কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করতেন।[১] কবি শুশ্তারী তাঁর রচিত য'জালগীতিতে সকল মানুষকে বিশেষ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হবার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। যেমন কবি জীর্ণশীর্ণ পোষাকে দেহাবৃত করে ত'রীকাত·পন্থীদের দলভূক্ত হয়ে খোদার মা'রিফাত লাভের আমন্ত্রন জানিয়ে বলেনঃ[২]

'اترك الحظوظ واجرد ✧✧ واذهب للتخلص
واقطع العلائق تكسى ✧✧ حلة التجلي
واقصد الوجود المطلق ✧✧ تظفر بالتجلي
وتسقى حميا الأسرار ✧✧ خمرا دون عصاره
وتظهر عليك الأنوار ✧✧ وتصفوا العباره

"বিলস-ভৈবব পরিহার করে হীনশূন্য হও। আর মুক্তির পথে ধাবিত হয়।"

"সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল নূরের ঝলক নির্মিত অঙ্গশ্রী পরে নাও।"

"প্রভূর নিরাকার অস্তিত্বে তুমি উৎসাহী হও। তবেই তো নূরের ঝিলিকে তুমি সফলতা পাবে।"

"তুমি মদ বানিয়ে পান করবে রহস্যের উত্তাপ-তার রসকষ হিসেবে নয়।"

"আর নূরের জ্যোতি তোমার সামনে হবে উদ্ভাসিত এবং তা তুমি চমৎকার ব্যাখ্যায় চিত্রিত করবে।"

অপর এক য'জালী কবিতায় কবি আল-শুশতারী প্রেমিকের রূপ-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে এক ব্যতিক্রমধর্মী ভক্তিমূলক প্রণায়ার্তি পেশ করে বলেনঃ[৩]

---

১ মুজাল্লাহ আল-মা'হাদ আল-মিস·বী, খ ১ পৃ. ১৪১

২ দীওয়ান আল-শুশতারী, সম্পা. ড: 'আলী আল-নাশশার (আল·ইস্কান্দারিয়্যাহ, ১৯৬০খৃ.), পৃ. ২৭৬

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

ذا الذى ياقوم فتنى ✧✧ ياترى علاش عول

قد ظهر عزوا عليا ✧✧ وكذا من حب يبذل

* * *

قد فتنى بجمالوا ✧✧ وقتلنى بتجنيه

وحجب عنى وصالوا ✧✧ وظهر بالصد والتيه

لم تر العيون بحالوا ✧✧ والقلوب بجلة تهم فيه

فى هواه نخلع عذارى ✧✧ ونخلى الأمر ينزل

دعوه يهجر أو يصلنى ✧✧ المليح يدرى مايعمل

"হে জাতি! এটা আমার ভ্রান্ত মোহ। হে আমার উৎস! অন্যায় কিসে হয়?"

"প্রকাশ করেছে এক মহান সম্পর্ক। আর ভালবাসায় এভাবেই প্রভাবিত হয়।"

"রূপ-কান্তি দ্বারা সে আমাকে বিপদে ফেলেছে। আর পাপ কর্মের দ্বারা আমাকে হত্যা করেছে।"

"আমার কাছ থেকে সান্নিধ্যকে আড়াল করেছে এবং এড়িয়ে চলার ভাব ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছে।"

"তার অবহ্লা চক্ষুগুলো অবলোকন করেনি। আর অন্তরগুলো তাতে সার্বিক ভাবে ভূল করেছে।"

"তার ভালবাসায় আমার সংযম পরিত্যাগ করে বিষয়টি শিথিল করছি, সে যেন সম্মত হয়।"

"তাকে আহবান করা হয়! হয় সে পরিত্যাগ করবে, না হয় আমাকে সান্নিধ্য দান করবে। আর বিচক্ষণ ব্যক্তি জানে যে, সে কি করবে?"

এভাবে কবি আল-শুশতারী ভূক্তিমুলক য·াজালগীতি রচনা করে স্বীয় প্রতিভা শাণিত করেছেন। আর সাধারণ মানুষের মনন ও চিন্তাকে কাব্যরসে পরিতুষ্ট করতে বেশ সফলতা লাভ করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তব ও সুক্ষ্ণ চিত্রিাংকনের দ্বারা স্বীয় য·াজালগীতিকে এক বিচিত্র বর্ণিল আভরণে সজ্জিত করেছিলেন, যা সমকালীন সনাতনধর্মী মরমী কাব্যদেহে পরিলক্ষিত হয়নি।

সূ·ফীবাদ ছিল তৎকালীন য·াজালগীতির প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর অন্যতম। আমরা এ জাতীয় কাব্যের বিষয়বস্তুর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ লক্ষ্য করেছি। প্রথমতঃ য·াজালগীতি 'আরবী সনাতনধর্মী কাব্যধারা অবলম্বনে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা অতিক্রম করে সম্মূখ পানে অগ্রসর হয়ে এর বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করেছে এবং এর আঙ্গিক, ভাবাবেগ ও অর্থের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ য·াজালগীতিকে সুক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন আঞ্চলিকগীতি নয়। এর মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত হাসি-কান্নার সূর খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং তাতে মানব জীবনের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।[৪] সমকালীন স্পেনীয়রা প্রাচীন 'আরব সংস্কৃতির যতটুকু উপাদান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিল, এটা তারই উৎপাদিত ফসলের অংশবিশেষ। কবি আল-শুশতারী রচিত য:াজালগীতি ছাড়া কোন য:াজালী কবি স্বীয় কবিতা দ্বারা সাধারণ মানুষের মন জয় করতে পারেননি। কারণ তাঁদের সকল কাব্যিক নিবেদন সমকালীন আমীর-উমারা ও অভিজাত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

য·াজালগীতির শিল্পরূপ ঃ

ছন্দ ও মাত্রা ঃ স্পেনীয় য·াজালগীতির কোন স্বতন্ত্র ছন্দরীতি ছিল না। এটার উপর মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যধারার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান থাকার কারণে য·াজালী কবিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুওয়াশ্শাহ·া'র ছন্দ-পদ্ধতি, আবার কোন কোন সময় 'আরবী কাব্যমালার গতানুগতিক ছন্দ-স্পন্দ অবলম্বনে য·াজাল রচনা করেছেন। তবে জনৈক প্রাচ্যবিদ গারসিয়া গোমাস এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করে বলেন, কবি ইব্ন ক·ায·মানের অধিকাংশ য·াজালগীতি স্পেনের অনারবী কাব্যমালার ছন্দ-স্পন্দ অবলম্বনে রচিত।[১]

কিন্তু নির্ভরযোগ্য বহু দলীল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে উপরোক্ত অভিমতের অসারতা সুস্পষ্ট। কারণ, এসব দলীল দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, য·াজালগীতির ছন্দ মুওয়াশ্শাহ·া'র ছন্দরীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অধিকন্তু গবেষণা দ্বারা আরো প্রতিয়মান হয় যে, কতিপয় য·াজাল কবি তাঁদের রচনাশৈলী দ্বারা কিছু বিখ্যাত মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এ ব্যাপারে য·াজাল তারকা ইব্ন ক·ায·মান ছিলেন সকলের অগ্রপথিক। তাঁর দীওয়ানে মুওয়াশ্শাহ·া ছন্দরীতি অবলম্বনে রচিত এ জাতীয় প্রচুর য·াজালগীতি বিদ্যমান রয়েছে।

কবি আল-শুশতারী তাঁর য·াজালগীতির রচনাশৈলীতে ছন্দ-পাতনে বেশ বৈচিত্র প্রদর্শন করেছেন। কোন কোন য·াজালগীতি রচনায় তিনি একাধিক ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন মাত·লা' ও অন্যান্য ক·াফল এক ছন্দে এবং ঘুস·ন গুলো অন্য ছন্দে সন্নিবেশিত করেছেন। নিম্নের য·াজাল কবিতায় তা চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কবি বলেনঃ[২]

لا تردها بيت ✧✧ لا تردها بيت
قد بلغت مقصودى ✧✧ الحبيب رأيت

* * *

من هو الذى اندرس ✧✧ إنه بالوجد يجود
كيف يقال كيف ✧✧ والعوام رقود
الرسوم فى ذا الموضع ✧✧ تفنى والحدود
إينما مشيت ✧✧ أينما مشيت
منه ليه به غشى ✧✧ خل كيت وكيت'

"কাব্য চরণ করবে না তাকে বর্ধিত— করবে না তাকে বর্ধিত। পৌছে গেলাম আমার অভিষ্টে। দেখতে পেলাম বন্ধুকে।"

"যে নিঃশেষ হয়ে গেছে, প্রেমাবেগে সে চমৎকার হয়ে উঠবে।"

"কি ভাবে বলা যায় তা— কেমনে? সাধারণ মানুষ তো ঘুমিয়ে আছে।"

"এই স্থানে লক্ষণ আর সীমারেখা গুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

"যেথায় চলেছি আমি— যেথায় গিয়েছি, তাতো বাঁকা। তাতেই আমি চলি, আর এ ভাবে- এ ভাবে তা হয়ে যায়।"

---

১ Garcia Gomes, Todo Ben Quzman (Madrid, 1972 A.C)

২ দীওয়ান আল-শুশতারী, সম্পা. ড: 'আলী আল-নাশশার (আল-ইস্কান্দারিয়্যাহ, ১৯৬০খৃ.), পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

এখানে কবিতাটির মাত·লা' ও অন্যান্য ক·াফল فاعلاتن فاعلن এবং ঘুস·ন গুলো فاعلاتن مستفعلن ছন্দ-স্পন্দে রচিত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে আল-মাদগাল্লীস তাঁর রচিত বহু য·াজালগীতিতে আল-খালীল প্রবর্তিত প্রাচীন 'আরবী ছন্দ-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেমন,[১]

يفضح العشق إش يفدنى الجحود ✧✧ والدموع والنحول عليا شهود[২] '

উপরোক্ত কবিতাটি 'আল-খাফীফ' ছন্দে রচিত।

এমনি ভাবে,[৩]

'الهوى حملنى مالا يحتمل ✧✧ ترد الحق لس لمن يهوى عقل[৪] 'এটা 'আল-রামাল' ছন্দে রচিত। '

'مضى عنى من نحبو وودع – وهيب الشوق فى قلبى قد اودع'কাব্যটি 'আল-মাদীদ' ছন্দে রচিত হয়েছে।[৫]

সুতরাং উপরোক্ত কাব্যমালা পরিদৃষ্টে প্রতিয়মান হয় য·াজালগীতি যেরূপ মুওয়াশ্শাহ·া অবলম্বনে রচিত, তদ্রুপ এর মধ্যে সনাতনধর্মী ছন্দ-পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে।

আল-খারজাহ ঃ য·াজালগীতির খারজাহ নামক ক·াফলাঙ্গটি সাঙ্গেতিক রাগ-রাগিনীর দিক দিয়ে অন্যান্য কাব্যাঙ্গের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ হয়। পক্ষান্তরে মুওয়াশ্শাহ·া গীতির খারজাহটি এমন নয়। তার মধ্যে রাগ-রাগিনীর পরিবর্তে বিশুদ্ধ 'আরবী কিংবা চলন-রহিত 'আরবী উপভাষা অথবা অনারবী ভাষা প্রয়োগে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মুওয়াশ্শাহ·া ও য·াজালগীতির খারজাহ ক·াফলাঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পর কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পাওয়া যায়, যেমন মুওয়াশ্শাহ·াগীতির ন্যায় য·াজালগীতির খারজাহ'য়ও কবিগণ কখনো কোন নারী কিংবা তরুণীর ভাষ্যে তার মাতার নিকট স্বীয় প্রেমের অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে কবিগণ সাধারণতঃ সঙ্গীত ও তার সম-অর্থবোধক কোন শব্দ যুক্ত করে তারপর খারজাহটি সন্নিবেশন করেন। যেমন কবি আল-শুশতারী তাঁর এক য·াজাল কাব্যে বলেনঃ

ازهد فيما دون المحبوب ✧✧ وابقى منك سالى

واجوهر بخمر التحقيق ✧✧ واياك لاتبالى

بقول الذى قد أنشد ✧✧ فى خمر الدوالى

"নিরাসক্ত পোষণ করো, যেথায় প্রেমিক নেই। আর তোমার কাছ থেকে আমোদীকে বাঁচিয়ে রাখো।"

"ওহে সত্য প্রতিপাদন সূরার মণিমুক্তা! আঙ্গুরে তৈরী মদের স্তুতি-কীর্তনে সে যে সঙ্গীত পরিবেশন করেছে, তাতে তোমার কোন পরওয়া নেই।"

অতঃপর কবি কাব্যের খারজাহ ক·াফলাঙ্গটি এভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন—

قم دلونى دار الخمار ✧✧ فى درب النصاره

كويس ملامن مسطار ✧✧ نعطى فى البشاره'

"উঠো, আমাকে 'নাস·ারাহ' নগর পথে মদের দোকান বাতলিয়ে দাও।"

---

১ স·াফী আল-দ্বীন আল-হু·লী, আল-'আতি·ল আল-হ·ালী ওয়া আল-মুরাখখাস· আল-ঘালী (১৯৫৫খৃ.), পৃ. ২৫

২ অনুবাদ দ্রষ্টব্য ঃ পৃ. ২০৪প্রণয়গীতি)।

৩ স·াফী আল-দ্বীন আল-হু·লী, আল-'আতি·ল আল-হ·ালী ওয়া আল-মুরাখখাস· আল-ঘালী (১৯৫৫খৃ.), পৃ.১৯

৪ অনুবাদ দ্রষ্টব্য ঃ পৃ.২১০ (প্রশংসাগীতি)।

৫ দীওয়ান আল-শুশতারী, সম্পা. ড: 'আলী আল-নাশশার (আল ইস্কান্দারিয়্যাহ, ১৯৬০খৃ.), পৃ.১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

"তাজা মদের দ্বারা ছোট্ট থলেটি ভরে দিয়েছে। আর আমি তা উপহার দেই।"

এখানে কবি খারজাহ কাব্যাঙ্গ সন্নিবেশনের পূর্বে انشد\ শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যা সঙ্গীতের সমার্থক। আবার কাব্যকলি ও শব্দগুচ্ছের বিন্যাসে উভয়ের মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। মুওয়াশশাহ·া কাব্যের খারজাহ'য় যতটুকু জটিলতা পাওয়া যায়, য·াজালগীতির খারজাহ'য় ততটুকু নেই।

য·াজালগীতির খারজাহ'য় আরো একটি বিশেষ-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কবিগণ মাত·লা' এ ব্যবহৃত বাক্যাংশ খারজাহ'য় পুনরাবৃত্তি করে তার উপর কবিতার যবনিকাপাত ঘটাতেন। এমনকি কবিতার সকল ক·াফলাঙ্গে উপরোক্ত বাক্যাংশ বারবার প্রতিধ্বনি হয়। যেমন কবি আল-শুশতারীর এক য·াজাল কবিতায় মাত·লা' এর শেষে রয়েছেঃ[১]

مطبوع مطبوع ✧✧ أى والله مطبوع

"প্রকৃতির বশীভূত-প্রকৃতির বশীভূত খোদার শপথ হে বশীভূত ব্যক্তি।"

মাত·লা'এর উপরোক্ত অংশটুকু গোটা কবিতায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়ে খারজাহ ক·াফলাঙ্গ হিসেবে এর উপর কবিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর এ জাতীয় বিন্যাস-পদ্ধতি কেবল সূ·ফীবাদী য·াজাল কবিতায়ই পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্যেও এ ধরনের রচনাশৈলীর সন্ধান পাওয়া যায়।[২]

<u>আঙ্গিক, ভাষা ও শিল্প-বৈশিষ্ট্য</u> ঃ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, য·াজালগীতি মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলারই এক নব-সংস্করণ, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে এটা মুওয়াশ্শাহ·া'র আঙ্গিক ও কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এর রচনাশৈলী ও রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয়েছে। আমাদের হাতে সংরক্ষিত য·াজালী কাব্যভান্ডার অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যকলার অনুরূপ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মুওয়াশাহ·া কাব্যকলার অনুরূপ এটার সূচনায়ও কোন কোন সময় মাত·লা' ক·াফলাঙ্গ রয়েছে, আবার কখনো নেই, তারপর কবি কাব্যের ঘুস·ন সন্নিবেশিত করে খারজাহ নামক সমাপনী ক·াফলাঙ্গের উপর কবিতার যবনিকা টেনেছেন। আর খারজাহ'র মধ্যে চলন-রহিত উপভাষা ব্যবহারে অন্যান্য কাব্যাঙ্গের সাথে রয়েছে ঐক্য। তবে য·াজাল ও মুওয়াশ্শাহ·া'র কাব্য কাঠামোর মধ্যে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। আর তাহলো, মুওয়াশ্শাহ·ার মধ্যে মাত·লা' এর কাব্যকলির সংখ্যা অপরাপর ক·াফলাঙ্গের কাব্যকলির সংখ্যার অনুরূপ হয়। পক্ষান্তরে য·াজালগীতির মধ্যে এমনটি পাওয়া যায় না। সেখানে সাধারণতঃ একই মাত্রা বিশিষ্ট দ্বিপদী মাত·লা' পাওয়া গেলে পরবর্তী ঘুস·ন ও ক·াফলগুলো এক পদী হয়, যার নমুনা মুওয়াশ্শাহ·া কাব্যে অনুপস্থিত।[৩] যেমন কবি ইয়াহ·ইয়া ইবন 'আবদ আল-বাহ·বাদা·হের একটি য·াজালগীতি এটার উদাহরণ হিসেবে এখানে পেশ করা যায়। কবি তাঁর কাব্যে মাত·লা' রচনা করেছেন এভাবেঃ[৪]

دعن نشرب قطيع صاح ✧✧ من ذنا ست الملاح [৫]

"আমাকে চিৎকারকারী অভিজাত রূপসীদের এক শান্ত-শিষ্ট দলকে পান করতে দাও।"

এখানে একই মাত্রা বিশিষ্ট দ্বি-ছত্রে বিভক্ত মাত·লা' এরপর তিনটি একপদী কাব্য-ঘুস·ন সন্নিবেশিত হয়েছে এবং ঘুস·নগুলোর মাত্রায় পরস্পর ঐক্য বজায় রাখা হয়েছে যেমন কবি বলেনঃ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫

২ ড: 'আবদ আল-'অ·যীয· আল-আহওয়ানী, আল-য·াজাল ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.), পৃ. ৪৩

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৪ ইবন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হ·ুলা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওক·ী দ·ায়ফ (ক·ায়রো : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৭ খৃ.), খ ১, পৃ.১৭৭

৫ ذنا মূলতঃ প্রাচীন রোমান শব্দ Donna শব্দের আরবী প্রতি বর্ণায়ন, যার অর্থ বেগম বা অভিজাত মহিলা। (ড: ফাওয·ী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহ·াত ওয়া আল-আয·জাল আল-আন্দালুসিয়াহ , পৃ. ১৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

دعنى نشرب ونزخى شفا
ونصاحب من لس فيه عفا
يا زغلا شدوا الأكفا

"আমাকে ছেড়ে দাও আমি মদপান করবো এবং তার পাশে উদ্বেগহীন হয়ে থাকবো। আমি এমন ব্যক্তিকে সাথী করবো, যার মাঝে পবিত্রতা নেই। হে তরুণ ! হাতে জোরে-সূরে তালি বাজাও।"

অতঃপর কবি একপদী একটি ক·াফল যুক্ত করেছেন এভাবেঃ

من باب الجوز يسمع صياحى

"অত্যাচার ও নির্যাতনের দুয়ারে আমার আর্তনাদ শোনা যায়।"

এ জাতীয় আঙ্গিক ও কাঠামো বিশিষ্ট য·াজালগীতি ছিল সংখ্যায় সর্বাধিক। কবিগণ বাদ্য বাজিয়ে এসব কবিতায় সূরারোপ করতেন। আর এগুলো সাধারণ মানুষের কাছেও বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল।[১]

স্পেনীয় য·াজালগীতিতে আমরা আরেক প্রকারের কাব্য-কাঠামো দেখতে পাই, যা সাধারণতঃ দুছত্রে বিভক্ত দ্বি-পদী সিম্ত· দ্বারা গঠিত হয়। এর মধ্যে তিনটি যৌগিক ঘুস·ন পাওয়া যায়। আর ঘুসন·টি এমন এক দ্বি-পদী সিম্ত· এর উপর সমাপ্ত হয়, যার কাব্যকলির সংখ্যা পরস্পর ভিন্ন হয় এবং শেষ মাত্রা মাত·লা'এর অনুরূপ হয়। এ জাতীয় য·াজালগীতি আল-মুওয়াহ·হি·দূনদের যুগে সবচেয়ে বেশী রচিত হয়েছে। যেমন কবি আল-মাদগাল্লীসের এক য·াজাল কবিতায় এ ধরনের কাব্য-কাঠামোর চমৎকার সন্নিবেশন পরিলক্ষিত হয়। তিনি কাব্যের মাত·লা' রচনা করেছেন এ ভাবে[২]—

দ্বি-পদী ও দ্বি-ছত্রে বিভক্ত	'ثلاث أشيا فالبساتين ✧✧ لس تجد فى كل موضع النسيم والخضر والطير ✧✧ شم واتنزه واسمع'

"বাগানে তিনটি বস্তু- যা সকল স্থানে পাওয়া যায় না- মৃদু-মন্দ বায়ূ, শ্যামলিমা আর পাখ-পাখালী। অতএব ঘ্রাণ লও, বন-ভোজন করো আর কানে শ্রবণ করো।"

অতঃপর কবি কাব্যের ঘুস·ন সন্নিবেশিত করেছেন এভাবে-

৩টি যৌগিক ঘুস·ন	قم نرى النسيم يولول ✧✧ والطيور – عليه تغرد والثمار تنثر جواهر ✧✧ فى بساط من الزمرد وبوسط المرج الأخضر ✧✧ سقى كالسيف الجرد

"দাড়াও! আমরা বায়ু প্রবাহের শন্শন্ আওয়াজ অবলোকন করি। আর তাতে পাখ-পাখালী কুজন করছে। ফল-ফলালি চুনি-পান্নার মাদূরে মুক্তা ছড়াচ্ছে এবং খোলা তরবারীর ন্যায় সবুজ চারণ ভূমির মাঝে সে সিক্ত হয়েছে।"

তারপর তিনি এক ছত্রে গঠিত দ্বি-পদী সিম্ত·যুক্ত করেছেন এভাবেঃ

شبهت بالسيف لما ✧✧ شفت الغدير مدرع

---

১ প্রাগুক্ত।
২ প্রাগুক্ত, খ ২, পৃ.২২০

Dhaka University Institutional Repository

"বর্মাচ্ছাদিত ব্যক্তিকে যেহেতু জলাশয়টি স্বচ্ছ করে তুলেছে, তাই তাকে তরবারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।"

স্পেনীয় কবিতায় আমরা আরো এক প্রকার য·াজালগীতি দেখতে পাই, যা আঙ্গিক ও মৌলিক কাঠামোর দিক দিয়ে মুওয়াশশাহ·া গীতিরই অবিকল নমুনা। এগুলো মাত·লা', ঘুস·ন ও খারজাহ'র কাব্যকলির সংখ্যায় পরস্পর মিল যুক্ত হয়। কবি আল-শুশতারী রচিত য·াজালী কাব্যমালায় এ জাতীয় কবিতার প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন কবি তাঁর এক য·াজালগীতির সূচনায় মাত·লা'এর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন এভাবেঃ[১]

يامن يدعي بالأسرار ✧✧ لاح لك شيء أماره

أو عمرك مضى في الأسفار ✧✧ يابطال خسارة

"ওহে গোপন রহস্যের দাবীদার! তোমার সামনে কিছুমাত্র চিহ্ন উদ্ভাসিত হয়েছে।"

"কিংবা হে হতভাগা! তোমার জীবন কাটিয়েছ কেবল ভ্রমণে ভ্রমণে। এটা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ততা।"

উপরোক্ত দ্বি-ছত্রে বিভক্ত দ্বি-পদী মাত·লা' এর পর কবি ঘুস·ন এর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন এভাবেঃ

لا تبقى لقصدك متلوف ✧✧ لا تطلب لتعلم

قد قامت برأسك دعوى ✧✧ لس ه لابن ادهم

اعرف اصطلاحهم وافهم ✧✧ وادر بعد اش ماتم

"তোমার ইচ্ছাকে বিধ্বস্ত করে রাখবে না- জানতেও চাইবে না।"

"তোমার মাথায় যে দাবী চেপেছে, তা ইবন আদহামেরও নেই।"

"তাদের পরিভাষার পরিচয় দাও এবং তা বুঝিয়ে বলো। অতঃপর মাতম কি? তা জানিয়ে দাও।"

অতঃপর কবি আল-শুশতারী কাব্যকলির সংখ্যা ও মাত্রায় ঐক্য ও অন্তঃমিল রক্ষা করে মাত·লা'র অনুরূপ একটি ক·াফল সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

لس تدرى للحكمة مقدار ✧✧ لس تفهم إشاره

وخام عاد نراك ياغدار ✧✧ تحتاج القصاره

"তুমি ভেদ ও রহস্যের কোন পরিমাণ জানতে পারবে না। তার ইঙ্গিত ইশারাও বুঝতে পারবে না।"

"আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, দুর্ভাগ্য ফিরে এসেছে। হে বিশ্বাস-ঘাতক! তোমার রয়েছে ব্লিচিং পাউডারের প্রয়োজন।"

এ জাতীয় য·াজাল গীতি মৌলিক কাঠামোর দিক দিয়ে মুওয়াশশাহ·া কাব্যকলার সাথে যেমন প্রচুর সাদৃশ্য বজায় রাখে, তদ্রুপ একক ছন্দ ও মাত্রার অপরিহার্যতায় প্রাচীন 'আরবী বনেদী ক·াসীদাহ'র সাথেও যথেষ্ট সাজুয্য রক্ষা করে। এ জন্য এগুলোকে এক বিশেষ কাব্যধারা হিসেবে 'য·াজালী ক·াসীদাহ' নামে চিহ্নিত করা হয়। তবে রাগ-রাগিনীর ছাড়া এর মধ্যে অন্য কোন স্বাতন্ত্র্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সনাতনধর্মী কবিতা ও মুওয়াশশাহ·া'র সাথে স্পেনীয় য·াজালগীতির ছিল এক অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্তি।

এ জাতীয় কাব্যমালার শৈল্পিক চাহিদা ও কদর পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যের কাব্যমোদীদের নিকট সীমাহীন ছিল। এ সম্পর্কে ইবন সা'ঈদ বলেনঃ[২]

---

১ দীওয়ান আল-শুশতারী, সম্পা. ড: 'আলী আল-নাশশার (আল ইস্কান্দারিয়্যাহ, ১৯৬০খৃ.), পৃ.১৫৫

২ স·াফী আল-দ্বীন আল-হ·ুলী, আল-'আতি·ল আল-হ·ালী ওয়া আল-মুরাখখাস· আল-ঘালী (১৯৫৫খৃ.), পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

"কবি ইব্ন ক'যমানের য'াজালগীতি বাগদাদের প্রধান প্রধান শহর-বন্দরগুলোতে যে হারে পরিবেশিত হতো, পা'চাত্যের শহরগুলোতে ততবেশী ছিল না।"

উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, 'ইরাকে'র শহরগুলোতে য'াজালগীতির ভাবার্থ বোধগম্য ছিল বিধায়ই 'ইরাকী'দের কাছে এর জনপ্রিয়তা ছিল এত তুঙ্গে। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, য'াজাল কবিগণ তাঁদের রচনায় এমন কোন চলন-রহিত উপভাষা ব্যবহার করেননি, যা প্রাচ্যীয়দের নিকট দুর্বোধ্য ছিল। এদিকে ইঙ্গিত করে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, য'াজাল কাব্য কোন আঞ্চলিকগীতি নয় বরং তা ছিল স্পেনীয়দের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 'আরব সংস্কৃতিরই উৎপাদিত ফসলের অংশ বিশেষ।

আমাদের হাতে সংরক্ষিত আল-মুওয়াহ'হি'দূন যুগের য'াজাল কাব্যে অনুসন্ধান চলালে প্রতিয়মান হয় যে, এগুলো কেবল স্পেনীয়দের কথ্য-ভাষায়ই রচিত ছিল না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে লেখ্য-ভাষার প্রাবল্য ছিল। যেমন বিখ্যাত য'াজাল গীতিকার মাদগাল্লীসের কাব্যে এর বাস্তবতা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর য'াজালগীতিতে বিশুদ্ধ 'আরবী শব্দমালার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন অধিক হারে। উপরন্তু তাঁর কাব্যের কিছু পংক্তিতে আঞ্চলিক উপভাষার একটিমাত্র শব্দও খুঁজে পাওয়া যায় না। নিম্নে তাঁর এ জাতীয় একটি পংক্তি পেশ করা হলোঃ[১]

الرفيع الماجد الحر الشريف ✧✧ الشجاع الفارس الليث البطل

"তিনি মহান, ব্যুৎপন্ন, অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত। তিনি বীর অশ্বারোহী আর দুর্ধর্ষ সিংহ তুল্য।"

কবি আল-শুশতারী তাঁর কতিপয় কাব্যে প্রাচ্য ও স্পেনের কিছু আঞ্চলিক উপভাষা সংমিশ্রিত করেছেন। যেমন তিনি প্রাচ্যীয় উপভাষার দুটি শব্দ ব্যবহার করে রচনা করেনঃ[২]

بالك تكن بويح أخي ✧✧ وامسك السر العجيب

"তুমি তো আমার ভাই এর তথ্য ফাঁসকারী আর অদ্ভুত ভেদের অধিকতর গোপনীয়তা রক্ষাকারী হবে।"

এখানে কবি 'بالك' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সিরিয়ার আঞ্চলিক উপভাষায় 'اباك' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ ভাবে 'بويح' শব্দটি 'بواح' অর্থে স্পেনের আঞ্চলিক উপভাষায় প্রচলিত নয়। তা সাধারণতঃ সিরিয়া ও মিস'রের বেদুঈনদের ভাষায় প্রচলিত ছিল। কবি আল-শুশতারী প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ানোর ফলে এ জাতীয় উপভাষা তাঁর কবিতায় প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

অনুরূপ ভাবে তাঁর বহু কবিতার ভাষা ও শব্দগুচ্ছে স্পেনের আঞ্চলিক প্রভাবও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি বলেনঃ[৩]

أعذروني يامقابيل ✧✧ مولتي جارت عليها

"হে আহাম্মক! আমার কাছে ছুতো বাহানা পেশ করো, আমার ধন-ধারা তারই উপর প্রবাহিত হয়েছে।"

এখানে 'مقابيل' শব্দটি স্পেনীয় অঞ্চলে মিস'রের আঞ্চলিক কথ্য-ভাষায় ব্যবহৃত 'مبارك' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রচলিত। এটা কবি ইব্ন ক'যমান ও আখত'াল ইব্ন নুমারাহ তাঁদের কাব্যেও ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছেন।

য'াজাল কাব্যে ভাষা ও শব্দের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল- অনেক সময় কবিগণ সাধারণ লোক-মুখে প্রচলিত শব্দমালা তাঁদের এ জাতীয় কাব্যে চয়ন করতেন। যেমন কবি আল-শুশতারীর একটি কাব্যে শব্দচয়ন ছিল নিম্নরূপঃ[৩]

---

১ প্রাগুক্ত.
২ দীওয়ান আল-শুশতারী, সম্পা. ড: 'আলী আল-নাশশার (আল ইস্কান্দারিয়্যাহ, ১৯৬০খৃ.), পৃ. ১৪০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

البعد عنك يا ابنى ✧✧ اكبر مصائبى

"হে বৎস! তোমা থেকে দূরত্ব মোর লাগি বড়ই বিপদ।"

এখানে 'يا ابنى' শব্দ কাঠামোটি স্পেনের আঞ্চলিক উপভাষা। এর বিশুদ্ধ ভাষারূপ হলো 'يابنى'

য·াজালগীতিতে সাধারণতঃ ক্ষুদ্রত্ব বাচক শব্দরূপ (تصغير) বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো কবিগণ এ জাতীয় কাব্যে বহু অনারবী শব্দগুচ্ছও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তাঁদের কোন কোন বর্ণনা ও বাক্য প্রকরণ সমকালীন স্পেনীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতি বিশেষ ভাবে ইঙ্গিতময়ী। এ জাতীয় কবিতায় এমন কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী চিত্র পাওয়া যায়, যা সনাতনধর্মী কাব্যধারায় অনুপস্থিত। যেমন কবি আবূ ''আমর আল-য·াহিদ বলেনঃ[২]

حتى يمشى سكران أحمق

وفى ذراعى مقبض هماسى

وفى صدرى قيس المجنون

"এমন কি চললো এক নির্বোধ মাতাল। হাতে রয়েছে আমার সংবেদনশীল প্রাণ-চাঞ্চল্যের বাটি। আর আমার বুকে রয়েছে পাগলের ক্ষুধা।"

এখানে কবি একই সাথে মাতাল ও প্রেমিককে হাতে মদের বোতল ও বুকে পাগলের ক্ষুধা বহনকারী ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। এ জাতীয় চিত্র মরমী কাব্যকথার অনুকূল হলেও সনাতনধর্মী গীতিকাব্যে তা পাওয়া যায় না।

'ইল্‌মে বাদী'র শাব্দিক কারুকার্যতাও য·াজালগীতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কবিগণ জিনাস, তি·বাক· ইত্যাদি শৈল্পিক উপাদানে তাঁদের রচিত গীতিকাব্যকে চমৎকার সাজে সজ্জিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে য·াজাল কবি মাদগাল্লীস বেশ নৈপূণ্য প্রদর্শন করেছেন। যেমন তাঁর রচিত এক য·াজাল কবিতার একই চরণে জিনাস ও তি·বাকে·র সংমিশ্রন ঘটিয়ে তিনি বলেনঃ[৩]

صحبة العنق المليح المخلخل ✧✧ حبى فيك ثابت ودينى مخلخل

"হারে সজ্জিত সুদর্শন ঘাড়ের সান্নিধ্য— তা তো তোমার প্রতি আমার স্বীকৃত প্রেম। তবে আমার ধর্মকর্ম নড়বড়ে।"

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা একথা নির্দিধায় বলতে পারি, য·াজালগীতি যদিও মুওয়াশশাহ·া কাব্যের এক নতুন সাঙ্গেতিক মডেল ও সংস্করণ ছিল। তথাপি ছন্দ, মাত্রা, ভাষা, সূর এবং খারজাহ কাব্যাঙ্গের কলি-বৈচিত্রে তা স্পেনের এক স্বতন্ত্র কাব্যধারা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ কাব্যধারাটি একদিকে যেমন প্রাচীন বনেদী কবিদের কাব্যরসে সিক্ত হয়েছে। অপরদিকে তা সমকালীন স্পেনের সামাজিক পরিবেশ ও আঞ্চলিক ভাষা-উপভাষার অটুট সম্পৃক্তিতে সমৃদ্ধির চূড়ায় আরোহণ করেছে। ফলে এ জাতীয় কাব্যে এক মিষ্ট সূরের মুর্ছনা, চৈতন্য ও সজীব ভাবাবেগ চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়ে আছে। আর সাহিত্যিক মূল্যমানে তা এক অভিনব ও অনুপম শিল্পকলার মর্যাদায় সমাসীন হয়েছে।

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯

২ ইবন সা·ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হু·লা আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: শাওকী দ:য়ফ (ক·ায়রো : দার আল-মা·আরিফ, ১৯৫৭ খৃ.), খ ১, পৃ.২৮৪

৩ স·াফী আল-দ্বীন আল-হু·লী, আল-·আতি·ল আল-হ·ালী ওয়া আল-মুরাখখাস· আল-ঘালী (১৯৫৫খৃ.), পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইব্ন য·ায়দূন এর জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইব্ন য·ায়দূন এর সমসাময়িক স্পেন ঃ

হিজরী পঞ্চম শতাব্দি আবির্ভাব হতে না হতেই স্পেনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হতে উমায়্যাহ খিলাফাতের অংশুমালী বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার অশান্ত কূপে ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে লাগলো। উমায়্যাহদের সামরিক শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়লো। তাঁদের বিচক্ষণ, দুঃসাহসী ও পরাক্রমশালী পূর্ব পুরুষগণ স্পেনের কর্ডোভায় তাঁদের রাজত্বের যে দূর্জয় প্রাসাদ গড়ে তুলে ছিলেন, তা ক্রমে ধ্বসে পড়লো। স্পেনে একক বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গোটি কয়েক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হলো। ইসলামের ইতিহাসে এসব রাজ্যের অধিপতিদেরকে মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় স্পেনের প্রতিটি জনগণ নিজেদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে পাবার আন্দোলনে স্বক্রীয় ছিল। ফলে উমায়্যাহ খালীফাহগণ তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন।[১]

এ সময় উমায়্যাহগণ তাঁদের খিলাফাতের নিদর্শন স্বরূপ কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নতুন রাষ্ট্র রেখে যান। দক্ষিণ স্পেনে বার্বারগণ আধিপত্য লাভ করে। তাঁদের মধ্যে গ্রানাডার বনূ-যীরী সম্প্রদায়ের রাজত্ব (৪০৩ -৮৩ হি.) বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। পূর্ব-স্পেনের অধিকাংশ এলাকা শ্লাভদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। মধ্য ও পশ্চিম স্পেনে 'আরব, মুওয়াল্লাদ ও বার্বারগণ যৌথভাবে ক্ষমতায় ছিল। এ সময় কর্ডোভার শাসনদন্ড বনূ জাহওয়ারের হাতে ছিল। আবূ আল-হ·ায·ম ইব্ন জাহওয়ার সিনেট প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্ডোভার শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের হাতে দেশের দায়িত্বভার অর্পিত হয়। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ব্যাপী (৪২২- ৬১ হি.) বনূ জাহওয়ার বংশের লোকেরা কর্ডোভার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২] কবি ইব্ন য·ায়দূন এর জীবন-প্রবাহের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় উপরোক্ত রাজ-বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

এভাবে স্পেনের প্রতিটি এলাকা এবং প্রতিটি শহর এক একজন গভর্ণরের কৃর্তৃত্বাধীন এক একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রত্যেক গভর্ণর তাঁদের স্ব-স্ব এলাকা ও দেশ স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। সুতরাং কর্ডোভার বনূ জাহওয়ারের ন্যায় সেভিলে বনূ 'আব্বাদ (৪১৪-৮৪ হি.), টলেডোতে বনূ যী-আল-নূন (৪২৭ -৮৭হি.), বাদাযজে বনূ আল-আফত·াস (৪২১ -৮৭ হি.), সারাগোসায় বনূ আল-হুদ (৪১০ -৫৩৬ হি.), মালাক·ায় বনূ হ·াম্মূদ (৪০৮ -৫০হি.) প্রমুখ গোত্রীয় রাজন্যবর্গ দেশ পরিচালনা করেন।[৩]

মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফ যুগে গোটা স্পেন একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়ে পরস্পর সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তারা তাদের চিরশত্রু উত্তর-স্পেনের পাহাড়ী খৃষ্টানদের সাথেও অনুরূপভাবে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত ছিল। কতিপয় ইসলামী রাষ্ট্র খৃষ্টানদের উপর বিজয়ও লাভ করেছিল। ক্যাস্টাল ও লিয়নের খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডকে তারা জিযি·য়াহ কর দিতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তারা ৬ষ্ঠ আলফনসো এর উপর অভিযান পরিচালনা করলে স্পেনে পুনরায় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ফলে আল-ত·াওয়া'ইফদের সর্বশ্রেষ্ঠ গভর্ণর আল-মু'তামিদ ইব্ন 'আব্বাদ পশ্চিম স্পেনের মুরাবিত· রাজা ইউসুফ ইব্ন তাশফীন এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইউসুফ এক বিশাল শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আল-মু'তামিদ এর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ ইবন য·ায়দুন (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'রিফ, ১৯৫৩ খৃ.) পৃ. ৫

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫), পৃ. ২৪

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

'আল-য·াল্লাক·াহ' নামক স্থানে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর সাথে খৃষ্টানদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে খৃষ্টান বাহিনী পর্যুদস্ত ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মূখীন হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গোটা স্পেন পুনরায় মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এ সময় মুরাবিত· রাজা ইউসুফ ইবন্ তাশফীন স্পেনে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফদের অবসান ঘটান।[১]

মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফগণ অনেকেটা গণতান্ত্রিক ছিলেন। তাঁরা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁরা দেশের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। রাজকার্য পরিচালনায় তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য একটি মন্ত্রীসভা ও কিছু সংখ্যক পদস্থ কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি সরকার ছিল, যার প্রধান থাকতেন স্বয়ং রাজা। আর এই সরকার জনগণের সুযোগ-সুবিধা, অভাব-অভিযোগ, নানা সমস্যাবলী, দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়াবলী গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা সমাধান-কল্পে তাঁদের সরকার প্রধানের কর্ণগোচর করাতেন এবং তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এভাবে তাঁদের শাসন ব্যবস্থা বহুলাংশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হতো।[২]

সমকালীন কর্ডোভায় বনূ জাহওয়ারের প্রশাসনিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে আমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, সেখানে উমায়্যাহ খিলাফাতের পতনের পর পর মন্ত্রীবর্গ দেশ পুনর্গঠন ও শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আবূ আল-হ·ায·ম জাহওয়ার ইব্ন মুহ·াম্মাদ ইব্ন জাহওয়ারের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মন্ত্রীসভা গঠন করেন। দেশের প্রধান হিসেবে মুহ·াম্মাদ ইব্ন জাহওয়ারের এ নিয়োগ কেবল মন্ত্রীবর্গ কর্তৃকই ছিল না বরং তা ছিল কর্ডোভার বুদ্ধিজীবি, শ্রমজীবি, পেশাজীবী, ধর্মীয় ও গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ তথা সেখানকার সকল স্তরের জনগণ কর্তৃক মনোনীত।

অনুরূপভাবে সেভিলের জনগণ উমায়্যাহ খিলাফাতের শেষদিকে অশান্ত ও অস্থির পরিবেশের মধ্যেও দেশে স্থিতিশীল অবস্থা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুহ·াম্মাদ ইব্ন 'আব্বাদ আল-লাখমীকে তাঁদের গভর্ণর নির্বাচিত করেন। তিনি ছিলেন 'আরবের বনূ লাখ্ম বংশোদ্ভূত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-মু'তাদি·দকে পিতার স্থলাভিষিক হিসেবে মনোনীত করা হয়। আল-মু'তাদি·দকে তাঁর মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব ছিল না। সকল বিষয়ে তাদের পরামর্শ নিতে হতো। এ ভাবে সেভিলের রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়াবলী এবং দেশের অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম এক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। একে ইতিহাসে সেভিলের বনূ 'আব্বাদিয়্যাহ রাজ্য বলে চিহ্নিত করা হয়।[৩]

প্রকৃতপক্ষে 'আরবগণ স্পেনের আল-ত·াওয়া'ইফদের যুগে এমন একটি শাসন ব্যবস্থার সহিত পরিচয় লাভ করেছিল, যেখানে স্বৈরতন্ত্র ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। জবাবদিহীমূলক এক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজাকে তাঁর মন্ত্রী পরিষদের নিকট যেমন ভাবে জবাবদিহী করতে হতো, তেমনি বিচারকের কাঠগড়ায়ও তাঁকে দাঁড়াতে হতো। বিচার বিভাগ সরকার ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল। জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, দেশে অন্যায়-অবিচার রোধ করা এবং জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ ছিল একমাত্র প্রতিভূ। অনেক ক্ষেত্রে রাজার সিদ্ধান্তের উপরও বিচারকের রায় অগ্রগণ্য ছিল। এ সময় স্পেনীয়দের উপর তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল প্রবল। বহু ক্ষেত্রে সরকারী মন্ত্রী-আমলাদের চেয়েও তাঁদের ক্ষমতা ছিল বেশী। কর্ডোভায় রাবাদী· শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধর্মীয়-নেতৃবৃন্দ দেশের জনগণকে সাথে

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দূন (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ.৫-৬

২ প্রাগুক্ত

৩ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে তখন যে আন্দোলন করেছিলেন, ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তৎকালীন যুগে ফাকীহদের প্রাচুর্য এবং তাঁদের আন্দোলনমুখী আচরণের জন্য কর্ডোভা নগরীর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১]

এভাবে কর্ডোভা নগরী ছাড়াও স্পেনের অন্যান্য রাষ্ট্র ও নগরীর শাসন ব্যবস্থায় সকল স্তরের জনগণের প্রভাব ও অংশগ্রহণ ছিল অপরিহার্য। তাদের সম্মতি ব্যতিত সরকারকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ কঠিন ছিল। সরকার সর্বাবস্থায় জনগণের নিকট তাঁদের সকল কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দিতে বাধ্যছিলেন।

উমায়্যাহ শাসনামলে স্পেনে 'আরবী সাহিত্যের বিরাট উন্মেষ ঘটেছিল। এমনকি হিজরী চতুর্থ শতাব্দির সূচনা লগ্নে তথাকার খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ তাদের ধর্মীয় উপসনালয়, গীর্জা ও চার্চ হতে ল্যাটিন ভাষা নির্বাসিত করে তদস্থলে 'আরবী চর্চায় মত্ত হন। এ ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফদের আমলে স্পেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে দিকেই মোড় নেক না কেন, 'আরবী সাহিত্য চূড়ান্ত পর্যায়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: আল-রিকাবী বলেনঃ[২]

"فقد عرفت دول ملوك الطوائف عهداً زاهراً للآداب وبلغ النشاط الأدبى أقصاه. وكنت ترى قصر كل ملك منتدى لأهل الشعر والأدب، وقد تنافس هؤلاء الملوك فى اجتلاب الشعراء والكتاب والمغنين إلى قصورهم ليباهوا بهم من حولهم من الملوك والسلاطين"

"মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফদের রাজত্বকাল সাহিত্যিক বিকাশের যুগ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ সময় 'আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে ছিল। তুমি দেখতে পাবে, প্রতিটি রাজপ্রাসাদ কবি-সাহিত্যিকদের প্রমোদাগারে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক রাজা-বাদশাহ, কবি-সাহিত্যিক ও গায়ক-গায়িকাদেরকে স্ব-স্ব প্রাসাদ অলংকৃত করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন— যাতে তাঁরা এ সকল কবি-সাহিত্যিক ও সূর-শিল্পীবৃন্দের দ্বারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র-নায়কদের উপর গর্ববোধ করতে পারেন।"

সাহিত্যিকগণ সব সময় অভিনব লিখা উপহার দেয়ার চেষ্টা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ 'ইব্ন শুহায়দ' এর লিখিত আল-ত·াওয়াবি' ওয়া আল-য·াওয়াবি' এর উল্লেখ করা যায়। এখানে কবি জ্বীন জগতে তাঁর এক হৃদয়গ্রাহী ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এটার মধ্যে হামাদানী লিখিত 'আল-মাক·ামাহ আল-ইবলীসিয়াহ'র সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনিভাবে ইব্ন য·ায়দূন এর 'আল-হায·ালিয়্যাহ' ও 'আল-জিদ্দিয়্যাহ' নামক দুটি চিত্তাকর্ষক পত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কবিতা রচনায়ও তথাকার কবিগণ প্রাবন্ধিক হতে কোন অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফদের কাছে কবিদের কদর ছিল সর্বাধিক। তাঁদের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও উপহার-উপঢৌকন অবধারিত ছিল। রাষ্ট্রনায়কগণ নিজেদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করানোর অভিপ্রায়ে কবিদের জন্য তাঁদের দানের হাত উন্মুক্ত রেখেছিলেন। কবিগণও পুরস্কার লাভের আশায় তাঁদের ভাবাবেগের সাগর থেকে ছন্দের মহামূল্যবান মনিমুক্তা ছড়াতে বেশ তৎপর ছিলেন। ফলে এ যুগে স্পেনের 'আরবী কাব্যে এক বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এতে অনেকের ধারণা, সমকালীন সময়ে গোটা স্পেনবাসী কবি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেছিল।[৩]

রাজা-বাদশাহদের মধ্যেও অনেকে উন্নতমানের কবি ছিলেন। যেমন বাদাযজের দুই গভর্ণর তথা আল-মুয:াফফার ও তদীয় পুত্র আল-মুতাওয়াক্কিল কবি ছিলেন। অনুরূপভাবে সেভিলের দুই গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.৭

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো: দার আল-মা'আরিফ; ১৯৭৫খৃ.). পৃ. ১৬২

৩ ড: শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দূন (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.). পৃ. ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

ও তাঁর পুত্র আল-মু'তামিদ উভয়ে কবি হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে সেভিল নগরী ছিল কবি ও কবিতার প্রধান কেন্দ্র। সেভিলের উল্লেখিত দুই গভর্ণর নাচ-নৃত্য, গান-বাজনা, মদ-নারী ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-বিনোদনের প্রতি অধিক আসক্ত ছিলেন। ফলে তাঁদের শহর কবিদেরকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁরা স্পেনের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগমন করে সেভিলে এসে একত্রিত হন। আর এ কারণে তথাকার প্রতিটি ব্যক্তির মুখে কাব্যচর্চার প্রচলন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই যুগের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, গভর্ণর আল-মু'তামিদকে তাঁর সামান্য ধোপিনিও কাব্য উপহার দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। একদা গভর্ণর তাঁর মন্ত্রী ইব্ন 'আম্মারকে একটি কবিতা বলতে বললে তিনি একেবারে নির্বাক হয়ে যান। সেখানে তাঁর এক ধোপিনী উপস্থিত ছিল। সে তৎক্ষণাৎ একটি কবিতা আবৃত্তি করে গভর্ণর আল-মু'তামিদকে তাক লাগিয়ে দেয়। এতে তিনি উৎফুল্ল চিত্তে ধোপিনীকে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ করে পুরস্কৃত করেন। ঐ মহিলা আল-রামীকাহ নামে খ্যাত ছিল। একদিন রাজপ্রাসাদে বসে বসে তার অভিপ্রায় ও মনের আকাংখা ব্যক্ত করলো- সে যদি অতীতের মত পা দিয়ে মাটির কাই তৈরী করতে পারতো! সাথে সাথে তার সামনে প্রচুর পরিমাণ কর্পূর ও সুগন্ধি আম্বর ছড়িয়ে দেয়া হলো, যা দিয়ে সে তার মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারে।[১]

ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে তৃপ্ত স্পেনের এই পরিবেশই মুওয়াশ্শাহ'া কাব্য রচনার প্লট প্রস্তুত করে রেখেছিল। তথাকার আনন্দ উৎসব, হই-হল্লা ও গান-বাজনার উন্নয়ন স্পেনকে কাব্যসাহিত্যে সমকালীন অন্যান্য অনগ্রসর 'আরব এলাকা থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিল। 'আরবী কবিতা ও আঞ্চলিক গানের মধ্যে তাঁরা যেন সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিল। ফলে মুলূক আল-ত'াওয়া'ইফদের আমলেই এক আমোদী পরিবেশে মুওয়াশ্শাহ'া কাব্যকলা দ্রুততর গতিতে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। এ সময় একদিকে কর্ডোভা নগরী ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গ্রন্থ-ভান্ডারের জন্য প্রসিদ্ধ। অপর দিকে সেভিল নগরী ছিল নাচগান ও বাদ্যযন্ত্রের জন্য খ্যাত। সাধারণ মানুষের মধ্যে সারা বছর ছিল ঈদের খুশী। আর এটা কেবল সেভিল নগরীরই বৈশিষ্ট্য ছিল না, স্পেনের অন্যান্য শহরেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করছিল। এ ক্ষেত্রে মালাক'াহ নগরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২]

আমাদের আলোচ্য কবি ইব্ন য'ায়দূন মুলূক আল-ত'াওয়া'ইফদের আমলে সাহিত্যিক সমৃদ্ধতার এক মহাপ্লাবন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে স্বীয় জীবন-তরী নির্ভিক চিত্তে চালিয়ে নিয়ে মৃত্যুর তটে ভিড়িয়ে ছিলেন। তিনি সমকালীন যুগের দুটি বড় বড় রাজপরিবার তথা কর্ডোভার বনূ জাহওয়ার এবং সেভিলের বনূ 'আব্বাদ রাজ-বংশদ্বয়ের সাথে ওত-প্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। জীবনের প্রথম অধ্যায় তিনি মাতৃভূমি কর্ডোভায় অতিবাহিত করেন। অতঃপর কোন এক সময় কবি কর্ডোভা ত্যাগ করে সেভিলের বনূ 'আব্বাদ রাজ-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এদের রাজত্বকাল সেভিলের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় সংযোজন করেছিল। তাঁরা 'আরবী কবিতা ও সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'আরবী কাব্য- সাহিত্যের এক বিশাল ধন-ভান্ডার গড়ে উঠেছিল। এদের ছত্রছায়ায় কবি ইব্ন য'ায়দূন তাঁর দীওয়ানের উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করেছেন। এদের দুজন স্বনামধন্য গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ ও আল-মু'তামিদ এর অনুগ্রহ লাভ করে তিনি প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারীও হয়েছিলেন।[৩] উক্ত অধ্যায়ে আমরা কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে এক গবেষণা মূলক আলোচনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

---

১ প্রাগুক্ত।

২ ড: শাওকী দ'ায়ফ, আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফী আল-শি'র আল-'আরবী (ক'ায়রো: দার আল-মা'আরিফ), পৃ. ৪৫১

৩ ড: জা'ওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫খৃ.), পৃ. ১৬১-৬২

Dhaka University Institutional Repository

কবির জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা জীবন ঃ

কবি ইব্ন য·ায়দূন ৩৯৪/১০০৩ সালে কর্ডোভা নগরীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম আইনজ্ঞ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবূ আল-ওয়ালীদ আহ·মাদ ইব্ন 'আবদ আল্লাহ ইব্ন য·ায়দূন ছিল। তাঁর বংশ পরম্পরা 'আরবের বিখ্যাত কু·রায়শ বংশের 'বনূ মাখযূ·ম' শাখা গোত্রের সাথে মিলিত হয়। সুতরাং তাঁর ধমণীতে খাঁটি টগটগে 'আরবী শোণিতধারা প্রবাহমান ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল-মাক্ক·ারী তাঁকে প্রাচ্য হতে স্পেনে আগত 'আরব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

তাঁর পিতা 'বনূ মাখযূ·ম' গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ ফাক·ীহ ছিলেন। তিনি হিজরী ৩০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদিকে ছিলেন কর্ডোভার বিচারপতি, অন্যদিকে ছিলেন তথাকার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের এক শীর্ষ নেতা। যেমন তাঁর এক বিশ্বস্ত বন্ধু কবি আবূ বাকর ইব্ন 'উবাদাহ এক শোকগাঁথায় তাঁকে নেতৃত্বের স্তম্ভ বলে আখ্যায়িত করে বলেনঃ[২]

أى ر كن من الرياسة هيضا ✧✧ وجوم من المكارم غيضا

حملوه من بلدة نحوى أخرى ✧✧ كى يوافوا به ثراه الأريضا

مثل حمل السحاب ماء طيبا ✧✧ ليداوى به مكانا مريضا

"আহ! নেতৃত্বের কেমন স্তম্ভটি ধ্বংস হয়ে গেল, আর সম্মান ও মর্যাদার কেমন পানি ভর্তি কূপটি শুকিয়ে গেল।"

"তারা তাঁকে এক শহর থেকে অন্য শহরে বহন করে নিয়ে গেছে- যাতে তারা তাঁর অদ্ভূত সততার প্রাচুর্যে ঐ শহরকেও পরিপূর্ণ করতে পারে।"

"যেমন মেঘমালা শুষ্ক ভূমির পরিচর্যার জন্য বারি ধারা বহন করে নিয়ে যায়।"

তাঁর সম্পর্কে ইব্ন আল-আব্বারও বলেনঃ[৩]

كان احد وجوه اصحاب بن ذكوان وشيع الخليفة سليمان شوور بقرطبة

"তিনি ছিলেন ইব্ন যাকওয়ান ও খালীফাহ সুলায়মানের[৪] উপদেষ্টাদের অন্যতম। কর্ডোভার বিভিন্ন বিষয়ে তার পরামর্শ নেয়া হতো।"

কবি ইব্ন য·ায়দূনের কাব্য-সংকলনের একটি কবিতায়ও তাঁর পিতার আলোচনা পাওয়া যায়। কবিতাটি তিনি তাঁর সম্মানিত উস্তাদ আবূ বাকর ইব্ন মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেন। কবি জেল থেকে পলায়নের পর গভর্ণরের নিকট তাঁর জন্য উস্তাদের সুপারিশ কামনা করে লিখলেন-[৫]

عليك أبا بكر بكرت بهمة ✧✧ لها الخطر العالى وإن نالها حط

إبى بعد ما هيل التراب على أبى ✧✧ ورهطى فذا حين لم يبق لى رهط

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩

২ আল-মাক্ক·ারী, নাফহ· আল-ত·ীব (ক·ায়রো ঃ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·ামীদ, ১৯৪৯ খৃ.), খ ৫, পৃ. ১৬৮

৩ ইব্ন আল-আব্বার, আল-তাকমিলাহ লি কিতাব আল-সি·লাহ (মাদ্রিদ, ১৮৮৭-৯০খৃ.), পৃ. ৪৪৬

৪ এখানে সুলায়মান দ্বারা সুলায়মান আল-মুসতা'ঈনকে বুঝানো হয়েছে। তিনি হিজরী ৩৯৯ সাল থেকে হিজরী ৪০৭ সাল পর্যন্ত কর্ডোভার গভর্ণর ছিলেন। আর ইব্ন যাকওয়ান দ্বারা আবূ আল-'আব্বাস আহ·মাদ ইব্ন মুহ·াম্মাদ ইব্ন যাকওয়ানকে বুঝানো হয়েছে। তিনি হিজরী ৪০১ সাল পর্যন্ত কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি অন্যান্য বিচারপতিদের যেমন উপদেষ্টা ছিলেন, তদ্রুপ স্বয়ং নিজেও তাঁর রায় ও বিচার কার্যে ইব্ন য·ায়দূন এর পিতার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। (শাওকী দ·ায়ফ, ইব্ন য·ায়দূন পৃ. ১৬)।

৫ দীওয়ান ইব্ন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুতঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ.১৩০

Dhaka University Institutional Repository

"হে আবূ বাকর! আপনার (সুপারিশ করা) কর্তব্য। আমি এমন দুঃসাহস নিয়ে প্রত্যুষে বেরিয়ে পড়েছি, যা মহা ঝুঁকিপূর্ণ এবং আমার পিতাকে মাটি চাপা দেয়ার পর যদিও তা আমার পিতার মানহানি প্রাপ্তি হয়েছে। আর যখন আমার জন্য আমার গোত্রের কেউ অবশিষ্ট নেই, তখন তো আমার গোত্রে আমি একা।"

কবির মাতামহও মন্ত্রী আবূ বাকর মুহ·াম্মাদ ইবন মুহ·াম্মাদের মন্ত্রী সভায় আইন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[১] ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী কবির পিতা গ্রানাডার কোন এক দাঙ্গা- হাঙ্গামার কারণ উদঘাটনের উদ্দেশ্যে সেখানে যাবার পথে 'আল-বীরাহ' নামক স্থানে হিজরী ৪০৫ সালে শতাধিক বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর শবদেহ কর্ডোভায় নিয়ে এসে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়।[২]

কবির স্নেহময়ী মাতা তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান ইবন্ য·ায়দূনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। কবির সাহিত্য-কর্মের মাত্র দুটি স্থানে আমরা তাঁর মায়ের আলোচনা দেখতে পাই। প্রথমতঃ কবির একটি কবিতায় তাঁর কারাগারে আটক থাকাবস্থায় শ্রদ্ধেয় মাতা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে পুত্র-শোকে ক্রন্দন করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কবির শিক্ষক আবূ বাকর ইবন্ মুসলিমের কাছে লিখিত পত্রেও তিনি স্বীয় মাতার কথা চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুকাল সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কোন উল্লেখ নেই। তারপরও আমরা একথা নিশ্চিত রূপে বলতে পারি যে, হিজরী ৪৩৩ সালে কবির কারাগার হতে বের হবার প্রাক্কালে তিনি জীবিত ছিলেন। অনুরূপ ভাবে কবির স্ত্রী ও দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেও আমরা একেবারে অজ্ঞ। শুধু এতটুকু বলতে পারি, আবূ বাকর নামে তাঁর একপুত্র সন্তান তাঁর মৃত্যুর (৪৬৩ হি.) পর গভর্ণর আল-মু'তামিদ এর মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন এবং হিজরী ৪৮৬ সালে সেভিল নগরীর পতন কালে আল-মুরাবিত্·নদের হাতে নিহত হন।[৩]

কবি ইবন্ য·ায়দূন তৎকালীন কর্ডোভা নগরীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক উর্বর পরিবেশে লালিত পালিত হন। সমকালীন সময়ে কর্ডোভা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ভূমি। কবির প্রাথমিক শিক্ষা পিতার হাতেই সূচিত হয়। তিনি পুত্র ইবন্ য·ায়দূন এর শিক্ষা লাভের উপযুক্ত ব্যবস্থা শৈশব কালেই করেছিলেন। তিনি ছেলেকে বড় বড় সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ ও পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে প্রেরণ করে তাঁকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তোলার সার্বিক ব্যবস্থা করেছিলেন। কবির পিতা নিজেই নানা ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পান্ডিত্যের অধিকারী একজন দক্ষ ও আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু পিতার এ তত্ত্বাবধান বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ইবন্ য·ায়দূনকে মাত্র এগার বছর বয়সের একজন কিশোর হিসেবে রেখে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু অল্প-বয়সে কবির এ পিতৃ বিয়োগ তাঁর জ্ঞানার্জনে কোন বাঁধার সৃষ্টি করেনি। তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিশু বয়সেই তিনি লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চার প্রতি ছিলেন গভীর অনুরাগী। বহু সাহিত্যকীর্তি, ঘটনাপুঞ্জি, ভাষাশৈলী ইত্যাদি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ 'কোর' তাঁর এক প্রবন্ধে কবির দু'জন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪] একজন হলেন আবূ বাকর ইবন্ মুসলিম ইবন্ আহ·মাদ, যিনি কবির এক শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষক ছিলেন। নাহ·উ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তিনি 'আরবী ভাষা, সাহিত্য, কাব্য ও গ্রন্থ প্রণয়নে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। ছাত্রদের জ্ঞান-ভান্ডারকে সমৃদ্ধ রূপে গড়ে তোলার প্রতি তিনি ছিলেন যথেষ্ট কুশলী। এজন্য কবি ইবন্ য·ায়দূন তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ক্লাস ও বক্তৃতায় যথারীতি অবস্থান করতেন।[৫] অপরজন হলেন বিচারপতি আবূ বাকর ইবন্ যাকওয়ান।[১] সম্ভবতঃ কিশোর ইবন্ য·ায়দূন

---

১ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন, সম্পা. কামিল কায়লানী ও 'আবদ আল-রাহ·মান খালীফাহ (ক·ায়রো, ১৯৩২ খৃ.), পৃ. ১৬

২ ড: শাওক·ী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দুন (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ১৫

৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৬৪

৪ A. R. Nykl, Hispano-Arabic Poetry (Baltimore. 1946 A. C). P. 107

৫ ইবন্ বাশকুওয়াল, কিতাব আল-সি·লাহ ফী তারীখ আ-ইম্মাহ আল-আন্দালুস (মাদ্রিদ, ১৮৮২-৮৩ খৃ.), পৃ. ৫৬৭

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃ-বন্ধু আবূ আল-'আব্বাস ইবন যাকওয়ানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান ও আইনের পান্ডিত্য থেকে যথেষ্ট উপকৃত হন। সমকালীন যুগে তিনি কর্ডোভার সর্বপেক্ষা বড় 'আলিম ছিলেন। কবির পিতার মৃত্যুর পরও তিনি হিজরী ৪১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘজীবি হয়েছিলেন। তবে কবির পিতা পুত্রের শিক্ষা লাভের কিরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন- তার কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আমরা পাইনি। কিন্তু একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, তিনি শুধুমাত্র গুটি কয়েক পন্ডিতের সংস্পর্শতায় নিজের বুদ্ধি-বিবেককে পরিতৃপ্ত করেননি বরং সমকালীন কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরিপূর্ণ রূপে সম্পৃক্ত হয়ে তথাকার বিদগ্ধ-বুদ্ধিজীবি, জ্ঞানী-গুণী এবং তুখোড় কবি-সাহিত্যিকদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করে তাঁদের জ্ঞানের সুধা আহরণ ক্রমে নিজের চিন্তা-চেতনাকে সুতীক্ষ্ণ এবং ভাষাকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে তুলেছিলেন। কবি এ সম্পর্কে গর্ব করে বলেনঃ[২]

وتجدني علم توالت فنونه ✧✧ كما يتوالى في النظام سخاب

"বিভিন্ন প্রকারের সুবিন্যাস্ত জ্ঞান আমাকে পরিপক্ক, সুন্দর ও মার্জিত করে তুলেছে, যেরূপ গলার হার তার দাঁনাকে সুচারুভাবে গেঁথে রাখে।"

বস্তুতঃ কবি ইবন য'ায়দূন ছিলেন তৎকালীন স্পেনের উচ্চাঙ্গিন সংস্কৃতিসেবী এক মহা-মনীষী। তিনি সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থাবলীর রসাস্বাদনে স্বীয় জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা ও পত্রাদির মধ্যে এসব জ্ঞান-প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়। যেমন কবি তাঁর এক কবিতায় বলেনঃ[৩]

'كان الرضى، وأعيذه ✧✧ أن يعقب الكون الفساد'

"তাতে সম্মতি ছিল। আর ফিৎনা-ফাসাদ জগতকে শান্তি দেয়া থেকে আমি পানাহ চাচ্ছি।"

অন্য এক নিন্দাসূচক কবিতায় তিনি বলেনঃ[৪]

عمدت لشعري، ولم تنتب ✧✧ تعارض جوهره بالعرض

"তুমি আমার কবিতার প্রতি গভীর ভাবে মগ্ন হয়েছো, একটুও লজ্জা পাওনি। আর এক অনস্তিত্ব বস্তু দিয়ে এর মৌলিক উপাদানের সাথে মোকাবেলা করছো।"

এখানে কবি كون (জগত), فساد (বিশৃঙ্খলা, অপকর্ম), جوهر (মৌলিক উপাদন) এবং عرض (অনস্তিত্ব বস্তু) শব্দগুচ্ছ উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর দার্শনিক চিন্তা-চেতনার প্রমাণ বহন করে। অনুরূপভাবে হ'াদীছ ও ফিক'হ শাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তৎকালীন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাহচর্যে তা প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ

---

১ অনেকে মনে করেন, এখানে ইবন যাকওয়ান দ্বারা গভর্ণর আবূ আল-হ'াযম ইবন জাহওয়ারের বিচারপতি আবূ বাকর ইবন যাকওয়ান উদ্দেশ্য, যার মৃত্যুতে কবি ইবন য'ায়দূন একটি শোকগাঁথাও রচনা করেছিলেন। কিন্তু এ তথ্যটি সঠিক নয়। এ সম্পর্কে ড: শাওকী দ'ায়ফ এর অভিমত হচ্ছে- তারা আবূ বাকর ইবন যাকওয়ান ও মহান আবূ আল-'আব্বাস ইবন যাকওয়ানের নামের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে নিয়েছেন। কারণ, আবূ বাকর ইবন যাকওয়ান যদিও ইবন জাহওয়ারের বিচারপতি ছিলেন, কিন্তু কবির শিক্ষক ছিলেন না বরং তিনি তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও লেখাপড়ার সহপাটি ছিলেন। ইনি হিজরী ৪৩৫ সালে ইন্তেকাল করেন। তবে ড: শাওকী'র ধারণা, এখানে উল্লেখিত ইবন যাকওয়ান দ্বারা কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি আল-'আব্বাস ইবন আহ'মাদ ইবন মুহ'াম্মদ ইবন যাকওয়ান উদ্দেশ্য। তিনি হিজরী ৪১৩ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। উনি ছিলেন কবির পিতার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে ইবন য'ায়দূন সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বাবলী আহরণ করেছিলেন। (ড: শাওকী দ'ায়ফ, ইবন য'ায়দূন, পৃ. ১৬)

২ দীওয়ান ইবন য'ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক' আল-ত'াব্বা' (বৈরুতঃ দার আল-ক'ালাম), পৃ.৩৭

৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

৪ প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭

Dhaka University Institutional Repository

করে ছিল। এসব জ্ঞানের বাস্তব প্রতিচ্ছবিও তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়ে আছে। যেমন কবি কোন এক স্তুতিগাঁথায় বলেনঃ[১]

مليك يسوس الملك منه مقلد ✧✧ روى عن أبيه فيه ما سنه الجد

"কোন রাজা রাজ্য-শাসনে কারো অনুসারী হয়ে পরিচালিত হন। আর এই বিষয়ে পিতামহ যে প্রথা প্রচলন করেছেন, তা পিতা থেকে বর্ণিত হয়েছে।"

তিনি অন্য এক কবিতায় বলেছেনঃ[২]

همام أغر، رويت الفخار ✧✧ حديثا، إلى سروه مسندا

"সাহসী ব্যক্তি অধিক মর্যাদাশীল, তাঁর খ্যাতি ও শৌর্য-বীর্যের স্বপক্ষে আমি এক সমর্থিত গৌরবগাঁথা বর্ণনা করেছি।"

এমনিভাবে কবি তাঁর এক বন্ধু আবূ হ·াফস· ইবন বুরদকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ[৩]

ودادى لك نص ✧✧ لم يخالفه قياس

"নাস· এবং কি·য়াস আমার বন্ধুত্বের উপর ঐক্যমত পোষণ করছে।"

উপরোল্লিখিত কবিতাগুচ্ছে আমরা السنة (রীতিনীতি), التقليد (অনুসরণকরা), الحديث المسند (সমর্থিত কথা), قياس ونص ইত্যাদি শব্দাবলীর সমাহার দেখতে পাই, যা হ·াদীছ বেত্তা ও ফিক·হ শাস্ত্রবিদদের সুপরিচিত পরিভাষা। এতে প্রতিয়মান হয়, এ সকল বিষয়ে কবির বিশাল পান্ডিত্য ছিল।

কবির যৌবন ও কর্ম জীবন ঃ

কবি ইবন য·ায়দূন এর যৌবন কালে তখনকার কর্ডোভা নগরী কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রই ছিল না বরং তা আমোদ-প্রমোদ ও নাট্য-রসের অন্যতম লীলা ভূমিও ছিল। তথাকার নগরবাসী সুখ-স্বাচ্ছন্দের সরোবরে সাতার কাটতে কাটতে হাসি-কৌতুক, বিলাস-বিনোদ আর রং-তামাশায় ছিল মত্ত। কিন্তু অচিরেই আবূ আল-হ:য:ম জাহওয়ারের নেতৃত্বে তথাকার রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা তাদেরকে হাসি-কৌতুকের হিল্লোলিত জলাধার হতে টেনে বের করে আনলো। এ সময়ে কবি ইবন য·ায়দূন এর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে তেমন কোন দলীল-দস্তাবেজ আমাদের কাছে নেই। এ ব্যাপারে যা কিছু আলোচনা করা হবে, তা সবই অনুমান নির্ভর ও কল্পনা প্রসূত। তবে সমকালীন সময়ে তাঁর দেশে যে অরাজকতা বিরাজ করছিল, যতদূর সম্ভব তিনি তখন হাত গুটিয়ে বসেছিলেন না, কারণ- তাঁর কবিতায় এর প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি আন্দোলন মূখর দিনে আবূ আল-হ·ায·ম জাহওয়ারের পাশে ছিলেন। কিন্তু আমাদের এটা জানা নেই যে, তিনি কি তখন কোন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন? নাকি একজন কবি হিসেবে তাঁর মুক্তাঝরা মূল্যবান কাব্যে বন্ধুর গুণকীর্তন করেছেন।

এ যুগে স্পেনের সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় মহিলাদের পদচারণাও ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে কোন কোন মহিলার ললিতকলার বিশেষ শিল্প একাডেমী ছিল। এসব একাডেমীতে কবি-সাহিত্যিকগণ অবাধে যাতায়াত করতেন। ফলে এ সকল সাংস্কৃতিক পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের মধ্যে মেলামেশা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। আর এতে তাদের মধ্যে প্রেম ও প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠা ছিল স্বাভাবিক। সুতরাং সমকালীন কর্ডোভার নৃত্য-সংগীতের মহিলা-আসর গুলোতে- বিশেষ করে রাজকুমারী 'ওয়াল্লাদাহর' প্রমোদ ভবনে যে সব

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

২ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

৩ প্রাগুক্ত, ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

কবি-সাহিত্যিকগণ অংশগ্রহণ করতেন, তাঁদের মধ্যে কবি ইবন য়ায়দূন ছিলেন অন্যতম। ফলে তাঁর হৃদয়েও এক প্রণয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, এদিকে ইঙ্গিত করে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেন ঃ[১]

"إنه شاعر متأثر بالجمال مشغوف بمجالس اللهو وهذا ما سيقودنا إلى الحديث عن علاقاته مع ولادة "

"তিনি সৌন্দর্যে প্রভাবিত ও প্রমোদাসরে আসক্ত এক কবি ছিলেন। আর এটা আমাদেরকে ওয়াল্লাদাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের আলোচনা করতে উদ্দীপ্ত করবে।"

ইবন য়ায়দূন তাঁর যৌবনের অধিকাংশ সময় ওয়াল্লাদাহর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। ওয়াল্লাদাহ তাঁর অন্তরের সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ঐ মহিলা কে ছিল? তার পরিচয় কি? তার প্রেমই বা কিরূপ ছিল? যা একজন প্রথিতযশা 'আরবী কবির অন্তরকে চিড়ে চৌচির করে দিয়েছে এবং তাঁর শ্বাশত কাব্যে তা করুণভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ওয়াল্লাদাহ ছিলেন খালীফাহ আল-মুসতাকফী বিল্লাহর (৪১৪-১৬ হি.) একমাত্র রূপসী তনয়া। স্পেনের সর্বশেষ উমায়্যাহ খালীফাহ আল-মু'তামিদ বিল্লাহর পূর্বে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র দু'বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবন বাসসাম বলেনঃ[২]

"لم يجلس في الإمارة مدة الفتنة أسقط منه ولا أنقص "

"রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে তাঁর চেয়ে স্বল্প ও কম সময়ের জন্য অন্য কেউ সিংহাসনে আরোহণ করেন নি।"

তিনি ছিলেন একজন প্রমোদ-বিলাসী, ভীরু, কাপুরুষ, একগুয়ে ও দূর্বল চিত্তের অধিকারী খালীফাহ। পূর্ব পুরুষদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্য তাঁর মধ্যে ছিল অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক আবূ হ:ায়্যান তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ[৩]

"كان مجبولا على الجهالة عاطلا من كل خلة تدل على فضيلة..... معروفا بالتخلف والركاكة .

مشتهرا بالشرب والبطالة، سقيم السر والعلانية، اسير الشهوة عاهر الخلوة "

"তিনি ছিলেন প্রকৃতিগত মূর্খ, গুণাগুণ শূন্য,------একগুয়েমী ও দূর্বলতায় খ্যাঁত। তিনি ছিলেন মদ্যপান ও অকর্মন্যতায় প্রসিদ্ধ। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ভাবে ছিলেন রোগাগ্রস্ত। প্রবৃত্তির হাতে ছিলেন বন্দী এবং তিনি পরস্ত্রীগামী-ব্যাভিচারী ছিলেন।"

উপরোক্ত খালীফাহ'র বীর্যেই ওয়াল্লাদাহ'র জন্ম হয়েছে।[৪] তিনি তাঁর সমকালীন যুগে স্পেনের একজন নামকরা রূপসী গায়িকা ও সুর শিল্পী ছিলেন। ইবন য়:ায়দূন এর বর্ণনা অনুযায়ী- "তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের উজ্জ্বল, সুকেশী ও অপরূপ রূপসী রাজকুমারী।"[৫]

সম্ভবতঃ তিনি 'সাকরা' নাম্নী এক বহুগামিনী দুষ্টু দাসীর কন্যা ছিলেন। ঐতিহাসিক আবূ হ:ায়্যানের বর্ণনায় উক্ত দাসী এক দুশ্চিরিত্রা রমনী ছিল। সে যাই হোক, খালীফাহ আল-মুসতাকফীর ঘরেই ওয়াল্লাদাহ

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ.১৬৬

২ প্রাগুক্ত।

৩ শাওকী দায়ফ, ইবন য়ায়দুন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ.১৮-১৯

৪ ঐতিহাসিকগণ ওয়াল্লাদাহ'র জন্মতারীখ উল্লেখ করেন নি। তবে তার মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। আল-মাক্কারী বলেন, তার মৃত্যু ৪৮০কিংবা ৪৮৪ হিজরীতে ঘটেছিল। সুতরাং তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন বিধায় তার জন্ম সাল ৪০০ হিজরী কিংবা তার কাছাকাছি কোন এক সময় ধরে নিতে পারি। উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী পিতার মৃত্যুকালে তার বয়স কমবেশী ষোড়শ থেকে বিংশতি বছরের হবে। যদিও এগুলো আমাদের অনুমান নির্ভর কথা, তবুও তা বাস্তবতার অতি কাছাকাছি- তাতে কোন সন্দেহ নেই। (ড: জাওদাত আল-বিকারী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী, পৃ.১৬৭)

৫ আল-মাক্কারী, নাফহ আল-তীব (মিসর ঃ দার আল-মামুন, ১৯৩৬ খৃ.), খ ২, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

লালিত পালিত ও বড় হন। খালীফাহ যেমন উদার ও সংস্কৃতির পূজারী ছিলেন, তদ্রূপ তিনি মেয়ে ওয়াল্লাদাহকেও অনুরূপভাবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন।[১] এর জন্য তিনি উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নিয়োগ করে মেয়েকে সংস্কৃতি ও প্রগতির উচ্চ সোপানে আরোহণের ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর সুপ্ত প্রতিভাগুলো বিকশিত হয়ে উঠলো। তিনি আর নিজেকে চার দেয়ালের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর কাব্য ও ললিতকলার সৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় কর্ডোভার সুরভিত সাহিত্য-কানন হতে মধু আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু পিতার বর্তমানে তাঁর স্বাধীন বাসনা পরিপূর্ণ করতে বেশ সমস্যা ছিল। তাই স্বীয় পথ ও পরিবেশ নিষ্কন্টক করতে তিনি যেন অধীর আগ্রহে পিতার মৃত্যুর প্রহর গুণছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন বাস্সাম ওয়াল্লাদাহ সম্পর্কে বলেনঃ[২]

"إنها كانت واحدة أقرانها يتهالك الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها، وكان مجلسا في قرطبة منتدى لأحرار المصر"

"তিনি সমকালীন যুগের অনুপম ও অদ্বিতীয় রূপসী ছিলেন। কবি-সাহিত্যিক ও লিখকগণ তাঁর লাবণী স্বাদ উপভোগে নিজেদেরকে লুটিয়ে দিতেন। কর্ডোভা নগরীতে তাঁর জলছা অভিজাত শহুরে যুবকদের জন্য প্রমোদাগার ছিল।"

সম্ভবতঃ পিতার মৃত্যুর পরই তিনি তাঁর রূপ-লাবণ্য হতে পর্দার আবরণ উন্মোচিত করেছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত করে ইবন নুবাতাহ বলেনঃ[৩]

"ابتذل حجابها بعد نكبة أبيها وقتله وتغلب ملوك الطوائف"

"তার পিতৃ-দুর্ঘটনা ও হত্যা এবং মুলূক আল-ত:াওয়া'ইফদের প্রাধান্য লাভের পর তাঁর অবগুণ্ঠন অপসারিত হয়েছিল।"

সুতরাং তাঁর ও অন্যান্য রাজ-দুলালীদের সম্পর্কে মুখরোচক প্রেমাভিসার ও নাচ-নৃত্যের যে সব কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তবে অবিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই। কারণ, প্রাচ্যে 'আরব নারীরা যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করেছে, স্পেনে তারা এরচেয়ে শতগুণে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেছে। বিশেষ করে ওয়াল্লাদাহ যেন ছিলেন সমকালীন যুগের একজন প্রণয়দেবী। স্বল্প-বস্ত্রে তাঁর দেহবল্লরী প্রদর্শন ও খোলামেলা উপভোগ্যতার মাধ্যমে সূর ও কাব্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুরুষের যৌন-সাগরে প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করতেন। যেমন তিনি তাঁর জামার এক বাহুতে লিখে রেখেছিলেনঃ[৪]

أنا والله أصلح للمعالي ✧✧ وأمشي مشيتي وأتيه تيها

"আল্লাহর শপথ, আমি বড় লোক ও অভিজাত শ্রেণীর উপযোগী। আমি চলি আমার গতিতে, আর তার কাছে আগমন করি উদ্ধত অবস্থায়।"

আবার জামার অন্যবাহুতে লিখে রাখলেনঃ

وأمكن عاشقي من صحن خدي ✧✧ وأعطي قبلتي من يشتهيها

"আমার প্রেমিকের জন্য আমার কপোল প্রাঙ্গনকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আর যে আমার চুম্বন পেতে আগ্রহী, আমি তাকে চুমো উপহার দেই।"

---

১ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযী·রাহ (ক·ায়রো, ১৯৩৯-৪৫ খৃ.), খ ১, পৃ. ৩৮০

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬-৮৭

৩ ইবন নুবাতাহ, সারহ· আল-'উয়ুন ফী শারহ· রিসালাহ ইবন য·ায়দুন (ক·ায়রো, ১৩২১ হি.), পৃ.৭

৪ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযী·রাহ (ক·ায়রো, ১৯৩৯-৪৫ খৃ.), খ ১, পৃ.৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে তাঁর প্রাসাদে অনুষ্ঠিত জলছা গুলোর মধ্যে আগত অতিথিদেরকে তিনি পিয়ানো, গিটার ও হারমোনিয়াম বাজিয়ে যৌন-সুড়সুড়ি মূলক সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি করে আপ্যায়িত করতেন। তাঁর সুরে যেন যাদু মন্ত্রের ছোয়া ছিল। কর্ডোভা ও অন্যান্য এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের হৃদয়-মনও তাতে চরম ভাবে আকৃষ্ট হতো। অধিকন্তু তিনি তাঁর অপূর্ব রূপের প্রদর্শনীতে সকল উপস্থিতিকে তন্ময়াবিষ্ঠ করে রাখতেন। এতে তাঁদের যৌন-সিন্ধু সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে নীতি জ্ঞানহীন উথলা হয়ে পড়তো। তাঁদের অন্তরে প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো। তবে এটা কোন সৌজন্য মূলক কিংবা মর্যাদা সূচক কাজ ছিল না বরং তা অনর্থক হটকারীতা বৈ কিছুই নয়। ইবন বাস্সাম এটাকে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে- [১]

"على أنها– سمح الله لها و تغمد ذللها– أطرحت التحصيل وأوجدت الى القول فيها السبيل، بقلة مبالاتها و مجاهرتها بلذاتها "

''আল্লাহ তাঁকে দেখেও না দেখার ভান করেছেন আর তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর অপরাধ সমূহ গোপন করেছেন। সে তাঁর অর্থোপার্জনের স্পৃহাকে ছোড়ে মেরেছে, আটসাঁট পোষাক ও খোলামেলা উপভোগ্যতার মাধ্যমে সে কথার এমন ফুলঝরি উড়িয়েছিল, যা পয়সা কামাইয়ের উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।''

রূপসী গায়িকা ওয়াল্লাদাহ তাঁর কক্ষপথে যে সকল স্পেনীয় কবি সাহিত্যিকদেরকে টেনে নিয়েছিল, তন্মধ্যে কবি ইবন য·ায়দূন ছিলেন অন্যতম। এ সময় কবি ছিলেন ভরা যৌবনে খরস্রোতা। ওয়াল্লাদাহ'র প্রেমের ফাঁদে তাঁর পা আটকিয়ে গিয়েছিল। তিনি রাজকুমারীর অথৈই প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকেন এবং শালীনতা বিবর্জিত প্রেমাভিসার ও উষ্ণ আলিঙ্গনে উভয়ের জীবন-তরী তর'তর বেগে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু তাঁদের প্রথম মিলনাভিষেক কোথায় হয়েছিল? সে সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে অবগত নই। তবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন বাস্সাম এ সম্পর্কে স্বয়ং কবির ভাষ্য উল্লেখ করে বলেনঃ [২]

"قال أبو الوليد كنت فى أيام الشباب وغرة التصابى هائما بغادة تسمى ولادة فلما قدم اللقاء وساعد القضاء كتبت إلى:

ترقب إذا جن الظلام زيارتى ✧✧ فاتى رأيت الليل أكتم للسر

وبى منك مالو كان بالبدر ما بدأ ✧✧ وبالشمس لم تطلع وبالبدر لم يسر "

''আবূ আল-ওয়ালীদ (ইবন য:ায়দূন) বলেন, আমি যৌবন কালে এবং আমোদ-প্রমোদে আসক্তির সূচনা লগ্নে ওয়াল্লাদাহ নাম্নী এক তরুণীর প্রেমে উন্মত্ত ছিলাম। অতঃপর যখন মিলনের সুযোগ হলো আর অদৃষ্ট তা অবধারিত করলো, তখন সে (ওয়াল্লাদাহ) আমার কাছে লিখে পাঠালো ঃ

রাতের তমসাচ্ছন্নতায় আমার সাক্ষাতের অপেক্ষা করো। কারণ, গোপনীয়তা রক্ষায় আমি রাতকে অধিক কার্যকর দেখেছি।

''তোমার আমার সম্পর্ক এত গভীর, যদি তা পূর্ণিমার চাঁদের সাথে হতো, তবে সে প্রকাশ পেত না। তা সূর্যের সাথে হলে সেও উদিত হতো না, আর পূর্ণিমার চাঁদের সাথে হলে তো সে রাতে ভ্রমণ করতো না।''

ইবন বাস্সাম তাঁদের এই নির্জন মিলনাভিষেককে ইবন য·ায়দূন এর ভাষ্যে চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করে বলেনঃ [৩]

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা·আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ.১৯

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৬৮

৩ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযী·রাহ (ক·ায়রো, ১৯৩৯-৪৫ খৃ.), খ ১, পৃ. ৩৭৭

Dhaka University Institutional Repository

"যখন দিনের অবসানে রাতের আধার বিকির্ণ হয়, তখন সে (ওয়াল্লাদাহ) বৃক্ষের সরু-ডালির ন্যায় কাঠামো এবং বালির ঢিবির ন্যায় উচুঁ নিতম্ব নিয়ে এমন সাজে উপস্থিত হলো, যেন তা লাজুক লাল গোলাপের উপর সুরভিত ক্ষুদ্র নার্গিস পুষ্পের প্রলেপ মাখা। অতঃপর আমরা উভয়ে কলি ও মুকুলে সুসজ্জিত এমন এক পুষ্প-কাননে নীত হই, যেখানে মৃদ-মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে ; বৃক্ষরাজি শাখা মেলে দাড়িয়ে আছে ; ঝর্ণা-প্রবাহ তার মাটিকে সিক্ত করছে; মূল্যবান মনি-মুক্তা এলোমেলো ছড়িয়ে আছে আর নেশারপাত্র ছিপিবদ্ধ। সুতরাং আমরা যখন এর স্নিগ্ধতায় আত্ম-বিভোর, ঠিক তখনই আমাদের মাঝে প্রচন্ড আগ্রহ দেখা দিল, ভালবাসা ও প্রেমের গভীর আকর্ষণ অনুভূত হলো এবং হৃদয়ের দুঃখ-যাতনা বিলাপ করে উঠলো। এভাবে আমরা উভয়েই ডেজিফুলের স্নিগ্ধতায় সারারাত কাটালাম।"

এটা কি তাঁদের প্রথম মিলন ছিল? নাকি ইতিপূর্বে আরো বিভিন্ন সাহিত্যাসরে তাঁদের পরস্পর সান্নিধ্য ও প্রেমালাপ হয়েছে তা এখানে অস্পষ্ট। তাছাড়া আমাদের ধারণা, ওয়াল্লাদাহ'র এই আসরগুলো কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গিন সাহিত্যিক আলোচনার মধ্যেই আবর্তিত হয়নি। সম্ভবতঃ এগুলোর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ, হাসি-কৌতুক ও পরস্পর খোলামেলা কথাবার্তারও বিশাল আয়োজন ছিল। কিন্তু ইবন বাস্সাম কর্তৃক বর্ণিত বাক্যমালায় কোন উত্তেজনাকর বর্ণনা কিংবা বাস্তব প্রেমানুভূতির কোন প্রতিফলন ঘটেনি, বরং তা কেবল গদ্য-শৈলীর আড়ম্বরপূর্ণ শব্দমালা ও সমকালীন রচনা-রীতির শাব্দিক সৌকর্যে অভিষিক্ত। তবে আমরা একথা নির্দিধায় বলতে পারি, তাঁদের মিলন ও সান্নিধ্য ছিল খুবই রসালো- প্রেমালাপে ভরপুর। যেমন কবি ইবুন য·ায়দূন তাঁদের প্রেমাভিসারের এক মনোজ্ঞ চিত্রাংকনের পর বললেন, আমি যখন কাক-ডাকা ভোরে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম, তখন সে মনের আনন্দ ও তৃপ্তিতে গেয়ে উঠলোঃ[১]

ودع الصبر محب ودعك ✧✧ ذائع من سره ما استودعك

يقرع السن على أن لم يكن ✧✧ زاد في تلك الخطا، إذ شيعك

يا أخا البدر سناء وسنا، ✧✧ حفظ الله زمانا أطلعك

إن يطل، بعدك، ليلى، فلكم ✧✧ بت أشكو قصر الليل معك!

"প্রেমিক ধৈর্যকে তিরোহিত করেছে। আর তোমার কাছে গচ্ছিত তাঁর গোপনীয়তার প্রকাশ তোমাকে বিদায় দিয়েছে।"

"সে তোমার বয়সে ধাক্কা দেয় এজন্য যে, যখন সে তোমাকে বিদায় দিবে, তখন ঐ পদক্ষেপ যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়।"

"আলো ও বিজলীর ক্ষেত্রে হে পূর্ণ-চন্দ্রের ভাই! প্রভূ তোমার উদয়নকে দীর্ঘদিন রক্ষা করুণ।"

"তুমি বিনা আমার রাত্রি যদি দীর্ঘায়িত হয়, তবে তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাতের প্রাসাদে তোমার সান্নিধ্যে আমি এর অভিযোগ করবো।"[২]

এভাবে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রেমের মাদকতায় তাঁরা পরস্পর নিবিড় আলিঙ্গনে সদা মহাব্যস্ত থাকতেন। কর্ডোভার গাছপালা ঘেরা ফলে-ফুলে সুরভিত পুষ্পকুঞ্জের সবুজ-শ্যামল গালিচার উপর তাঁদের হিল্লোলিত প্রেমাভিসার নিত্য চলতো। প্রণয়-সিড়িতে বসে তাঁরা জীবনের পরম ·আয়শ উপভোগ করতে

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৬৯

২ আল-·ক:লাইদ ও আল-যাখীরাহ গ্রন্থাকারদের মতে উপরোক্ত কাব্যগুচ্ছ কবি ইবন য·ায়দূন এর স্বরচিত ছিল। কিন্তু আল-মাক্কা·রীর অভিমত অনুযায়ী এগুলো ওয়াল্লাদাহ রচিত কাব্যমালার অন্তর্ভূক্ত। ড: আল-রিকাবী আল-·ক·লাইদ ও আল-যাখীরাহ গ্রন্থকারদের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, এ দু'জন ঐতিহাসিক আল-মাক্কা·রীর তুলনায় কবির অধিকতর কাছাকাছি যুগের ছিলেন। তাছাড়া এগুলো ইবন য:ায়দুন এর কাব্য সংকলনেও সন্নিবেশিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

লাগলেন। এমন কি কখনো অভিমান বশতঃ ইবন য·ায়দূন এর সাময়িক বিচ্ছেদ ও অনুপস্থিতিতে ওয়াল্লাদাহ প্রচন্ড ব্যথায় ভেঙ্গে পড়তেন। যেমন কোন এক কারণ বশতঃ কবি ওয়াল্লাদাহ'র উপর অভিমান করলে তিনি প্রেমিক ইবন য·ায়দূন এর নিকট লিখে পাঠালেনঃ[১]

ألا هل لنا من بعد هذا التفرق ✧✧ سبيل فيشكو كل صب بما لقى

وقد كنت أوقات التزاور فى الشتا ✧✧ أبيت على جمر من الشوق محرق'

"এই বিচ্ছেদের পর আমাদের কোন উপায় আছে কি? ভাবোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত প্রতিটি মানুষ যা কিছুর সম্মূখীন হয়, সে তার অভিযোগ করে।"

"শীতের রাতে আমি মিলনের মূহুর্তগুলো দগ্ধকারী প্রেমের অনল পার্শ্বে কাটাতাম।"

এটার উত্তরে কবি ওয়াল্লাদাহ'র কাছে লিখলেন,

'لحا الله يوما لست فيه بمتلق ✧✧ محياك من أجل النوى والتفرق

وكيف يطيب العيش دون مسرة ✧✧ وأى سرور للكئيب المؤرق؟

"দূরত্ব ও বিরহের কারণে যে দিবসে আমি সান্নিধ্য দিয়ে তোমাকে প্রাণবন্ত করতে পারিনি, প্রভূ সেই দিবসকে অপমানিত করুণ।"

"আমোদ-প্রমোদ ব্যতিত জীবন কিভাবে সুরভিত হবে? দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত বিনিদ্র ব্যক্তির এমন কী আর আনন্দ হতে পারে।"

এ যাত্রায় উভয়ের মান-অভিমান মিটমাট হয়ে যায়। পুনরায় তাঁরা প্রেমতলায় এসে মিলিত হন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ওয়াল্লাদাহ'র মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। কবিকে তিনি এড়িয়ে চলতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে পুনরায় স্থায়ী বিরহের অশনি সংকেত বেজে উঠলো। কবি তার বিচ্ছেদের মর্ম-যাতনা উপলব্ধি করতে লাগলেন। তিনি ওয়াল্লাদাহ'র কাছে বহু কাকুতি মিনতি জানালেন এবং বিভিন্ন বাহানা অবলম্বন করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। প্রেয়সীর মন এমন কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হলো, যা তাঁর শত আহাজারীতেও সামান্যতম বিগলিত হয়নি।

আমরা তাঁদের এ বিচ্ছেদের সঠিক কারণ সম্পর্কে অবহিত নয়। তবে ইবন বাস্সাম এ সম্পর্কে বলেছেন যে, একদা কবি ইবন য·ায়দূন কোন এক সঙ্গীতাসরে প্রেয়সী ওয়াল্লাদাহ'র 'উতবাহ নাম্নী এক দাসীর সংগীত পরিবেশনা উপভোগ করার পর তিনি পুনরায় তাকে ঐ সংগীতটি পরিবেশন করার প্রতি ইঙ্গিত করলে ওয়াল্লাদাহ কবির উপর দারুণভাবে ক্ষেপে যান এবং তিনি ধারণা করেন, তার অগোচরে ঐ দাসীর সাথে কবির গোপন-প্রেম রয়েছে। সুতরাং প্রেমিকের সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে নেয়ার অভিপ্রায়ে তিনি তাৎক্ষণিক ভাবে কয়েকটি কাব্য-চরণ রচনা করে বললেনঃ[২]

ولو كنت تنصف فى الهوى مابيننا ✧✧ لم تهو جاريتى ولم تتخير

وتركت غصنا مثمرا بجمالها ✧✧ وجنحت للغصن الذى لم يثمر

ولقد علمت بانتى بدر السما ✧✧ لكن دهيت لشقوتى بالمشترى

"তুমি যদি আমাদের ভালবাসার প্রতি ন্যায়পরতা প্রদর্শন করতে, তবে আমার দাসীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে প্রাধান্য দিতে না।"

---

১ আল-মাক্কারী, নাফহ· আল-তীব,সম্পা.মুহ·য়ী আল-দ্বীন ·আবদ আল-হ·ামীদ (ক·ায়রো, ১৯৪৯ খৃ.), খ ২, পৃ.১০৯৮

২ শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা·আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি একটা ফলোৎপাদিত সুশ্রী আনত ডালিকে পরিত্যাগ করে এক ফলশূন্য অনুর্বর ডালের প্রতি ঝুকে পড়েছো।"

"তুমি এটা ভাল করেই জান যে, আমি আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের কারণে ধূর্ত ক্রেতার দ্বারা আমাকে প্রতারিত করা হয়েছে।"

এভাবে নারী হৃদয়ে আবেগ, হটকারীতা ও অভিমানের সঞ্চার হয়ে থাকে। ওয়াল্লাদাহ'র অন্তরেও কবিকে এড়িয়ে চলার কঠিন সিদ্ধান্ত উদ্দীপ্ত হবার পশ্চাতে এটা ছিল অন্যতম কারণ। কবির প্রেম ছিল খুবই গভীর। ওয়াল্লাদাহকে ভূলে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি সারাজীবন প্রেয়সী হারানোর অবর্ণনীয় ব্যথা-বেদনা বুকের পরতে পরতে সামলিয়ে ক্রন্দন করে ফিরেছেন। তবে এই বিচ্ছেদের এটাই একমাত্র কারণ ছিল বলে আমরা মনে করি না। এর পিছনে আরো বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সম্ভবতঃ এই বিচ্ছেদের পশ্চাতে উমায়্যাহদের বিরুদ্ধে বনূ জাহওয়ারের আন্দোলনে কবি ইব্‌ন য'ায়দূনের সম্পৃক্ততা অনেকটা দায়ী ছিল। কারণ ওয়াল্লাদাহ ছিলেন উমায়্যাহ রাজ পরিবারের অন্যতম রাজকুমারী। তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে প্রেমিকের অংশগ্রহণ হয়তো ওয়াল্লাদাহ'র হৃদয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং তার শোণিত ধারায় প্রবল জাতিত্ব বোধ জাগ্রত হয়ে তাকে করিব প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে।[১]

সে যাই হোক, উভয়ের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফাঁটল দেখা দিল। ওয়াল্লাদাহ এখন যেন মুক্তবিহঙ্গ। সাথী খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু তাকে তেমন বেগ পেতে হলো না। কারণ সতেজ ফুলে ভ্রমরের অভাব হয় না। তার এক নতুন প্রেমিক জুটে গেল। কিন্তু এবার তিনি কোন বড় ভাবুক কবিকে পছন্দ করলেন না বরং একেবারে খাঁসা ব্যক্তিত্বের অধিকারী আবূ 'আমির ইব্‌ন 'আব্‌দূস নামক এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর ঘাটে স্বীয় প্রেম-বোঝাই তরী খানা ভিড়ালেন। তিনি ওয়াল্লাদাহকে প্রেম-ডোরে আবদ্ধ করলেন। কিন্তু আমরা জানি না, ইব্‌ন 'আব্‌দূস এর সাথে ওয়াল্লাদাহ'র গোপন ভাব-বিনিময় কখন হয়েছিল? কখন তিনি তাকে প্রথম প্রেম-মাল্য পরিধান করিয়ে ছিলেন? কর্ডোভার কোন প্রমোদানুষ্ঠানে তাঁদের প্রেমাভিষেক হয়েছিল? তবে আল-মাক্ক'ারী তাঁদের প্রেমাভিনয়ের সূচনার কোন সুনির্দিষ্ট সময়-কাল নির্ধারণ না করেই এ সম্পর্কে বলেন ঃ যে,[২] একদা রাজকুমারী ওয়াল্লাদাহ ইব্‌ন 'আব্‌দূস এর প্রাসাদের সম্মূখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর প্রাসাদ সম্মুখে ছিল একটি জলাশয়, যা অতি বৃষ্টিপাতের দরুণ সৃষ্টি হয়েছে। এ সময় মন্ত্রী ইব্‌ন 'আব্‌দূস তাঁর কিছু শুভাকাংখী ও সেবক দল নিয়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ওয়াল্লাদাহ মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

"হে আবূ'আমির তুমি অত্যন্ত প্রগতিশীল আর এ শহরও। তাইতো উভয় উদ্বেলিত এবং তোমরা উভয়ই সাগরের ন্যায়।"

এ কথার দ্বারা তিনি মন্ত্রীকে স্তম্ভিত করে ছাড়লেন। তার মুখ থেকে টু-শব্দ পর্যন্ত বের হলো না। তিনি অপলক নেত্রে ওয়াল্লাদাহ'র দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এভাবে তাঁদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও অনুরাগের মালাবদল হলো। কিন্তু বিষয়টি ইব্‌ন য'ায়দূন এর মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করলো। তাঁর হৃদয়ে বেদনার পাহাড় চাপিয়ে ধরলো। তিনি ইব্‌ন 'আব্‌দুস এর ব্যাপারে ওয়াল্লাদাহ'র সাথে দেখা করার চেষ্টা করলেন। কিন্ত কোন সুযোগ পেলেন না। অবশেষে তিনি ইব্‌ন 'আব্‌দূসকে

---

১ স্পেনীয় সাহিত্য গবেষকগণ উভয়ের ভালবাসা ও প্রেমকে অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের ভালবাসার সাথে তুলনা করেছেন। ডৌজী তাঁদের ভালবাসাকে ল্যাটিন কবি (Tibullus) 'টিবিউলাস' ও তাঁর প্রেয়সী (Delia) 'ডেলিয়া'র প্রেমের সাথে তুলনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে অধ্যাপক নিকলসন উভয়ের প্রেমকে জর্জ-সাঁদ ও আল-ফ্রেড দ্যা মুসিয়াহর প্রেমের সাথে তুলনা করেছেন। অন্যদিকে প্রাচ্যবিদ 'কোর' তাঁর গ্রন্থে ইবন য:ায়দুন এর প্রেমকে টিবিউলাসের প্রেমের সাথে তুলনা করার অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, সম্ভাব্য তুলনার প্রকৃতি ও ধারা উভয়ের জীবনের অভিব্যক্তির মাঝে নিহীত ছিল। তাঁরা উভয়ই স্বীয় মাতৃভূমি হারিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রেমের মাঝে বেশ তফাত ছিল এবং সাহিত্যিক ভাব ও অভিলাষ ভিন্ন ছিল। (ড: শাওকী দ'ায়ফ, ইবন য'ায়দূন, পৃ. ২২)

২ আল-মাক্ক'ারী, নাফহ' আল-ত'ীব, সম্পা. মুহ'য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ'ামীদ (ক'ায়রো, ১৯৪৯ খৃ.), খ ২, পৃ. ১০৯৯

Dhaka University Institutional Repository

তিরস্কার করে ও হুমকি ধমকি দিয়ে তাঁর কাছে একটি কবিতা লিখে পাঠালেন, যার কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হলো,[১]

أثرت هزبر الشرى، إذ ربض، ✧✧ ونبهته إذ هدا فاغتمض

وما زلت تبسط، مسترسلا، ✧✧ إليه يد البغي، لما انقبض

حذار حذار، فإن الكريم، ✧✧ إذا سيم خسفا، أبى، فامتعض

فإن سكون الشجاع النهوس، ✧✧ ليس بمانعه أن يعض

"তুমি গহীন জঙ্গলের এক সিংহকে উত্তেজিত করেছো, যখন সে (তার আবাসে) আশ্রয় নিয়েছে। আর সে যখন বিশ্রাম নিয়েছে তুমি তাকে উদ্দীপ্ত করেছো। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়েছে।"

"সে অবসাদ গ্রস্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লে তুমি তার দিকে অন্যায় ও অত্যাচারের লিকলিকে হাতকে সদা প্রসারিত করছো।"

"সাবধান! সাবধান! সম্ভ্রান্ত ও উদার প্রকৃতির লোককে অপমানিত করা হলে নিশ্চয় সে তা প্রত্যাখান করে। আর তাতে সে বিরক্তি প্রকাশ করে।"

"কারণ বিষাক্ত সাপের মৌন-স্বভাব তাকে দংশন করা থেকে বিরত রাখে না।"

এভাবে কবি ইব্ন 'আব্দূসকে ক্রমাগত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে থাকেন। কিন্তু ইব্ন 'আব্দূস কবির আবেদন নিবেদন ও তিরস্কারের প্রতি মোটেও কর্ণপাত করলেন্ না। এদিকে ওয়াল্লাদাহও কবির মানসিক উৎপীড়ন, বিরহের জ্বালা-যন্ত্রনা সংক্রান্ত অভিযোগের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার সামান্যতম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না। কবি ইব্ন য'ায়দূন ভাব্লেন, রাজকুমারীর কাছে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করলে হয়তো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্ন 'আব্দূস অনেকটা অনাগ্রহী ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে, আর প্রেয়সী ওয়াল্লাদাহও হয়তো তাঁর করুণ আর্তি ও রূপ-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পুনরায় প্রেমের বন্ধন স্থাপনে অধিক আগ্রহী হয়ে পড়বে। ফলে কবি ওয়াল্লাদাহ'র কাছে একটি দীর্ঘ পত্র লিখলেন। যা আল-রিসালাহ আল-হায'ালিয়্যাহ (বিদ্রুপাত্মক পত্র) নামে খ্যাঁত।[২] উক্ত পত্রে তিনি ওয়াল্লাদাহ'র রূপক ভাষ্যে ইব্ন 'আব্দূসকে নিয়ে তিক্ত ঠাট্টা-বিদ্রুপের দ্বারা এমন চরমভাবে উপহাস করেছেন, যাতে তারা উভয়ের মধ্যে প্রেমের নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এতে ওয়াল্লাদাহ সম্পর্ক তো ছিন্ন করলেনই না বরং কবির উপর আরো ক্ষেপে যান এবং তাঁর ন্যাক্কার জনক নিন্দায় দু'টি কাব্য রচনা করে বসলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। কবিও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্ন 'আব্দূস এর মধ্যে শত্রুতার অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

---

১ দীওয়ান ইবন য'ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম),পৃ. ১২৫-২৬

২ শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য'ায়দুন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবূ আল-হ·ায·ম এর রাজ-দরবারে ইবন য·ায়দূন ও তাঁর কারাজীবন ঃ

কবি ইবন য·ায়দূন কর্ডোভার সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিদ্রোহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। তাঁর রচিত স্তুতিগাঁথায় প্রতিয়মান হয় যে, তিনি বনূ জাহওয়ার গোত্রের সমর্থক ছিলেন। গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·মের সাথে কবির ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ তাঁর উচ্চাঙ্গিন সাহিত্য প্রতিভা, গভর্ণরের গুণ-বৈশিষ্ট্যের স্তুতিকীর্তন ইত্যাদি বনূ জাহওয়ারের চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরো গতিশীল ও বেগবান করে তুলেছিল। এ সময় কবি রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়েন কথিত আছে যে, গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·ম কবির উপর দেশের অমুসলিম নাগরিকদের তদারকী করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। অতঃপর তাঁকে রাষ্ট্রীয় দুতিয়ালীর কাজে নিযুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র-নায়কদের মনজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১] তবে ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, পরবর্তী কালে গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·ম কবির উপর বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং মিথ্যা অপবাদ ও অজুহাতের ভিত্তিতে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সুতরাং ঐতিহাসিক ইবন বাসসাম তাঁর কারারুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বলেনঃ[২]

"و كان علقه من عبد الله بن احمد المكوى احد حكام قرطبة ، ظفر أحجن، اداه الى السجن، فألقى نفسه يومئذ على ابى الوليد بن جهور فى حياة والده ابى الحزم فشفع له وانتشله من نكبته وصيره من صنا ئعه "

"আবদ আল্লাহ ইবন আহ·মাদ আল-মিকওয়ায় এর নির্দেশে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি কর্ডোভার একজন বিচারপতি ছিলেন। আর তাঁর বক্রনখর থাবা কবিকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এ সময় গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·মের জীবদ্দশায়ই তিনি নিজেকে যুবরাজ আবূ আল-ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ারের শরণাপন্ন করলেন। তিনি কবির জন্য সুপারিশ করে তাঁকে বন্দীত্বের রাহুদশা হতে মুক্ত করলেন।"

কবি কারারুদ্ধ হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে আমরা ওয়াকিফহাল নই। তবে অনেকে মনে করেন যে, তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইবন 'আবদূস কবির বিরুদ্ধে গভর্ণর আবূ আল- হ·ায·মকে উৎখাত করার আন্দোলন সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করলে বিষয়টি বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করা হয়। উক্ত আদালতের বিচারপতি ছিলেন আবূ মুহ·াম্মাদ 'আবদ আল্লাহ ইবন আহ·মাদ, যিনি ইবন মিকওয়ায় নামে সুপরিচিত। তিনি হিজরী ৪৩২ সালের আল-মুহা·ররাম মাসে কর্ডোভার বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর ও কবির মধ্যে পূর্ব শত্রুতা ছিল। সুতরাং তিনি সুযোগ পেয়ে কবিকে যথাশীঘ্র কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন।[৩] এ মামলাটি ইবন মিকওয়ায় এর বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের বছরই দায়ের হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তখন কবির বয়স ছিল মাত্র আটত্রিশ বৎসর।"

ঐতিহাসিক ইবন বাসসাম মামলার ঘটনাটি ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় একটি মিথ্যা অপবাদ কবির কারারুদ্ধ হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। তিনি নাকি জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সমুদয় সম্পত্তি আত্ম-সাৎ করার পায়তারা চালিয়েছিলেন। এ অভিযোগ আদালতে দায়ের করা হলে বিচারপতি ইবন মিকওয়ায় তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন।[৪] কিন্তু কবি ইবন য·ায়দূন তাঁর সম্মানিত শিক্ষক আবূ বাকর

---

১ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযী·রাহ (ক·ায়রো, ১৯৩৯-৪৫ খৃ.), খ ২, পৃ. ২৯০

২ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন (ক·ায়রো ঃ কামিল কায়লানী ওয়া 'আবদ আল- রাহ·মান খালীফাহ, ১৯৩২ খৃ.), পৃ. ৪০৯

৩ ড: জা'ওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.). পৃ.১৭৬

৪ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহল আল-জাযী·রাহ (ক·ায়রো, ১৯৩৯-৪৫ খৃ.), খ ১, পৃ.৩৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন মুসলিমের কাছে প্রেরিত পত্রে উপরোক্ত অভিযোগটি ডাহা মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মামলায় উল্লেখিত ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করা তো দূরের কথা, তাকে এক কপর্দকহীন নিঃস্ব ব্যক্তি হিসেবে প্রতিয়মান করেছেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এ, কোরও কবির কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনা আলোচনাকালে উপরোক্ত মিথ্যা অপবাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, বিচারের পর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিষয়টি সূক্ষ্ম ভাবে উপলব্ধি করা হয়নি।[১]

সে যাই হোক, কবি দীর্ঘ পাঁচশত দিন কারাগারে বন্দী ছিলেন। এর পশ্চাতে শত্রুদের গভীর ও কুটিল চক্রান্ত কার্যকর ছিল। এ সকল শত্রুদের মধ্যে কবির চির-প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্‌ন 'আবদূস ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক তৎপর। তিনি কবির বিরুদ্ধে গভর্ণর আবূ আল-হ়াযম়ের অন্তরে বিদ্বেষের দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কবি কারাগারে থাকাবস্থায় গভর্ণরের নিকট তাঁর করুণা ও ক্ষমা প্রাপ্তির বহু অনুনয় বিনয় করেছেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মিথ্যা অপবাদ শ্রবণ না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে একটি চমৎকার কবিতা রচনা করে তা গভর্ণরের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন, যার কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ[২]

أإن زعم الواشون ما ليس مزعما ✧✧ تعذر في نصري وتعذر في خذلي؟

ولو أنني واقعت عمدا خطيئة، ✧✧ لما كان بدعا من سجاياك أن تملي

فلم أستتر حرب الفجار، ولم أطع ✧✧ مسيلمة، إذقال : إني من الرسل

ومثلي قد تهفو به نشوة الصبا، ✧✧ ومثلك قد يعفو، وما لك من مثل

وإني لتنهاني نهاى عن التي ✧✧ أشاد بها الواشي، ويعقلني عقلي

"কুৎসা রটনাকারীরা কি এমন অকল্পনীয় ধারণা করে বসে আছে যে, তুমি আমার সাহায্যে হাত গুটিয়ে নেবে এবং আমাকে অপমান করার হেতু খুঁজে বেড়াবে।"

"আমি যদি কোন অভিপ্রেত অপরাধে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়, তবে তোমার স্বভাব ও চরিত্রের জন্য অবকাশ দান করাটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়।"

"আমি আল-ফিজার যুদ্ধকে প্রাধান্য দেই নি। আর মুসায়লামাহ যখন নিজেকে রাসূল বলে দাবী করলো, তখন তাকেও আমি অনুসরণ করিনি।"

"আমার উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির সাথে, যাকে অনুরাগের নেশা কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। আর তোমার দৃষ্টান্ত হলো ক্ষমাশীল ব্যক্তির সাথে এবং তুমি অনুপম, যার কোন তুলনা হয় না।"

"নিশ্চয় আমার বুদ্ধিমত্তা আমাকে নিন্দুকের তীব্র অনুযোগ হতে বাঁচিয়ে রাখে এবং আমার বিবেক আমাকে তা থেকে বিরত রাখে।"

এভাবে কবি বন্দী থাকা অবস্থায় আরো কিছু চমৎকার কবিতা রচনা করে তা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। এ সকল কাব্যে কবির মর্ম-যাতনা, মনস্তাপ ও বিনয়াবেদন অতিসুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নে উদ্ধৃত চরণগুলো তাঁর এ জাতীয় কবিতারই অন্তর্ভূক্ত। যেমন কবি বলেনঃ[৩]

من يسأل الناس عن حالي فشاهدها ✧✧ محض العيان الذي يغني عن الخبر

لم تطو برد شبابي كبرة، وأرى ✧✧ برق المشيب اعتلى في عارض الشعر

১ A. Cour. Un poete arabe d' Andalousie : Ibn Zaidoun (Constantine. 1920 A.C.). P.5.

২ শাওকী দ়ায়ফ, ইবন য়ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ.২৪

৩ দীওয়ান ইবন য়ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক আল-ত়াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক়ালাম), পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

قبل الثلاثين، إذ عهد الصبا كثب، ✧✧ وللشبيبة غصن غير مهتصر

ها إنها لوعة، فى الصدر، قادحة ✧✧ نار الأسى، ومشيبى طائر الشرر

"আমার দূরাবস্থা সম্পর্কে যিনি মানুষকে জিজ্ঞেস করেছেন- এর স্বাক্ষী তো কেবল প্রত্যক্ষদর্শী, যার সংবাদের কোন প্রয়োজন নেই।"

"বয়স বৃদ্ধি আমার যৌবনের চাদর জড়িয়ে নেয়নি। আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রৌঢ়ত্বের ঔজ্জ্বল্যতা কেশরাজির আঙ্গিনায় উপবেশন করেছে— "

"ত্রিশের কোঠা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে। যখন তারুণ্যের সময়সীমা অতি কাছাকাছি আর যৌবনের ডালি অভঙ্গুর।"

দেখো! এটা হৃদয়ের জ্বালা- অনুতাপের অনল প্রজ্জলনকারী। আর আমার প্রৌঢ়ত্ব যৌবন ফুলকির পক্ষী বিশেষ।"

এমনিভাবে কবির অপর এক কবিতায় তাঁর দুঃখ-যাতনা, ক্লেশ-নিপীড়ন ও অন্তর জ্বালার এক বাধভাঙ্গা ঢল উপচিয়ে পড়ছে। তিনি কারাগারে বসে কবিতাটি রচনা করে তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আবূ হাফস ইবন বুরদ এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটির সূচক পংক্তি ছিল নিম্নরূপঃ[১]

ماعلى ظنى باس ✧✧ يجرح الدهر وياسو

"আমার ধারণা মতে, কোন দুশ্চিন্তা ও ভয় নেই। কালের পরিক্রমা ক্ষতবিক্ষত করে, আবার এর পরিচর্যাও করে।"

সম্ভবতঃ নিম্নের সুক্ষ্ন আবেগময়ী সংক্ষিপ্ত কবিতাটিও তিনি কারাগারে থাকাবস্থায় রচনা করেছেন- যখন কবির পক্ষে প্রেয়সী ওয়াল্লাদাহ'র সান্নিধ্যে উড়ে আসা সম্ভব ছিল না। যেমন কবি বলেনঃ[২]

وأعجب كيف يغلبنى عدو ✧✧ رضاك عليه من أمضى سلاح!

ولما أن جلتك لى، اختلاسا ✧✧ أكف الدهر للحين المتاح

رأيت الشمس تطلع من نقاب ✧✧ وغصن البان يرفل فى وشاح

فلو استطيع طرت إليك شوقا ✧✧ وكيف يطير مقصوص الجناح؟

"শত্রু কিভাবে আমাকে পরাজিত করলো- তাতে আমি বিস্মিত হই। আর তাতে তোমার সন্তুষ্টি ধারালো অস্ত্রের ন্যায় ছিল।"

"আর যখন নির্ঘাত ধ্বংসের জন্য যুগ-পরিক্রমার হাত তোমাকে আমার প্রতি বৈদ্যুতিক বেগে উদ্ভাসিত করলো।"

"তখন সূর্য্যকে দেখলাম নেকাবের আড়াল থেকে উদিত হচ্ছে। আর আলবান বৃক্ষের ডালি মাল্য-ফিতায় সজ্জিত হচ্ছে।"

"আর আমার পক্ষে যদি সম্ভব হতো, তাহলে অনুরাগের প্রবল টানে তোমার কাছে উড়াল দিয়ে চলে আসতাম। কিন্তু ডানাকাটা পাখী কিভাবে উড়বে?"

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

কবি ইব্ন য·ায়দূন তাঁর কবিতার সুরেলা ভাষ্যে গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·মকে বশীভূত করতে পারেননি। ফলে কবি তাঁর নিকট চমৎকার একখানা পত্র লিখলেন, যা ইতিহাসে আল-রিসালাহ আল-জিদ্দিয়্যাহ (ভাবগম্ভীর পত্র) নামে সুপরিচিত। উক্ত পত্রে তিনি আবূ আল-হ·ায·মের মন জয় করে তাঁর অনুকম্পা লাভের চেষ্টা করেছেন। পত্রের সাথে গভর্ণরের স্তুতিকীর্তন করে একটি কবিতাও রচনা করে পাঠালেন। উক্ত কবিতায়ও মুক্তিলাভের করুণ কাকুতি মিনতি সন্নিবেশিত ছিল।

কবিতাটির মাত·লা' হলো নিম্নরূপঃ[১]

الهوى فى طلوع تلك النجوم، ✧✧ والمنى فى هبوب ذاك النسيم

"এই নক্ষত্ররাজির উদয়নে মিশে আছে আমার অনুরাগ এবং এই মৃদু-মন্দ বায়ূ প্রবাহে নিহীত রয়েছে আমার আশা-আকাংখা।"

উপরোক্ত কবিতার অন্য এক চরণে কবি তাঁর পাঁচশত দিন কারাগারে আটক থাকার কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[২]

أفصبر مئين خمسا من الأيام، ✧✧ ناهيك من عذاب أليم!

"পাঁচশত দিন কি ধৈর্য ধারণ করবে? মর্মন্তুদ শাস্তিই তোমার জন্য যথেষ্ট।"

উপরোক্ত কাব্যচরণে এটা প্রতিয়মান হয় যে, আবূ আল-হ·ায·মের কাছে তাঁর পাঠানো পত্রখানা বন্দী জীবনের শেষ সময়ে রচিত হয়েছিল।

কবি ইব্ন য·ায়দূন গভর্ণরের নিকট মুক্তি লাভের শত আবেদন জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যভূষিত হয়েছে। গভর্ণর তাঁর কর্ণকোহর যেন তালাবদ্ধ করে রেখেছেন। কিছুই শুনতে পান নি। তাই কবি বলে উঠলেনঃ[৩]

"قل للوزير، وقد قطعت بمدحه ✧✧ زمنى، فكان السجن منه ثوابى

لم تخط فى أمري الصواب موفقا، ✧✧ هذا جزاء الشاعر الكذاب!"

"মন্ত্রীকে বলে দাও! তাঁর স্তুতিকীর্তন করে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি। কারাগার হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে আমার প্রাপ্ত পুরস্কার।"

"আমার ব্যাপারে যথোপযুক্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুমি ভূল করোনি। মিথ্যাবাদী কবির শাস্তি এটাই।"

অতঃপর কবি ইব্ন য·ায়দূন আবূ আল-হ·ায·মের প্রশংসা ছেড়ে দিয়ে যুবরাজ আবূ আল-ওয়ালীদের গুণকীর্তন করতে লাগলেন এবং তাঁকে গভর্ণরের কাছ থেকে ক্ষমালাভের একমাত্র মাধ্যম ও উপায় হিসেবে বেছে নিলেন। কিন্তু কবির অপরাধ ছিল অত্যন্ত গুরুতর। আবূ আল-হ·ায·ম কারো অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না, অনুন্মোপায় হয়ে তিনি তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু মন্ত্রী ইব্ন বুরদ এর শরণাপন্ন হন। সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ফলে আর কেউ ইব্ন য·ায়দূনের ব্যাপারে গভর্ণরের নিকট সুপারিশ করার সাহস পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হয়ে বন্দী জীবনের সীমাহীন নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় কারাগার থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ড: জাওদাত আল-রিকাবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ[৪]

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৪ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

"ونزعم مع المستشرق كور أن أبا الوليد بن جهور قدساعد الشا عر على الهرب فقد كان صديقه و كان يزوره فى سجنه . وقد أشار ابن بسام إلى ذالك عندما قال : إن أبا الوليد قد انتشل الشاعر من نكبته"

"প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ 'কোর' এর সাথে আমরাও মনে করি যে, কবির পালানোর ব্যাপারে যুবরাজ আবূ আল-ওয়ালীদ ইব্ন জাহওয়ারের পূর্ণ সহযোগিতা ছিল। তিনি কবির অন্যতম ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং কারাগারে কবির সাথে সাক্ষাত করে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এদিকে ইঙ্গিত করে ইব্ন বাস্সাম বলেছেন যে, আবূ আল-ওয়ালীদ কবিকে তাঁর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেন।"

সে যাই হোক, হিজরী ৪৩৩ সালে 'ঈদ আল-আয·হ·া'র রাতের কোন এক দৈব-লগ্নে তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করলেন। প্রথমে তিনি সেভিলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ এর ন্যায় উদার চিত্তাধিকারী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করলেন। তিনি কবিকে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকনের দ্বারা বিপুল ভাবে সমাদৃত করলেন। কিন্তু কবির হৃদয় মাতৃভূমি কার্ডোভার প্রতি গভীর মমত্ববোধে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তাছাড়া তাঁর প্রেম ও ভালবাসার শিহরণ তথাকার মাটির সাথে মিশে আছে। প্রেয়সীকে দূরে রেখে কবি সেভিল নগরীতে বেশিদিন অবস্থান করতে পারলেন না। কর্ডোভায় ফিরে আসলেন এবং আল-য·াহরা প্রাসাদের আশেপাশে কোথাও আত্ম-গোপন করে থাকলেন। কর্ডোভা নগরীর চতুর্দিক থেকে কবিকে ক্ষমা করে দেয়ার অনুনয় সূচক শ্লোগান উত্থিত হলো। প্রফেসর আবূ বাকর মুসলিম ইব্ন আহ·মাদ এর মাধ্যমে এ দাবী আবূ আল-হ·ায·মের নিকট পেশ করা হলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এ ব্যাপারে যুবরাজ আবূ আল-ওয়ালীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।[১]

এ দীর্ঘ সময়েও ওয়াল্লাদাহ'র প্রতি কবির প্রেমের মোহ কাটেনি। তিনি নিজেকে তা থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেননি। ওয়াল্লাদাহ'র প্রতি তাঁর অভিযোগ ও বিচ্ছেদের করুণ আর্তনাদ ক্রমাগত চলতে থাকে। এতে কবির রচিত কাব্যে প্রেয়সীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও খাঁটি প্রণয়ানুভূতি যেমন চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে, তদ্রুপ আমরা তাতে প্রেমিকার রুঢ়তা , রুক্ষতা, একগুয়েমী ও হটকারীতার চূড়ান্ত চিত্রও পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ওয়াল্লাদাহ যেমন ইব্ন 'আবদূসের সাথে কাম-কেলী, দীর্ঘ অভিসার আর প্রেমাবগাহনে নিমগ্ন রয়েছেন, ঠিক তদ্রুপ কোন এক সময় কবির সাথেও তাঁর অনুরূপ সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। কিন্তু তা ওয়াল্লাদাহ'র মিথ্যাচারিতা ও ছলনার ঢলে আজ তলিয়ে গেছে। ওয়াল্লাদাহ কবির অকৃত্রিম ভালবাসাকে অবমূল্যায়ন করেছে। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর তিনি যে কবিতাটি রচনা করে ওয়াল্লাদাহ'র নিকট পাঠিয়ে ছিলেন, তাতে তাঁর হৃদয়ের গভীর ক্ষত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়ে আছে। কেউ কেউ বলেছেন, কবিতাটি তিনি সেভিল থেকে পাঠিয়ে ছিলেন। উক্ত কবিতার এক চরণে যেমন কবি বলেছেনঃ[২]

"بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا ✧✧ شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا"

"তুমি ও আমি সম্পর্ক ছিন্ন করে পরস্পর দূরে চলে গেছি। কিন্তু তোমার প্রতি অনুরাগের প্রবল টানে আমার পার্শ্ব (আজও) স্যাঁতসেঁতে হয়নি এবং আমার চোখাশ্রু শুকিয়ে যায়নি।"

কবি কারাগার থেকে বের হবার পর যুবরাজ আবূ আল-ওয়ালীদের সাথে তাঁর এক অটুট বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি যুবরাজ ও তাঁর পিতা আবূ আল-হ·ায·মের প্রশংসায় বহু কাব্য রচনা করেন। অবশেষে গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·ম হিজরী ৪৩৫ সালের ৬ই মুহ·াররাম পরলোক গমন করলে যুবরাজ আবূ আল-ওয়ালীদ কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩]

---

১ শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ২৪

২ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ.২২৬

৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

আবু আল-ওয়ালীদের রাজদরবার ও ইবন য·ায়দূন ঃ

গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদ কর্ডোভার ক্ষমতা গ্রহণের পর কবি ইবন য·ায়দূনকে যথাযত সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রথমে তিনি কবিকে যিম্মী তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁকে মন্ত্রীর পদ-মর্যাদায় উন্নীত করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্তর্ভূক্ত করেন। ফলে গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদের প্রশংসা ও স্তুতিকীর্তন করা কবির জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর প্রতিভা ও মেধার সবটুকু উৎসর্গ ক্রমে অতি আকর্ষণীয় কবিতা রচনার মাধ্যমে গভর্ণরের পরিচিতি ও সৌন্দর্য চমৎকার ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। যেমন কবি বলেনঃ[১]

"ملك لذ جنى العيش به، ✧✧ حيث ورد الأمن للصادى علل

يا بنى جهور الدنيا بكم ✧✧ حليت ايامها، بعد العطل

إنما دولتكم واسطة، ✧✧ أهدت الحسن إلى عقد الدول

نحن من نعمائكم فى زهرة، ✧✧ جددت عهد الربيع المقبل

طاب كانون لنا أثناءها، ✧✧ فكأن الشمس حلت بالحمل

زهرت اخلاقكم فابتسمت ✧✧ كابتسام الورد عن لؤلؤ طل"

"তুমি এমন এক রাজা, যিনি জীবনের পরিপক্কতাকে স্বীয় অস্তিত্বের সাথে এমন ভাবে দ্রবিভূত করে নিয়েছো,যা প্রবল তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তার আকণ্ঠ বারবার পান করার ঘাট হিসেবে বিবেচিত।"

"হে বনু জাহওয়ার! পৃথিবী তাঁর প্রাত্যহিক উন্নয়নকে দীর্ঘদিন মূলতবী রাখার পর তা তোমার জন্য চমৎকার রূপে সজ্জিত হয়ে রয়েছে।"

"তোমার রাজত্ব এমন এক সাংবিধানিক দুষ্পাপ্য মাল্যদাঁনা, যা কল্যাণ ও সৌন্দর্যকে বিভিন্ন রাজ্যের জন্য গলার হার বানিয়ে উপহার দিয়েছে।"

"তোমার অনুগ্রহে আমরা এমন এক পুষ্প-নিকুঞ্জে রয়েছি, যা আগামী বসন্তকালের আগমনকে নবায়ন করেছে।"

"এ যুগে আমাদের জন্য চমৎকার চুল্লি নির্মিত হয়েছে। সূর্য্য যেন মেষরাশি নিয়ে অবতরণ করেছে।"

"তোমার নির্মল-চরিত্র মুকুলিত ও দীপ্তমান হয়ে আছে, যা মুক্তা সদৃশ শিশির বিন্দুর প্রতি গোলাপপুষ্পের স্মিত- হাস্যের ন্যায় হাস্যরত।"

এভাবে কবি গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। গভর্ণর তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাষ্ট্র- দূত হিসেবে নিয়োগ করেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক আল-ত·াওয়া'ইফ রাজন্যবর্গের নিকট কর্ডোভার প্রতিনিধি হয়ে গমনাগমন করেন। এ সময় তাঁর খ্যাঁতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি কখনো মালাক:ায়, কখনো বাদাযজে, কখনো বালানসিয়ায়, কখনো ত·ারতূশ নগরীতে একজন সফল রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং সমকালীন স্পেনের প্রায় সকল রাষ্ট্র-নায়ক ও কবি-সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর কাব্য- সংকলনে এসব বিষয়ের যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বালানসিয়ার গভর্ণর ইবন 'আবদ আল-'আযীয· এর দরবারে কবি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন। এ দিকে ইঙ্গিত করে ইবন য·ায়দূন বলেনঃ[২]

مهما ذممت، فما زما ✧✧ نى فى ذمامك بالذميم

زمن، كمألوف الرضا ✧✧ ع، يشوق ذكراه الفطيم

---

১ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ. ১৯৯

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

الله يعلم أن حب ✧✧ ك من فؤادى بالصميم

ولئن تحمل عنك لى ✧✧ جسم، فعن قلب مقيم

"আমি যখনই নিন্দা করেছি, তোমার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে কোন নিন্দিত বিষয় আমার যুগে পাইনি।"

"এটা যেন দুগ্ধ-পোষ্য কালীন সময়ের অনুকূল একটি যুগ। মাতৃদুগ্ধ পরিত্যাগকারী শিশুও যার স্মৃতিচারণে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে।"

"একমাত্র আল্লাহই জানেন যে, তোমার প্রেম ও ভালবাসা আমার হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত রয়েছে।"

"আর দেহ যদিও আমাকে তোমার কাছ থেকে বহন করে নিয়ে যাবে, তথাপি অন্তরের দিক দিয়ে আমি এখানেরই অধিবাসী।"

অনুরূপভাবে আমরা ইবন য'য়দূন এর কাব্যগুচ্ছে বাদাযজের গভর্ণর আল-মুয'াফফারের আলোচনাও দেখতে পাই। এসব কাব্যে কবি গভর্ণর ও তাঁর পূর্ব-পুরুষদের গুণাগুণ, কবির প্রতি তাঁর মহান আতিথ্য, উষ্ণ-সংবর্ধনা ইত্যাদির প্রচুর প্রশংসা করেছেন। বিভিন্ন দূরদেশে কবির দীর্ঘদিন অবস্থান অনেক সময় তাকে বিচলিত করে তুলতো। তিনি সেখানে নিজেকে একজন আগুন্তুকের ন্যায় একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবে উপলব্ধি করতেন এবং স্বীয়-হৃদয়ে মাতৃভূমির প্রতি প্রবল অনুরাগ উদ্দীপ্ত হতো। যেমন কবি ত'ারতূশায় অবস্থান কালে বললেনঃ[১]

"غريب بأقصى الشرق، يشكر للصبا ✧✧ تحملها منه السلام إلى الغرب

وماضر أنفاس الصبا فى احتمالها ✧✧ سلام هوى، يهديه جسم إلى قلب؟

"দূর-প্রাচ্যে সে এক বিদেশী অতিথি। সে ঐ পূবালী হাওয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, যা তাঁর ছালাম ও অভিবাদন পাশ্চাত্যে বয়ে নিয়ে যায়।"

"আর এটা বয়ে নিয়ে যেতে সে পূবালী বায়ু প্রবাহের কোন ক্ষতি করেনি। দেহ এ প্রেমাভিনন্দনকে উপহার হিসেবে অন্তরে পৌছিয়ে দেয়।"

রাষ্ট্রদূত হিসেবে দেশ-দেশান্তরে কবির ভ্রমণ-বিভুই তঁর হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। দূর-দেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও তিনি প্রেয়সী ওয়াল্লাদাহ'র প্রতি হৃদয়ের মমত্ববোধ নিবৃত্ত করতে পারেননি। যে প্রেমিকা তার মনের দুয়ার কবির জন্য চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে, ব্যথাতুর মন নিয়ে তিনি তাকে সর্বদা স্মরণ করতে থাকেন। তাঁর অন্তর থেকে প্রেম-প্রীতি, আশা-নিরাশা এবং অনুতাপ-অনুশোচনার ফোটা ফোটা বিন্দু সদা টপকাতে থাকে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, সুদূর বাদাযজ প্রদেশ থেকে কবি গেয়ে উঠলেনঃ[২]

"خليلى،لا فطر يسر ولاأضحى، ✧✧ فماحال من أمسى مشوقاكما أضحى؟

لئن شاقنى شرق العقاب فلم أزل ✧✧ أخص بمحوض الهوى ذلك السفحا

وما انفك جوفى الرصافة مشعرى ✧✧ دواعى ذكرى تعقب الأسف البرحا

وليس ذميما عهد مجلس ناصح ✧✧ فأقبل فى فرط الولوع به نصحا"

"হে আমার বন্ধু! তাকে না 'ঈদ আল-ফিত'র আর না 'ঈদ আল-আয'হ'া খুশী করতে পারে। সুতরাং প্রেমানুরাগে যার সন্ধ্যা ঘনিয়েছে, তাঁর অবস্থা 'ঈদ আল-আয'হ'ার ন্যায় নয়।"

"শারক' আল-'উক'াব (ঈগলের প্রাচ্য) নামক স্থান যদি আমার মধ্যে প্রেমানুনভূতি জাগ্রত করে, তাহলে আমি এই উপত্যকাকে সর্বদা অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে স্বাতন্ত্র্যতা দান করি।"

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; شرق العقاب، جوفى الرصافة، مجلس ناصح এগুলো আক'ওয়াসের মধ্যবর্তী স্থান সমূহের নাম, যেখানে কবি তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

Dhaka University Institutional Repository

"জাওফী আল-রুস·াফাহ (ঘনত্বের অভ্যন্তর) নামক জায়গা আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে পৃথক হয়নি। স্মৃতি চারণের চাহিদা ও দাবী অনুশোচনা আর মর্ম-যাতনার পিছু নেয।"

"মাজলিসে নাসি·হ· (উপদেশ মূলক সভা) নামক স্থানের প্রতিশ্রুতি নিন্দিত নয়। সুতরাং এর প্রতি যৌন ভালবাসার তাড়নায় উপদেশ গ্রহণে সে এগিয়ে এসেছে।"

উপরোক্ত কবিতায় কবির ব্যথা-বেদনা ও প্রেমের অতীত রোমাঞ্চকর স্মৃতি অতি করুণ ভঙ্গিমায় বিবৃত হয়েছে। কর্ডোভার গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদের সাথে ইবন য·ায়দূনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। তিনি কর্ডোভা ত্যাগ করে সেভিলের গভর্ণর আল-ম'ুতাদি·দ ইবন 'আব্বাদ এর দরবারে চলে যান। ইবন য·ায়দূনের এ চলে যাওয়া সম্পর্কে গবেষকগণ অনেকটা দ্বিধান্বিত। তবে ইবন সা'ঈদ তাঁর গ্রন্থে কর্ডোভার বিচারপতি আবূ 'আলী হ·াসান ইবন মুহ·াম্মাদ ইবন যাকওয়ান এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ[১]

"خلط فى مهاودة ابن عمه احمد بن محمد بن ذكوان والرهيط الذين سعوا فى الوثوب على السلطان بقرطبة فعزله ابو الوليد فى صدر ربيع الأول سنة اربعين واربع مأة والزمه منزله "

"তিনি (ইবন য·ায়দূন) তাঁর চাচাতো ভাই আহ·মাদ ইবন মুহ·াম্মাদ ইবন যাকওয়ান সহ কতিপয় বিদ্রোহী- যারা কর্ডোভায় সুলতানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল, তাদের সাথে যোগ দেন। ফলে গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদ তাঁকে ৪৪০ হিজরীর রাবী' আল-আউয়াল মাসের প্রথম দিকে পদচ্যুত ও গৃহবন্ধী করেন।"

এটা গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে এক নীতিগত আন্দোলন ছিল। কবি ইবন য·ায়দূনও তাঁর এক কাব্যে এ দুঃখজনক ঘটনা বিবৃত করেছেন। কবিতাটি পাঠ করলে দেখা যায়, কবি তাঁর ভবিষ্যত নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি আন্দোলনের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে তিনি কবিতার এক চরণে বললেনঃ[২]

"ما للمتاب، الذى أحصفت عقدته، ✧✧ قد خامر القلب، من تضييعه، جزع؟"

"অনুশোচনা ও তাওবা স্থলের এমন কি হয়েছে? যার বন্ধন কে তুমি শক্ত ও সুদৃঢ় করে দিয়েছো। আর তার অবমূল্যায়নে এক ভয়ভীতি অন্তরকে দখল করে নিয়েছে।"

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদ দেশের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর বনূ যাকওয়ান গোত্রের ব্যাপারে বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ঢালাও ভাবে অত্র গোত্র ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। এমন কি ইবন য·ায়দূনের সাথেও গভর্ণরের মিত্রতার অবসান ঘটে। কবির সাফাই গাওয়াতে কোন ফলোদয় হয়নি। ফলে তিনি অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এ সময় সেভিলের গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ এর কথা কবির মনে পড়লো, যিনি কবি-সাহিত্যিকদেরকে খুব সমাদর করতেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে তাঁদেরকে জড়ো করে রাজ-দরবারকে অলংকৃত করেছিলেন। অবশেষে ইবন য·ায়দূন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আবূ 'আমির ইবন মাসলামাহ'র নিকট সেভিলে পত্র লিখলেন। আবূ 'আমির মূলতঃ কর্ডোভার অন্যতম কাব্য তারকা ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে মাতৃভূমি কর্ডোভা পরিত্যাগ করে সেভিলে এসে বসবাস করতে থাকেন। ইবন য·ায়দূন তাঁর পত্রে আবূ 'আমিরের নিকট স্বীয় সাহিত্যকর্ম উপস্থাপন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ পূর্ব থেকেই কবির বুদ্ধিমত্তা ও বিরল প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সুতরাং কবির এই আগ্রহের কথা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য তিনি লোক পাঠালেন। কবির আগমনের পর সেভিলের রাজ-দরবার তাঁর জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল।[৩]

---

১ ইবন সা'ঈদ, আল-মুগরিব ফী হু·লা আল-মাগরিব (মিস·রঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৫ খৃ.), খ ১, পৃ.১৬০

২ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ. ১৪০

৩ ইবন বাসসাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ:াসিন আহ্ল আল-জাযী'রাহ (ক·ায়রো, ১৯৩৯-৪৫ খৃ.), খ ১, পৃ. ২৩৮ ও তৎপরবর্তী।

Dhaka University Institutional Repository

বনু'আব্বাদ এর রাজ দরবারে ইব্ন য·ায়দূন ঃ

কর্ডোভা ছিল কবি ইব্ন য·ায়দূনের মাতৃভূমি ও প্রেম-নগরী। ইতিপূর্বে তিনি একবার সেভিলে হিজরাত করেছিলেন। কিন্তু কর্ডোভাকে পরিত্যাগ করে সেখানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এইবার কবি পুনরায় কর্ডোভা ছাড়তে বদ্ধপরিকর হন। এটা যেন তাঁর কাছে মাটির নীচে এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হয়। আর এ প্রকোষ্ঠে তাঁর জন্য আবূ আল-ওয়ালীদের শেষ আলোটুকু নিভে গেল। তিনি চোখে শুধু অন্ধকারই দেখলেন। সেখান থেকে পলায়ন করার পথ খুঁজে বেড়ালেন। অবশেষে তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন যে, আল-মু'তাদি·দ এর আলোকবর্তিকা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তখন তিনি সেখান থেকে অতি দ্রুত চুপিসারে সটকে পড়লেন। হিজরী ৪৪১ সালের কোন এক দিবসে সুদীর্ঘ মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে তিনি আল-মু'তাদি·দ এর রাজ-দরবারের দিকে ধাবিত হলেন। গভর্ণর কবির আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সম্মানে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী পরিষদ, বিচারপতি ও কবি-সাহিত্যকদের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর কবির উপর মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এভাবে তিনি পর্যায়ক্রমে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে গভর্ণর তাঁকে 'যু-আল-ওয়াযা·রাতায়ন' (দ্বি-মন্ত্রীত্ব মর্যাদার অধিকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন।[১]

ইব্ন য·ায়দূন সেভিলে এসে সর্বপ্রথম তাঁর বন্ধু আবূ 'আমির ইব্ন মাসলামাহ'র বাড়ীতে গিয়ে উঠেন। তিনি গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ এর ন্যায় মাদকাসক্ত ছিলেন। গভর্ণরের জন্য তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন, যার নাম ছিল 'হ·াদীক·াহ আল-ইরতিয়া·হ ফী ওয়াস·ফী হ·াকী·ক·াহ আল-রাহ· (সূরার মৌলিকত্ব চিত্রায়নে এক প্রমোদ কানন)। তিনি ইব্ন য·ায়দূনকে সূরা পানে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে একত্রে বিভিন্ন প্রকার খন্ড কবিতা রচনা করতেন। যেমন ইব্ন য·ায়দূন একদা তাঁর বন্ধু আবূ 'আমিরকে সম্বোধন করে বললেনঃ[২]

أدرها! فقد حسن المجلس، ✧✧ وقد آن أن تنزع الأكؤس

ولا بأس، إن كان ولى الربيع، ✧✧ إذا لم تجد فقده الأنفس

فإن خلال أبى عامر، ✧✧ بها يحضر الورد والنرجس

"এটা চারপাশে বিলিয়ে দাও। মাহফিল তো খুবই চমৎকার হয়েছে। আর পানপাত্র পরিপূর্ণ করার সময়ও এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"বসন্ত যদি চলে যায়, তাতে কোন আপত্তি নেই। আত্মাগুলো যেহেতু তার হারিয়ে যাওয়াকে উপলব্ধি করতে পারেনি।"

"কারণ মানবাত্মাগুলোর সাথে আবূ 'আমিরের বন্ধুত্ব এমন যে, তাতে গোলাপ ও নার্গিস ফুলের সমারোহ ঘটে।"

কিন্তু ইব্ন য·ায়দূন এর পক্ষে তাঁর বন্ধুর পাশে থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। কারন তাঁদের পরস্পর নিবিড় সম্পর্কের জন্য তিনি লোকমূখে সমালোচিত হচ্ছিলেন। তবে বন্ধুর নিকট তিনি এ 'উযার-আপত্তি করলেন যে, মাদকাসক্তি তাঁর ভীষণ ক্ষতি করে ও শরীর অবসন্ন হয়ে যায়। তাই তাঁকে বন্ধুর কাছ থেকে একটু দূরে থাকতে হবে। সাথে সাথে এ কথাটিও উল্লেখ করলেন যে, এখানে অবস্থান কালে তাঁর আরাম- 'আয়শ ও আমোদ-প্রমোদের মূহুর্তগুলো তিনি কখনো ভুলতে পারেন না।[৩]

এদিকে কবি ইব্ন য·ায়দূন সেভিলের গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ এর ঘনিষ্ট হয়ে থাকাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে কাজ করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির পরিপন্থী কোন কাজই কবির দ্বারা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ছিল। তাঁর অধিবেশন কক্ষ ও মন্ত্রণালয় গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ এর আন্তরিকতায় যেন সদা ভরপুর ছিল। কবিও তাঁর কাব্যিক প্রাচুর্য ও ললিতকলার

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৮৫

২ দীওয়ান ইব্ন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-তাব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ. ১১৮

৩ আল-মাক·ারী, নাফহ· আল-তী·ব,সম্পা.মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আবদ আল-হ·ামীদ (ক·ায়রো, ১৯৪৯ খৃ.), খ ২, পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

রাগাড়ম্বর দ্বারা আল-মু'তাদি·দের রাজমুকুটকে শশী খঁচিত করে তুলে ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলো গভর্ণরের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। যেমন কবি তাঁর প্রসংশায় রচিত এক স্তুতিগাঁথায় বলেনঃ[১]

"همام يزين الدهر منه وأهله ✧✧ مليك فقيه، كاتب متفلسف

يتيه بمرقاه سرير منبر ✧✧ ويحمد مسعاه حسام ومصحف

تمر القوى لايملأ الخطب صدره ✧✧ وليس لأمر فائت يتلهف

جحيم لعاصيه يشب وقوده ✧✧ وجنة عدن للمطيعين تزلف

"তিনি এমন এক দুঃসাহসী, আইনজ্ঞ, লিখক ও দার্শনিক রাজা, যিনি তাঁর যুগ, পরিবার ও জাতিকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন।"

"সিংহাসন ও মঞ্চ যার মহান মর্যাদায় গৌরববোধ করে। আর পরাক্রমশীলতা ও তাক·ওয়া যার মহান প্রচেষ্টার প্রশংসা করে।"

"তিনি সুদৃর কাঠামো বিশিষ্ট ও শক্তিশালী। সুউচ্চ মর্যাদা তাঁর বক্ষ ও হৃদয়কে পরিপূর্ণ করতে পারে না। আর তিনি কোন গতস্য বিষয়ে অনুশোচনা করেন না।"

"অপরাধীদের জন্য তিনি এক নরকতুল্য, যার জ্বালানীকে আগুন দ্বারা আরো প্রজ্জলিত করা হয়। আর অনুগতদের প্রতি তিনি যেন এক পরিবেশিত 'আদ্ন জান্নাত সদৃশ।"

এভাবে আনন্দ-নিরানন্দ সর্বাবস্থায় তিনি কেবল আল মু'তাদি·দ এর স্তুতিকীর্তন, তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার সফল রণকৌশল ইত্যাদির বর্ণনায় স্বীয় কাব্য-প্রতিভার সবটুকু রসকষ সিঞ্চিত করেছেন।

কবি ইব্ন য·ায়দূন রাজ-দরবারে এক উচু মর্যাদায় থাকাবস্থায় হিজরী ৪৬১ সালে গভর্ণর আল-ম'তাদি·দ মৃত্যুবরণ করেন এবং যুবরাজ আল-মু'তামিদ গভর্ণর হিসেবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।[২] তিনিও পিতার ন্যায় কবিকে খুব সমীহ করতেন। তিনি কবিকে রাজকীয় পরামর্শ ও মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা হিসেবে পদমর্যাদা দান করেন। এ সময় কবির জীবন অতি আনন্দ ও সুখকর পরিবেশে অতিবাহিত হয়। তাঁর এ সুখকর জীবন যাপনে ছোটখাঁট কতিপয় দুর্ঘটনা ব্যতিত তেমন কোন বত্যয় ঘটেনি। এগুলো ব্যতিত তাঁর জীবনে তথাকার প্রতিটি মুহুর্ত আমোদ-প্রমোদ ও রং-তামাশায় ছিল ব্যস্ত। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[৩]

"فقد كانت حياة ابن زيدون في عهد المعتمد مفعمة بالمسرة والهناءة ، ولم يكن ليشجيها إلا أطياف حب قديم مقيم"

"আল-মু'তামিদ এর রাজত্বকালে ইবন য·ায়দূন এর জীবন আনন্দ ও উল্লাসে পরিপূর্ণ ছিল। কেবল প্রাচীন স্থায়ী প্রেম-কল্প ছাড়া অন্য কিছু তাঁর জীবনকে বিষিয়ে তুলেনি।"

সমকালীন সময়ে সেভিল নগরী মদ-নারী, নাচগান, বাদ্য-তবল ইত্যাদির জন্য খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছিল। গভর্ণর আল-মু'তামিদ পিতার ন্যায় একজন মাদকাসক্ত ও আমোদ-প্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁর

---

১ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ. ১৫২-৫৩

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.). পৃ.১৮৫

৩ প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলে মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দসহ দেশের অধিকাংশ অধিবাসী আনন্দ-ঘন বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তথাকার রাজ-প্রাসাদগুলো সমকালীন বিশ্বের সকল শোভা ও প্রভার বিপুল সমাহারে অলংকৃত ছিল। ফলে এ সকল রাজপ্রাসাদে কবির প্রাত্যহিক জীবনের দিরারাত্র আনন্দোৎসব ও হই-হল্লার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। আমরা তাঁর কাব্য সংকলনের কিছু খন্ড কবিতায় আল-মুরাবাক ও আল-ছুরায়্যা নামক দুটো রাজপ্রাসাদের উষ্ণ পরিবেশ উপভোগ করার প্রতি কবির প্রবল আসক্তি ও গভীর আগ্রহের কথা উপলব্ধি করতে পারি।[১]

গভর্ণর আল- মু'তামিদ তিনি নিজেও একজন উচুঁদরের কবি ছিলেন। তাঁর দরবারে কবি-সাহিত্যিকদের কদর ছিল সর্বাধিক। সুতরাং তাঁর যুগে সেভিল নগরী স্পেনের বড় বড় কবি-সাহিত্যিক ও সঙ্গিতজ্ঞদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এ সময় একদল কুচক্রীমহল ইব্ন য'ায়দূনের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে রাজ-দরবার থেকে বিতাড়িত করার কূটকৌশলে লিপ্ত হয়। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যভূষিত হয়। পক্ষান্তরে গভর্ণর আল-মু'তামিদ কবির জন্ম ভূমি কর্ডোভা আক্রমণের জন্য ইব্ন য'ায়দূনের প্রতি আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কথিত আছে যে, হিজরী ৪৬২ সালে টলেডো অধিপতি আল-মামূন কর্ডোভা নগরী আক্রমণ করলে তথাকার গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদ ইব্ন জাহওয়ার সেভিলের শাসক আল-মু'তামিদ এর সাহায্য কামনা করেন। সমকালীন সময়ে আল-মু'তামিদ স্পেনের সবচেয়ে বড় প্রতাপশালী শাসক হিসেবে বিবেচিত হতেন। তথাকার অধিকাংশ শহর-বন্দরে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তিনি গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদের সাহায্যে একদল সেনাবাহিনী কর্ডোভা অভিমূখে প্রেরণ করেন। এদিকে টলেডো অধিপতি আল-মামূন এই সংবাদ পেয়ে তাঁর সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। ইতিমধ্যে বনূ 'আব্বাদের পাঠানো সৈন্য বাহিনী কর্ডোভার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলে তথাকার অধিবাসী আল-ওয়ালীদ ইব্ন জাহওয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করে কর্ডোভার ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করে। তখন বনূ 'আব্বাদের সেনাদল কর্ডোভা দখল করে সেখানে গভর্ণর আল-মু'তামিদ এর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন।[২]

অতঃপর গভর্ণর আল-মু'তামিদ তাঁর রাজ্যের রাজধানী সেভিল থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত করেন এবং তিনি কর্ডোভায় এসে বসবাস করতে থাকেন। এ দিকে কবি ইব্ন য'ায়দূনও গভর্ণরের সাথে স্বীয় মাতৃভূমি কর্ডোভায় চলে আসেন এবং পরম সুখানন্দের মধ্য দিয়ে জীবনের শেষ অধ্যায়টি অতিবাহিত করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদী নিন্দুকের দল রাজ-দরবারে ইব্ন য'ায়দূনের প্রভাব প্রতিপত্তি ও কর্মকাণ্ডকে সর্বদা আড়চোখে দেখতো। তারা তাঁকে রাজ-দরবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টায় সদা লিপ্ত থাকতো। এ সময় কবি গভর্ণরের সাথে কর্ডোভায় অবস্থানরত থাকাবস্থায় হঠাৎ করে সেভিল নগরীতে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ফলে কবির প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিশেষ করে ইব্ন মিরতায়ন ও ইব্ন 'আম্মার নামক দুজন মন্ত্রী তথাকার আন্দোলন দমানোর জন্য ইব্ন য'ায়দূন কে সেভিলে পাঠাতে গভর্ণর আল-মু'তামিদ এর নিকট জোর তদবীর চালালেন। এদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ড: আল-রিকাবী বলেন ঃ[৩]

"وفى الواقع لم يكن يقصد الوزيران من وراء ذالك إلا إبعاد ابن زيدون ليصفوا لهما الجو وينفردا بالمعتمد– بعد أن ساءتهما الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الشاعر فى قرطبة"

''বস্তুতঃ এর পিছনে ইব্ন য:ায়দূন কে রাজ-দরবার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়াই মন্ত্রীদ্বয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল- যাতে রাজকীয় পরিবেশ উভয়ের জন্য নিষ্কন্টক হয়ে যায় এবং কর্ডোভা নগরীতে কবির অর্জিত বিরাট

---

১ শাওকী দ'ায়ফ, ইব্ন য'ায়দুন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ.২৯

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.). পৃ. ১৮৬

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয়তা তাদের উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করার পর তারা আল-মু'তামিদ এর উপর একক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।"

এ সময় কবি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা ও দূর্বলতা তাঁকে বারবার সেভিলে যেতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তিনি গভর্ণর আল-মু'তামিদের নির্দেশের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে সকল বাধা উপক্ষো করে তিনি সেভিলের দিকে রওয়ানা হলেন। দিন দিন তাঁর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হতে লাগ্‌লো। অবশেষে কবি অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেভিলে পৌছার পূর্বেই হিজরী ৪৬৩ সলের ১৫ই রাজাব মৃত্যুমূখে পতিত হন।[১]

কবি ইবন্‌ য'ায়দূন তাঁর জীবনের শেষ সন্ধ্যায়ও পুরাতন প্রেয়সী ওয়াল্লাদাহকে ভুলে থাকতে পারেননি। গভর্ণর আল-মু'তাদি'দ ও আল-মু'তামিদ এর প্রশংসায় রচিত কাব্যগুচ্ছের সূচনায় তিনি প্রেয়সীকে সম্বোধন করে কথোপকথনে তৃপ্তিবোধ করতেন। তা ছাড়াও বিশেষ করে ওয়াল্লাদাহকে কেন্দ্র করে বহু খণ্ড কবিতা রচনা করে তা যত্রতত্র আবৃত্তি করে বেড়াতেন। প্রেয়সীর সান্নিধ্যে তাঁর প্রথম রাত্রিযাপনকে তিনি সর্বদা স্মরণ রেখেছেন। যেমন তিনি এ সম্পর্কে তাঁর এক কবিতায় বলেনঃ[২]

وليل أدمنا فيه شرب مدامة، ✧✧ إلى أن بدا للصبح، فى الليل تأثير

وجاءت نجوم الصبح تضرب فى الدجى ✧✧ فولت نجوم الليل، والليل مقهور

فحزنا من اللذات أطيب طيبها، ✧✧ ولم يعرنا هم، ولاعاق تكدير

خلا أنه، لوطال دامت مسرتي ، ✧✧ ولكن ليالي الوصل ، فيهن تقصير

"বহুরাত্রি এমন ছিল, যখন আমি অবিরত শরাব পানে বিভোর ছিলাম। রাতের অবসানে ভোরের আলোতে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।"

"আর ভোরের তারকারাজি আগমন করেছে- যা রাতের আধারকে নাড়া দেয়। অতঃপর রাতের নক্ষত্রগুলো পলায়ন করলে রাত বিতাড়িত হয়।"

"উপভোগ্য বস্তুর সুগন্ধিযুক্ত স্বাদকে নিয়ে সে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছে। কিন্তু উদ্বিগ্নতা আমার কোন ক্ষতি করেনি। আর না কোন গোলযোগ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।"

"তা ছাড়া এটা যদি প্রলাম্বিত হতো, তবে আমার আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হতো। কিন্তু প্রেমাভিসারের রাত্রিগুলো নক্ষত্র রাজির অবস্থানের ব্যাপারে খুবই সংক্ষিপ্ত হয়।"

এভাবে ওয়াল্লাদাহ'র সাথে রাত্রি যাপনের স্মৃতি কবির কল্পনায় সার্বক্ষণিক ভাবে বিচারণ করতো। তিনি ছিলেন তাঁর কবিত্বের মূল প্রেরণা। শয়নে-স্বপনে প্রতিটি মুহূর্তে ওয়াল্লাদাহ'র জীবন্ত চেহারা কবির মানসপটে ভেসে বেড়াতো এবং তার সুরেলা-কণ্ঠ কবির কর্ণকুহরে সদা প্রতিধ্বনিত হতো। কবি ছিলেন আমৃত্যু স্বীয় প্রতিশ্রুতির একজন সত্যিকার রক্ষক ও একজন পূণ্যবান প্রেমিক।

---

১ প্রাগুক্ত।

২ দীওয়ান ইবন য'ায়দুন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক' আল-ত'াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক'ালাম), পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ইব্‌ন য·ায়দূন-এর সাহিত্য কর্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

'ইবন য·ায়দূন' এর সাহিত্যিক অবদান ঃ

কা·ব্য সংকলন ঃ কবি ইবন য·ায়দূন এর এক বিরাট কাব্য সংকলন আমাদের হাতে সংরক্ষিত রয়েছে। কামিল কায়লানী ও 'আব্‌দ আল-রাহ·মান খালীফাহ্ নামক দু'জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ১৯৩২ সালে এটা কা·য়রো থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। কবিতা সন্নিবেশনে অন্যান্য 'আরবী কাব্য-সংকলনের ন্যায় এটাতেও কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা নেই। কোন ঐতিহাসিক অনুক্রমের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। উক্ত সংকলনের সর্বাগ্রে ক·াস·ীদাহ ফর্মে রচিত কাব্যামলা একের পর এক সংক্ষিপ্তাকারে সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে। তারপর অন্যান্য কবিতা গুচ্ছ সুন্দর ভাবে সংকলিত হয়েছে। তবে পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময় কবির কাব্য-সংকলনের আরো বহু সংখ্যা সম্পাদিত হয়েছে এবং তাতে কবিতা সন্নিবেশনে বেশ বৈচিত্র আনা হয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় টিকা টিপ্পনী সংযোজন করে সম্পাদকমন্ডলী এর মান বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন।

সে যাই হোক, কবি ইবন য·ায়দূন এর কাব্য-সংকলনে অন্যান্য 'আরবী সংকলন সমূহে ব্যবহৃত সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতির কোন বত্যয় ঘটেনি। যেসব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন, সংকলনের কোথাও এর কোন ইঙ্গিত নেই। তবে এতটুকু উল্লেখ রয়েছে যে, এই কবিতাটি অমুক সম্পর্কে রচিত। তাছাড়া কবি কিভাবে এ পেশায় আত্ম-নিয়োগ করলেন? কিভাবে তাঁর শোণিত ধারায় কাব্যিক ত্বরণ সৃষ্টি হলো? কিভাবে তাঁর কাব্যচর্চার সূচনা হলো? এ কাজে কেমন করে তিনি অগ্রসর হলেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোন বিশদ বর্ণনা যেমন আমরা পাইনি, ঠিক তদ্রুপ তাঁর কাব্যিক ইতিহাস সম্পর্কেও কোন প্রমাণযোগ্য ইঙ্গিত আমরা লক্ষ্য করিনি। কারণ, স্পেনীয় 'আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী এবং কবির কাব্য-সংকলন একটিমাত্র খন্ড কবিতা ছাড়া তাঁর প্রাথমিক কাব্যচর্চার কোন নিদর্শন সংরক্ষণ করেনি। এ খন্ড কবিতা সম্পর্কে কতিপয় রাভীর ধারণা যে, এটা কবির যৌবন কালে রচিত হয়েছে। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত হলোঃ[১]

اخذت ثلث الهوى عصبا ولى ثلث ✧✧ وللمحبين فيما بينهم ثلث

تالله لو حلف العشاق انهم ✧✧ موتى من الوجد يوم البين ما حنثوا

قوم اذا هجروا من بعد ما وصلوا ✧✧ ماتوا فان عاد من يهوونه بعثوا

ترى المحبين صرعى فى عراصهم ✧✧ كفتيه الكهف ما يدرون مالبثوا

"ভালবাসার এক তৃতীয়াংশ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এক তৃতীয়াংশ আমার জন্য এবং অপর তৃতীয়াংশ বন্ধু-বান্ধবদের জন্য রয়েছে।"

"আল্লাহর কসম! প্রেমিকের দল শপৎ করে যদি বলে যে, বিচ্ছেদ-দিবসে তারা হচ্ছে আমার প্রেমের মৃত্যু, তাহলে তারা শপৎ ভঙ্গ করেনি।"

"পরস্পর মেলাশো করার পর কোন সম্প্রদায় যখন একে অপরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়, তখন তারা যেন মৃত্যুবরণ করলো। অতঃপর সেই সম্প্রদায় যদি অনুরক্তদের মাঝে পুনরায় ফিরে আসে, তাহলে তাদেরকে যেন পুনরুত্থিত করা হলো।"

"তুমি প্রেমিকদেরকে তাদের ঘরের আঙ্গিনায় মৃগী-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় গর্তের মৃত ব্যক্তিদের (আস·হ·াবে কাহফ) ন্যায় দেখতে পাবে যে, তারা কতকাল অবস্থান করেছে তা জানে না।"

---

১ শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা·আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত খন্ড-কাব্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একদিকে প্রতিয়মান হয় যে, এটা কবির সাহিত্যচর্চার প্রাথমিক যুগে রচিত কোন কবিতা নয় বরং এটা তাঁর ইতিপূর্বে অর্জিত ব্যাপক সাহিত্যিক অভিজ্ঞতারই বাস্তব ফসল। অপরদিকে এটাও প্রতিয়মান হয় যে, তিনি একজন প্রণয় কবি হিসেবে তাঁর কাব্যচর্চার সূচনা করেছিলেন।

তাঁর দীওয়ান অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, প্রণয় ও স্তুতিকীর্তন ছিল তাঁর কবিতার মৌলিক বিষয়বস্তু। তবে এক বিশেষ ধরনের অনুগ্রহ ও বিনয় প্রার্থনাও তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত ছিল। কবির কাব্য-সংকলনে কতিপয় প্রহেলিকাপূর্ণ ও অস্পষ্ট ধাঁ ধাঁ জাতীয় পংক্তি এবং কিছু হাল্কা খন্ড কবিতা রয়েছে। গভর্ণর আল-মু'তামিদ এগুলোর জট খুলতে পরস্পর বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। এ জাতীয় কবিতা মূলতঃ মানসিক চাপমুক্তি ও অযথা সময় ক্ষেপন করার এক বিশেষ কৌশল ছিল।

কবি ইব্ন য·ায়দূনের প্রণয়কাব্য তাঁর দীওয়ানের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে। এ সকল কাব্যপৃষ্টে তাঁর কবিতা রচনার দিনকাল বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রশংসা সূচক কবিতাও তাঁর দীওয়ানের অধিকাংশ পাতায় শোভা পাচ্ছে। কিন্তু এর একটি কবিতাও আবূ আল-হ·ায·ম আল-জাহওয়ার এর যুগের পূর্বে রচিত নয়। স্বয়ং আবূ আল-হ·ায·মের প্রশংসায় যেগুলো রচিত হয়েছে, তাঁর সবই কবি কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে।[১] তবে আমাদের হাতে এমন কোন দলীল-দস্তাবেজ নেই, যার উপর ভিত্তি করে এই মাদহি·য়্যাহ কাব্যমালাকে আরো রিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারি।

কবির কাব্য-সংকলনে প্রণয়গীতির পর স্তুতি ও বিনয়াবেদন মূলক কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এর দ্বারা কবির প্রণয়গীতি স্তুতিকাব্যের পূর্বে রচিত হয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কারণ এসব স্তুতিকাব্য কবির কারা জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর কবির এই বন্দীদশার পিছনে ওয়াল্লাদাহ ও ইব্ন 'আবদূস এর সাথে তাঁর প্রণয় সংক্রান্ত বাদানুবাদ অনেকাংশে দায়ী ছিল।

ইব্ন য·ায়দূন এর দীওয়ান ভূক্ত রকমারী কাব্যমালার মধ্যে প্রণয়কাব্য তাঁর কাছে অধিক অগ্রগণ্য ছিল বলে প্রতিয়মান হয়। কবি ওয়াল্লাদাহ'র প্রেমাবেসে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন, তদ্রুপ তিনি প্রেয়সীর বিরহ-বিচ্ছেদে নির্বাক ও এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিপতিত হয়েছেন। ফলে তাঁর প্রণয়কাব্যে পরস্পর বিপরীতমূখী ভাবাবেগের সমন্বয় সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার সূরে যেমন বৈপরীত্য রয়েছে, অনুরূপভাবে তাঁর প্রেম- গাঁথার মাঝেও এই ভিন্নতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমতঃ কবি ও ওয়াল্লাহদাহ তাঁরা একে অন্যকে ভালবেসেছেন। তারপর তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সুতরাং আমরা কবির ঐ সকল প্রণয়মূলক খন্ড কবিতাকে তাঁর প্রাথমিক যুগের কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি, যার মধ্যে কবির বিরহ-বিচ্ছেদের কোন মানসিক ও দৈহিক জ্বালা-যন্ত্রণার উল্লেখ নেই বরং তাতে কেবল প্রেমের উষ্ণ নিঃশ্বাস কাব্যের মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন কবি বলেনঃ[২]

وشادن أسأله قهوة ✧✧ فجاد بالقهوة والورد

أسقى الراح من ريقه ✧✧ وأجتنى الورد من الخد

"এমন বহু রূপসী রমনী রয়েছে, যাদের নিকট আমি সুস্বাদু সূরা প্রার্থনা করি। ফলে তারা সূরা ও গোলাপ-পুষ্প দানে বদান্যতা প্রকাশ করে।"

"অতঃপর আমি তার মূখের লালার তৈরী সূরা পান করতে লাগলাম এবং তার কপোল-কুঞ্জ হতে গোলাপ-পুষ্প তুলতে লাগলাম।"

---

১ প্রাগুক্ত।

২ দীওয়ান ইব্ন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ.৭৭

Dhaka University Institutional Repository

কবি আরো বলেনঃ[১]

يامخجل الغصن الفينان إن خطرا ✧✧ وفاضح الرشا الوسنان إن نظر ا

ما كان حبك إلا فتنة قدرت ✧✧ هل يستطيع الفتى أن يدفع القدرا

"হে দীর্ঘ বাহু অবনতকারী! সে যদি সদর্পে চলে, আর তন্দ্রাচ্ছন্ন হরিণ শাবকের হে উৎপীড়ক! সে যদি দৃষ্টিপাত করে।"

"তোমার প্রেম ও ভালবাসা ভাগ্যের নির্ধারিত বিড়ম্বনা বৈ কিছু নয়। যুবকটি কি ভাগ্যের লিখন খন্ডাতে পারে?"

এভাবে তিনি অন্যত্র আরো বলেছেনঃ[২]

وقد رأتك الأمانى ✧✧ رضى فلم تتعدك

يا ليت ما لك عندى ✧✧ من الهوى لى عندك

فطال ليلك بعدى ✧✧ كطول ليلى بعدك

الدهر عبدى لما ✧✧ أصبحت فى الحب عبدك

" আশা-আকাংখা নিশ্চয় তোমাকে সন্তুষ্ট দেখেছে, ফলে তা তোমাকে অতিক্রম করেনি।"

"আহ! তোমার প্রতি আমার ও আমার প্রতি তোমার কতই না ভালবাসা রয়েছে।"

"তোমাকে পেয়ে আমার রাত্রি যেমন প্রলম্বিত হয়েছে, তদ্রুপ আমাকে,পেয়ে তোমার রাত্রিও প্রলম্বিত হয়েছে।"

"আমি যখন প্রেমের ক্ষেত্রে তোমার দাসে পরিণত হয়েছি, অনুরূপভাবে যুগও আমার দাসে পরিণত হয়েছে।"

অন্য এক খন্ড কবিতায় কবি বলেনঃ[৩]

لئن كنت فى السن ترب الهلال ✧✧ لقد فقت فى الحسن بدر الكمال

لقد بلغتنى دوعي هواك ✧✧ إلى غاية ماجرت لى ببال

فقل للهوى يجر ملء العنان ✧✧ فميدان قلبى رحيب المجال

"তুমি বয়সে যদিও নব-চন্দ্রের সমকক্ষ, তথাপি সৌন্দর্যে তুমি পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদকেও হার মানিয়েছো।"

"তোমার প্রেমের মোহ আমাকে এমন এক প্রান্ত-সীমায় পৌছিয়েছে, যেখানে আমার কল্পনাও উপনীত হতে পারে না।"

অতঃপর ভালবাসাকে বলো! সে যেন ঘনিভূত মেঘমালাকে হাকিয়ে নিয়ে যায়। কারণ, আমার হৃদয়ের মাঠ এক বিশাল বিস্তৃত প্রান্তর!

তিনি আরো বলেনঃ[৪]

"هل لداعيك مجيب ؟ ✧✧ ام لشاكيك طبيب ؟

يا قريبا حين ينأى ✧✧ حاضرا حين يغيب !

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

كيف يسلوك محب ✧✧ زانه منك حيب ؟

إنما أنت نسيم ✧✧ تتلقاه القلوب

''তোমার আহবানে কোন সাড়া দানকারী কিংবা তোমার অসুস্থতায় কোন চিকিৎসক আছে কি?''

''সে যখন দূরে চলে যায়- হে নিকটতম ব্যক্তি! সে যখন আড়াল হয়ে যায়- হে উপস্থিত ব্যক্তি!''

''প্রেমিক তোমাকে কিভাবে ভুলে যেতে পারে? তোমার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু যাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে।''

''তুমি তো কেবল মৃদু-মন্দ বায়ু প্রবাহ, যাকে অন্তর সমূহ স্পর্শ করেছে।''

কবি ইব্ন য·ায়দূন যখন তাঁর ভরা যৌবনে প্রেম-সিন্ধু তটে বসে সুস্বাদু আকণ্ঠ পানে ব্যস্ত ছিলেন এবং প্রেমিকার সান্নিধ্যে যখন তাঁর নয়ন যুগল পরমানন্দ লাভে তৃপ্ত ছিল, ঠিক তখন কবি উল্লেখিত কাব্যগুচ্ছসহ প্রণয়মূলক অন্যান্য খন্ড কবিতা সমূহ রচনা করেছিলেন।[১]

তাঁর কাব্য-সংকলনে এমন আরো কিছু প্রণয়কাব্য রয়েছে, যার মধ্যে সামান্যতম আনন্দ-উল্লাস কিংবা ন্যূনতম মাদকতার স্পর্শ অনুপস্থিত। এগুলোর মধ্যে কেবল কবির নিদারুণ মনস্তাপ, ব্যথা-বেদনার প্রাবল্য এবং কুৎসা রটনাকারীদের প্রতি কবি-হৃদয়ের তীব্র ক্ষোভ চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকন্তু এক নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রেমিকার পালিয়ে যাওয়ায় প্রেমিকের সামনে পৃথিবীর তমাশাচ্ছন্ন চিত্র এবং তাঁর অশ্রুসিক্ত নয়নের এক হৃদয় বিদারক আকুতিও এ সকল কবিতায় অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ভাষায় ফুটে উঠেছে। যেমন কবি বলেনঃ[২]

أرخصتنى من بعد ما أغليتنى ✧✧ وحططتنى ولطالما أعليتنى

كنت الى فأذقتنى غصص الأذى ✧✧ يا ليتنى ما فهت فيك بليتنى

''তুমি আমাকে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হিসেবে গণ্য করার পর আমাকে সুলভ ও সস্তা বানিয়ে নিয়েছো এবং দীর্ঘদিন সুউচ্চ মর্যাদা দানের পর আমাকে তুচ্ছ ও অধঃপতিত করে দিয়েছো।''

''তুমি ছিলে আমার আশা-আকাংখা আর কামনা-বাসনা। অথচ তুমি আমাকে দুঃখ-কষ্টের প্রচুর সূরা আস্বাদন করিয়েছো। আহ! তোমার ব্যাপারে আমার অনুশোচনার কোন বাক্য ব্যয় করিনি।''

অন্য এক প্রণয়কাব্যে কবি বলেনঃ[৩]

يا غزالا! أصارنى ✧✧ موثقا فى يد المحن

إننى مذ هجرتنى ✧✧ لم أذق لذة الوسن

ليت حظى إشارة ✧✧ منك أو لحظة عنن

ليس لى عنك مذهب ✧✧ فكما شئت لى فكن

''হে সুদৃশ্য হরিণী! সে আমাকে নিদারুণ ক্লেশ ও দূর্দশার হাতে বন্দী করেছে।''

''তুমি যখন আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে, আমি তখন নিদ্রার স্বাদ গ্রহণ করতে পারি নি।''

''আহ্- আমার ভাগ্য! তোমার পক্ষ থেকে যদি কোন ইঙ্গিত কিংবা ক্ষণিকের বিবাদ থাকতো।''

---

১ শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৩৩

২ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ. ২৩৫

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

"তোমার ব্যাপারে আমার কোন নিজস্ব অভিমত নেই। সুতরাং আমার সাথে তুমি যা চাও তা করো।"

তিনি আরো বলেনঃ[১]

أيوحشني الزمان وأنت أنسى ✧✧ ويظلم لى النهار وأنت شمسي

وأغرس فى محبتك الآماني ✧✧ فأجني الموت من ثمراب غرسي

لقد جازيت غدرا عن وفائى ✧✧ وبعت مودتي ظلما ببخس

ولو أن الزمان أطاع حكمي ✧✧ فديتك من مكارهه، بنفسي

"কালচক্র কি আমাকে নিঃসঙ্গ ও একাকী উপলব্ধি করছে? অথচ তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দিবস কি আমার জন্য তমশাচ্ছন্ন হয়ে আছে? অথচ তুমি আমার প্রভাকর।"

"তোমার উষ্ণ প্রেমে আমি সকল আশা-আকাংখা বপন করেছি। অতঃপর আমার উৎপাদিত ফসল থেকে মৃত্যুকে পেড়ে নিয়েছি।"

"তুমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতিদান বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পরিশোধ করেছো। আর আমার মিত্রতাকে অন্যায় ভাবে কম মূল্যে বিক্রয় করেছো।"

"যুগ-পরিক্রমা আমার নির্দেশ যদি মান্য করে, তবে আমি তোমাকে ক্লেশ-নির্যাতন থেকে উদ্ধার-কল্পে মুক্তিপণ হিসেবে আমার প্রাণ উৎসর্গ করবো।"

অন্য এক কবিতায় তিনি বলেছেনঃ[২]

"كم ذا أريد ولاأراد ؟ ✧✧ ياسوء ما بقى الفؤاد

أصفى الوداد مدللاً ✧✧ لم يصف لى منه الوداد

يقضي على دلاله ✧✧ فى كل حين، أو يكاد

كيف السلو عن الذى ✧✧ مثواه من قلبى السواد ؟

ملك القلوب بحسنه ✧✧ فلها إذا أمر انقياد

يا هاجرى كم أستفيد ✧✧ الصبر عنك، فلا أفاد

"আমি কতই না সংকল্প করি। কিন্তু আমাকে কেউ চায় না। হে ঐ অমঙ্গল! যা আমার অন্তর অবশিষ্ট রেখেছে।"

"আমি তো বন্ধুত্বকে প্রমাণ সহকারে ব্যক্ত করি। কিন্তু আমার প্রতি তার হৃদ্যতা বর্ণিত হয়নি।"

"প্রতিটি মূহুর্তে তার দালাল আমার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত দিচ্ছে কিংবা দেয়ার উপক্রম হয়েছে।"

"আমার মনের গভীরে যার বাসস্থান, তাকে কিভাবে ভূলা যায়?"

"আনুগত্য যখন অন্তরকে নির্দেশ দেয়, তখন সে তার সৌন্দর্যের কারণে অন্তরের অধিপতি হয়ে যায়।"

"হে আমার প্রব্রজন! তোমার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে আমি কতটুকু উপকার লাভ করতে পারি? ফলতঃ আমার কোন উপকার হবে না।"

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত 'আরবী সাহিত্য সমালোচক ড: শাওকী দ'ায়ফ ইবন য'ায়দূন এর এ জাতীয় কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ[১]

"فالدنيا عابسة من حوله- و كبده تتفتت حسرة- وقلبه يتقطع ألما- و كأنما اتخذت فيه خنجرا- وهو ينادى بأعلى صوته ولا من سميع- ويجأر بالدعاء ولا من مجيب ويظل كاسفا مقهورا وعا شقا محزونا- ويدخل السجن، وتشتد به تباريحه، وتشتد النهاب والظلمات من حوله- ويستمر يشيدها بشدوه بانه- لواعج عشقه"

"বিশ্ব যেন কবির দিকে ভ্রু-কুঞ্চিত করছে। আর তাঁর কলিজায় জড়িয়ে রয়েছে অনুশোচনার গ্লানি। ব্যথা-বেদনায় তাঁর অন্তর চৌচির হয়ে যাচ্ছে। কেহ যেন তাতে খঞ্জর চালিয়েছে, আর তিনি এতে চিৎকার করছেন। কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছে না। তিনি যেন সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করছেন, কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না। তিনি সদা এক পরাস্ত বিষন্ন ব্যক্তি ও শোকাহত ব্যর্থ প্রেমিক। তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়। এতে প্রেমের তীব্র যন্ত্রনা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর চতুর্পাশে বিদঘুটে গাঢ় অন্ধকার প্রকট আকার ধারণ করে। এভাবে তাঁর সঙ্গীতে প্রেমাহত বেদনার করুণ সূর ক্রমাগত ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।"

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ সকল কাব্যগুচ্ছ হতে কবির সুখানন্দের সকল সূর ও ছন্দ পুরোমাত্রায় তিরোহিত হয়েছে। এখানে কেবল তাঁর বন্দী জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও নিপীড়িন এক করুণ সমতানে মূর্ত হয়ে আছে। প্রেয়সী ওয়াল্লাদাহ ইবন 'আবদূস এর প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে কবির বেদনাগীতি উপলব্ধি করার স্বীয় বাতায়নখানি সে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে ইবন য'ায়দূন এর সাহিত্যিক যাদুমন্ত্রে কোন ফলোদয় হয়নি।

কবি যখন কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন, তখন তিনি শোকে প্রায় মুহ্যমান- যেন মরে যাবার উপক্রম হয়েছে। কারণ, প্রেয়সী ওয়াল্লাদাহ কবির প্রেমবৃক্ষের ডালি থেকে চিরকালের জন্য উড়াল দিয়েছে। তার পুনরায় ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তথাপি প্রেয়সীর বিরহে কবির উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতার এক করুণ বিউগল ব্যথিত হৃদয় ভেদ করে বেজে উঠলো। এতে আবূ আল-ওয়ালীদ ইবন জাহওয়ারের মনে কবির প্রতি গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হয়। তিনি তাঁর উপর রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। অধিকন্তু মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পদে বাড়তি নিয়োগ দিলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই কবি তাঁর চোখের জল সংবরণ করে রাখতে পারলেন না। অবশেষে গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদ তাঁকে শান্তনা দেয়ার অভিপ্রায়ে মুলূক আল-ত'াওয়া'ইফদের নিকট রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে দেন। ইবন য'ায়দূনও বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে ওয়াল্লাদাহকে ভূলে থাকতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্ডোভার স্মৃতি কবিকে বারবার পীড়া দিতে লাগলো। ফলে তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যভূষিত হলো এবং তাঁর হারানো ভালবাসা ও হোচট প্রাপ্ত ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাঁকে সজোরে কাঁদিয়ে তূললো।

উল্লেখিত সাজুয্যের নিরিখে ইবন য'ায়দূন এর প্রণয়কাব্যকে পৃথক তিনটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা যায়। এক- অনুরাগের অধ্যায়; দুই- বিরহ-বিচ্ছেদের অধ্যায়; তিন-দুর্বিপাক ও স্মৃতি চারণের অধ্যায়। শেষোক্ত অধ্যায়ে তাঁর স্তুতিকাব্যের উপক্রমনিকা স্থান পেয়েছে। এতে তিনি তাঁর প্রেয়সীকে এক নির্দয়, কঠিন ও সতীত্ব হারা মহিলা হিসেবে প্রতিয়মান করার চেষ্টা করেছেন।[২]

প্রণয়কাব্যের ন্যায় কবির স্তুতিকাব্যকেও তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। তাঁর স্তুতি ও প্রশংসাগীতি রচনা কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় সূচিত হয়। এগুলো যেমন গভর্ণর আবূ আল-হ:য-মের নিকট বিনয়াবেদন ও আত্ম-সমালোচনা করে পাঠিয়ে দিতেন, ঠিক তদ্রুপ যুবরাজ আবূ আল-ওয়ালীদের সমীপেও প্রেরণ করতেন। এটা ছিল তাঁর স্তুতিগাঁথার প্রথম অধ্যায়। এ জাতীয় কবিতা গভর্ণরের অনুগ্রহ ও ক্ষমালাভের ব্যাপক আর্তিতে ভরপুর ছিল।

---

১ ড: শাওকী দ:য়ফ, ইবন য:য়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৩৪-৩৫

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এ অধ্যায়ে আবূ হাফস ইবন বুরদ এবং কবির শিক্ষক আবূ বাকর ইবন মুসলিম এর প্রশংসায় রচিত তাঁর দুটো কবিতাকে যেমন সংযুক্ত করা যায়, তদ্রুপ কারাগার থেকে কবির পলায়ন, অতঃপর ক্ষমা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে তাঁর রচিত কাব্যগুচ্ছকেও উক্ত অধ্যায়ের সাথে সমন্বিত করা যায়। পরবর্তীতে কবির মুক্তিলাভ, গভর্ণর আবূ আল-হ়ায়মের মৃত্যুবরণ, যুবরাজ আবূ আল-ওয়ালীদের সিংহাসনে আরোহণ, কবির পক্ষে তাঁর নৈকট্য লাভ, উত্তরোত্তর উন্নতি, দেশে যিম্মীদের অবস্থা তদারকী, সর্বোপরি তাঁর উপর রাজ্যের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ ইত্যাদি বিষয় ছিল তাঁর স্তুতিগাঁথা রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়। এ পর্যায়ে কবি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে আবূ আল-ওয়ালীদের প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ[১]

ما للمدام تديرها عيناك، ✧✧ فيميل فى سكر الصبا عطفاك

"সূরার এমন কি হলো? তোমার নয়ন যুগল তাকে আবর্তিত করছে। অতঃপর তোমার বাহুদ্বয় প্রেমের নেশায় ঝুঁকে পড়ছে।"

উপরোক্ত কবিতা আবূ আল-ওয়ালীদের প্রশংসায় রচিত কাব্যমালার সর্বোত্তম কবিতা, যা কবি ইবন য়ায়দূন তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করার পর রচনা করেন। উক্ত কাব্যে বন্ধুর নৈকট্যে বন্ধুর এক পরম সুখানুভূতি চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদ কবি ইবন যায়দূনের উপর যিম্মী তদারকীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করে তাঁকে মন্ত্রীর পদ-মর্যাদায় ভূষিত করলে তিনি এতই বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি এর বিনিময়ে গভর্ণরের নিকট তাঁর প্রশংসায় এক চিত্তাকর্ষক স্তুতিগাঁথা রচনা করে পাঠান। আর এটাকে কবির কাব্য-সংকলনে 'মুলতামিস আল-ওয়াযারাহ' (মন্ত্রীত্বের প্রার্থী) নামে নামকরণ করা হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হলোঃ[২]

فديتك إنى قائل فمعرض ✧✧ بأوطار نفس منك لم تقضها بعد

منى كالشجا دون اللهاة تعرضت، ✧✧ فلن يك للمصدور من نفثها بد

لعمرك ! ما للمال أسعى فإنما ✧✧ يرى المال أسنى حظه الطبع الوغد

ولكن لحال إن لبست جمالها ✧✧ كسوتك ثوب النصح أعلامه الحمد

"আমি ঘোষণা করছি যে, আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত। অতঃপর আপনার দরবারে মনের অভিলাষগুলো পেশ করলাম, যা পরে আপনি পুরণ করেননি।"

"অভিলাষগুলো যেন গলার টিউমার---- গলগ্রন্থি নয়, যা সংক্রামিত হয়েছে। সুতরাং আক্রান্ত ব্যক্তিকে শ্লেষ্মা নির্গমন কিংবা কাশি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।"

"আপনার জীবনের শপৎ! সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য আমি কোন চেষ্টা-তদবির করছি না। বোকা ও ইতর শ্রেণীর লোকেরাই কেবল সম্পদকে তাদের মহান সৌভাগ্য মনে করে।"

"কিন্তু আমি যদি এর সৌন্দর্যের ভূষণ পরিধান করি, তবে আমি আপনাকে আন্তরিক পরামর্শের এমন পোষাক পরিধান করাবো, স্তুতি ও প্রশংসাই হবে যার মূর্ত প্রতিক।"

অতঃপর গভর্ণর আবূ আল-ওয়ালীদ তাঁর সকল আশা-আকাংখা পূরণ করে মুলূক আল-তাওয়া'ইফদের নিকট তাঁকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করেন। এ সময় কবি আল-তা়ওয়া'ইফ রাজন্যবর্গের প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন এবং তাদের দেয়া উষ্ণ সংবর্ধনা ও চমৎকার আতিথ্যের কথা এসব কাব্যে অতি সাবলিল ভঙ্গিমায়

---

১ দীওয়ান ইবন যায়দুন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক আল-তাব্বা' (বৈরূত ঃ দার আল-কালাম), পৃ. ১৬৬

২ প্রাগুক্ত . পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর স্তুতি কাব্যের এ অধ্যায়ে গভর্ণরের বিরুদ্ধে বনূ যাকওয়ান গোত্রের গোপন ষড়যন্ত্রে কবির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উত্থাপিত হলে আবূ আল-ওয়ালীদের সাথে তাঁর সম্পর্কের যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়, তা কোন ক্রমেই আপনোদিত হয়নি। ফলে কবি কর্ডোভা নগরী পরিত্যাগ করে সেভিলে গমন করেন। আর এখান থেকেই তাঁর প্রশংসাগীতির তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। কবি ইব্ন য:ায়দূন সেভিলের সমকালীন গভর্ণর আল-মু'তাদি·দ ও যুবরাজ আল- মু'তামিদ এর স্তুতিকীর্তন করে আমৃত্যু তাঁর কবিতাচর্চা অব্যাহত রেখেছেন।[১] আমরা কবি ইব্ন য·ায়দূন-এর সকল স্তুতিগাঁথাকে উপরোক্ত তিনটি অধ্যায়ে অতি সহজে সুবিন্যাস্ত করতে পারি। যেমন ইব্ন 'আবদূস ও মন্ত্রী মুহ·াম্মাদ ইব্ন মুহ:াম্মাদ ইব্রাহীম এর সমালোচনা তথা কর্ডোভাবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর কিছু ক·াসী·দাহ ও খন্ড কবিতাকে প্রথম অধ্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আর মুলূক আল-ত·াওয়া'ইফদের প্রশংসায় এবং বনূ যাকওয়ান সম্পর্কে তাঁর রচিত কাব্যগুচ্ছকে যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা যায়, তদ্রুপ ত·ারতু·শাহ, বাদাযজ কিংবা বালানসিয়ায় তিনি যেসব কবিতা রচনা করেছেন, তার সব কয়টিকেও উপরোক্ত অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত রাখা যায়। অপরাপর সকল স্তুতিগাঁথা যা সেভিলে রচনা করা হয়েছে, এগুলোকে তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

ইব্ন য·ায়দূন রচিত আল-হায·ালিয়্যাহ ও আল-জিদ্দিয়্যাহ্ নামক পত্রদ্বয় ঃ

কবি ইব্ন যা·য়দূন 'আরবী ভাষায় একজন প্রাজ্ঞ-পন্ডিত ছিলেন। গদ্য রচনায় তিনি ছিলেন অতিদক্ষ। তাঁর লিখিত প্রত্রাবলী অধ্যয়ন করলে এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর আল-হায·ালিয়্যাহ ও আল-জিদ্দিয়্যাহ নামক পত্র দুটি আমাদের হাতে সংরক্ষিত আছে, যা কবির বিচিত্র জীবনের সাথে গভীরভাবে জড়িত। আল-হায·ালিয়্যাহ পত্রটি তাঁর প্রেম, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ভাবাবেগের সাথে সম্পৃক্ত এবং আল-জিদ্দিয়্যাহ পত্রটি অবনমন, জেল-জু·লুম ইত্যাদি রাজনৈতিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। বাচনভঙ্গির চমৎকারিত্বে এবং রচনাশৈলীর লালিত্বে এগুলো কবির এক অনন্য সাহিত্যিক অবদান।[২]

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইব্ন য·ায়দূন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্ন 'আবদূসকে ওয়াল্লাদাহ'র রূপক ভাষ্যে আল-হায·ালিয়্যাহ পত্র খানা লিখেছিলেন। উক্ত পত্রখানা লেখার পদ্ধতি ও স্টাইলের দিক দিয়ে একটি উপখ্যান মাত্র। এর মধ্যে করি প্রেয়সীর রূপক ভাষায় ইব্ন 'আবদূসকে নিয়ে চরমভাবে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মিত্রাক্ষর যুক্ত শব্দ ও বহুকৃত্রিমতার সংযোজন ঘটিয়ে প্রচুর শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এতে তাঁর উপহাস ও ব্যঙ্গোক্তি কখনো ঔদ্ধত্য ও অপরিনামদর্শীতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ফলে ব্যঙ্গ করার জন্য যে সুক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ ও পরোক্ষ ভাবের প্রয়োজন, তা উক্ত পত্রে অনেকটা অনুপস্থিত। সুতরাং এই পত্রটি রাজকুমারী ওয়াল্লাদাহ'র সাথে প্রেমাভিসারে লিপ্ত ইব্ন 'আবদূস এর প্রতি কবির দুঃখ, ক্ষোভ ও জিঘাংসার প্রত্যক্ষ প্রভাবেরই গভীর বহিঃপ্রকাশ মাত্র।[৩]

আল-হায·ালিয়্যাহ পত্রটি অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, 'আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত লিখক আল-জাহি·জে·র 'আল-তারবী' ওয়া আল-তাদভীর' নামক পত্রের সাথে এর অনেকটা সাজুয্য রয়েছে। আল-জাহি·জ· তাঁর উল্লেখিত পত্রে সমকালীন বাগদাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 'আহ·মাদ ইব্ন 'আবদ আল-ওয়াহহাব' এর প্রতি-উত্তর দিয়েছেন, যিনি তাঁর এক কট্টর সমালোচক ছিলেন। উক্ত পত্রে আল-জাহি·জ· তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে নিয়ে এক ব্যঙ্গাত্মক প্রতিকৃতি অংকন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন ছাত্রের ছদ্মাবরণে আল-ওয়াহহাবের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন জটিল তত্ত্বাবলী সম্পর্কে প্রশ্নের বান ছুড়ে মেরেছেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি অংগনে 'আরবী অনারাবী বহু স্মতব্য ব্যক্তিত্বের নামাবলী উল্লেখ করে

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দুন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ.৩৬

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৯০-৯১

৩ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছেন। অনুরূপ ভাবে কবি 'ইবন য·ায়দূন'ও স্বীয় পত্রে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, ঘটনাপ্রবাহ, প্রবাদ-প্রবচন এবং বিভিন্ন কবিতার বহু বিক্ষিপ্ত পংক্তি সন্নিবেশিত করে যেন আল-জাহি·জে·র অনুরূপ বিদ্রুপ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর পত্রের সূচনা করেছেন এ ভাবেঃ[১]

"أما بعد ايها المصاب بعقله ، الموروط بجهله ، البين سقطه ، الفاحش غلطه ، العاثر فى ذيل اغتراره الأعمى عن شمس نهاره ، الساقط سقوط الذباب على الشراب، المتهافت تهافت الفراش فى الشهاب (الضوء) .. وإنك راسلتنى مستهديا من صلتى ما صفرت (خلت) منه أيدى أمثالك، مر سلا خليلتك مرتادة وقد أعذرت (جهدت) فى السفارة لك، وما قصرت فى النيابة عنك ، زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه . والإنسانية اسم أنت جسمه وهيولاه (مادته) قاطعة أنك انفردت بالجمال، واستأثرت بالكمال، واستعليت فى مراتب الجلال، واستوليت على محاسن الخلال، حتى خيلت أن يوسف عليه السلام حاسنك (باراك فى الحسن) فغضضت منه ، وأن امرأة العزيز[২] رأتك فسلت عنه، وأن قارون[৩] أصاب بعض ما كنزت، وكسرى حمل غاشيتك (مظلتك) وقيصر رعى ماشيتك، والإسكندر قتل دارا[৪] فى طاعتك"

"অতঃপর হে বিবেকাহত, অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে সংকটাপন্ন ব্যক্তি! যার অবনতি সুস্পষ্ট, অপরাধ ন্যাক্কার জনক, প্রতারণার আঁচলে বাঁধা ভবঘুরে, দিবা-সূর্য্য হতে অন্ধ, মধুরসে মক্ষিকূলের অবতরণের ন্যায় অবতরণকারী, অগ্নিশিখায় উইপোকা বা প্রজাপতির আছড়ে পড়ার ন্যায় লম্প-ঝম্প দানকারী! আমার ঘনিষ্ঠতার সঠিক নির্দেশনা চেয়ে তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করেছো। তোমার মত লোকের বহু হাত তা থেকে রিক্ত হয় নি। প্রেরিত ঘটকি তোমার প্রেয়সীর সাথে কূটনামী করার কাজে নিয়োজিত। সে তোমার সাথে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছে। তোমার প্রতিনিধিত্বে সে কোন ত্রুটি করেনি— এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, মানবতা কেবল একটি শব্দ, আর তুমি তার তাৎপর্য। মানুষত্ব কেবল একটি নাম, আর তুমি তার দেহ ও মূল কাঠামো। অধিকন্তু (সে প্রতিনিধিত্বে কোন ত্রুটি করেনি) এই বিশ্বাস পোষণ করেও যে, তুমি রূপ-লাবণ্যে অনুপম আর গুণ-বৈশিষ্ট্যে প্রাধান্য ও মহিমার চূড়ায় আরোহণ করেছো। উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছো। এমন কি সে কল্পনা করেছে যে, হায·রাত ইউসুফ (আ.) তোমার সাথে সুন্দরের প্রতিযোগিতা করছেন। ফলে তুমি তা থেকে চক্ষু বন্ধ করে ফেলেছো। আর 'আযীযে· মিস·র এর স্ত্রী তোমাকে দেখা মাত্র তাঁকে ভুলে গিয়েছে। তোমার সঞ্চিত সম্পদের কিয়দংশ নিয়ে নিশ্চয় 'ক:রূন' বিপাকে পড়েছে। পারস্য সম্রাট তোমার শিরাবনী ছাতা বহন করেছে, রূম সম্রাট তোমার পশুপালন করেছে। মহান আলেকজান্দ্রা তোমার অনুগত হয়ে দারাকে হত্যা করেছে।"

উক্ত পত্রে কবি 'ইব্ন য·ায়দূন' তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্ন 'আবদূসের সামনে প্রাচীন পারস্য সম্রাট 'আরদাশীর' ও জাহিলী যুগের প্রতাপশালী 'আরব রাজা 'জাযীমাহ' সহ কতিপয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম উপস্থাপন করে এদেরকে তার নৈকট্য লাভের দৃঢ় প্রত্যাশী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইব্ন 'আবদূসকে লক্ষ্য করে

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-·আরবী ·আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-·ইমারাত আল-আন্দ·লুস (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৪৬৬

২ এখানে امرأة العزيز দ্বারা কু·রআনে বর্ণিত হ·ায·রাত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনীর ঐ বিখ্যাত মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যিনি ইউসুফ (আ.) কে ভালবেসে ছিলেন।

৩ قارون বনু ইসরাঈল এর এক বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম, কুরআনে যার উল্লেখ রয়েছে। ইনি কৃপনতায় এক প্রবাদ পুরুষ ছিলেন।

৪ 'দারা' জনৈক পারস্য সম্রাটের নাম। বাদশাহ আলেকজান্দ্রারের হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, পারভেয· পত্নী 'শিরিন' ও তার কন্যা 'বূরান' তারা মা ও মেয়ে উভয়ে তাকে পাবার জন্য পরস্পর কাড়াকাড়ি শুরু করেছে এবং তার সম্মানে কুলায়ব ইবন রাবী'আহ স্বীয় চারণ ভূমি সংরক্ষণ করে রেখেছে। তদ্বীয় ভ্রাতা মুহালহিল তার দুঃসাহসিক প্রস্তাবেই নাকি প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্দীপ্ত হয়েছিল। তার সম্পদ ও বিত্ত দিয়েই প্রখ্যাত দানবীর হ·াতিম ত·াঈ নাকি বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এক এক করে আলোচনা করার মাধ্যমে তিনি ইবন 'আবদূসকে বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী সবজান্তা শমশের সাজাবার চেষ্টা করেছেন। অনুরূপ ভাবে তিনি সকল 'আরব অনারাব নেতৃবৃন্দ, রাজা-বাদশাহ, দার্শনিক-সাহিত্যিক, 'আলিম-'উলামা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের স্ব-স্ব কীর্তিকর্মের জন্য ইবন 'আবদূসের নিকট সামগ্রীক ভাবে ঋণী বলে প্রতিয়মান করেছেন। এ সবই ছিল ওয়াল্লাদাহ'র ভাষ্যে কবির ঠাট্টা বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ ও প্রবল শরাঘাত।

এভাবে তিনি ইবন 'আবদূসকে পরিহাস যুক্ত বাচনভঙ্গির তীব্র কষাঘাতে মর্যাদার সুউচ্চ মিনারে উত্তোলন করে সেখান থেকে তাকে তিরস্কারের চাবুক মেরে নীচে ছুড়ে ফেললেন এবং নিন্দার তরবারী দ্বারা তার দেহমন টুকরো টুকরো করে ছাড়লেন। তিনি তাকে হীনমন্য, কুৎসিত, নির্বোধ, থতমতে, বিড়বিড় বাচনভঙ্গিমার কথক, শ্বাস-প্রশ্বাসে বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়ানোকারী ইত্যাদি অপগুণে জর্জরিত করেছেন। পত্রের ধারাবাহিক গদ্যশৈলীর সাথে প্রবাদ-প্রবচন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও কাব্য-মূতির যোজনা ঘটিয়ে তিনি ইবন 'আবদুস ও তার বুদ্ধি-বিবেক নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপাত্মক চপল সমালোচনা ও নিন্দার মাত্রা আরো তীব্রতর করে তোলেন। অতঃপর কবি ওয়াল্লাদাহ'র ভাষ্যে ইবন 'আবদূসকে হুমকি ধমকি, গালমন্দ ও অপমানের তিক্তরস গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করলেন। যেমন কবি তার প্রতি প্রচন্ড আক্রোশের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপন করে বলেনঃ[১]

"النار، ولا العار والمنية ، ولا الدنية ، والحرة تجوع ولاتأكل بثديها ، وما كنت لا تخطى المسك إلى الرماد، فانما يتيمم من لم يجد ماء .. ولعلك إنما غرك من علمت صبوتى اليه وشهدت مساعفتى له من أقمار العصر، وريحان المصر ، الذين هم الكواكب علو همم والرياض طيب شيم .. ماأنت وهم ؟ وأين تقع منهم؟ وهل أنت إلاواو عم وفيهم و كالوشما يظة (النتوء) فى العظم منهم وإن كنت انما عطر ت اردانك (اكمامك) وجررت سروالك واختلمت فى مشيتك وحذفت فضول لحيتك، وأصلحت شاربك ومططت حاجبك ، ورققت خط عذارك، واستأنفت عقد إزارك ، رجاء الإكتتان فيهم وطمعا فى الإعتداد منهم ، فظننت عجزا، وأخطأت الغرض"

"আগুনে ঝাপ দিতে পারি, তবুও অপমান সহ্য করা যাবে না। মৃত্যুবরণ করবো, তবুও লাঞ্ছনা মেনে নেয়া যায় না। কুল-বধূ ক্ষুধার্ত হলেও তাঁর স্তনযুগল ভক্ষণ করে না, আমি মৃগনাভী রেখে পুড়া ছাই এর প্রতি ধাবিত হতাম না। যে পানি পায়নি সে তায়াম্মুম করবে। সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তি তোমাকে প্রতারিত করেছে, যাকে তুমি ভালভাবে জান যে, তার প্রতি আমার ভালবাসা রয়েছে এবং তার সাথে আমার অন্তরঙ্গ নিবিষ্টতাও প্রত্যক্ষ করেছো। তিনি যুগের চান্দ্রিমা ও শহুরে প্রসাধন বৃক্ষগুলোর অন্যতম। যারা সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যে তারকাতূল্য এবং উত্তম চরিত্রে পুষ্পকুঞ্জ, তুমি ও তাঁরা কি? তাঁদের মধ্যে তোমার অবস্থানই বা কোথায়? তুমি কি তাদের মধ্যে কেবল 'আমর' শব্দের অনুচ্চারিত 'ওয়াও' ভিন্ন কিছু হও? তুমি তো তাঁদের মধ্যে কেবল হাড়ের গালিত পচিত অংশ তুল্য। তুমি যদি তাঁদের মধ্যে নিরাপদ প্রতিষ্ঠা লাভের অভিপ্রায়ে এবং তাঁদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য হওয়ার লোভে এমন হয়ে থাক যে, তোমার জামার আস্তিনকে সুরভিত করেছো, ঢিলা পা-জামাকে টেনে নীচে নামিয়েছো, চলনে দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছো, অতিরিক্ত শ্মশ্রু মুন্ডন ও গোঁফ বিন্যাস করেছো, অবগুন্ঠনকে

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রসারিত করেছো, গন্ডের পশম রেখাকে সরু ও হাল্কা করেছো এবং পা-জামার গিটকে নবায়ন করেছো—তাহলে তুমি এক অসম্ভব কল্পনা করেছো এবং স্বীয় অভীষ্টে ভূল করেছো।”

উক্ত পত্রে ইবন্ ‘আব্দূসের প্রতি ওয়াল্লাদাহ্`র ঠাট্টা বিদ্রুপ এভাবে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে তিনি বললেন, হী·রাহ্ অধিপতি `আমর ইবন্ হিন্দ যদি তাকে তাঁর দু'খানা চাদর উপহার দেন, জনৈক গাসসানী রাজার স্ত্রী ‘মারিয়াহ বিনত জা·লিম’ যদি কা‘বাহ শারীফে দানকৃত তাঁর কানের দু'টি দুল দিয়ে তাকে সজ্জিত করেন এবং প্রাচীন বীর অশ্বারোহী ‘আমর ইবন্ মা‘দীকারুবা যদি তাঁর স·ামসা·মাহ নামক তরবারী খানি তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেন, তবুও তা ইবন্ ‘আবদূসের বংশ পরিচয় ও পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে তার মধ্যে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারবে না। ওয়াল্লাদাহ আরো বলেন ঃ, তার ও আমার মধ্যে প্রেমের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠাটা কেবল পচা খুরমা ও দুষ্ট পরিমাপ একিভূত হওয়ার নামান্তর, যা বাস্তবে অসম্ভব। সুতরাং তাকে অকল্যাণের সারস পাখী ও ঐ সকল বারাকিশ কুকুরের মত না হওয়াটাই উচিত, যারা বস্তুতঃ আত্মঘাতীমূলক তৎপরতায় লিপ্ত থাকে। অতঃপর তিনি পত্রটির সমাপ্তি টানেন এভাবেঃ[1]

قد أعذرت إن أغنيت شيا، وأسمعت لو ناديت حيا، وإن بادرت بالندامة، ورجعت على نفسك بالملامة كنت قد اشتريت العافية لك بالعافية منك، وإن أنشدت :

لايؤيسنك من مخدرة ✧✧ قول تغلظه وإن جرحا[2]

فعدت لما تنهيت عنه، وراجعت ما استعفيت منه بعثت من يزعجك إلى الخضراء، (الريف) دفعا ويسائحتك نحوها وكزا (ضربا) وصفعا، فإذا صرت إليها عبث أكاروها (فلا حوها) بك، وتسلط نواطيرها (متعهدو بساتينها) عليك بما قدمت يدك لتذوق وبال أمرك، وترى ميزان قدرك"

“আমি যদি কিছু গান গেয়ে থাকি, তবে তা কেবল ‘উযার পেশ করেছি। আর যদি কোন জীবিত ব্যক্তিকে আহবান করে থাকি, তবে তা কেবল শুনালাম। তুমি যদি তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়ে স্বীয় আত্ম-সমালোচনায় লিপ্ত হও, তবে তোমার স্বাস্থ্য ও শক্তির বিনিময়ে নিরাপত্তা ক্রয় করেছিলে। আর যদি এই কবিতাটি আবৃত্তি করো যে—

তাবুর অন্তরালে বসবাসকারীনি মহিলার সংলাপ, যা তার কাছে কর্কশ ও শ্রুতিকটু বলে মনে হয়— তাকে তা আহত করলেও কখনো যেন উদ্দীপ্ত না করে।

অতঃপর তোমাকে যা থেকে বারণ করা হয়েছে সে দিকেই ঝুকে পড়েছো। আর যা থেকে ক্ষমা লাভের নিবেদন জানিয়েছো সে দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছো। আমি নগরীর শষ্য-শ্যামল কৃষিজ এলাকায় এমন লোক পাঠিয়েছি, যে তোমাকে প্রতিহত করবে এবং সেখানেই তোমাকে কিল-ঘুষি ও থাপ্পর মেরে অবরোধ করার চেষ্টা করবে। সেখানে পৌছামাত্র তথাকার কৃষককূল তোমার প্রতি চোখ রাঙ্গাবে আর মালিরা তোমার উপর ঝাপিয়ে পড়বে। এসব কিছুই তোমার হাতের কামাই, যা স্বীয় কর্মফল ভোগ করতে এবং তোমার মর্যাদার মাপকাঠি অবলোকন করতে নিপতিত হয়েছে।”

পরিশেষে আমরা এ কথাটি বলতে চাই যে, আল-হায·ালিয়্যাহ পত্রে বাচনভঙ্গির মারপ্যাচে মন্ত্রী ইবন্ `আবদূস কবির হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। কখনো কবি ইবন্ য·ায়দূন তাকে শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-গরীমা, দর্শন ও সাহিত্যে সপ্ত-আকাশ শীর্ষে অধিষ্ঠিত করেছেন। আবার কখনো তিনি তিরস্কারের তীক্ষ্ণ ক্ষুরে তার তনুমন

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭ - ৬৮

২ চরণটি `আব্বাসীয় কবি বুশশার ইবন বুরদ রচিত কবিতার অন্তর্ভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতবিক্ষত করে পাতালপুরের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছেন। এসব মূলতঃ কবির ঐতিহাসিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরতা এবং সাহিত্য ও কল্পনার উচ্চাঙ্গিনতা প্রমাণ করে। এটা ছিল ইবন 'আবদূসের প্রতি কবি-হৃদয়ের প্রচন্ড ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। উক্ত পত্রে কবি যেসব ব্যক্তিবর্গের নাম, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ, খন্ডিত কাব্যচরণ, উপকথা, নীতিকথা ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন, তাতে পত্রখানি সাধারণ পাঠকদের জন্য অতি জটিল এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এজন্য বহু সাহিত্য-গবেষক পত্রটির প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনী সংযোজিত করে এটাকে সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজ বোধ্য করে তুলেছেন। তন্মধ্যে ইবন নুবাতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল-জিদ্দিয়্যাহ নামক পত্রটি কবি ইবন য·ায়দূন কারাগারে বসে লিখেছিলেন। এটার দ্বারা কবি কর্ডোভার গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·মের নিকট তাঁর কারাগার থেকে মুক্তি ও হরণকৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে পাবার আকুল আবেদন জানান। পত্রটি সাহিত্যিক মূল্যায়ন ও রচনাশৈলীর চমৎকারিত্বে পূর্বের আল-হায·ালিয়্যাহ নামক পত্র হতে কোন অংশে কম নয়। সমকালীন সময়ে কবি এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গভর্ণরের বিরাগ-ভাজন হলে কারাগারে বন্দী হন। তিনি তখন গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·মের প্রশাংসায় বহু কবিতা রচনা করে এবং বিভিন্ন লোকের সুপারিশের মাধ্যমে আবূ আল-হ·ায·মের মন জয় করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। অনুন্নোপায় হয়ে তিনি উপরোক্ত পত্রটি রচনা করে গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করেন। এতে কবির তীক্ষ্ণ উদ্বেগ, ভাবাবেগের জলন্ত উচ্ছাস, মনের আকুলতা ও প্রচন্ড ক্ষোভ চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি পত্রের সূচনা করলেন এভাবেঃ[১]

"يا مولاى وسيدى الذى ودادى له، واعتمادى عليه، واعتدادى به، وامتدادى منه، أبقاك الله ماضى حد العزم، ثابت عهد النعمة، إن سلبتنى– أعزك الله– لباس إنعامك، وعطلتنى من حلى إيناسك، وأظمأتنى إلى برود (بارد) إسعافك، ونفضت بى كف حياطتك (رعايتك) وغضضت عنى طرف حمايتك، بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك، وسمع الأصم ثنائى عليك، وأحس الجماد باستنادى إليك، فلا غرو قد يغص بالماء شاربه، ويقتل، الدواء المستشفى به، ويؤتى الحذر من مأمنه – وإنى لأتجلد وأرى الشامتين أنى لريب الدهر لا أتضعضع، فأقول : هل أنا إلا يد أدماها سوارها، وجبين عضه إكليله،[٢] ومشرفى ألصقه بالأرض صاقله، وسمهرى عرضه على النار مثقفه.... وهذه النكبة سحابة صيف عن قليل تقشع، ولن يريبنى– من سيدى– أن أبطأ سيبه (عطاؤه)..... فأبطأ الدلاء فيضا أملؤها، وأثقل السحائب مشيا أحفلها (أملؤها) وأنفع الحيا (الغيث) ما صادف جدبا، وألذ الشراب ما أصاب غليلا"

"হে আমার অভিভাবক ও নেতা- যার প্রতি রয়েছে আমার অফুরন্ত ভালবাসা, পূর্ণ ভরসা, দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস ও সাহায্য প্রাপ্তির আশা ! আল্লাহ আপনার ক্ষুরধার সংকল্পের তীক্ষ্ণতা ও প্রচুর্যময় যুগের স্থিতি চিরকাল বাচিয়ে রাখুন। আপনি যদি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন- আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন- আপনার দেয়া উপহার-উপঢৌকনের অঙ্গশ্রী, আপনার সান্নিধ্য ভূষণ হতে আমাকে যদি বঞ্চিত করেন, আপনার অনুকম্পার শীতল আকন্ঠের প্রতি আমাকে যদি তৃষ্ণার্ত রাখেন, আমার প্রতি আপনার তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতার হস্ত যদি গুটিয়ে নেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের পলক-দৃষ্টি যদি অবনমিত করেন, তাহলে আপনার দিকে আমার ঝুকে পড়া অন্ধজনের

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-·আরবী ·আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-·ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ. ৩৬৮-৬৯

২ إكليل ঃ মুকুট।

Dhaka University Institutional Repository

অবলোকনের পর, আপনার প্রশংসায় আমার স্তুতিকীর্তন বধির ব্যক্তি শ্রবণ করার পর এবং আপনার উপর আমার নির্ভরশীলতা জড়বস্তু উপলব্ধি করার পর- তাতে বিস্ময় ও উদ্বেগের কিছু নেই। পানাসক্ত ব্যক্তি কখনো তার খাদ্যনালীতে পানি আটাকিয়ে দেয়। আরোগ্য-কামী রোগীকে কখনো তার পথ্য হত্যা করে এবং সতর্ক ব্যক্তিকে তার নিরাপদ স্থানও দেয়া হয়। আমি নিশ্চয় বাহাদুর সেজে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে দেখিয়ে দিব যে, আমি কালের বিবর্তনে ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছি না। অতঃপর আমি বলবো যে, আমি কেবল এমন একটি হাত, যার কাঁকন তাতে রক্ত প্রবাহিত করেছে- এমন এক ললাট, যার মুকুট তাতে নিবিড় ভাবে সংলগ্ন- এমন এক তরবারী যার রেত প্রদানকারী একে মাটির সাথে মিশিয়েছে এবং এমন এক তীর ফলক, যার কারিগর একে আগুনে তাতিয়েছে। আর এ অধঃপতন ও দুর্ভাগ্য যেন এমন গ্রীষ্ম-কালীন হাল্কা মেঘমালা, যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমার নেতার দয়া-দাক্ষিণ্য মন্থর হয়ে যাওয়া আমাকে তাঁর প্রতি কখনো সন্দিগ্ধ করে না। সুতরাং প্রাচুর্যতার ক্ষেত্রে অনড় বালতি অধিক পরিপূর্ণ থাকে। বর্ষণোম্মুখ ঘণিভূত মেঘমালা চলার গতিময়তায় অতি ভরপুর। খরা-কবলিত অনুর্বর ভূমির জন্য বৃষ্টির মুষলধারা অধিক উপকারী এবং তৃষ্ণার্তের জন্য তা অধিক সুপেয় পানীয়।''

এভাবে কবি ইবন্ য·ায়দূন অত্যন্ত ভদ্রোচিত ভাষায় তাঁর পত্রের সূচনা করে গভর্ণর আবূ আল-হ·ায·মের নিকট অনুগ্রহ ও অনুকম্পা লাভের প্রার্থনা জানালেন। উক্ত পত্রে তিনি যেমন একদিকে গভর্ণরের প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন, অপরদিকে, তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা লাভের প্রবল আকাংখা ও প্রত্যাশা তুলে ধরেছেন। অতঃপর কবি স্বীয় অপরাধকে অতি তুচ্ছ হিসেবে প্রতিয়মান করে বলেনঃ[১]

"ليت شعرى ما هذا الذنب الذى لم يسعه عفوك، والجهل الذى لم يأت من ورائه حلمك ... وما أرانى إلا امرت بالسجود لآدم فأبيت واستكبرت، وقال لى نوح : اركب معنا فقلت : (سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء)، وأمرت ببناء الصرح (لعلى أطلع إلى إله موسى) وعكفت على العجل، واعتديت فى السبت، وتعاطيت فعقرت، وشربت من ماء النهر الذى ابتلى به جنود طالوت، وعاهدت قريشا على ما فى الصحيفة، وانخذلت بثلث الناس يوم احد، وتخلفت عن صلاة العصر فى بنى قريظة، وجئت الإفك على السيدة عائشة الصديقة، وأنفت من إمارة أسامة، ومزقت الأديم الذى باركت يد الله عليه، وضحيت بالأشمط، ورجمت الكعبة ."

''হায়রে আমার অনুভূতি! এটা তো এমন অপরাধ নয়, যা আপনার ক্ষমা-গুণ সংকুলান করতে পারে নি। আর এটা তো এমন বোকামীও নয়, যার পশ্চাতে আপনার প্রজ্ঞা কার্যকর হয়নি। তিনি যেন আমাকে কেবল মনে করেন যে, আদামকে সিজদাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর আমি তা স্পর্ধা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। হায·রাত নূহ· যেন আমাকে বললেন, আমাদের সাথে আরোহণ করো। আর আমি উত্তরে বললাম অনতিবিলম্বে আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি- যা আমাকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করবে। আমি যেন এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণে আদিষ্ট হলাম, আর আমি তাতে সম্ভবতঃ হ:য·রাত মূসা (আ.) এর প্রতিপালককে দেখতে পাব। আমি যেন বকনা পূজায় জড়িয়ে পড়েছি এবং শনিবারের সময়সীমা লংঘন করেছি। বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে আমি যেন হ:য:রাত স·ালিহ· (আ.) এর উষ্ট্রিকে হত্যা করেছি। আমি যেন ঐ নদীর পানি পান করেছি, যা দিয়ে ত:লূত· বাহিনীকে পরীক্ষা করা হয়েছে। আমি যেন চুক্তি পত্রের শর্তাবলীর উপর কু·রায়শদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি এবং উহু·দ দিবসে এক তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে দলত্যাগ করেছি। আমি যেন বনূ কু·রায়যা·হ'য় 'আস·রের নামায আদায় করা থেকে বিরত রয়েছি, সতীসাধ্বী 'আইশাহ (রা.) এর উপর যেন মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছি, উসামাহ ইবন্ হ·ারিছাহ'র নেতৃত্ব যেন প্রত্যাখ্যান করেছি। আল্লাহ তা'আলার মহান কু·দরাতে যে ত্বক

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.), পৃ.৪৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বরকতময়, আমি যেন তা টুকরো টুকরো করে দিয়েছি। আমি যেন সাদাকালো কেশ বিশিষ্ট 'উছমানকে জবাই করেছি এবং কা'বা'য় গোলাবর্ষণ করেছি।''

কবি পত্রের উপরোক্ত অংশে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কিছু ঐতিহাসিক অপরাধমূলক তৎপরতা যেমন ইবলীসের অহংকার ও আদাম (আ.)কে সিজদাহ না করা, কি·ন'আন ইব্ন নূহে·র ঈমান না আনার করুণ পরিণতি, ফির'আউনের হটকারিতা, বনূ ইসরাঈলের বকনা পূজা, স·ালিহ· (আ.) এর গাভী হত্যা, ত·ালূত· বাহিনীর অপরাধ ও বিপর্যয়, কু·রায়শদের মুসলমানদেরকে সমাজচ্যুত করে রাখার লিখিত অঙ্গিকার, উহু·দ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মুনাফিকদের বিশ্বাস-ঘাতকতা ইত্যাদি আরো কিছু বিষয় বর্ণনা করে তিনি এদিকেই ইঙ্গিত করছেন যে, আমার শাস্তি দেখে মনে হয়, আমি উল্লেখিত অপরাধ সমূহের ন্যায় কোন বড় ধরনের অমার্জনীয় অপরাধের আসামী। বস্তুতঃ আমি আদৌ কোন অপরাধ করিনি। এটা কেবল মিথ্যা অভিযোগ ও গুজব বৈ কিছু নয়। একদল পথভ্রষ্ট নিন্দুক ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে আমার বিরুদ্ধে এক মিথ্যা বানোয়াট মামলা দায়ের করেছে। অতঃপর কবি আরো বলেনঃ[১]

"كيف لا تتضرم جوانح الأكفاء (النظراء) حسدا لى على الخصوص بك، وتتقطع أنفاس النظراء منافسة فى الكرامة عليك؟ و كيف وقد زانتى رسم خدمتك، وزهانى وسم نعمتك، وابليت البلاء الجميل فى سماطك (صفك) وقمت المقام المحمود على بساطك.. وهل لبس الصباح إلا بردا طرزته بفضائلك، وتقلدت الجوزاء إلا عقدا فصلته بمآثرك، واستملى الربيع إلا شاء ملأته بمحاسنك، وبث المسك إلا حديثا أذعته فى محامدك؟ ما يوم حليمة بسر. ولم أكسك سليبا، ولا حليتك عطلا، ولا وسمتك غفلا بل وجدت آجرا وجصا فبنيت، ومكان القول ذا سعة فقلت. حاش لك أن أعد من العاملة الناصبة، وأكون كالذبالة المنصوبة تضئ للناس وهى تحرق، فلك المثل الأعلى وهو بك، وبى فيك أولى"

''সমকক্ষদের পাঁজর শিরা আমার প্রতি হিংসায় বিশেষ করে আপনার ব্যাপারে কেমন করে প্রজ্জলিত হবে না? আপনার দরবারে প্রাপ্ত মর্যাদার প্রতিযোগিতায় সমকক্ষদের কেমন করে শ্বাসরুদ্ধ হবে না? আপনার সেবার লৌকিকতা আমাকে কেমন আনন্দিত করেছে? আপনার দেয়া উপহার ও দানের স্ফূলিঙ্গ আমাকে কতইনা বিকীর্ন করেছে। আমি আপনার নৈকট্যে রূপসী দূর্দশাকে দূর্বল করে দিয়েছি। আপনার উদারতায় আমি এক প্রশংসিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছি। প্রভাত কি কেবল এমন এক চাদর পরিধান করেছে, যাকে আমি আপনার মর্যাদার সূচিকর্মে সজ্জিত করেছি। দু'টি জমযম কি কেবল একটি হার গলায় পরেছে, যা আমি আপনার স্মরণীয় কীর্তিকর্মে পার্থক্য করেছি। বসন্ত ঋতু কি কেবল এমন এক স্তুতিতে ধন্য হয়েছে, যাকে আমি আপনার রূপে-গুণে ভরপুর করেছি। মৃগ-সৌরভ কেবল এক নব-তারুণ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যাকে আমি আপনার প্রশংসায় বিলিয়ে দিয়েছি। হ·ালীমাহ যুদ্ধদিবস তো গোপন নয়। আর আমি আপনাকে উলঙ্গ অবস্থায় বস্ত্র পরিধান করাই নি— ভূষন শুন্য অবস্থায় অলংকৃত করিনি এবং অজ্ঞাত ও অপরিচিত অবস্থায়ও চিহ্নিত করেনি বরং ইষ্ট-টালি ও চুনো-বালির নাগাল পেয়ে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছি।''

এখানে কবি গভর্ণর আল-জাহওয়ারকে লক্ষ্য করে বলছেন যে, আপনার রাজ-দরবারে আমার উচ্চ পদ-মর্যাদা দর্শনে সমপর্যায়ের লোকেরা ঈর্ষান্বিত হওয়া স্বাভাবিক এবং আপনার পৃষ্ঠপোষকতায় আমি মাক·ামে মাহ·মূদে অধিষ্ঠিত হয়েছি। আপনার কীর্তিকর্মের মনিমুক্তা খচিত স্তুতিহার কাব্যিক রচনা শৈলীর মাল্যফিতায়

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রথিত করে আমি তা আপনাকে উপহার দিয়েছি। আর এসব কাব্যমালায় বর্ণিত গুণাগুণ কোন অতিরঞ্জন কিংবা অত্যুক্তি ছিল না বরং তা ছিল আপনার বাস্তব ও সুস্পষ্ট গুণ-কীর্তি।

কবি এ সময় কারাগারে এক দুর্বিষহ জীবন যাপনে অতিষ্ঠ হয়ে স্বীয় আত্মাকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়ার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। মাতৃভূমি কর্ডোভাকে এক নজর দেখার জন্য তাঁর মন উথলা হয়ে উঠে। গভর্ণর আবূ আল-হ·যা·ম যেমন ছিলেন তাঁর নিকট সর্বাপ্রেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব, তদ্রুপ মাতৃভূমি কর্ডোভাও ছিল তাঁর নিকট নিরাপদ আশ্রয় স্থল ও মাথা গুজার ঠাঁই। যেমন কবি তাঁর মনের এ অবস্থা বিবৃত করে বলেছেনঃ[১]

"إن الوطن محبوب، والمنشأ مألوف، واللبيب يحن إلى وطنه حنين النجيب (البعير) إلى عطنه (مبركه) والكريم لا يجفو أرضا فيها قوابله (دایاته) ولا ينسى بلدا فيها مراضعه هذا إلى مغالاتي بعقد جوارك، ومنافستي في الحظ من قربك، واعتقادي أن الطمع في غيرك طبع (دناءة) والغنى من سواك عفاء، والبدل منك عوز (فاقة) والعوض لفاء (خسة). وما هذه البراءة ممن يتولاك؟ والميل عمن لا يميل عنك، وهلا كان هواك فيمن هواه فيك، ورضاك لمن رضاه لك"

"নিশ্চয় মাতৃভূমি অতিপ্রিয় ও আদি-নিবাস অতি সুপরিচিত হয়। বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি স্বদেশ প্রেমে এমন ভারাক্রান্ত হয়, যে রূপ উন্নত জাতের উষ্ট্রি স্বীয় আস্তাবলের প্রতি গভীর অনুরাগে ছটফট করে। একজন কৌলিন ব্যক্তি এমন কোন স্থানকে অবজ্ঞা করে না, যেখানে তার ধাত্রী মায়েরা রয়েছেন। আর ঐ শহরকে ভূলে থাকতে পারে না, সেখানে তার দুধ-মা গণ রয়েছেন। এটা আপনার পড়শীর প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের বিনিময়ে আমার চড়া মূল্যে ক্রীত বস্তু, আর আপনার নৈকট্য লাভে আমার ভাগ্য প্রতিযোগিতা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনি ছাড়া অন্যের প্রতি লালায়িত হওয়া কেবল হীনমন্যতার পরিচয় এবং অন্যের মূখাপেক্ষী না হয়ে স্বচ্ছল থাকাটা শিষ্টতারও বেশ অনুকূল। তোমাকে বিনিময় করা মূলতঃ দরিদ্রতা আর বিনিময়ে গৃহীত বস্তু অতি তুচ্ছ। যে আপনাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলো, তার পক্ষ থেকে মুক্তির দাবী করা এটা কেমন দোষ ? যে আপনার প্রতি নিরাসক্ত নয়, এটা তার কিরূপ অবনমন? আপনার কারণে যে তাকে ভালবেসেছে, তার প্রতি আপনার ভালবাসা এবং আপনার কারণে যে তার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, তারপ্রতি আপনার সন্তুষ্টি কি ছিল না?"

অতঃপর কবি ইব্ন য·ায়দূন পত্রের পরিসমাপ্তিতে গভর্ণর আবূ আল-হ·যা·মের নিকট স্বীয় স্বাধীনতা ফিরিয়ে পাবার আকুল আর্তনাদ ব্যক্ত করে বিনয়াবেদন মুলক একটি চমৎকার কবিতা সন্নিবেশিত করেছেন, আর পত্রের যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন এভাবেঃ[২]

"هب ذنبا لحرمة، واشفع نعمة بنعمة، ليتأتى لك إلا حسان من جهاته، وتسلك إلى الفضل من طرقاته"

"মান-মর্যাদার তাগিদে অপরাধের মার্জনা কবুল করুণ এবং কল্যাণের সাথে কল্যানকে নিবিষ্ট করে নেন। তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যেন অনুকম্পা ও বদান্যতার আগমন ঘটে এবং তাঁরই আদর্শ পথে যেন খ্যাঁতি ও মর্যাদায় পদার্পণ করতে পারেন।"

উপরোক্ত পত্রটি পাঠ করলে মনে হয়, এটা গভর্ণর আবূ আল-হ·যা·মের হৃদয়কে কবির প্রতি অবনমিত করার লক্ষ্য-অর্জনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। পত্রের বাচন-ভঙ্গিমায় অহেতুক কৃত্রিমতা ও অপ্রচলিত শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। এর মধ্যে একদিকে যেমন বহু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ও প্রবাদ-প্রবচনের আধিক্য বিদ্যমান রয়েছে, অপর দিকে কু·রআনের আয়াত, হ·াদীছ শারীফ এবং কবিতা দ্বারাও বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা-

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১

২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে পাঠকবর্গ এটা পাঠে যেমন প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন, তেমনি এর অর্থ উদঘাটন ও গঠন-আকৃতি বিশ্লেষণেও সমভাবে অনুপ্রাণিত হন। উক্ত পত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[১]

"أن موضوع الاستعطاف يقتضى دقة فى العاطفة وتلهفا حارا يرسم المستعطف فى عذاب وضيق، ولعمرى إن هذه الصفة لا تظهر جلية فى هذه الرسالة، وإنما الذى يسيطر عليها الصنعة والمعرفة التى تتجلى خلال عباراتها، فتأتى الرسالة متنا مشحونا بالأمثال والوقائع والأشعار، لا صرخة تنبض بالحسرة والتلهف والألم الدفين"

"বিনয়াবেদন মূলক বিষয়বস্তুর চাহিদা হলো- এর ভাবাবেগ হবে খুব তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণ অনুশোচনায় ভরপুর, যা অনুকম্পা প্রার্থীকে দুঃখ-যাতনা ও ক্লেশের মধ্যে চমৎকার ভাবে চিহ্নিত করবে। কিন্তু আমার জীবনের শপৎ, উক্ত পত্রে এই গুণাগুণ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়নি বরং এর বর্ণনা ও বাক্যবিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে শিল্প-নৈপূণ্য ও সাড়ম্বর কারুকার্যতার যে আধিপত্য প্রকাশ পেয়েছে, তাতে প্রবাদ-প্রবচন, ঘটনাপুঞ্জ ও কাব্যমালার সংযোজনে পত্রটির ভাষা কঠিন হয়ে পড়েছে। এটার মধ্যে অনুতাপ, অনুশোচনা ও হৃদয়ের সুপ্ত ব্যথা হতে নিঃসৃত কোন বিলাপ ধ্বনি নেই।"

আল-হায·ালিয়্যাহ ও আল-জিদ্দিয়্যাহ নামক পত্র দুটির মধ্যেই ইবন য·ায়দূনের গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর বর্ণনায় কখনো সিজ' পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। তবে শুধুমাত্র আল-হায·ালিয়্যাহ পত্রে আমরা সিজ' পদ্ধতির কিছুটা আভাস পেয়ে থাকি। পত্রদ্বয়ে উল্লেখিত প্রবাদ-প্রবচন, বিখ্যাত ঘটনাপুঞ্জ ও ঐতিহাসিক নামাবলীর আধিক্যের তুলনায় মুল বিষয়বস্তুর আলোচনা অতিঅল্প ও দূর্বল হয়ে পড়েছে। একই অর্থের উপর একাধিক প্রতিবাক্য বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইবন আল-'আমীদ, আল-স·াহি·ব ইবন আল-'আব্বাদ, হামাদানী, খাওয়ারিয·মী প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনাশৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পত্রদ্বয়ে সংকলিত অধিকাংশ কাব্যচরণে কবির কোন ইঙ্গিত নেই। কু·রআন ও হ·াদীছের উদ্ধৃতি কখনো হুবহু শব্দে, আবার কখনো কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তন ঘটিয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নীতিকথা ও উপকথার অন্তর্ভূক্তিও তাতে হুবহু কিংবা পরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায়।[২]

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আহ·মাদ দ:ায়ফ ইবন য:ায়দূনের গদ্যশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ[৩]

"لقد عرف ابن زيدون كيف يأتى فى كتاباته بالتناسق فى المعانى والألفاظ، بل عرف أن يأتى بهذا التناسق فى التأليف والجمع، وكيف يتصيد كلام غيره ويرصفه رصفاً جميلا، كما أمكنه أن يرسم لنفسه منهجاً جمع فيه كل معلوماته، واختار منها ما يناسب حاجته وموضوعه، فكانت رسائله أنيقة جميلة، وكان كالمهندس الماهر الذى يعرف كيف يجمع بين الحجر والحجر، والمصور الفنان الذى يؤلف بين اللون واللون"

"লেখালেখির ক্ষেত্রে শব্দ ও অর্থবিন্যাস কিভাবে করতে হয়, ইবন য·ায়দূন এর তা ভালভাবে রপ্ত ছিল। অধিকন্তু তাঁর সার্বিক জ্ঞান-ভান্ডারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিস্কার এবং তা থেকে প্রয়োজন

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ.১৯০

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

মাফিক সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যেভাবে নিজের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তদ্রূপ কোন বিষয় একত্রিত ও সংকলিত করার ক্ষেত্রেও উক্ত বিন্যাস-পদ্ধতির সার্বিক প্রয়োগ এবং কিভাবে অন্যের কথা ও ভাষা আয়ত্বে এনে তা স্বীয় রচনায় চমৎকার ভাবে সন্নিবেশিত করা যায়, তাঁর ভালভাবে জানা ছিল। ফলে তাঁর পত্রাবলী অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন এমন একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর ন্যায়, যিনি প্রস্তর খন্ড খাপে খাপে বসিয়ে গাঁথুনি রচনা করেন এবং এমন এক বিজ্ঞ চিত্রশিল্পীর ন্যায়, যিনি বিভিন্ন রঙ্গের সংমিশ্রণ ঘটান।''

মোট কথা ইব্ন য·ায়দূন এর কৃতিত্ব ও অবদান শুধুমাত্র কাব্য রচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, গদ্যশৈলীতেও তাঁর মধ্যে অপূর্ব প্রতিভার সমাহার লক্ষণীয়। পত্রদ্বয়ে যদিও তিনি সিজ' পদ্ধতি অবলম্বন করেননি, তথাপি ছন্দবদ্ধতাও তিনি পুরোপুরি পরিহার করেননি। ফলে আমরা তাঁর পত্রদ্বয়ের বাক্যগুচ্ছ পরস্পর সংলগ্ন ও অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পাই। এর মধ্যে উল্লেখিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্বাবলী, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। উক্ত পত্রদ্বয় বর্ণনার সাবলিলতা ও ভাষালংকারে 'আরবী সাহিত্যে বেশ খ্যাঁতি অর্জন করেছে। তবে এর রচয়িতা ইব্ন য·ায়দূন এর খ্যাঁতি গদ্য-লিখক হিসেবে নয় বরং কবি হিসেবেই তিনি আজ আমাদের নিকট সমধিক পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইব্ন য·ায়দূন এর কাব্য-প্রতিভা ও তার মূল্যায়ন ঃ

স্পেনীয় 'আরব কবিদের মধ্যে ইব্ন য·ায়দূন ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। তাঁর দূর্লভ সাহিত্য প্রতিভা, সৃজনশীল ব্যঞ্জনা, বর্ণনার সাবলিল ভঙ্গিমা ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্য তাঁকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্যতা দান করেছে। ইতিপূর্বে যে সকল পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ ইব্ন য·ায়দূনকে নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন, তাদের সবাই তাঁর কাব্য- প্রতিভার উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন। এখানে তাঁর কাব্য-সংকলনের পুণঃপর্যালোচনা করার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই। তথাপি তাঁর কারাগারে থাকাবস্থায় আবূ হ·াফস· ইব্ন বুরদ এর নিকট পাঠানো কবিতাগুচ্ছ আমরা এখানে উল্লেখ করবো, যার বিস্ময়কর শৈল্পিক বুনুন আমাদেরকে অভিভূত ও পরিতুষ্ট করেছে। যেমন কবি বলেনঃ[১]

رعا أشرف بالمر ✧✧ ءعلى الآمال، ياس

ولقد ينجيك إغفا ✧✧ ل ويردیك احتراس

والمحاذير سهام ✧✧ والمقادير قياس

ولكم أجدى قعود ✧✧ ولكم أكدى التماس

وكذاالدهر إذا ما ✧✧ عز ناس ذل ناس

"নৈরাশ্য কখনো মানুষকে আশা-আকাংখার দিকে ধাবিত করে।"

"কর্তব্য-কর্মে অবহেলা নিশ্চয় তোমাকে অনেক সময় মুক্তি দিবে। আর সতর্কতা অনেক সময় তোমাকে অকালে ধ্বংস করে দিবে।"

"বিপজ্জনক বস্তু হলো তীর সদৃশ, আর পরিমিত বস্তু হলো ধনুক সদৃশ।"

"চুপচাপ বসে থাকা তোমার জন্য অধিক উপযোগী, আবার কোন কিছু ভিক্ষা চাওয়া তোমার জন্য চরম ব্যর্থতা।"

"এভাবে কালচক্রও কতিপয় ব্যক্তিকে সম্মানিত আর কতিপয় ব্যক্তিকে অপমানিত করেছে।"

উল্লেখিত কবিতার তক্তকে স্বচ্ছ সূর-মাধুর্যে কবির অন্যান্য কবিতার সাথে এর ঐকতানও উপলব্ধি করা যায়। তাঁর এ সকল মর্মস্পর্শী কবিতা প্রকাশিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করে পাঠকবর্গ সকাশে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সম্ভবতঃ কবি ইব্ন য·ায়দূন প্রাচ্যের আবূ নাওয়াস, আবূ তাম্মাম, আল-মুতানাব্বী, ইব্ন আল-মু·তায, আল-মা·আররী প্রমুখের ন্যায় বড় বড় কবিদের যেসব কবিতা অধ্যয়ন করেছিলেন, তিনি এগুলোকে কেবল সঙ্গীতের রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বতন কবিদেরকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেরকেও অনুসরণ করেছেন।[২]

কবি ইব্ন য·ায়দূন 'আরবী মেজাজ ও রসবোধ নিয়ে সমকালীন স্পেনীয় পরিবেশ ও প্রকৃতির অপরূপ জৌলুসের প্রলেপ মাখিয়ে কাব্যরচনা করেছেন। জাহিলী যুগ থেকে তাঁর সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত যে বিশাল সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় 'আরবী কাব্যমালা সমৃদ্ধি ও পরিতুষ্ট লাভ করেছিল, তিনি তা থেকে স্বীয় কবিতাচর্চার

---

১ দীওয়ান ইব্ন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা· (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ.১১৬

২ ড· শাওকী দ·ায়ফ, ইব্ন য·ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা·আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে তেমন কোন বর্ধিত পরিসর পরিলক্ষিত হয়নি। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: জাওদাত আল-রিকাবী বলেনঃ[১]

"কবি ইব্ন য·ায়দূন সমকালীন কাব্যিক বিষয়বস্তুর উপর কবিতাচর্চা করেছেন। তবে প্রণয়, স্তুতি ও বিনয়াবেদন মূলক বিষয়বস্তুতে তাঁর মহান কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে।"

বস্তুতঃ কবি ইব্ন য·ায়দূন এর কাব্য-প্রতিভাকে আমরা দু'ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। একদিকে তিনি ছিলেন একজন অন্তর্মূখী কবি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রণয়-কাহিনী, ক্রীড়া-কৌতুক, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি বিষয় কাব্যের আরশীতে চমৎকার ভাবে প্রতিবিম্বায়ন করেছেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন একজন রাজকীয় কবি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি বড় বড় পদ-মর্যাদা মন্ত্রীত্বের আওতায় ঘুরপাক খেয়েছেন। সমকালীন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজ প্রাসাদগুলোর আঙ্গিনায় আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-বিনোদে মত্ত ছিলেন। আবার কখনো সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জেল খেটেছেন। অতঃপর সেখান থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। সুতরাং কবি ইব্ন য·ায়দূন তাঁর কবিতায় এসব রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস, অভিজাত বন্ধু-বান্ধবদের স্তুতি, শাসকবর্গের প্রশংসা কিংবা তোষামোদ ইত্যাদি বিষয় অতি হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।[২]

কবি ইব্ন য·ায়দূন ছিলেন পুর্বতন 'আরব কবিদের একজন খাঁটি প্রতিনিধি। তিনি স্বীয় কাব্যগুচ্ছে পুরাতন ও নতুনত্বে কোন পার্থক্য না করে পুর্ববর্তীদের অনুকরণে 'আরবী কাব্যের সাধারণ স্টাইল ও সাবলিল প্রকাশ ভঙ্গির ব্যাপক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি সনাতনধর্মী ভাব ও অর্থ প্রয়োগে ছিলেন সিদ্ধহস্ত । ফলে তাঁর কবিতা একদিকে যেমন প্রাচীন কাব্যরসে সিক্ত হয়েছে, অপরদিকে অতীত থেকে সংগৃহীত 'আরবীর সাধারণ ভাব ও চেতনার সাথে সমকালীন ভিন্ন পরিবেশের দ্যুতনায় এক নতুন আমেজ সৃষ্টি করেছে। কবির মধ্যে প্রাচীনদের অনুকরণের প্রতি এক চুম্বকীয় আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল, যা তাকে অপরাপর 'আরব কবিদের অতি কাছাকাছি টেনে নিয়ে এসেছে। এজন্য আমরা তাঁর ও অন্যান্য 'আরব কবিদের ধ্যান-ধারণা ও কাব্যিক গতিধারার মধ্যে পরস্পর সাজুয্যতা লক্ষ্য করি। অধিকন্তু তাঁর কবিতা সমকালীন জীবন-বোধের সাথে স্পন্দিত হওয়ার কারণে অতীতের সাথে তাঁর সম্পৃক্তি স্পেনীয় ভোগবাদী জীবনকে চিত্রিত করতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

কবির কাব্য তাঁর আত্মা, প্রেম ও ভালবাসাকে গচ্ছিত রেখে জীবন যুদ্ধে চরম ব্যর্থতার আকারে তা উপস্থাপন করেছে। আর এগুলো কোন অলিক প্রজ্ঞালব্ধ বিষয় ছিল না বরং তা ছিল কবির আত্মজীবন বোধে স্পন্দিত এবং তাঁর বাস্তব ও তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল প্রেমানুভূতির সঠিক চিত্রায়ন। এ সম্পর্কে ড: শাওকী দ·ায়ফ বলেনঃ[৩]

"فقد انصرفت صاحبته عنه، وأفلتت منه، أماهو فلم ينصرف بل ظل تتبعها نفسه، وظلت كل خالجة من خوالجه تهفوا اليها– ولم يكن امام الاقتارته فذهب يلحن عليها شجونه وحنينه الدائب المستعر – فى لهفة ولوعة شديدة "

"প্রেয়সী তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু কবি তাঁর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এবং প্রেয়সীর পিছনে পিছনে ঘুরতে থাকেন। অতঃপর স্বীয় হৃদয়-মন ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আর একমাত্র গিটার ছাড়া তাঁর সামনে কিছুই ছিল না। ফলে এ গিটার তারেই স্বীয় ব্যথা বেদনা ও পাগল করা প্রেমজ্বালা করুণ সুরের মুর্ছনায় ঝংকৃত করতেন।"

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা·আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ১৯১

২ প্রাগুক্ত, ১৯৮

৩ ড: শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দুন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

যেমন এ জাতীয় এক কবিতায় কবি বলেনঃ[১]

حالت لفقدكم أيامنا ، فغدت ✧✧ سودا، و كانت بكم بيضا لياليا

إن جانب العيش طلق من تألفنا ✧✧ ومربع اللهو صاف من تصافينا

وإذ هصرنا فنون الوصل دانية ✧✧ قطافها ، فجنينا منه ماشينا

ليسق عهدكم عهد السرور فما ✧✧ كنتم لأرواحنا إلا رياحينا

يا جنة الخلد أبدلنا، بسلسلها ✧✧ والكوثر العذب، زقوما وغسلينا

"তুমি হারিয়ে যাওয়ার কারণে আমার জীবনের দিনগুলো পাল্টে গেছে। আর তা প্রভাতকে তমসাচ্ছন্ন ভাবে উদ্ভাসিত করেছে। অথচ তোমার প্রেমের ঢেরায় আমার রজনীগুলো ছিল জোছনামাখা আলোয় দীপ্তমান।"

"আমাদের পারস্পরিক সান্নিধ্যে যখন সুখের ক্ষেত্র ছিল সদা হাস্যোজ্জল এবং আমাদের নিবিড় প্রেমে যখন প্রমোদ প্রান্তর ছিল সদা সচ্ছ তকতকে।"

"আমরা যখন মিলন বৃক্ষের ফলমূলে ঝুঁকে পড়া ডালিগুলো মচকিয়ে দিলাম, তখন তা থেকে ইচ্ছে মত যা কিছু পাড়ার ছিল পেড়ে নিয়েছি।"

"তোমার আনন্দঘন যুগচক্রকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। আমার আত্মার জন্য তুমি ছিলে কেবল পুষ্পতুল্য।"

"হে জান্নাতে খুলদ! আমার জন্য তার দীঘল ছায়াঘেরা বৃক্ষ ও সুস্বাদু পানির ঝর্ণাকে যথাক্রমে জাহান্নামের অস্বস্তিকর খাবার য·াক্কূ·ম ও ঘিস্লীন এ রূপান্তরিত করে দাও।"

উক্ত কবিতায় প্রেয়সী কবিকে এড়িয়ে চলা সত্ত্বেও তার প্রতি কবির প্রেম, ভালবাসা ও নিবিড় সম্পর্কের আকুতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। এতে কবি তার প্রেমাহত হৃদয়ের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, বেদনাহত উষ্ণ-প্রেম আর উচ্চাঙ্গিন ভাবাবেগ গভীর ভাবে প্রতিফলিত করেছেন। আমরা তাঁর কাব্য-সংকলনে এ জাতীয় কবিতার বিপুল সমাহার লক্ষ্য করেছি। তন্মধ্যে "ذكرى ولادة" (ওয়াল্লাদাহর স্মৃতি) শিরোনামে যে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে, তা কবির সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এটা তিনি কারাগার থেকে পালানোর পর ক্ষমালাভের পূর্বে প্রেয়সী ওয়াল্লাদাহ'র প্রতি নিবেদন করেছিলেন। প্রকৃতির নৈশর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কর্ডোভার মনোহারী উপকণ্ঠে অবস্থিত সোরম্য য·াহরা প্রাসাদে এক সময় কবি বসন্তের উপচে পড়া স্নিগ্ধতায় গোলাপ-চামেলীর মোহিনী সুবাস আর ঘু ঘু, কোকিল ও পাপিয়ার সম্মোহিত তানে ওয়াল্লাদাহ'র কুলে বিমোহিত অবস্থায় সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু আজ তা কল্পনার অতীত। এসব হারানো স্মৃতি তাঁকে যখন মর্মপীড়ায় আচ্ছন্ন করে, তখন তিনি প্রেমিকার প্রতি হৃদয়ের এক গভীর আনচান ভাব ও উথলা টান অনুভব করেন এবং তার কোমল হাতের স্নিগ্ধ পরশ লাভের আকাংখায় ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ফলে দূর থেকে কবি তাঁর হৃদয় মাধবীকে মিনতি জানালেন এভাবে-[২]

"إني ذكرتك، بالزهراء، مشتاقا، ✧✧ والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا

وللنسيم اعتلال، في أصائله، ✧✧ كأنه رق لي، فاعتل إشفاقا[৩]

---

১ দীওয়ান ইবন য·ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক· আল-ত·াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক·ালাম), পৃ. ২২৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-৬০

৩ الاصائل ঃ শব্দটি 'الاصيل' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গোধূলী বা সন্ধ্যাকাল। অর্থাৎ স·ালাতে 'আস·র থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়কে 'আরবীতে আল-আসীল বলে।

Dhaka University Institutional Repository

الروض، عن مائه الفضى، مبتسم، ✧✧ كما شققت، عن اللبات، اطواقا

يوم، كأيام لذات لنا انصر مت، ✧✧ بتنا لها، حين نام الدهر، سراقا

نلهو بما يستميل العين من زهر ✧✧ جال الندى فيه، حتى مال أعناقا

كأن أعينه، إذ عاينت أرقى ✧✧ بكت لما بى، فجال الدمع رقراقا

ورد تألق، فى ضاحى منابته، ✧✧ فازداد منه الضحى، فى العين، إشراقا

سرى ينافحه نيلوفر عبق، ✧✧ وسنان نبه منه الصبح أحداقا

كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا ✧✧ إليك، لو يعد عنها الصدر أن ضاقا

لا سكن الله قلبا عق ذكر كم ✧✧ فلم يطر، بجناح الشوق، خفاقا

لوشاء حملى نسيم الصبح حين سرى ✧✧ وافاكم بفتى أضناه ما لاقى

لو كان وفى المنى، فى جمعنا بكم ✧✧ لكان من اكرم الأيام أخلاقا

يا علقى الأخطر، الأسنى، الحبيب إلى ✧✧ نفسى، إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا

كان التجارى بمحض الود، مذ زمن، ✧✧ ميدان أنس، جرينا فيه أطلاقا

فالآن، أحمد ما كنا لعهدكم، ✧✧ سلوتم، وبقينا نحن عشاقا !"

"আমি আকাংখায় উদ্বেলিত হয়ে য·াহরা প্রাসাদে তোমার সেই স্মৃতিকে স্মরণ করছি, যখন দিগ-দিগন্ত ছিল হাস্যোজ্জ্বল এবং মর্ত্য-দৃশ্য ছিল অপরূপ সুন্দর।"

"মৃদু-মন্দ বায়ুর সান্ধ্য প্রবাহ জীবানুতে আক্রান্ত। এটা যেন আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে অনুরাগে পীড়িত হয়ে পড়েছে।"

"তুমি যেমন ঘাড় বিদীর্ণ করে গলাবন্ধনে সজ্জিত হয়ে থাকো , তদ্রুপ পুষ্প কাননগুলো তার রূপালী আকণ্ঠে সদা প্রফুল্ল থাকে।"

"এটা আমাদের খসে পড়া সুখানন্দের দিবসগুলোর ন্যায় একটি দিবস। যুগ-পরিক্রমা যখন গভীর নিন্দ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে, আমরা তখন এগুলো উপভোগ করার জন্য পাকাচোরের ন্যায় জেগে উঠেছি।"

"য·াহরা প্রাসাদের এমন দৃষ্টিনন্দন বস্তু নিয়ে আমরা আমোদ-প্রমোদ করি, যার উপর সান্ধ্যকালীন শিশির বিন্দু ঘুরপাক খেয়ে আনত মুন্ডে ছড়িয়ে পড়লো।"

"সে তাকালে মনে হয় তার চক্ষুগুলো অনিদ্র। আর আমার জন্য ক্রন্দন করলে অশ্রু যেন ফোঁটায় ফোঁটায় উছলিয়ে পড়ে।"

Dhaka University Institutional Repository

"তার নার্সারীর আঙ্গিনায় গোলাপপুষ্প ঝকমক করছে। আর রোদেল দ্বিপ্রহর চোখের মধ্যে এর উজ্জ্বলতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে।"

"স্নিগ্ধ-ঘ্রান যুক্ত নিলুফার পুষ্প তার সুবাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর প্রভাত-লগ্ন এ ব্যাপারে চোখের পাতাকে সচেতন করে দিচ্ছে।"

সকল বস্তুই আমাকে তোমার প্রতি আমার প্রেমের স্মৃতিচারণ করতে উদ্দীপ্ত করে। আর তা থেকে অন্তর সংকোচিতও হয়নি।

"প্রভূ ঐ অন্তরকে প্রশান্ত করেননি, যা তোমার স্মৃতিতে দুঃখ পেয়েছে। সুতরাং প্রেমের পাশে কোন অস্থিরতা সহসা আগমন করেনি।"

"প্রভাত সমীরণ যদি তার গতিপ্রবাহে আমাকে বহন করে নিয়ে যেতে চায়, তবে তোমাকে তো এমন এক যুবক দ্বারা পরিতুষ্ট করে দিয়েছে, যাকে তার সংক্রামিত ব্যথা নিঃশেষ করেছে।"

"আমাদের সমাজে তোমার দ্বারা যদি আশা-আকাংখা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তবে তা হবে নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ঘটনা।"

"আমার হৃদয়ে ঝুলন্ত, হে মহান প্রেমিক! বন্ধুরাই উত্তম ও মুল্যবান বস্তুকে সংরক্ষণ করে থাকে।"

"দীর্ঘদিন ধরে মেলামেশার প্রান্তরে খাঁটি প্রেমের প্রতিযোগিতা চলছিল। আমি তথায় স্বাধীনভাবে চক্কর দিয়েছি।"

"আমি এখন আর তোমার ভূলে যাওয়া প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করি না, বেঁচে আছি কেবল প্রেমিক হিসেবে।"

উপরোক্ত কবিতায় কবি প্রকৃতির মোহনীয় পরিবেশ ও চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যের এক অপরূপ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর স্মৃতির অন্তরালে উচ্চাঙ্গিন ভাবাবেগ ও সূরের মুর্ছনায় চির-ভাস্বর হয়ে আছে এবং তাতে তাঁর বেদনাহত প্রেমাতুর হৃদয়ের গভীর আকুলতাও চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। এটা ছিল কবি ইবন য'ায়দূনের এক বিস্ময়কর অনন্যকীর্তি। এ সম্পর্কে ড: সায়্যিদ নাওফাল বলেনঃ[১]

"تموج فيها عاطفتان : عاطفة الماضى الجميل تكسبه الطبيعة الحلوة مزيدا من الحسن، وعاطفة الحاضر المحروم يكسو الطبيعة ثوباً من القتامة والكآبة. والشاعر إذا تحدث عن الماضى ابتسمت الطبيعة فى طلاقة الأفق وصفاء وجه الأرض وابتسام الروض وطرب الزهر وتألق الورد وإشراق الضحى، وإذا تحدث الحاضر تمثل له فى اعتلال النسيم وإشفاقه، بكاء الزهر، وجولان دمعه الرقراق، ونعاس النيلوفر، وبذلك يبدو اشتباك الطبيعة مع عواطف الشاعر التى يذكيها جو الذكرى باعثاً فى النفوس لحناً من الأسى والإشفاق والصدى العميق"

"এটা এমন এক ক:াসী:দাহ, যার মধ্যে দুটো আবেগ ও অনুভূতি তরঙ্গায়িত হয়েছে। একঃ স্বপ্নিল অতীতের উষ্ণ অনুভূতি, যা মনোরম পরিবেশ থেকে আহরিত। তবে তা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অতিরিক্ত। দুইঃ বঞ্চিত বর্তমানের এমন বেদনা বিধূর অনুভূতি, যা প্রকৃতিকে বিষাদমাখা ভূষণে অলংকৃত করেছে। কবি যখন সুখ-পিঞ্জর ঘেরা অতীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন দিগ-দিগন্তের প্রফুল্লতা, ধরাধামের শুভ্রতা, কুসুম-কাননের স্মিত হাস্যরস, পুষ্পরাজির উদ্যম-নৃত্য, গোলাপের সৌরভ আর মধ্যাহ্নের উজ্জল রোদ্রতায় প্রকৃতি যেন

---

১ ড: সায়্যিদ নাওফাল, শি'র আল-ত:াবী'আহ ফী আল-আদাব আল-'আরবী (ক'ায়রো, ১৯৪৫ খৃ.), পৃ.২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

হাসির বন্যা প্রবাহিত করেছে। আবার তিনি যখন ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত বর্তমানকে নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন, তখন তার পীড়িত ও দূষিত আবহাওয়া, সহানুভূতিশীল পরিবেশ, পুষ্পকলির ক্রন্দন ও অঝোর ধারায় অশ্রুপাত এবং নিলুফার নামক ফুলের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকৃতি কবির ঐ সকল অনুভূতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে, যা স্মৃতি চারণের প্রভাবে অন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে- অনুশোচনা আর শোকের করুণ সূরে গভীরভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।''

ড: শাওকী দ·ায়ফ উক্ত কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, কবির জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অনুভূতির হতে উৎকলিত এ আকুল প্রার্থনায় যা কিছু অনুরণিত হয়েছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি ছিলেন আশা-নিরাশায় দুদোল্যমান এক উদভ্রান্ত প্রেমিক। তাঁর চর্তুপার্শ্বের প্রাকৃতিক শোভা ও বসন্তের কোলাহল দর্শনে তিনি অনুভব করেছেন যে, সবকিছু তাঁর দুঃখে সমব্যথিত। ড: শাওকী আরো বলেন, আমরা যদি দাবী করি এই খন্ড কবিতাটি কবির পরিপূর্ণ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল, যার অস্তিত্ব পশ্চিমা 'আরবী কাব্যে খুব কমই পাওয়া যায়, তবে তা অত্যুক্তি হবে না। কবি তাঁর অন্যায়-অবিচারে নিষ্পেষীত আত্মা ও মানসিক উৎপীড়ন উপরোক্ত কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির শ্যামলি আঙ্গিনায় যেভাবে জনসমক্ষে প্রদর্শিত করেছেন, ঠিক তদ্রুপ স্বীয় অনুরাগ ও উষ্ণ-প্রেম কবির প্রতিভা-সিক্ত নির্ঝর বর্ণনায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর জীবনের সবকিছু যেন প্রেমের প্রজ্জলিত অগ্নিস্ফূলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে। এ পৃথিবীতে কেবল হা-হুতাশ ও অশ্রুপাত ছাড়া কবির কোন গত্যন্তর ছিল না।[১]

তাঁর দীওয়ানের উল্লেখিত এ কবিতা দু'টোতে কবির কাব্য-প্রতিভার মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এটা যেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির প্রতি এক ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ ছিল।[২] আমরা দেখতে পাই, কবির প্রেমাসিন্ধুর উত্তাল-তরঙ্গ আছড়েপড়া অতীত স্থানগুলোতে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ মিশ্রিত উষ্ণ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ করেছেন, যা তাঁর চোখের সামনে সদা ছিল ভাসমান। অথচ ছলনাদেবী ওয়াল্লাদাহ সেগুলো তার স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলেছে।

কবি ইবন য·ায়দূন স্পেনের একজন প্রধান মানস-উত্তেজক কবি ছিলেন বললে অতিরঞ্জিত হবে না। তিনি স্পেনীয় 'আরবী প্রণয় কাব্যের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি হৃদয়ের বাতাবি-লেবুর রস নিংড়িয়ে এমন সুললিত কাব্যরচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে একাধারে পারিপার্শিক প্রভাব, অনুভূতির প্রাবল্য, গভীর প্রেম, নিদারুণ মনস্তাপ আর দৈহিক যাতনার নিষ্পেষণে এক করুণ আর্তনাদ। পরবর্তী কালে মুওয়াশশাহ·া ও য·াজাল রচয়িতাগণ তাঁকে অনুসরণ করে সঙ্গীত রচনা করেছেন। আমরা তাঁর কাব্যধারায় শব্দচয়ন, অর্থ ও ভাব বিন্যাসে বহু অভিনবত্ব খুজে পাই, যা কবির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ ও অনন্য কাব্য-প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তিনি স্বীয় আবেগ ও চেতনাবোধের বহু টানায় যেরূপ কবিতা চর্চার প্রেরণা লাভ করেছিলেন, তদ্রুপ 'আরবী ভাষার সার্বিক রসকষ আহরণ ক্রমে সম্ভাব্য সঙ্গীত উপকরণও বের করে নিয়ে ছিলেন। আর তা থেকে তাঁর বিপর্যস্ত আত্মার আর্তি অপূর্ব রূপ-সৌন্দর্য লাভ করেছে। পরবর্তীতে প্রাচীন ও আধুনিক 'আরব প্রাজ্ঞগণ এসব উপকরণকে আশ্রয় করে কবি ইবন য·ায়দূনের সাথে কাব্য প্রতিযোগিতা করে প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় অবতীর্ণ হন। এদের মধ্যে স·াফী আল-দ্বীন আল-হ·ালী, আল-স·াফদী, শাওকী প্রমুখ কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩]

---

১ ড: শাওকী দ·ায়ফ, ইবন য·ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৪২

২ প্রাগুক্ত।

৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচকদের দৃষ্টিতে ইবন্ য‘ায়দূন ও তাঁর কবিতা ঃ

‘আরবী কাব্য সমালোচকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কবি ইব্ন য‘ায়দূন একজন প্রথম সারির স্পেনীয় ‘আরব কবি ছিলেন। বাক্য-প্রকরণ ও সাহিত্যিক ব্যঞ্জনার প্রাচুর্যে তিনি ছিলেন পাহাড়সম পরিপক্ক। ঐতিহাসিকগণ তাঁর গীতিকবিতার গৌর চন্দ্রিমা ও চটকদার রচনাশৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর কবিতায় এসব উপক্রমনিকার বেশভূষা কাব্যের কথা ও বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী কখনো ছিল দূর্বোধ্য কঠিন শিলা, আবার কখনো ছিল বালির নরম প্রাসাদ। প্রাচীন কাল থেকে বহু সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক তাঁর সাড়ম্বর ও সুবিন্যাস্ত কাব্যস্তবক দর্শনে বিস্মিত হয়েছেন। তাঁরা এগুলোর মধ্যে সঙ্গীতের তীক্ষ্ণ ও চপল সুর লহরীরও আভাস পেয়েছেন। আর এজন্য কবি ইবন য‘ায়দূনকে সিরিয়ান কবি বুহ‘তারীর সাথে তুলনা করা হয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ইব্ন বাস্সাম বলেনঃ[১]

"يقول بعض أدبائنا : إن ابن زيدون بحترى زماننا، وصدقوا لأنه حذا حذو الوليد في بعض قصائده"

"আমাদের কোন কোন সাহিত্যিক বলেন, আমাদের যুগের বুহ‘তারী হচ্ছেন ইব্ন য‘ায়দূন এবং তারা যা বলেছেন তা সত্যও বটে। কেননা তিনি তাঁর কতিপয় কাব্যে আল-ওয়ালীদ (বুহ‘তারী) কে অনুসরণ করেছেন।"

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কবি ইব্ন য‘ায়দূন এর কাব্যিক সুর-প্রবাহ আমাদেরকে আল-বুহ‘তারীর কবিতা ও তাঁর সাঙ্গেতিক সুমিষ্টতা স্বরণ করিয়ে দেয়। অধিকন্তু এটা এও প্রমাণ করে যে, ইব্ন য‘ায়দূন এর কাব্যগুচ্ছ আদি ‘আরবী রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে সম্পাদিত এবং এটা ‘আরবী বনেদী কবিতা ও সংকলন অনুশীলনে গড়ে উঠা কাল্চারেরই ফলোশ্রুতি। আর এ কারণেই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছেন এবং তাঁর কাব্যশরীরে পূর্ববর্তীদের কাব্যিক জুতো পরিধান করিয়ে দিয়েছেন।

কবি ইব্ন য‘ায়দূন এর অনুকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ইব্ন বাস্সাম দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। যে সকল কবিতায় ইব্ন য‘ায়দূন অন্যের কাব্য হতে শব্দ, অর্থ কিংবা ভাব চয়ন করেছেন, সে সব কাব্যের সমালোচনায় তিনি কবিকে কোন ধরনের ছাড় দেননি। প্রথমতঃ তিনি কবির উন্নতমানের কাব্যমালা পেশ করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির সার্বিক প্রতিফলন ঘটিয়ে এর ব্যাপক পর্যালোচনা করেছেন। সুতরাং তাঁর কবিতায় শব্দ কিংবা অর্থের দিক দিয়ে কোন পূর্বতন কবির কবিতার সাথে মিল খুঁজে পেলে ইব্ন বাস্সাম ঐ কবির কবিতা থেকে তা ধার করা হয়েছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।[২] যেমন কবি ইব্ন য‘ায়দূন সেভিলের গভর্ণর আল মু‘তাদি‘দ এর প্রশংসায় রচিত এক কাব্যে বলেনঃ[৩]

وما ولعي بالراح إلا توهم ✧✧ لظلم به كالراح لو يترشف

وتذكرني العقد المرن جمانه ✧✧ مرنات ورق في ذرى الأيك تهتف

"তিনি বস্তুতঃ মদে আসক্ত নন। প্রচুর মদ্যপানে অভ্যস্ত দন্তরাজির ন্যায় তাঁর দাঁতও ঝকঝকে হওয়ার কারণে এটা কেবল ভ্রান্ত ধারণা।"

---

১ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কা‘য়রো ঃ দার আল-মা‘আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২০৩-২০৪

২ ড: শাওকী দা‘য়ফ, ইবন য‘ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা‘আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৩৮

৩ দীওয়ান ইবন য‘ায়দূন, সম্পা. ড: ‘উমার ফারূক‘ আল-তা‘ব্বা‘ (বৈরুত ঃ দার আল-কা‘লাম), পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

"এর মুক্তাদাঁনা আমাকে ব্যাথিত-সুর সৃষ্টিকারী মাল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর খেজুর বৃক্ষের ঝরিত পল্লবে সুরেলা কবুতরীর করুণ কণ্ঠে বাকবাকুম রব ধ্বনিত হয়।"

ইবন বাসসামের মতে কবি ইবন য'ায়দূন উল্লেখিত পংক্তি দুটোর প্রথমটিতে আল-মুতানাব্বীর একটি চরণের শব্দবিন্যাসকে অনুসরণ করেছেন। অপরটিকে আবূ তাম্মামের একটি চরণ নকল করেছেন। নিম্নে চরণ দুটো যথাক্রমে উদ্ধৃত হলোঃ[১]

وما شرقي بالماء الا تذكرا ✧✧ لماء به اهل الحبيب نزول

"আমি যখনই পানি পান করেছি, প্রেমিক পরিবারের ঐ আকণ্ঠ স্মরণে তা কেবল গলায় আটকিয়ে যায়, যা নিয়ে তারা সমাগত হয়েছিল।"

بالحلي إن قامت ترنم فوقها ✧✧ حماما إذا لاقى حماما ترنما

"সে অলংকারে সজ্জিত হয়ে দাড়ালে তার উপর এমনভাবে গানের সূরে আবৃত্তি করে, যেমন কপোত-কপোতি পরস্পর মূখোমূখী হলে বাকবাকুম রবে কুজন করে।"

এভাবে ইব্ন বাস্সাম কবি ইব্ন য'ায়দূনের প্রশংসাগীতির মধ্যে নিম্নের তিনটি চরণ আল-বুহ'তারীর কবিতা হতে নকল করা হয়েছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ চরণগুলো হলোঃ[২]

طلاقة وجه في مضاء كمثل ما ✧✧ يروق فرند السيف والحد مرهف

ولما حضر نا الإذن والدهر خادم، ✧✧ تشير فيمضي، والقضاء مصرف

وصلنا فقبلنا الندى منك في يد، ✧✧ بها يتلف المال الجسيم ويخلف

"আঘাত ও বেদনায় হাস্যোজ্জল মুখাবয়ব এমন দেখায়, যেমন শাণিত ও তীক্ষ্ণ তরবারীর ধাঁর ঝকমক করে।"

"তুমি ইঙ্গিত করছো যে, যুগ-পরিক্রমা এক সেবক আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল। এমতাবস্থায় আমরা যখন অনুমতিপত্র উপস্থাপন করলাম, সে তখন অবিচল রয়েছে।"

"আমরা পৌছে তোমার কাছ থেকে এমন হাতে উপহার গ্রহণ করলাম, যা দ্বারা অঢেল সম্পদ বিনষ্ট এবং বিরোধিতা করা হয়।"

উপরোক্ত প্রথম চরণে বুহ্তারীর নিম্নের পংক্তিটি নকল করা হয়েছে,

ويحسن دلها والموت فيه ✧✧ كما يستحسن السيف الصقيل

"তার আচার আচরণে মরণ নিহীত থাকা সত্ত্বেও এটা এমন চমৎকার হয়েছে, যেমন ধারালো তরবারীকে খুবই উত্তম মনে করা হয়।"

এ ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ দুটিও আল-বুহ'তারীর ভীতি সম্পর্কিত নিম্নের কবিতাগুচ্ছ হতে ধার করা হয়েছে।[৩]

ولما حضرنا سدة الاذن اخرت ✧✧ رجال عن الباب الذى انا داخله

فأفضيت من قرب الى ذى مهابة ✧✧ أقابله بدر التم حين أقابله

---

১ ড: শাওকী দ'ায়ফ, ইবন য'ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৩৯

২ দীওয়ান ইবন য'ায়দূন, সম্পা. ড: 'উমার ফারূক' আল-ত'াব্বা' (বৈরুত ঃ দার আল-ক'লাম), পৃ. ১৫৩, ১৫৫-৫৬

৩ ড: শাওকী দ'ায়ফ, ইবন য'ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ولما تأملت الطلاقة وانثنى ✧✧ الى بيشر آنستنى محائلة

دنوت فقبلت الندى من يد امرئ ✧✧ كريم محياه سباط انامله

''আমরা যখন অনুমতির আঙ্গিনায় উপস্থিত হলাম, তখন আমি যে ফটক দিয়ে প্রবেশ করবো, সেখান থেকে লোকদেরকে সরিয়ে দেয়া হলো।''

''অতঃপর আমি অতি সন্নিকট থেকে নিজেকে সমীহযোগ্য ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করলাম। আমি তাঁর মুখোমুখি হলে মনে হয় যেন পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের সম্মুখীন হয়েছি।''

''যখন আমি চলে আসার সংকল্প গ্রহণ করেছি, ঠিক এমতাবস্থায় এক মহিলা আমার কাছে এক ব্যক্তি নিয়ে হাজির হলো, যার ঔদ্ধত্য আচরণ আমার আতিথ্য পোষণ করেছে।''

''আমি এগিয়ে কাছে গেলাম। অতঃপর এমন এক সম্মানিত দানবীর ব্যক্তির হাত থেকে উপহার গ্রহণ করলাম যার দানশীল হাতই হচ্ছে তার জীবন।''

উপরোক্ত ধারকরা শব্দ, অর্থ, ভাব ও ছন্দ ইত্যাদি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, কবি ইব্ন য:ায়দূন তাঁর পূর্বতন কবিদের কোন কবিতাই হুবহু নকল কিংবা অনুকরণ করেননি বরং তা ভিন্ন আঙ্গিক ও বেশভূষায় অলংকৃত করে স্বীয় কাব্যের আরশীতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত করেছেন। আর এটা সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার যে, অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কবির কবিতায় সমজাতীয় বিষয়বস্তু ও অর্থের প্রতিফলন স্বাভাবিক। সুতরাং সকল কবিকেই তার সতীর্থদের কবিতা হতে কিছু আহরণ করা কিংবা প্রাচীনদের কাব্যিক জুতো কোন কোন ক্ষেত্রে পরিয়ে দেয়া তেমন দূষণীয় নয়। কারণ, কবিতায় ভাব ও অর্থ হচ্ছে মূলতঃ প্রচলিত স্বর্ণ-মুদ্রার ন্যায়। স্বর্ণ-মুদ্রা যেমন উপাদানের দিক দিয়ে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কাঠামো, আকৃতি, মূল্যমান ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র মুদ্রা চালু রয়েছে, কবিতার জগতে অর্থ ও ভাবের প্রয়োগিক অবস্থাও ঠিক তদ্রুপ।[১]

ইব্ন য·ায়দূন ছিলেন স্পেনে 'আরবী কাব্য-বিপ্লবের রেনেসাঁ যুগের একজন খ্যাঁতিমান কবি। তাঁর কাব্যচর্চাকে সনাতনধর্মী কাঠামো থেকে আধুনিকীকরণে উল্লেখিত অবস্থার সৃষ্টি হওয়া প্রতিভার কোন বৈকল্যতা নয় বরং তিনি অতীত ঐতিহ্যের সাথে সমকালীন অনুভূতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর যে সকল কবিতা অন্যের কবিতা হতে ধার করা বলে অভিযুক্ত, তাও বিভিন্ন যুগে রচিত অপরাপর স্পেনীয় কবিদের কবিতা হতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নতমানের ছিল। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কোন কবির দু'চার পংক্তি যদি অপর কোন কবির কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়, তবে তা কোন দূষণীয় নয়। কবিদের বেলায় সচরাচর এরূপ ঘটে যায়। যেমন ইব্ন য·ায়দূন ছাড়াও তৎপূর্ববর্তী সকল কবির একই অবস্থা ছিল। এমনকি মু'আল্লাক·াহ কবি ত·ারাফাহ ইব্ন 'আব্দ আল-রিক্বীর একটি চরণ কবি সম্রাট ইমরু আল-ক·ায়স এর একটি চরণের সাথে প্রায় হুবহু মিলে গেছে। এজন্য ত·ারাফাহ'র কাব্য প্রতিভা নিয়ে কোন কটাক্ষ করা সমীচিন নয়। নিম্নে চরণ দু'টো উদ্ধৃত হলোঃ[২]

যেমন ইমরু আল-ক:ায়স বলেনঃ

وقوفا بها صحبى على مطيهم ✧✧ يقولون لا تهلك اسى وتجمل

অনুরূপভাবে ত:ারাফাহও বলেনঃ

ووقوفا بها صحبى على مطيهم ✧✧ يقولون لا تهلك اسى وتجلد

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯-৪০

২ আল-ক·াযী সাজ্জাদ হু·সায়ন, আল-তাওশীহ·াত 'আলা আল-সাব' আল-মু'আল্লাক·াত (দিল্লী), পৃ. ৩,২০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত কবিতা দু'টির অর্থ একই, অর্থাৎ- ''আমার সাথীরা তাদের বাহনগুলো আমার পাশে দাঁড় করিয়ে বলতে লাগলো, তুমি অযথা অনুশোচনা করে নিজেকে ধ্বংস করো না বরং ধৈর্য ধারণ করো।''

এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করে জাহিলী যুগের প্রসিদ্ধ কবি 'আনতারাহ বলেনঃ[১]

هل غادر الشعراء من مزدم

''প্রাচীন কবিরা কি কোন শূন্যতা রেখে গিয়েছে (যা আমরা পূরণ করবো)?''

এ সম্পর্কে ড: শাওকী দ·য়ফ বলেনঃ[২]

''প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল 'আরবী গবেষকদের কাছে এটা সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, পরবর্তী কবিগণ অনেক ক্ষেত্রে পূর্বতন কবিদের ভাব ও বিষয় ধার করেছেন। কারণ দীর্ঘ অতীত থেকে বর্তমানের আগমন। সুতরাং পূর্ববর্তী কবিগণ যেভাবে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন, পরবর্তীদের দৃষ্টিতেও তা অনুরূপভাবে প্রতিভাত হয়েছে। আর এ অনুভূতির প্রতিফলনই আমরা সকল সাহিত্যে দেখতে পাই। বর্তমান কবিদের কাব্যগুচ্ছ কোন বিচ্ছিন্ন ভাব ও অনুভূতির ফসল নয় বরং তা নতুন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রাচীন খোলস পাল্টিয়ে নতুন আবরণে ভাব ও কল্পনার আত্ম-প্রকাশ মাত্র। তাঁরা কল্পনা শক্তিকে সুদূর অতীতে নিয়ে গিয়ে মানসিক ক্লান্তি দূর করতঃ কাব্যচর্চার এক অভিনব প্লট সৃষ্টি করেছেন।''

আমরা যদি কবি ইবন য·ায়দূন এর সৃজনশীল কাব্য প্রতিভার যথাযত মুল্যায়ন করতে চাই, তবে তাঁর প্রণয় ও অভিযোগ মুলক কাব্যমালায় গভীর গবেষণা চালানো অপরিহার্য। কবি স্বীয়-কাব্যে তাঁর ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, দীঘল প্রেমাকাংখা, অপার বিষন্নতা আর সূচবিদ্ধ বেদনার অপূর্ব গীতিরূপ দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর স্মৃতিচারণ ও গোপন ভাব-বিনিময় আমাদের নিভৃত অন্তরে স্পষ্ট উচ্চারণ অথবা তির্যক প্রতীকে এক অনিশ্চিত কম্পিত বীণ বাজাতে সক্ষম হয়েছে। মর্মতন্ত্র হতে উৎসারিত তাঁর 'নূনী' কবিতায় উদ্ভ্রান্ত ও উদ্বিগ্নতার এক করুণ সূর গচ্ছিত রয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে যথেষ্ট ইঙ্গিত করেছি। সুতরাং এ আলোচনার পরিসমাপ্তি সাহিত্য সমালোচকদের ঐসব অভিমত উল্লেখক্রমে টানা উচিত, যা তাঁর কাব্যশিল্পের পারিপার্শিক কাঠামো ও অনুপম সৌন্দর্য নির্দেশ করে এবং 'আরবী কাব্য জগতে কবির স্থান নির্ণয়ে সাহায্য করে।

অধ্যাপক কামিল কায়লানী দীওয়ানে ইবন য·ায়দূন এর ভূমিকায় কবির জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ[৩]

"ميزة ابن زيدون التى تكاد تفرده من شعراء العربية هى الفن. فهو شاعر فنى قبل أن يكون فيلسوفا أو حكيما أو غواصا على المعانى أو وصافا– الفن وحده هو الذى أكسب ابن زيدون زعامة الشعر فى عصره، وأغرى فحول الشعراء فى زمنه وبعد زمنه بمحاكاته والانضواء تحت رايته."

''কাব্য-শিল্পই ইবন য·ায়দূনকে অন্যান্য 'আরব কবিদের মধ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। তিনি একজন দার্শনিক কিংবা পরিণামদর্শী কিংবা ভাবার্থ উদঘাটনে বীর-ডুবুরী অথবা কথাশিল্পী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পূর্বে তিনি হলেন একজন পেশাগত কবিশিল্পী, কেবল এ পেশাই ইবন য·ায়দূনকে সমকালীন কাব্যে নেতৃত্ব দান করেছে। আর তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী উচ্চাঙ্গের কবিদেরকে তাঁর সমকক্ষতা অর্জন এবং তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হতে অনুপ্রাণিত করেছে।''

---

১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

২ ড: শাওকী দ·য়ফ, ইবন য·ায়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৪০

৩ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক·ায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেনঃ[১]

"নিশ্চয় তুমি তাঁর অধিকাংশ প্রণয়কাব্য অধ্যয়ন করে থাকবে। এগুলোর ভাষা-স্বাচ্ছন্দতায় মনে হবে 'আব্বাস ইবন্ আল-আহ্‌নাফ এবং আল-শারীফ আল-রিদ্‌া'র কাব্যিক আবহমন্ডলে প্রমোদ অভিসারে অবগাহন করছো। তারপর তুমি তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধক কাব্য অধ্যয়ন করবে- এর নির্ঝর বর্ণনা ও রকমারী কথার বৈচিত্র দেখে মনে হবে যে, তুমি ইবন্ আল-রুমীর বিখ্যাত হাম্‌যিয়্যাহ কবিতা আওড়াচ্ছ, যা তিনি আবূ আল-ক্বাসিম আল-তুযী'র সম্মুখে পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র অধ্যয়ন করলে হাস্য-বিদ্রুপ ও পরিহাসের দক্ষতায় মনে হবে তা আল-জাহিজে'র পত্রাবলী কিংবা এর বিস্তৃত পরিসীমা। প্রামাণ্যের ছড়াছড়ি আর বিষন্নতা ও দৈন্যতার রূপক প্রতিবিম্বে তা যেন আল মা'আররীর পত্রাদি।"

ড: আহ্‌মাদ দ্বায়ফ তাঁর কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ[২]

"وأقرب عبارته وصولا إلى القلوب بكاؤه على الماضى، والتلذذ بذكره وما كان فيه من النعيم ..... ولقد كان ينظر إلى أيامه الماضية فيحن إليها حنينا مؤلما، فإذا قرأت شعره فى ذلك رأيت نفسك كأنك واقف على أطلال سعادته البالية، فبكى وبكيت معه"

"হারিয়ে যাওয়া অতীতের উপর তাঁর ক্রন্দন, এর স্মৃতিচারণ এবং অতীত প্রাচুর্যের উপর তার পুলকানুভূতির বর্ণনা পাঠকবর্গের হৃদয় ছুঁই ছুঁই----। তিনি যখন তাঁর অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন, তখন তিনি বিষাদ-বেদনায় এর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। তুমি যখন তাঁর এ জাতীয় কাব্য অধ্যয়ন করবে, তখন নিজেকে দেখতে পাবে যেন তুমি তাঁর পুরাতন সৌভাগ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে আছ। অতঃপর সে এবং তাঁর সাথে তুমিও প্রচুর কেঁদেছো।"

তিনি আরো বলেনঃ[৩]

"إذا كان لابن زيدون ميزة فى شعره الغزلى فليس ذلك فى ابتكار المعانى التى لم يسبق إليها، وإنما هى فى طريقة تصويرها بعبارات تملك النفوس وتستولى على القلوب وكأن الإنسان لم يقرأ مثلها ولم يسمع بما يشبهها لجودة الافتنان فى التعبير والأسلوب. ولقد يسمع الإنسان أنينه فى شعره، ويرى أنته الحزينة من خلال كلامه، وكأنه يرى تلك الحيرة وذلك القلق النفسى اللذين يملآن نفوس العشاق ويمنعان عنهم راحة الحياة ولذاتها"

"ইবন্ য্বায়দূন এর অসাধারণ কৃতিত্ব যেহেতু তাঁর প্রণয়কাব্যে ফুটে উঠেছে, সুতরাং তা কোন অপরিদৃষ্ট ও অভিনব অর্থ আবিস্কারে নীহিত নয়। বস্তুতঃ তাঁর বৈশিষ্ট্য মন ও হৃদয়কে প্রভাবিত ও বশীভূতকারী সুবিন্যাস্ত বাক্যমাল্যের দ্বারা অনুরাগের সঠিক চিত্রায়ন ভঙ্গিমার মধ্যেই কেবল ফুটে উঠেছে। মানুষ এমন কবিতা কখনো যেন পাঠ করেনি কিংবা বৈচিত্রময় বর্ণনা ও রচনাশৈলীর চমৎকারীত্বে অনুরূপ কবিতা কখনো শ্রবণ করেনি। তাঁর কাব্যে কবির করুণ আর্তনাদ পাঠকশ্রেণীর কর্ণকোহরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানুষ তাঁর কাব্যকথার ফাঁকে ফাঁকে এক ব্যথিতের বিলাপ লক্ষ্য করছে। তারা যেন এর মধ্যে এমন উচাটন হাবভাব ও আত্মিক অস্থিরতা পর্যবেক্ষণ

---

১ প্রাগুক্ত।

২ প্রাগুক্ত।

৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করছে, যা প্রেমিকদের হৃদয়কে টই-টুম্বুর করে তুলে এবং তাদের কাছ থেকে জীবনের সকল আরাম-'আয়শকে তিরোহিত করে দেয়।''

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ড: শাওকী দ'য়ফ ইবন য'য়দূন এর কাব্য প্রতিভা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ[১]

"و كان ابن زيدون يحسن ضرب الخواطر والمعانى القديمة أو الموروثة فى عملة أندلسية جديدة، فيها الفن وبهجة الشعر، وما يفصح عن أصالته وشخصيته ® وابن زيدون من خير النماذج التى تكشف لنا المنز عين، فهو لا يخرج فى شعره عن القواعد المور وثة، وفى الوقت نفسه ينبض شعره بحياة عصره وما كان فيه من حضارة وترف باذخ وإغراق فى الحس والخمر واللذة. فاتصاله بالما ضى لم يحل بينه وبين تصوير الحاضر الذى عاش فيه"

''কবি ইবন্ য'য়দূন (স্বীয় কাব্যে) সংবেদনশীল চিন্তা-চেতনা এবং প্রাচীন কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাবার্থের প্রতিফলন স্পেনীয় নতুন মুদ্রারূপে চমৎকার ভাবে ঘটাতেন। তাতে ছিল শৈল্পিক রূপ-সৌন্দর্য, কাব্যের জাঁকজমক এবং ঐ সকল গুণাগুণ যা তার মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলে। .... আর ইবন্ য:য়দূন হলেন এমন এক উত্তম মডেল যা আমাদের সামনে দুটো মৌলিক বিষয় উদ্ভাসিত করে দেয়। আর তা হচ্ছে- তিনি তাঁর কাব্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রচনারীতি অতিক্রম করেন না। অথচ একই সময়ে তার কবিতা সমকালীন জীবন- ধারা তথা সমসাময়িক সভ্যতা ও সাড়ম্বর বিলাসিতা এবং আবেগানুভূতি, সুরা ও আমোদ-প্রমোদে অতিশয়াসক্তির দ্বারা সমতালে স্পন্দিত। ফলে অতীতের সাথে তাঁর সম্পৃক্তি সমকালীন জীবন প্রতিবিম্বায়নে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি।''

সমালোচকদের দৃষ্টিতে, ইবন্ য'য়দূন এর বিনয়াবেদন মূলক কাব্যগুচ্ছে তাঁর কারাজীবন, দগ্ধ-দহন ও মর্মপীড়ার এক করুণ চিত্রকল্প অংকিত হয়েছে। আর তা থেকে ব্যথা বেদনায় ভারাক্রান্ত কাব্যিক আবেগ ও উচ্ছাস বিদীর্ণ হয়ে হৃদয়তন্ত্রতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কবির এ সকল অভিযোগ ও অনুযোগের বাচনভঙ্গি ও রচনাশৈলী গদ্য ও পদ্যে এক ও অভিন্ন ছিল। তদোপরি তাঁর এ জাতীয় কাব্যের গতিময়তায় কোন প্রকার ভাটা পড়েনি। এদিকে ইঙ্গিত করে ড: আহ্'মদ দ'য়ফ বলেনঃ[২]

"غير أن كلامه مع ذلك عذب المذاق، رقيق الحاشية، جذاب خلاب، تظهر عليه سيما الابتكار والصدق فى التعبير، فإنه ليس من الخيالات الشعرية الصرفة، بل به كثير من الحقائق التى كان عليها عليه شعوره. "

''এতদ্সত্ত্বেও তাঁর ভাষা ও কথা অতি সুস্বাদু, সুক্ষ্ন টিকাটিপ্পনী, চিত্তাকর্ষক ও মনোহর ছিল। বিশেষ করে তার অর্থ ও ব্যঞ্জনায় সৃজনশীলতা ও সততা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে। কারণ তাতে কোন পরিবর্তনশীল কাব্যিক-কল্পনা নেই বরং রয়েছে কেবল বাস্তবতার এমন প্রাচুর্য, যার প্রতি তাঁর হৃদয়ের অনুভূতি ধাবিত হতো।''

বস্তুতঃ কবি ইবন য'য়দূন এর সমসাময়িক যুগে স্পেনে 'আরবী কাব্যচর্চা সনাতন ধর্মী এবং মুওয়াশশাহ'া ও য'াজাল নামে দু'টো ধারায় বিভক্ত হয়ে সমান্তরালভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে ছিল। যে সকল স্পেনীয় কবি সনাতনধর্মী রীতিনীতি অবলম্বনে কবিতা রচনা করে 'আরবী কাব্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন,

---

১ ড: শাওকী দ'য়ফ, ইবন য'য়দূন (বৈরুত, দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.), পৃ. ৪০-৪১

২ ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (ক'য়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.), পৃ. ২০৫-২০৬

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মধ্যে ইব্ন য·ায়দূন ছিলেন অন্যতম প্রধান কবি। কিন্তু মুওয়াশশাহ·া ও য·াজাল জাতীয় কবিতা তাঁর সাহিত্যকর্মে ছিল অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ এ জাতীয় কাব্য-রচনায় তিনি তেমন আগ্রহী ছিলেন না। এটা তাঁর যোগ্যতার স্বল্পতা কিংবা কাব্য-প্রতিভার বৈকল্য ও সীমাবদ্ধতার কারণে নয় বরং এটা তাঁর বনেদী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ এবং 'আরব জাতিত্ববোধ অব্যাহত রাখার কারণে হয়েছিল। তাছাড়া ইব্ন য·ায়দূনের মধ্যে এক প্রতিযোগী মনোভাব কার্যকর ছিল। তিনি প্রাচীন ও সমকালীন প্রাচ্যীয় কবিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অধিক উন্নতমানের কাব্য রচনায় বেশ আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করতেন। এতে স্বাভাবিক ভাবে তিনি সনাতনধর্মী কবিতা রচনা করে কাব্যযুদ্ধে বিজয় লাভ করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর সনাতনধর্মী কাব্যচর্চায় তিনি কেবল পুর্বতনদের অনুকরণে নিথর ও অবিচল হয়ে থাকেন নি বরং তাঁর কাব্যধারায় বহু অভিনবত্ব ও মৌলিকত্বের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এজন্য সকল 'আরবী কাব্য সমালোচকগণ ইব্ন য·ায়দূন এর কাব্য প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যেমন ইব্ন বাস্সাম তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেনঃ[১]

"كان أبو الوليد– ابن زيدون– غاية منثور ومنظوم وخاتمة شعراء مخزوم. أحد من جر الأيام جرا، وفاق الأنام طرا، وصرف السلطان نفعا وضرا، ووسع البيان نظما ونثرا. إلى أدب ليس للبحر تدفقه، لا للبدر تألقه، وشعر ليس للسحر بيانه، ولا للنجوم الزهر اقترانه، وحظ من النثر غريب المباني، شعرى الألفاظ والمعاني"

"আবূ আল-ওয়ালীদ (ইব্ন য·ায়দূন) ছিলেন গদ্য ও পদ্যশৈলীর চূড়ান্ত সীমানা এবং মাখযূ·ম গোত্রীয় কবিদের উপসংহার। যারা মহাকালের যথাযথ চিত্রায়ন করেছেন, মানবকূলের শীর্ষে আরোহন করেছেন, উপকার ও অপকারে রাজা-বাদশাহদেরকে প্রাধিকার দিয়েছেন, পদ্য ও গদ্যে ব্যঞ্জন-শৈলী সমভাবে বিস্তৃত করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গদ্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর গতিময়তা সাগরের মধ্যেও ছিল না, আর না পূর্ণিমার চন্দ্রে ছিল এর দীপ্তি। কবিতার ক্ষেত্রে এর ব্যঞ্জন-সম্মোহন যাদুমন্ত্রেও ছিল অনুপস্থিত। আর না শুকতারা ছিল এর সমকক্ষ। গদ্যশৈলীর অদৃষ্টপূর্ষ্টে ছিল অবকাঠামোর ভারগ্রস্ততা এবং ছন্দবদ্ধ শব্দ ও অর্থের ব্যাপক প্রয়োগ।"

পরিশেষে আমরা উক্ত গবেষণাকর্মের ভিত্তিতে একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, স্পেনীয় 'আরবী কবিতা দুটি সমান্তরাল ধারায় রচিত হয়ে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র, কাব্যিক বেশ ভূষার আতিশয্য, ভাব ও কল্পনার সারল্য, শব্দচয়ন ও অর্থ-বিন্যাসের পরিপক্ষতা, রাগ-রাগিনী ও সুললিত সূরের মূর্ছনায় 'আরবী কাব্য জগতে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যতায় টই-টুম্বুর হয়ে আছে এবং কর্ডোভার কবি ইব্ন য·ায়দূন এর সৃজনশীল কাব্য-প্রতিভা এটাকে আরো ঝকঝকে সুন্দর ও মার্জিত করে তুলতে একজন বিজ্ঞ প্রকৌশলীর ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কাব্যিক মডেল সনাতনধর্মী রীতিনীতি বহির্ভূত না হলেও সমকালীন জীবন ধারার সাথে ছিল ছন্দাবদ্ধ। ফলে আজ স্পোনীয় 'আরবী কবিতা অধিকাংশ কাব্য গবেষকদের নিকট অতি লোভনীয় ও উপভোগ্য অনুসন্ধান কর্ম হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে।

---

১ বুত·রুস আল-বুস্তানী, দা-ইরাহ আল-মা'আরিফ (বৈরুত ঃ দার আল-মা'রিফাহ), খ ১, পৃ. ৫০১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

- ড: 'আ'ইশাহ 'আব্দ আল-রাহ·মান, তুরাছুনা (মিস·র : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭০ খৃ.)।
- 'আব্দ আল-ওয়াহি·দ আল-মাররাকুশী, আল-মু'জিব ফী আল-তালখীস· আখবার আল-মাঘরিব, সম্পা. আল-'উরয়ান (ক·ায়রো, ১৯৬৩ খৃ.)।
- ড: 'আব্দ আল-'আযী·য· ইব্ন 'আব্দ আল্লাহ আল- 'আওয়াদ, আল-শি'র আল-আন্দালুসী (রিয়াদ; ঃ মাত·াবি' বাহ·র আল-'উলূম, ১৯৮২ খৃ.)।
- ড: 'আব্দ আল-'আযী;য; আল-আহ·ওয়ানী, আল-য;াজাল ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো, ১৯৫৭ খৃ.)।
- ড: 'আব্দ আল-'আযীয· সালিম, তারীখ আল-মুসলিমীন ওয়া আছারিহিম্ ফী আল-আন্দালুস (লেবানন ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬২ খৃ.)।
- 'আব্দ আল-মুন'ইম আল-হি·ময়ারী, সি·ফাহ জাযী·রাহ আল-আন্দালুস (ক·ায়রো; লাইডেন ঃ লেভী প্রভেনস্যাল, ১৯৩৭ খৃ.)।
- 'আব্দ আল-রাহ·মান আল-বারকূ·কী, হ·াদ·ারাহ আল-'আরব ফী আল-আন্দালুস (ক·ায়রো, ১৯২৩ খৃ.)।
- আবূ 'আব্দ আল্লাহ ইব্ন 'আব্দ আল্লাহ আল-য়াকূ·তী আল-হ·ামাভী (মৃ. ৬২৬/ ১২২৯), মু'জাম আল-উদাবা, সম্পা. আহ·মাদ ফারীদ রিফা'ঈ (ক·ায়রো, ১৯৩৮ খৃ.), বিশ খন্ড।
- — মু'জাম আল-বুলদান (ক·ায়রো, ১৯০৬ খৃ.), আট খন্ড।
- আবূ ইসহ·াক· আল-হ·াস·ারী, য·াহ্র আল-আদাব ওয়া ছামার আল-আলবাব (ক·ায়রো ঃ য·াকী মুবারাক, ১৯২৫ খৃ.), চার খন্ড।
- আবূ আল-ওয়ালীদ ইসমা'ঈল ইব্ন 'আমির আল-হিময়ারী, আল-বাদী'ফী ওয়াস·ফ আল-রাভী (রাবাত· ঃ আল মুত·াবি'আহ আল-ইক·তিস·াদিয়াহ, ১৯৪০ খৃ.)।
- আবূ 'আমির আহ·মাদ ইবন শুহায়দ, বিসালাহ আল-তাওয়াবি' ওয়া আল-য·াওয়াবি', সম্পা. বুত·রুস আল-বুস্তানী (বৈরুত, ১৯৫১ খৃ.)।
- আবূ 'আব্দ আল্লাহ মুহ·াম্মাদ আল-হু·মায়দী, জায·ওয়াহ আল-মুক·তাবিস, সম্পা. ড: মাহ·মূদ মক্কী (বৈরুত); সম্পা. অধ্যাপক মুহ·াম্মাদ ইবন তাভীত আল-ত·ানজী (মিস·র ঃ মুত· বি'আহ আল-সা'আদাহ, ১৯৫২ খৃ.)।
- আবূ আল-ফিদা ইমাম আল-দ্বীন ইসমা'ঈল (মৃ. ৭৩২/ ১৩৩১), আল-মুখতাস·ার ফী আখবার আল-বাশার (ক·ায়রো, ১৩২৫ হি.), চার খন্ড।
- — তাক·ভীম আল বুলদান (প্যারিস, ১৮৪০ খৃ.)

Dhaka University Institutional Repository

- আবু আল-ক·াসিম ইবন হায়কাল, কিতাব আল-মাসালিক ওয়া আল-মামালিক (লাইডেন, ১৮৭৩ খৃ.)।

- আবূ 'উবায়দ 'আব্দ আল-'আযীয· আল-বিকরী, সি·ফাহ ইফরীকিয়াহ (আল-জাযা'ইর, ১৯১১ খৃ.)

- আবু মারওয়ান হ·ায়্যান ইব্ন খালফ ইব্ন হ·ায়্যান, আল-মুক·্তাবিস মিন আনবা' আহল আল-আন্দালুস, সম্পা. ড: 'আব্দ· আল-রাহ·মান আল-হ·াজ্জী (বৈরুত ঃ দার আল-ছাক·াফাহ, ১৯৬৫ খৃ.); সম্পা. আনতূ·নিয়া (প্যারিস, ১৯৩৮ খৃ.)।

- আবু মুহ·াম্মাদ 'আলী ইবন আহ·মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন হ·াযম ত·াওক· আল-হ·ামামাহ ফী আল-উল্‌ফাহ ওয়া আল-আলাফ, সম্পা. হ·াসান কামিল সায়রাফী (মাত. বি'আহ আল-ইস্তিকা মাহ ১৯৬৪ খৃ.)।

- আল-আবশীহী, আল-মুসতাত·রাফ মিন কুল্ল ফান্ন মুসতাজ·রাফ (ক·ায়রো, ১৩৩০হি.), খ ২।

- আল-ইদরীসী, যিকর আল-আন্দালুস (মাদ্রিদ, ১৮৯০ খৃ.)।

- আল ইসলাম ওয়া আল-হ·াদ·ারাহ আল-'আরাবিয়্যাহ (ক·ায়রো : লাজনাহ আল-তা'লীফ, ১৯৫০ খৃ.), দুই খন্ড।

- ওয়াস·ফ ইফ্রীকি·য়াহ ওয়া ইসবানিয়া (লাইডেন ঃ ডোজী, ১৮৬৬ খৃ.)।

- আল-ইস্কান্দারী, ইব্ন যায়দূন (লাইডেন, ১৯৮৭ খৃ.)।

- আল-খাযি·ন, আল-'আযারা আল-মা-ইসাত ফী আল-আয·জাল ওয়া আল-মুওয়াশ্‌শাহ·াত (জুনিয়াহ, ১৯০২ খৃ.)।

- আল-ছা'আলিবী, য়াতীমাহ আল-দাহর, সম্পা. মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আব্দ আল-হ·ামীদ (ক·ায়রো ঃ মুত·াবি'আহ হি·জাযী, ১৯৪৭ খৃ.)।

- আল-স·াম্মুবারী, আল-রাওদি·য়াত (হালব ঃ মুহ·াম্মাদ রাযিব আল-ত·াব্বাখ, ১৯৩২ খৃ.)।

- আল-স·াফদী, তাওশী 'আল-তাওশীহ·, সম্পা. আলবীর হ·াবীব মাত·লাক· (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.)।

- নাকত আল-হুময়ান ফী নুকাত আল-'উময়ান (ক·ায়রো ঃ আহ·মাদ য·াকী পাশা, ১৯১১ খৃ.)।

- জায়শ আল-তাওশীহ·, সম্পা. নাজী ওয়া মাদূ·র (তিউনিস ঃ মাতবা'আহ আল-মানার, ১৯৬৭ খৃ.)।

- আ.ত.ম. মুসলেহুদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশ,১৯৮২ খৃ.)।

- ড: আল-সায়্যিদ মুস্ত·াফা গাযী: ফী উসূল আল-তাওশীহ· (আল-ইস্কান্দারিয়াহ, ১৯৭৬ খৃ.)।

- আল-বা'লাবাক্কী, ক·ামুস আল-মাওরিদ (বৈরুত ঃ দার আল-'ইলম লিল মালাইয়্যীন, ১৯৯৬ খৃ.), সং-৮।

Dhaka University Institutional Repository

- আল-ফাতহ্ ইব্‌ন খাকান, কালাইদ আল-'উকয়ান (মিসর, ১৩২০ হি.)।

- আল-মুকতাতাফ মিন আযাহির আল-তারফ, সম্পা. ড: সায়্যিদ হানাফী হুসনায়ন (কায়রো)।

- আল-মাক্কারী, নাফহ্ আল-তীব। (বূলাক, ১০৭৯হি.); কায়রো ঃ মুহয়ী আল-দ্বীন 'আব্‌দ আল-হামীদ, ১৯৪৯ খৃ.), দশ খন্ড; (মিসর ঃ দার আল-মামুন, ১৯৩৬ খৃ.)।

- আল-মুজাল্লাহ আল-'আরাবিয়্যাহ (বাংলাদেশ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- 'আরবী বিভাগ, ১৯৯৬ খৃ.) খ ২, স ২।

- ড: আল-শিক'আহ, আল-আদাব আল-আন্দালুসী- মাওদূ'আতুহ ওয়া ফুনূনুহ (বৈরুত, ১৯৭৫ খৃ.)।

- আল-সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুরতাদা আল-যুবায়দী, তাজ আল-'আরূস (বৈরুত: দার সাদির, ১৯৬৬ খৃ.)।

- আল-হাফিজ আবূ আল-ওয়ালীদ ইবন আল-ফারদী, তারীখ আল-'উলামা ওয়া আল-রুওয়াহ লি আল-'ইলম বি আল-আন্দালুস (আল-সায়্যিদ 'ইযযাত আল-'আত্তার, ১৯৫৪ খৃ.)।

- 'আলী 'আব্‌দ আল-'আজীম, দীওয়ান ইব্‌ন যায়দূন ওয়া রাসাইলুহ (কায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ, ১৯৫০ খৃ.), দুই খন্ড।

- 'আলী ইব্‌ন সা'ঈদ, আল-মুঘরিব ফী হুলা আল-মাঘরিব (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৫ খৃ.)।

- আল-ঘুসূন আল-য়ানি'আহ ফী মাহাসিন শু'আরা আল-মিয়াহ আল-সাবি'আহ, সম্পা. আল-ইবয়ারী (কায়রো ঃ মাতবা'আহ আল-হিজাযী, ১৯৪৫ খৃ.); (কায়রো ঃ আল-সা'আদাহ, ১৯৫৫ খৃ.), খ ২।

- ইখতিসার আল-কাদহ আল-মা'আল্লী ফী আল-তারীখ আল-মাহাল্লী, সম্পা. আল-ইবয়ারী (কায়রো, ১৯৫৯ খৃ.)।

- ড: আহমাদ আমীন, জুহর আল-ইসলাম (কায়রো ঃ লাজনাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশ্‌র, ১৯৫৩ খৃ.)।

- আহমাদ আল ইস্কান্দারী, আহমাদ আমীন ও অন্যান্যরা, আল-মুফাসসাল ফী তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী (কায়রো, ১৯৩৬ খৃ.)।

- আহমাদ ইস্কান্দারী, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী, খ-৪।

- আহমাদ দায়ফ, বালাঘাহ আল-'আরব ফী আল-আন্দালুস (কায়রো ঃ মাতবা'আহ মিসর, ১৯২৪ খৃ.)।

- ড: আহমাদ মুখতার, ফী তারীখ আল-মাঘরিব ওয়া আল-আন্দালুস (মিসর ঃ মুওয়াসসাসাহ আল-ছিকাফাহ আল জামি'য়্যাহ)।

Dhaka University Institutional Repository

- আহ·মাদ হ·াসান য·ায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী।
- ড: আহ·মাদ হায়কাল, আল-আদাব আল-আন্দালুসী মিন আল-ফাতহ· ইলা সুকূ·ত· আল-খিলাফাহ (ক·ায়রো, ১৯৭০ খৃ.)।
- ইব·ন খাল্লিকান-আবূ আল-'আব্বাস ইব·ন মুহ·াম্মাদ (মৃ. ৬৮১/ ১২৮২), ওফায়াত আল-আ'য়ান, সম্পা. ড: ইহ·সান 'আব্বাস (বৈরুত ঃ দার আল-ছ·াকাফাহ, ১৯৩৮ খৃ.), দুই খন্ড।
- ইব·ন সিনা আল-মুল্ক ওয়া মুশকালাহ আল 'আক·ম ওয়া আল-ইবতিকার ফী আল-শি'র (ক;ায়রো, ১৯৬২ খৃ.)।
- ইব·ন আল-আছীর- আবূ আল-হ·াসান 'আলী ইব·ন মুহ·াম্মাদ (মৃ. ৬৩০/ ১২৩৩), আল-কামিল ফী আল-তারীখ, সম্পা. সি.জে. টর্ণ বার্গ (লাইডেন, ১৮৬৬-৭৪ খৃ.), চৌদ্দ খন্ড; (ক·ায়রো, ১৯২৯-৩৮ খৃ.), বারো খন্ড; (বৈরুত ঃ দার স·াদির, ১৯৬৫-৬৭ খৃ.), তের খন্ড।
- ইব·ন 'আব্দ রাব্বিহ, আল-'ইক·দ আল-ফারীদ (ক·ায়রো ঃ মাত·বা'আহ লাজনাহ আল-তা'লীফ, ১৯৪১-৫২ খৃ.)।
- ইব·ন আবী উসব·ায়বি'আহ, 'উয়ূন আল-আন·বা ফী ত·াবাক·াত আল-আতি·ব্বা' (ক·ায়রো, ১৮৮২ খৃ.); সম্পা. ড: নায·য·ার রিদ·া (বৈরুত ঃ দার মাকতাবাহ আল-হ·ায়াহ, ১৯৬৫ খৃ.); (বৈরুত ঃ দার আল-ফিকর, ১৯৫৭)।
- ইব·ন আল-আব্বার, আল-হুল্লাহ আল-সায়রা, সম্পা. ড: হু·সায়ন মু'নিস (১৯৬৩ খৃ.)।
- আল-তাকমিলাহ লি কিতাব আল-সি·লাহ (মাদ্রিদ, ১৮৮৭-৯০ খৃ.)।
- ইব·ন 'আযারী, আল-বায়ান আল-মাঘরিব ফী আখবার মুলূক আল-মাঘরিব (বৈরুত ঃ আল-মানাহিল, ১৯৫০ খৃ.), খ ১-২।
- ইব·ন আল-কূ·তি·য়াহ, তারীখ ইফতিতাহ· আল-আন্দালুস, সম্পা. ড: 'আবদ আল্লাহ আনীস আল-ত·াব্বা' (বৈরুত, ১৯৫৭ খৃ.); (মাদ্রিদ, ১৯২৬ খৃ.)।
- ইব·ন 'আমীরাহ আল-দ·াব্বী, বুঘয়াহ আল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজাল আহল আল-আন্দালুস (মাত·াবি' সিজল আল-'আরব, ১৯৬৭ খৃ.); (মাদ্রিদ, ১৮৮৪ খৃ.)।
- ইব·ন খালদূন, মুক·াদ্দিমাহ আল-'ইবার (ক·ায়রো, ১৯৩০ খৃ.)।
- ইব·ন দিহ·য়াহ আল-কালবী, আল-মুত·রিব ফী আশ'আর আহল আল-মাঘরিব, সম্পা. ড: মুস্ত·াফা 'আওয· আল-কারীম (মুত·াবি'আ মিস·র ঃ আল-খার্তূম, ১৯৫৪ খৃ.)।
- ইব·ন ঘালিব, ফারহাহ আল-আনফুস।
- ইব·ন নুবাতাহ, সারহ· আল-'উয়ূন ফী শারহ· রিসালাহ ইব·ন য·ায়দূন (ক·ায়রো ঃ ১৩২১ হি.)।
- ইব·ন বাশকু-ওয়াল-আবূ আল-ক·াসিম খালফ ইব·ন 'আব্দ আল-মালিক, কিতাব আল-সি·লাহ ফী তারীখ আইম্মাহ আল-আন্দালুস ওয়া 'উলামাইহিম ওয়া মুহ·াদ্দিছীহিম ওয়া ফুক·াহা-ইহিম ওয়া উদাবা'ইহিম (মাদ্রিদ, ১৮৮২-৮৩ খৃ.)। খ ২

Dhaka University Institutional Repository

- ইব্ন বাস্সাম, আল-যাখীরাহ ফী মাহ·াসিন আহ্ল আল-জাযী·রাহ, সম্পা. ত·াহা হু·সায়ন ও অন্যান্যরা (ক·ায়রো ঃ মাত্বা'আহ লাজ্নাহ আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশ্র, ১৯৩৯-৪৫ খৃ.), চার খন্ড; সম্পা. ড: ইহ·সান 'আব্বাস (বৈরুত ঃ দার আল-ছিক·াফাহ, ১৯৭৯ খৃ.)।

- ইব্ন রাশীক· আল-ক·ায়রাওয়ানী (মৃ. ৪৫৬/ ১০৬৪), আল-'উমদাহ ফী মাহ·াসিন আল-শি'র ওয়া আদাবিহ, সম্পা. মুহ·াম্মাদ মুহ·য়ী আল-দ্বীন 'আব্দ আল-হ·ামীদ (ক·ায়রো, ১৯৩৪ খৃ.), খ ২।

- ড: ইব্রাহীম আল-শারীকী· আল-তারীখ আল-ইসলামী (জিদ্দাহ : শির্কাহ আল-মাদীনা, ১৯৬৯ খৃ.)।

- ইব্ন সিনা আল-মুল্ক, দার আল-তি·রায· ফী'আমাল আল-মুওয়াশ্শাহ·াত, সম্পা, ড: জাওদাত আল-রিকাবী (দামেস্ক, ১৯৪৯ খৃ.)।

- ইবন হ·ায়্যান, কিতাব আল-মুক·তাবিস ফী তারীখ রিজাল আল-আন্দালুস সম্পা. মালতাশূর আনতু·নিয়া (প্যারিস, ১৯৩৭ খৃ.); সম্পা. ড: আব্দ আল-রাহ·মান আল-হ·াজ্জী (বৈরুত : দার আল-ছিক·াফাহ, ১৯৬৫ খৃ.)।

- ইবন হ·ায·ম, ত·াওক আল-হ·ামামাহ ফী আল-আলফাহ ওয়া আল-আলাফ (ক·ায়রো, ১৯৫০ খৃ.)।

- ইসলামী বিশ্বকোষ, ইব্ন য·ায়দুন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন) খ ৪।

- ই'জাম আল-আ'লাম (মিস·র : আল-মাতবা'আহ আল-রাহ·মানিয়াহ, ১৯৩৫ খৃ.)।

- ড: ইহ·সান 'আব্বাস, তারীখ আল-আদাব আল-আন্দালুসী 'আস·র আল-ত·াওয়া'ইফ ওয়া আল-মুরাবিতূ·ন (বৈরুত : দার আল- ছক·াফাহ, ১৯৭৮ খৃ.)।

- তারীখ আল-আদাব আল-আন্দালুসী 'আস·র সিয়াদাহ কু·রতু·বাহ (বৈরুত : দার আল-ছিক·াফাহ, ১৯৬৯ খৃ.)।

- উর্দু দা'ইরাহ মা'আরিফ ইসলামিয়াহ (পাঞ্জাব : বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৬৪ খৃ.)।

- ড: এম. আব্দুল কাদের ও ড: সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা ঃ জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭ খৃ.)।

- এ.এইচ.এম. শামছুর রহমান, স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা ঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৬ খৃ.)।

- ওয়ালী আল-দ্বীন, মিশ্কাত আল-মাস·াবিহ· (দিল্লী : নূর মুহ·াম্মাদ, ১৯৩২ খৃ.)।

- ক·াযী সাজ্জাদ হু·সায়ন, আল-তাওশীহ·াত 'আলা আল-সাব' আল-মু'আল্লাক·াত (দিল্লী)।

- কার্ল ব্রুকাল ম্যান, তারীখ আল-আদাব আল 'আরবী, সম্পা. ড: 'আব্দ আল-হ·ালীম আল-নাজ্জার (মিস·র ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৮ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

- কাযী সা'ঈদ ইব্ন আহ্মাদ ইবন সা'ঈদ আল-আন্দালুসী, তাবাকাত আল-উমাম (আল-মাতবা 'আহ আল-কাছুলীকিয়াহ, ১৯১২ খৃ.)।
- কামিল কায়লানী, নাজারাত ফী তারীখ আল-আদাব আল-আন্দালুসী (১৯২৪ খৃ.)।
- কুদামাহ ইব্ন জা'ফার, নাকদ আল-শি'র (লাইডেন, ১৯৫৬ খৃ.)।
- খায়র আল-দ্বীন আল-যিরকালী, আল-আ'লাম (কায়রো, ১৯৫৯ খৃ.)।
- গোলাম সামদানী কোরায়শী, 'আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খৃ.)।
- গুমাস গারসিয়াহ, আল-শি'র আল-আন্দালুস, 'আরবী অনু. হুসায়ন মু'নিস (কায়রো ১৯৫২ খৃ.)।
- ড: ঘুনায়মী হিলাল, আল-আদাব আল-মুকারিন (বৈরুত : দার আল-'আওদাহ; দার আল-ছিকাফাহ), সং. ৫।
- ঘুসতাফ লুবুন, হাদারাহ আল-'আরব, অনু. 'আদিল যু'আয়তার (মিসর ঃ মুতবি'আহ 'ঈসা আল-বাবী আল-হালবী)।
- ড: জাওদাত আল-রিকাবী, ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (কায়রো ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৫ খৃ.)।
- জিব্রাঈল জাবুর, ইব্ন আব্দ রাব্বিহ ওয়া'ইকদিহ (বৈরুত ঃ আল-মুতবি'আহ আল-কাছুলীকিয়াহ, ১৯৩৩ খৃ.)।
- মাকাল ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী মুজাল্লাহ আল-আবহাছ (বৈরুতঃ আল-জামি'আহ আল-আমরীকিয়াহ, এপ্রিল ১৯৪৯ খৃ.), স. ২, ৩।
- জিনছালিছ বালিছনিয়া, তারীখ আল-ফিকর 'আল-'আরবী, অনু ড: হুসায়ন মু'নিস (কায়রো, ১৯৫৭ খৃ.)।
- জুরজী যায়দান, তারীখ আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, (কায়রো : দার আল-হিলাল, ১৯৩৬ খৃ.), খ ৩।
- বাত্নূনী, রিহলাহ আল-আন্দালুস (মাতবা'আহ আল-কাশকূল, ১৯২৭ খৃ.)।
- অধ্যাপক মুস্তাফা সাদিক আল-রাফি'ঈ, তারীখ আদাব আল-'আরব (কায়রো : মাতবা'আহ আল- ইস্তিকামাহ, ১৯৫৪ খৃ.), খ৩।
- মুস্তাফা 'আন্নানী, ইজহার আল-মাকনূন মিন আল-রিসালাহ আল-জিদ্দিয়্যাহ লি ইব্ন যায়দূন (কায়রো, ১৯০৬ খৃ.)।
- মুস্তাফা 'আওয আল-কারীম, ফান্ন আল-তাওশীহ (বৈরুত, ১৯৫৯ খৃ.)
- মাহমুদ মুস্তাফা, আল-আদাব আল-'আরবী ওয়া তারীখুহ (কায়রো, ১৯৩৭ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

- মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাররাম ইব্ন মানযূর, লিসান আল 'আরব (বৈরুত, ১৯৬৮ খৃ.)।
- নিকলসন, মুখতারাত মিন আল-শি'র আল-আন্দালুসী, (বৈরুত ঃ 'উমার ফাররূখ, ১৯৪৯ খৃ.)।
- মুহাম্মাদ কুরদ 'আলী, ঘাবির আল-আন্দালুস ওয়া হাদি·রুহা (কায়রো, ১৯২৩ খৃ.)।
- মুহাম্মাদ ইব্ন আল-কাত্তানী, আল-তাশবীহাত মিন আশ'আর আহল আল-আন্দালুস, সম্পা. ড: ইহসান 'আব্বাস (বৈরুত : দার আল-ছিকা ফাহ্, ১৯৬৯ খৃ.)।
- মুহাম্মাদ 'আব্দ আল্লাহ 'ইনান, নিহায়াহ আল-আন্দালুস (কায়রো : ১৯৪৯ খৃ.)।
- ড: মুহাম্মাদ 'আব্দ আল-মুন'ইম খাফাজাহ, কি·স·সাহ আল-'আরব ফী আল- আন্দালুস (কায়রো : মাতবা'আহ আল-আহ·মাদ আল- জাদীদ, ১৯৫৬ খৃ.)।
- মাত·মাহ· আল-আনফুস ওয়া মাসরাহ· আল-তা'আন্নুস ফী মিলহ· আহল আল-আন্দালুস (মিস·র, ১৩২৫ হি.)।
- দীওয়ান আবূ আল-'আতাহিয়্যাহ (বৈরুত : দার সাদির, ১৯৬৪ খৃ.)
- দীওয়ান ইব্ন 'আরবী (কায়রো : বুলাক·, ১৮০৫ খৃ.)।
- দীওয়ান ইব্ন কায·মান (বার্লিন, ১৮৯৬ খৃ.)।
- দীওয়ান ইব্ন খাফাজাহ (বৈরুত ; মাকতাবাহ সাদির, ১৯৫১ খৃ.)।
- দীওয়ান ইব্ন দাররাজ, সম্পা. মাহ·মূদ 'আলী মক্কী (১৯৬১ খৃ.)।
- দীওয়ান ইব্ন যায়দূন, সম্পা. কামিল কায়লানী ও 'আব্দ আল-রাহ·মান খালীফাহ (কায়রো, ১৯৩২ খৃ.)।
- সম্পা. 'উমার ফারূক· আল-তাব্বা' (বৈরুত : দার আল- কালাম)।
- দীওয়ান ইব্ন শুহায়দ, সম্পা. য়া'কূব যাকী (কায়রো : দার আল-কাতিব আল-'আরবী)
- দীওয়ান ইব্ন সাহল (বৈরুত, ১৯৬৭ খৃ.)।
- দীওযান আল-মুতানাব্বী, সম্পা. আল-আকবারী (কায়রো, ১৯৩৬ খৃ.), খ৪।
- দীওয়ান ইব্ন হামদীস (বৈরুত, ১৯৬০ খৃ.)।
- দীওয়ান ইব্ন হানী (বৈরুত : দার সাদির, ১৯৬৪ খৃ.)।
- দীওয়ান আল-শুশতারী, সম্পা. ড: 'আলী আল-নাশশার (আল-ইস্কান্দারিয়াহ, ১৯৬০ খৃ.)।
- দীওয়ান 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আহ, সম্পা. ইব্রাহীম আল-'আরবী (বৈরুত ঃ মাকতাবাহ সাদির, ১৯৫২ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

- দৈনিক ইনকিলাব (ঢাকা : কাদেরিয়া পাবলিকেশন, ২৩শে চৈত্র ১৩৯৬ বাংলা)।
- দু·হ·া আল-ইসলাম, বাংলা অনু. মুহাম্মাদ আবূ তাহের মেছবাহ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খৃ.), খ ১।
- দা'ইরাহ আল-মা'আরিফ (বৈরুত : দার আল-মা'রিফাহ)।
- ড: ফাওযী সা'আর 'ঈসা, আল-মুওয়াশশাহাত ওয়া আল-আয·জাল আল- আন্দালুসিয়াহ ফী 'আস·র আল মুওয়াহ·হি·দীন (ইস্কান্দারিয়াহ : দার আল-মা'রিফাহ আল-জামি'য়্যাহ, ১৯৯০ খৃ.)।
- ফুওয়াদ রিজাঈ, আল-মুওয়াশশাহাত আল-আন্দালুসিয়াহ (হালব, ১৯৫৫ খৃ.)।
- বুত·রুস আল-বুস্তানী, উদাবা আল-'আরব ফী আল-আন্দালুস ওয়া 'আস·র আল-ইনবি'আছ (বৈরুত, ১৯৩৭ খৃ.)।
- মুজাল্লাহ আল-মা'হাদ আল-মিস·রী (মাদ্রিদ, ১৯৭২ খৃ.), স-১৮,১৪।
- মুজাল্লাহ আল-মাশরিক, বৈরুত
- ড: যাহিদ 'আলী, তাবয়ীন আল-মা'আনী ফী শারহ· দীওয়ান ইব্ন হানী (মিস·র : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫২ খৃ.)।
- লিসান আল-দ্বীন ইব্ন আল-খাতীব আ'মাল আল-আ'লাম (বৈরুত : মাকশূফ, ১৯৫৬ খৃ.)।
- আল-ইহাতাহ ফী তারীখ গুরনাতাহ (কায়রো, ১৩১৯ হি.)।
- যীঘরীদ হুনকাহ, শাম্স আল-'আরব তাসাত্তা'আ 'আলা আল-ঘারব (বৈরুত ঃ দার আল-ঘুনদুর, ১৯৬৪ খৃ.)।
- অধ্যাপক রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (বাংলাদেশ ঃ সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৮৪ খৃ.)। ড: রূহী ড: রিদা আল-কু·রায়শী, আল-যাজাল ফী আল-মাশরিক., ('ইরাক., ১৯৭৭ খৃ.)।
- ড: লুৎফী 'আব্দ আল-বাদী', আল-ইসলাম ফী ইসবানিয়া (কায়রো : লাজনাহ আল-তা'লীফ, ১৯৫৮ খৃ.)।
- ড: শাওকী দায়ফ, ইব্ন যায়দুন (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.)।
- আল-তাতাউ-ওয়ার ওয়া আল-তাজদীদ ফী আল-শি'র আল-উমাভী (মিস·র ঃ দার আল-মা'আআরিফ, ১৯৫৯ খৃ.)।
- আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহ ফী আল-শি'র (মিস·র ঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৬ খৃ.)।
- তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী 'আস·র আল-দুওয়াল ওয়া আল-'ইমারাত আল-আন্দালুস (কায়রো : দার আল- মা'আরিফ, ১৯৮৯ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

- শিহাব আল-দ্বীন আহ্‌মাদ আল-নুওয়ায়রী, নিহায়াহ আল-আরিব ফী ফুনুন আল-আদাব (কায়রো, ১৯২৩-৩৫ খৃ.), এগার খন্ড।
- সাফী আল-দ্বীন আল-হুলী, আল-'আতিল আল-হালী ওয়া আল-মুরাখ্‌খাস আল-ঘালী (১৯৫৫ খৃ.)।
- সামী আল-মক্কী আল-'আনী, দিরাসাত ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (১৯৭৮ খৃ.)।
- সিলাহ আল-দ্বীন ইব্‌ন আইবেক, তাওশী' আল-তাওশীহ (বৈরুত ঃ দার আল-ছিকাফাহ, ১৯৬৬ খৃ.)।
- ড: সুলায়মান নাদাভী, তারীখ 'আরদ আল-কুরআন (আ'যামগড়, ১৯৫৩ খৃ.) খ ১,২।
- সৈয়দ আমির আলী, আরব জাতির ইতিহাস, বাংলা অনু., রেয়াজুদ্দীন (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী)।
- সৈয়দ্দ সাজ্জাদ হুসায়ন, 'আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা ঃ বুক ফোরাম, ১৯৭৫ খৃ.)।
- সায়্যিদ আহ্‌মাদ আল-হাশিমী, মীযান আল-যাহাব ফী সানা'আহ আশ'আর আল-'আরব (বৈরুত ঃ দার আল-কুতুব আল-'ইলমিয়াহ, ১৯৭৯ খৃ.)।
- সায়্যিদ নাওফাল, শি'র অল-তাবী'আহ ফী আল-আদাব আল-'আরবী (কায়রো, ১৯৪৫ খৃ.)।
- হান্না আল-ফাখুরী, তারীখ আল-আদাব আল-'আরবী (লেবানন ঃ আল-মুতাবি'আহ আল-বুলিসিয়াহ, ১৯৫১ খৃ.)।
- ড: হাসান জাদ হাসান, ইব্‌ন যায়দূন (কায়রো ঃ মার্তবা'আহ আল-মুনীরিয়াহ, ১৯৫৫ খৃ.)।
- ড: হিকমাত আল-আওসী, ফুসূল ফী আল-আদাব আল-আন্দালুসী (বাগদাদ ঃ মুতাবি'আহ সালমান আল-আ'জামী)।
- হিকমাত নাজীব 'আব্‌দ আল-রাহমান, দিরাসাত ফী তারীখ আল-'উলূম 'ইন্দা আল-'আরব (১৯৭৭ খৃ.)।
- Al-Andalus, Aquarterly Journal (Madrid – Granada, 1953-65 A.C.)
- Ameer Ali, A Short History of the Saracens (London, 1951 A.C.)
- Brockelmann, History of the Islamic Peoples (1949 A.C.)
- Conde, J.A. – History of the Domination of the Arabs in Spain (English tr.), vols. 1 – v.
- Cour, A. – Un poete Arabie d' Andousie : Ibn Zaidun (Constan tine, 1920 A.C.)
- Dozy, Reinhart, L' Histoire des Musulmans d' Espagne (Leyden, 1861 A.C.); New Ed. by E. Levi Provencal (Leyden, 1931 A.C.); Tr. into English by F.G. Stockes and intitled Spanish Islam : A History of the Moslems in Spain (London, 1913 A.C.)

Dhaka University Institutional Repository

- Draper, John, History of the Intellectual Development of Europe (London, 1910 A.C.), 2 vols.
- Encyclopaedia of Islam (1913 – 34 A.C.), Vols. I – IV
- Encyclopaedia of Britanica (14th edition), Vol. XXI
- Garcia Gomes, Todo Ben Quzman (Madrid, 1972 A.C.)
- Gibb, H.A.R. Arabic Literature (London, 1926 A.C.)
- Hartmann, M. Das Muwassah (Weimar, 1897 A.C.).
- Hispana, a Journal (Madrid, 1953 A.C.), Vol. XIII.
- Hitti, P.K. History of the Arabs (London, 1953 A.C.).
- Huart, C.A History of Arabic Literature, Eng. Tr. by Lady M.Loyd (1903 A.C.)
- Economic condition of Spain in Pre-Muslim Period in Islamic Culture (Hyderabad, 1957 A.C.)
- Music in Muslim Spain in Islamic Culture (Hyderbad, 1958 A.C.)
- Imamuddin, S.M. A Political History of Muslim Spain (Dhaka, 1969 A.C.)
- The Influence of Spanish Muslim civilization on Europe in Islamic Literature (Lahore, 1956 A.C.)
- Lane-Poole, Stanly, The Moors in Spain (London, 1912 A.C.)
- McCabe, Joseph, Splendour of Moorish Spain (London, 1935 A.C.)
- Muir, William, The Caliphate Its Rise, Decline and Fall (Edinburgh, 1915 A.C.)
- Nicholson, R.A. Hispano Arabic poetry (Baltimore, 1946 A.C.)
- A Literary History of the Arabs (Cambridge, 1956 A.C.)
- Riyasat 'Ali, The Tarikh-I-Undalus (A 'zamgarh, 1950 A.C.)
- Scott, S.P. History of the Moorish Empire in Europe (Philadelphia, 1904 A.C.), Vols. 3, Urdu tr. Muhammad Khalil Al-Rahman (Akhbar Al-Undalus, 1922 A.C.), Vols. 3.
- Watt, W. Montgomery, A History of Islamic Spain (Edinburgh, 1965 A.C.)